শ্রীরামচরিত মানস

গোস্বামী তুলসীদাস

বালকাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ড

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
বঙ্গানুবাদ

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সূচীপত্র

ভূমিকা

গোস্বামী তুলসীদাস কৃত রামচরিত মানস (সাধারণের নিকটে যাহা 'তুলসীদাসী রামায়ণ' নামে পরিচিত), এক পরম উপাদেয় গ্রন্থ। এই এক গ্রন্থ হইতে যে উপকার পাওয়া যায়, একাধারে তত জ্ঞান ও তত আনন্দলাভ অল্প গ্রন্থ হইতেই সম্ভব। কোন বিষয় হইতে আনন্দলাভ করা অবশ্য ব্যক্তি-বিশেষের অধিকারের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে; কিন্তু জ্ঞান-লাভ যে-কেহ করিতে পারে। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, জীবন-যাপন প্রণালী, আত্মীয় স্বজন, গুরুজন ও কনিষ্ঠদের প্রতি ব্যবহার, পরমার্থ তত্ত্ব,—এক কথায় এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহা এ গ্রন্থ হইতে শিক্ষা করা যায় না। কাব্য হিসাবে ইহা যে-কোন কাব্যের সহিত সমান আদর লাভ করিতে পারে। ইহাতে বর্ণনা এত প্রাণমুগ্ধকর, উপমা এত সুন্দর ও সম্পূর্ণ, ভাষা এমন মার্জ্জিত অথচ সরল যে, এক কথায় ইহার সব ঐশ্বর্য্য বলিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। এই গ্রন্থ বারবার পাঠ করিতে হয়,—তন্ময় হইতে হয়,—তবে ক্রমে ক্রমে ইহার রস অনুভূত হইতে থাকে। সে রস কেবল উপভোগেরই সামগ্রী। অনেকের মতে উপমার ঐশ্বর্য্যে কালিদাসের পরেই নাকি তুলসীদাসের আসন। কে উচে, কে নীচে, ইহা লইয়া তর্ক করা যাঁহাদের কাজ, তাঁহারাই তাহা লইয়া থাকুন; আমরা তাহাতে সময়ের অপব্যবহার করিতে চাহি না; কারণ কোন লাভ নাই; তবে এ কথা সম্পূর্ণ নির্ভয়ে বলিতে পারা যায় যে, উপমার তুলসীদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী বড় বেশী নাই। একটি উপমা উদ্ধৃত করিতেছি; এমন বহু উপমা আছে।

রাম সীতার বিরহে কাতর হইয়া যখন বনে বনে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তখন বসন্ত ঋতুর পূর্ণ বিকাশ কাল। রামের মনে হইল, তাঁহাকে সঙ্গিহীন,—একাকী পাইয়া, মদন চতুরঙ্গ অনীকিনী সহ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র তখন বলিতেছেন:—

"মধুর বসন্ত ঋতু হের মন-বিমোহন। প্রিয়ার বিরহে মোর ভীতি করে উৎপাদন॥
বিরহে বিকল বলহীন অতি একা মোরে তা'র জানা।
মধুপ কানন বিহগেরে ল'য়ে কাম দিল তাই হানা॥
দেখে' গেল দূত ভ্রাতা সনে মোরে সংবাদ লভি তা'র।
সম্বরি' যেন আপন বিপুল বাহিনী স্থাপিল মার॥"

যখনই মদন বুঝিতে পারিল রাম একা নহেন, বীরাগ্রগণ্য লক্ষ্মণ তাঁহার সঙ্গী রহিয়াছেন, তখনই যেন সে কতকটা সাবধান হইয়া নিজ সৈন্যের অগ্রগমন স্থগিত রাখিয়া ঐ স্থানেই শিবির সংস্থাপন করিল। সে শিবির এইরূপ:—

"বিশাল পাদপ হ'তে ঝুলি'ছে ব্রততী যত। কতই শিবির তথা হইল যেন রচিত॥
উড়ি'ছে পতাকা ধ্বজা যতেক কদলী তালে। ধীরতা যাহার মনে সে কভু নাহিক টলে॥
ধ'রেছে বিবিধ ফুল নানাজাতি তরুদলে। যেন তীরন্দাজ বহু আগুলিছে [illegible]॥
হেথা হোথা মনোহর তরুদল শোভা পায়। পৃথক ছাউনি যেন কোনকোন বীর [illegible]॥
কোকিল-কূজন যেন মত্ত বারণ-রব। ডাহুক কোকিল উট অশ্বতর যেন সব॥
ময়ূর চকোর শুক কপোত মরালচয়। এরা যেন মনোজের মহাতেজ রণ-হয়॥

তিত্তির বটের যত পদাতিক সেনাগণ। ক'ব কত অনঙ্গের বাহিনীর বিবরণ ॥
রথ ধরাধর শিলা দুন্দুভি নির্ঝর। চাতক বন্দী গায় গুণচয় নিরন্তর ॥
মধুকর-গুন্‌গুন্ তূরী আর ভেরী-হেন। ত্রিবিধ সমীরণ মদনের দূত যেন ॥
চতুরঙ্গ অনীকিনী সাথে ল'য়ে আপনার। রণে আবাহন করি' বিচরণ করে মার ॥
মীন-কেতনের এই সেনা করি' দরশন। যে পারে ধরিতে ধীর প্রতিষ্ঠা লভে সে জন ॥"

রামচরিত মানস ভক্তির অনন্ত উৎস। এ পথের পথিক যাঁহারা, তাঁহারা ইহাতে অনির্ব্বচনীয় রস পাইয়া থাকেন। হিন্দীভাষা ভাষী ভারত তুলসীদাসে মাতোয়ারা। তুলসীদাস বলিয়াছেন, নিজের হৃদয়ের তৃপ্তির জন্যই তাঁহার চলিত ভাষায় এ গ্রন্থ প্রণয়ন করা।

"অনেক পুরাণ বেদ শাস্ত্র-সম্মত কথা। রামায়ণে বিবরিত নিজ হৃদি-সুখ তরে।
অন্যত্র হ'তেও কিছু রঘুনাথ-গুণ গাথা। মঞ্জু ভাষায় অতি তুলসী রচনা করে ॥"

তুলসীদাস বলিয়াছেন বটে যে, মাত্র তাঁহার নিজ-হৃদি সুখের জন্যই তাঁহার এ প্রয়াস; কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি শুধু আপনার হৃদয়ের আনন্দ-বিধানই করেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে বহু নাম-প্রেমিকের হৃদয়ই অনাবিল প্রেমের স্রোতে ভাসাইয়াছেন। গ্রন্থ রচনা করিবার সময়ে তুলসীদাসের মনে একটু কুণ্ঠা ছিল;—হয় ত সুধী-সমাজ এই চলিত ভাষায় বিরচিত গ্রন্থকে আদরের চক্ষে না দেখিতে পারেন। তাই কতকটা সঙ্কোচের সঙ্গেই বলিতেছেন,—

"একে ত' ভাষায় রচা বুদ্ধিহীন আমি তা'তে। হাসি-যোগ্য এ রচনা দোষ নাহি সে হাসিতে ॥"

কিন্তু তাঁহার মনে অটুট বিশ্বাস যে, রচনা গুণ-বর্জ্জিত হইলেও, তাহাতে এমন এক মহা গুণ আছে যে, শুধু তাহারই জন্য সুজনে শুনিবে ও রস গ্রহণ করিবে:—

"আছে এতে রঘুপতি শ্রীরাম-নাম উদার। অতীব পাবন যাহা বেদ পুরাণের সার ॥
শুভের নিলয় ইহা সকল দুরিতহারী। ভবানী সহিত যা'রে জপেন ত্রিপুর-অরি ॥"

তাঁহার মন এই বলে, যে রচনায় রাম-নামের গুণ-কীর্ত্তন নাই, সে কবিতা যদি কবি-কুলচূড়া-বিরচিতও হয়, তবু তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাই তিনি বলিতেছেন,—

"যদিও কবিত্ব-রস কণা-লেশ এতে নাই। শ্রীরাম-প্রতাপ তবু আছে ভরা সব ঠাঁই ॥

* * * * * * *

বটে এ কবিতা মন্দ কথিত-বিষয় ভাল। রাম-কথা সাথে যাহা মহা ধরা-মঙ্গল ॥"

রাম-রূপের বর্ণনা করিয়া তুলসীদাসের মন শান্তি মানে নাই। তাই যখনই অবকাশ পাইয়াছেন, তখনই রামের রূপবর্ণনায় তিনি হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি উজাড় করিয়া দিয়াছেন। হয়ত কাব্য হিসাবে ইহাতে কোনকোন স্থলে এক কথার পুনরুক্তি করার দোষ হইয়াছে। কিন্তু কোন ভক্তই তাহা গ্রাহ্য করিবেন না। ভূমিকা দীর্ঘ হইবার ভয়ে অতি কষ্টে উৎকৃষ্ট অংশ সকল উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে হইল। রসগ্রাহী পাঠকগণ গ্রন্থমধ্যে ইহার আস্বাদ ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হইবেন।

উত্তরকাণ্ডই রামচরিত মানসের মধ্যে সর্ব্ববাদিসম্মত শ্রেষ্ঠ অংশ। তুলসীদাসের যত কিছুর গভীরতার সমাবেশ ঐ উত্তরকাণ্ডে। তাহাতে ভক্তি ও জ্ঞানের যে সমন্বয় রহিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া, পরমার্থ ক্ষেত্রে তুলসীদাসের স্থান কোথায় তাহা শুধু অনুমান করা যায়।

যদিও রামচরিত মানস মূল সংস্কৃত রামায়ণেরই মত সপ্ত কাণ্ডে সমাপ্ত, তথাপি ইহা মূল হইতে বিভিন্ন। তুলসীদাসী রামায়ণে সপ্ত খণ্ডের ভিতর, সীতার বনবাস হইতে আরম্ভ করিয়া, সীতার পাতাল-প্রবেশ, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন,—এ সকল ঘটনা সন্নিবিষ্ট নাই। গ্রন্থের আরম্ভ হইতে রাবণবধের পর রামাদির অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত রামচন্দ্রের যে মহান্ চরিত্র রামায়ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সীতার বনবাস হইতে সে মহানতা যে ম্লান হইয়াছে, তাহা সকলকেই মানিতে হইবে। বুঝি তুলসীদাসের ভক্ত-হৃদয় ইষ্ট-দেবতার এই চিত্র কল্পনা করিতেও প্রাণে ব্যথা অনুভব করিয়াছে। তাই তিনি উত্তরকাণ্ডে,—

"লব-কুশ সুকুমার কুমার জানকী পা'ন। যাঁ'দের চরিত করে বেদ-পুরাণেতে গান ॥
হ'য়ে অগ্রগণ্য বীর বিনয়ী সুগুণাকর। যেন শ্রীহরির দুই প্রতিরূপ মনোহর ॥
প্রতি ভাই লভিলেন দুই দুই সুকুমার। তাঁ'রাও সকলে শীল রূপ আর গুণাধার ॥"—

এই বলিয়া শ্রীরামের আখ্যায়িকায় যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন। রামচরিত মানসের কোন কোন সংস্করণে লব-কুশ কাণ্ড নামে এক অষ্টম কাণ্ড সন্নিবিষ্ট আছে। জানি না তাহা প্রকৃতই তুলসীদাসের কি না; সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শেষ করিবার পর আবার তিনি অষ্টম খণ্ডের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন কি না। তবে ভক্তের মন দিয়া রামচন্দ্রকে দেখিতে হইলে বলিতেই হইবে যে, যেমন ভাবে সপ্তকাণ্ডে তুলসীদাস রামায়ণ শেষ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার অন্তরের রাম-ভক্তি আরও দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিজ ইষ্ট-দেবতার আদর্শকে কোন্ ভক্ত প্রাণ ধরিয়া ম্লান করিতে চায়? মূল হইতে পথান্তর গমনের সাহস তুলসীদাসের ছিল। তাই বুঝি বা তিনি ভক্তিতে বাল্মীকি হইতেও মহান্।

* * * * * * *

অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মত রামচরিত মানসেরও বিভিন্ন সংস্করণে স্থানে স্থানে পাঠান্তর, প্রক্ষিপ্ত প্রভৃতি আছে। তাই এই অনুবাদ কেবল এমন একখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই করা হইয়াছে, এবং ইহাতে সন্নিবেশিত পাদটীকা,—এমন কি তুলসীদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী পর্য্যন্ত, এমনই গ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে, যাহাকে প্রমাণ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই গ্রন্থ যে হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদ, তাহা গোরক্ষপুর হইতে প্রকাশিত "কল্যাণ" নামক হিন্দী মাসিক পত্রের কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। 'কল্যাণ' মাসিক পত্রিকা অন্যান্য বহু মাসিকের মত ব্যবসায়-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া পরিচালিত নহে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। তাঁহারা বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া নির্ভুল রামচরিত্র-মহিমা প্রচারের সদুদ্দেশ্যে যে সংস্করণ প্রণয়ন করিয়া, যৎসামান্য মূল্যে সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন, এই-অনুবাদ দ্বারা বাংলা-ভাষা ভাষীদের মধ্যে তাঁহাদের সেই মহান্ উদ্দেশ্যের প্রসার কল্পে অন্তত: অতি সামান্য সহায়তাও করা হইবে মনে করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। পক্ষপাত শূন্য হইয়া অকপটে বলিতেছি,—এ হেন গ্রন্থ যদি আজ বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধের হস্তে গিয়া পৌঁছায় এবং অপরাপর হিন্দী-ভাষা ভাষী প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয়েরও পাঠ্য-মধ্যে যদি এ গ্রন্থের অংশ বিশেষ স্থান লাভ করে, তবে তাহাতে সকলেরই উপকার অবধার্য্য; তাহাতে বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃতই মানুষগঠন করিতে সাহায্য করিবেন; এবং যে যে গুণের জন্য ভারত, 'ভারত', সেই সেই গুণের সন্ধান সকলেই ইহাতে অফুরন্ত পাইবেন।

এইবার গ্রন্থের ছন্দ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা যাইতেছে। এই গ্রন্থে সংস্কৃত শ্লোক ব্যতীত চৌপাই, দোহা, সোরঠা ও ছন্দ :—এই চারি প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ; তাহার মধ্যে প্রধানতঃ চৌপাই (চতুষ্পদী) ও দোহাতেই গ্রন্থ লিখিত। প্রত্যেক কাণ্ড একটি করিয়া সংস্কৃত শ্লোক দিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহাতে রাম, সীতা, হনুমান, মহাদেব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের স্তব আছে ; তাহার পর একটি সোরঠা ; তাহার পরে চার পাঁচটি করিয়া চৌপাই ও একটি করিয়া দোহা পর্য্যায়ক্রমে চলিয়াছে। এই ভাবে গ্রন্থে ছন্দ বৈচিত্র্যের সাহায্যে অভিনবত্ব বজায় রাখা হইয়াছে। কোথাও কোথাও দোহার স্থানে সোরঠা, এবং কখনও বা দোহা ও সোরঠা দুই-ই দেওয়া হইয়াছে। "ছন্দ" সব স্থানে ব্যবহার করা হয় নাই। যে পরিস্থিতিতে তুলসীদাসের মনে ভাব উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, কেবল সেই সেই স্থানেই তিনি ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। মূল হিন্দী গ্রন্থে যে স্থানে যে ছন্দ আছে, এই অনুবাদেও তাহার অনুরূপ ছন্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার জন্য হিন্দী "সোরঠার" অনুরূপ একটি ছন্দের সৃষ্টি করিয়া তাহার "সোরঠা" নাম দেওয়া হইয়াছে।

চৌপাইয়ের উদাহরণ :—

তন সকোচু মন। পরম উছাহূ। গূঢ় প্রেম লখি। পরই ন কাহূ॥
জাই সমীপ। রাম ছবি দেখি। রহি জনু কুঅঁরি। চিত্র অবরেখী॥

ইহাতে দীর্ঘস্বর ও যুক্তাক্ষরে সাধারণতঃ দুই মাত্রা ধরিয়া লইয়া পঠিত হয় : (তবে অনেক স্থলে ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়) : ইহার অনুবাদ এই ভাবে করা হইয়াছে :—

সঙ্কোচ-ভরা তনু। বড় উৎসাহ মনে। গোপন প্রণয় কারো। নাহি আসে দরশনে॥
রামের সমীপে গিয়া। রূপ করি' আঁখিগত। রহিলেন সীতা যেন। চিত্রের আঁকা-মত॥

দোহার উদাহরণ :—

মুখিয়া মুখু। সো চাহিয়ে। খান পান কহঁ। এক।
পালই পোষই। সকল অংগ : তুলসী সহিত বি-। বেক।

ইহার অনুবাদ :—

মুখের সমান। হ'বে যে প্রধান। পানাহার শুধু। তা'র।
পালিবে পুষিবে। সারা অবয়বে। বিবেকে করি বি-। চা'র॥

হিন্দী সোরঠার অনুরূপ যে ছন্দ উদ্ভাবন করিয়াছি, নিম্নে তাহার নমুনা দিলাম। হিন্দীতে এই ছন্দের শেষে কোথাও কোথাও মিলও দেখিতে পাওয়া যায়, আবার কোথাও কোথাও তাহা থাকেও না। বাংলায় সর্ব্বত্রই মিল করা হইয়াছে।

সোরঠার উদাহরণ :—

ভরত চরিত করি নেমু। তুলসী জো সাদর সুনহিঁ।
সীয় রাম পদ প্রেম। অবসি হোই ভব রস বিরতি।

ইহার বাংলা করা হইয়াছে :—

ভরত-কাহিনী করি' নেম। তুলসি যে শুনে আদর-বশে।
জানকী-শ্রীরাম পদে প্রেম। হ'বে স্থির পা'বে বিরাগ-রসে॥

তুলসীদাসের "ছন্দে"র উদাহরণ এই :—

পিয় রাম প্রেম।	পিযূস পূরণ।	হোত জনমু।	ন ভরত কো।
মুনি মন অগম।	জম নিয়ম।	সম দম বিষম।	ব্রত আচরত কো॥
দুখ দাহ দারিদ।	দংভ দূষণ।	সুজস মিস অপ-।	হরত কো।
কলি কাল তুল-।	সী সে সঠন্হি।	রাম সনমুখ।	করত কো॥

ইহার বাংলা :—

সীতারাম-প্রেম-।	পীযূস পূরিত।	না আসিলে পরে।	ভরত ভবে।
মুনি-মনাগম।	শমাদি নিয়ম।	কঠোর ব্রত কে।	করিত তবে॥
দম্ভ দুখ দাহ।	দৈন্য দূষণ।	যশ-ছলে অপ-।	হরিত কে।
কলিতে তুলসী-।	সমান শঠেরে।	হঠে রাম-মুখী।	করিত কে॥

তুলসীদাস পাঠ করিয়া প্রভূত আনন্দ পাইয়াছিলাম বলিয়াই সে আনন্দ আরও নিবিড় ভাবে পাইবার লোভে ছন্দে ইহার অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। পরে যাঁহারই নিকটে এ অনুবাদ পাঠ করিয়াছি, তিনিই রামচরিত মানসের অপূর্ব্বত্ব দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, তাই এই গ্রন্থ প্রকাশের চেষ্টা। এক্ষণে ইহা সাধারণের নিকট উপস্থিত করিলাম। দ্বিধাশূন্য হইয়া ইহা বলিতেছি, যদি কোথাও কোন দোষ দেখিতে পান, তবে বুঝিবেন তাহা অনুবাদের; তখন তাঁহাকে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া মূল গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শ্রম সার্থক হইবে।

গীতগোবিন্দ গ্রন্থের পদ্যানুবাদের ভূমিকায় কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় যে কথা বলিয়া ভূমিকা শেষ করিয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রেও তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য বিবেচনায় আমিও তাহা করিতেছি। তাঁহার মত আমিও অতি কুণ্ঠার সহিত নিবেদন জানাইতেছি—"অনুবাদে বহু ত্রুটিই থাকিয়া গেল, সহৃদয় পাঠকগণের নিকট সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। যাঁহার কাব্যের মর্য্যাদা হানি করিলাম, সেই ভক্তচূড়ামণি কবিরাজের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া এই ভূমিকার উপসংহার করি।"

মাহেশ

ঝুলন পূর্ণিমা—১৩৫৪ সাল।

শ্রীশিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

গোস্বামী তুলসীদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রয়াগের নিকটে, যমুনার দক্ষিণে রাজাপুর নামে গ্রাম; সেই গ্রামে ১৫৫৪ সম্বতের শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণবংশে গোস্বামী তুলসীদাসের জন্ম হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পর, রোদনের পরিবর্ত্তে শিশুর মুখ হইতে রাম নাম বাহির হইতে থাকে। এক বৎসর কাল তুলসীদাস মাতৃগর্ভে অবস্থান করেন। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাঁহার অবয়ব পাঁচ বৎসরের বালকের মত ছিল, ও মুখে একমুখ দাঁত ছিল। শিশুর পিতা, পণ্ডিত আত্মারাম দুবে, সূতিকাগারে গমন করিয়া সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া বিষম সমস্যায় পড়িলেন। আত্মীয়, প্রতিবেশীগণ ও জ্যোতিষী একত্রিত হইয়া জটলা ও বিচার করিয়া এই স্থির করিলেন যে, তিন দিন যদি এ শিশু বাঁচিয়া থাকে, তবে তখন দেখা যাইবে। তৃতীয় দিবস রাত্রে তুলসীদাসের মাতা তাঁহার দাসীকে গোপনে ডাকিয়া আপনার অলঙ্কারাদি তাহাকে দিলেন ও শিশুকে লইয়া গোপনে তাহার শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে তিনি আর বাঁচিবেন না, এবং তাঁহার আত্মীয়গণ হয়ত এ নিঃসহায় শিশুকে ফেলিয়া দিবেন। কথামত, দাসী শিশুকে লইয়া তাহার শ্বশুরালয় হরিপুরে চলিয়া গেল; এদিকে রাত্রি প্রভাতে তুলসীদাসের মাতা হুলসীও দেহত্যাগ করিলেন। অন্নাধিক পাঁচ বৎসর শিশুকে লালন পালন করিয়া দাসীর মৃত্যু হইল। তখন তাহার শাশুড়ী নিরুপায় হইয়া বালকের পিতা আত্মারামের নিকটে, তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য সংবাদ দিলেন। বালক এখন অনাথ। এমন সময় কোথা হইতে এক অপরিচিতা রমণী প্রত্যহ আসিয়া তাহাকে ভোজন করাইয়া যাইতেন। লোকের বিশ্বাস, এই রমণী স্বয়ং অন্নপূর্ণা। এইরূপে আরও দুই বৎসর গেল। এই সময়ে রামগিরি নিবাসী নরহরি জী নামক এক সাধু তথায় উদয় হইলেন। তিনি বালকের সন্ধান করিয়া, তাহাকে সঙ্গে করিয়া অযোধ্যা লইয়া গেলেন, ও ১৫৬১ সম্বতের মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের উপাস্থিতিতে সেথায় এক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল, ঐ যজ্ঞে বালকের উপনয়ন-সংস্কার সমাপিত হইল। গায়ত্রী-উপদেশের সময় বালক নিজে হইতেই গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। এখন হইতে তাঁহার নাম হইল তুলসীদাস; তিনি পাঁচ-সংস্কার প্রাপ্ত রাম-মন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণব হইয়া গুরুর নিকটে বিদ্যারম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার অপরিসীম মেধা ছিল। কথিত আছে, জন্মাবধি সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার স্মরণে ছিল; একবার গুরুর পদ-সেবা করিবার সময় তিনি গুরুকে তাহা বলিয়াছিলেন; এ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গুরুর হৃদয় দ্রবিত হইয়া যায়। কিছুকাল পরে নরহরি প্রভু তুলসীদাসকে সঙ্গে লইয়া নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া শূকর ক্ষেত্রে (সেরোঁ) উপস্থিত হইলেন। রামচরিত মানসে তুলসীদাস স্বয়ং ইহাকে বরাহ ক্ষেত্র নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থানে গুরু ও শিষ্য উভয়ে মিলিয়া সাধনা করিতে থাকেন, এবং এই স্থানেই গুরুর নিকট তুলসীদাস রাম-চরিত্র শ্রবণ করেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"আমি লভি এরে | বরাহ ক্ষেত্রে | নিজ গুরুদেব-পাশে।
বালক বলিয়া | বুঝিনি তখন | জ্ঞান-হীনতার দোষে॥"

(বালকাণ্ড, ১৬শ পৃষ্ঠা, ৩০ (ক) দোহা)

তথা হইতে তাঁহারা বারাণসীধামে গমন করেন ও তথায় পঞ্চদশ বৎসর যাবতীয় শাস্ত্র অধ্যয়নে রত থাকেন। এই সময়ে তুলসীদাসের মনে জন্মভূমি দর্শনের আকাঙ্ক্ষার উদয় হওয়ায়, বিদ্যাগুরুর অনুমতি লইয়া রাজাপুর গমন করেন।

রাজাপুরে আসিয়া তুলসীদাস দেখিলেন, তাঁহার পিতৃ-গৃহের ধ্বংসাবশেষ মাত্র বর্ত্তমান। গ্রামের ভাট জানাইল, হরিপুর হইতে বার্ত্তাবহ আসিয়া, নিজ পুত্রকে আপনার কাছে আনিবার অনুরোধ জানাইলে, তাঁহার পিতা পণ্ডিত আত্মারাম যখন তাহাতে অস্বীকৃত হন, তখন এক সিদ্ধের অভিশম্পাতে

ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু, ও দশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত বংশ লোপ পায়। সকলের আগ্রহ মত, তুলসীদাস পৈত্রিক ভিটার সংস্কার করাইয়া সেই স্থানে বাস করিতে ও সকলকে রাম-কথা শুনাইতে লাগিলেন। এই সময়ে একবার যমুনা-স্নান উপলক্ষে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তুলসীদাসকে দেখেন, ও তাঁহাকে নিজ জামাতা করিতে সঙ্কল্প করেন। তুলসীদাসের নিকট বারান্তরে এ প্রস্তাব করিলে পর তিনি তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে, ব্রাহ্মণ অনশন করিলেন; তখন অনন্যোপায় হইয়া তুলসীদাসকে বিবাহে সম্মতি দিতে হয়। ১৫৮৩ সম্বতের জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশীতে তাঁহার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁহার স্ত্রী অতি রূপবতী ছিলেন; তাঁহার রূপে তুলসীদাস মুগ্ধ হইয়া যান। এমন কি তাঁহাকে পিত্রালয়ে পর্য্যন্ত যাইতে দিতেন না। বিবাহের পর এক বৎসর অতীত হইয়া গেলে, একবার তাঁহার অনুপস্থিতে তাঁহার স্ত্রী স্বীয় পিত্রালয়ে গমন করেন। এদিকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তুলসীদাস যখন জানিতে পারিলেন তাঁহার স্ত্রী গৃহে নাই, তখন তিনিও শ্বশুরালয়ে চলিলেন। তথায় যখন উপনীত হইলেন, তখন গভীর রাত্রি,—সকলে নিদ্রামগ্ন। তুলসীদাসের কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া তাঁহার স্ত্রী দ্বার খুলিয়া দিলেন; এবং এরূপ অসময়ে আসাতে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,— "ভালবাসায় তোমায় এমনই অন্ধ করিয়াছে যে, অন্ধকারও মান' না? ধন্য তুমি! আমার এই অস্থি-মাংসের দেহে তোমার যত মোহ, তাহার অর্দ্ধেকও যদি ভগবানের চরণে থাকিত, তবে এই ভীষণ সংসার হইতে তোমার রেহাই হইত!"—এই কথা শুনিবামাত্র তুলসীদাস সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন:—কাহারও কোন অনুরোধে কর্ণপাত করিলেন না।

তুলসীদাস একেবারে প্রয়াগে আসিলেন, ও সেই পুণ্যতীর্থে গৃহস্থের বেশ পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক ধারণ করিলেন। অনন্তর বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া, চতুর্দ্দশ বৎসর পরে কাশীধামে আগমন করিলেন। কথিত আছে, এই দীর্ঘ তীর্থ-পর্য্যটনের সময়, তিনি বহু সাধু সন্তের সাহচর্য্যে আসেন ও যথেষ্ট আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন।

এই সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। কাশীধামে অবস্থান কালে, তুলসীদাস প্রতিদিন রাম-চরিত কথা কীর্ত্তন করিতেন ও তত্রত্য সাধু সজ্জনেরা অতি প্রেমের সহিত তাহা শ্রবণ করিতে আসিতেন। প্রবাদ, এই সময়ে তাঁহার হনুমানজীর সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ঘটনাটি এইরূপ:—প্রতিদিন শৌচক্রিয়া সমাপনান্তে অবশিষ্ট জল তুলসীদাস এক অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে ঢালিয়া দিতেন। ঐ বৃক্ষে এক প্রেত বাস করিত, তুলসীদাস প্রদত্ত ঐ জলে তাহার তৃষ্ণা-নিবারণ হইত। ইঁহাকে মহাপুরুষ বুঝিতে পারিয়া একদিন ঐ প্রেত তাঁহার নিকট আবির্ভূত হয়, ও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে তাঁহার অভিলষিত বস্তু কি! তুলসীদাস তাঁহার প্রাণের কামনা,—ভগবান্ রামচন্দ্রের, দর্শনাকাঙ্ক্ষার কথা,—ব্যক্ত করেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া প্রেত বলিল,—"হনুমানজী প্রতিদিন তোমার রাম-কথা শ্রবণ করিতে আসিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্ব-প্রথমে আসেন ও সকলের শেষে যান, সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ, ও অতি কুবেশ পরিহিত যিনি,—তিনিই স্বয়ং হনুমান; অবসর বুঝিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া ভগবান্ রামকে দর্শন করাইবার জন্য বিশেষ অনুনয় করিও।" তুলসীদাস একদিন তাহাই করিলেন। হনুমানজী বলিলেন,—"চিত্রকূটে তাঁহার দর্শন পাইবে"; তুলসীদাস চিত্রকূটে গেলেন।

তুলসীদাসের তখনকার মানসিক অবস্থা বর্ণনার অতীত। হনুমানজীর কথায় অবিশ্বাস করিবার সাধ্য নাই,—তাঁহারই আদেশে রাম-দর্শনে চিত্রকূট যাইতেছেন,—অথচ বারবার মনে হইতেছে, "ভগবান্ রামের দর্শন আমার অদৃষ্টে ঘটিবে কি? কত জন্ম তপস্যা ও সাধনায় অন্তঃকরণ নির্ম্মল করিয়াও যাঁহার ধ্যান নির্ব্বিঘ্নে হয় না, সেই ভগবান্ শ্রীরামের দর্শন আমার মত নীচ, বিষয়াসক্ত ও সাধনা বর্জ্জিত জীব কখনও পাইতে পারে কি?" এই ভাবিয়া এক একবার হতাশ হইতেছেন, আবার পরক্ষণেই যেমনই তাঁহার অপার দয়া, অসীম কৃপার কথা মনে উদিত হইতেছে, অমনি সমস্ত ভুলিয়া অতীব প্রেমে মগ্ন হইয়া তুলসীদাস চিত্রকূটের অভিমুখে দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন। ঠিক এমনই পরিস্থিতি রামচরিত মানসে তুলসীদাস নিজে ঘটাইয়াছেন। ভরত যখন শত্রুঘ্ন ও গুহককে সঙ্গে লইয়া রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চিত্রকূট যান, তখন অবিকল এমনই সন্দেহ দোলায় ভরতের মন দোদুল্যমান্। তুলসীদাস নিজে লিখিতেছেন:—

(ভরতের,)—"জননীর আচরণ স্মরি' মন কুণ্ঠিত। তর্ক অযথা কোটি উঠে ম'নে অবিরত॥
শুনিয়া আমার কথা সীতা রাম-লক্ষ্মণ। প্রয়াণ করেন যদি বর্জ্জন করি' বন॥
মাতা-সম মোরে বিচারি' ব্যাভার যা' করেন দোষ নাহি।
ক্ষমি' অপরাধ ল'বেন আদরে আপনার পানে চাহি'॥
ঠেলুন আমারে জানি' মলিন আমার মন। অথবা সেবক বলি' করুন মোরে যতন॥
রামের পাদুকা শুধু শরণ মম আধার। সু-প্রভু অতীব রাম দোষ সেবকের তাঁ'র॥

* * * *

গমন করেন পথে ভাবিতে ভাবিতে মনে। শিথিল সকল কায়া সঙ্কোচ সনে প্রেমে॥
মাতার কুকাজ যেন দেয় তাঁ'রে ফিরাইয়ে। ধৈর্য্য-মূরতি যা'ন ভকতির বলাশ্রয়ে॥
শ্রীরাম-স্বভাব-গুণ মনে পড়ে যেইক্ষণ। অমনি ত্বরিত পথে পড়িতে থাকে চরণ॥
গমনের অবসরে ভরতের দশা তথা। জলের প্রবাহ-মাঝে ঘূর্ণীর গতি যথা॥
ভরতের ভাব আর প্রেম করি' দরশন। নিষাদ হইল নিজ দেহ-বোধ বিসরণ॥

চিত্রকুটে শ্রীরামের প্রত্যক্ষ দর্শন এই ভাবে সংঘটিত হইল :—চিত্রকুটে উপনীত হইয়া তুলসীদাস রাম-ঘাটে নিজের আসন করিলেন। প্রত্যহ মন্দাকিনীতে স্নান করেন, মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করেন, রামায়ণ পাঠ করেন, আর নিরন্তর রাম-নাম জপ করেন। এই ভাবে তাঁহার দিন যায়। একদিন চিত্রকুট পরিক্রমায় বাহির হইয়াছেন, হঠাৎ একস্থানে দেখিলেন, ধনুর্বাণধারী পরম সুন্দর দুই রাজকুমার অশ্বারোহণে শিকারে যাইতেছেন। তাঁহাদের রূপ দেখিয়া তুলসীদাস মুগ্ধ হইলেন; ভাবিলেন এই অপরূপ লাবণ্যময় কুমার দুইটি কে! পরে হনুমানজী যখন জানাইলেন যে, তাঁহারাই তাঁহার আরাধ্য-দেবতা, রাম-লক্ষ্মণ, তখন তুলসীদাসের আত্ম-গ্লানির আর সীমা রহিল না। তাঁহার মন হায়হায় করিয়া উঠিল। কবির ভাষায় বলিতে গেলে তিনি যেন নিজের মনকে শত ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"সে যে পাশে এসে ব'সেছিলো
তবু জাগিনি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিলো
হতভাগিনী।"

হনুমানজী তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "প্রাতঃকালে পুনরা'য় দর্শন পাইবে।" কিরূপে তুলসীদাসের যে সময় অতিবাহিত হইতেছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। সেদিন ১৬০৭ সম্বতের মৌনী অমাবস্যা, বুধবার। বিরহে ব্যাকুল তুলসীদাস প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই ভগবান্ রামের দর্শন-লালসায় নির্নিমেষ নয়নে পথ পানে চাহিয়া রহিলেন। ভগবান্ প্রসন্ন হইলেন; তুলসীদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা! আমাদের চন্দন দাও"! পাছে এবারেও তিনি ইষ্টদেবতাকে চিনিতে না পারেন, তাই হনুমানজী নাকি শুক পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া বৃক্ষশাখা হইতে ইঙ্গিত করিলেন,—"চিত্রকূটকে ঘাট পর ভই সন্তনকী ভীর। তুলসীদাস চন্দন ঘিঁসে তিলক দেত রঘুবীর॥" তুলসীদাস তখন নয়ন-যুগল দিয়া ভগবানের রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন। শ্রীরামচন্দ্র আবার চন্দন দিতে বলিলেন, কিন্তু তখন সে কথা কে শুনে? অবিরল ধারায় অশ্রু বহিয়া তাঁহার বক্ষ প্লাবিত করিতেছে; দেহ-বোধ সম্পূর্ণ বিস্মৃত। এ যেন তুলসীদাসেরই বর্ণিত সুতীক্ষ্ণ মুনির অবস্থা!

"অতিশয় প্রীতিভাব করি' রাম দরশন। ভব-ভয় হরিবারে হৃদয়ে উদয় হ'ন॥
অমনি বসেন মুনি পথের মাঝারে স্থির। পনস ফলের মত কাঁটায় ভরা শরীর॥
আসেন নিকটে তবে রঘুমণি কৃপাময়। ভক্তের দশা হেরি' পুলক নিরতিশয়॥
মুনিরে কতই ভাবে করিলেন সম্বোধন। ধ্যানে পাওয়া সুখ-ঘোরে মুনিবর অচেতন॥"

তখন ভগবান্ রাম নাকি আপন হস্তে চন্দন লইয়া নিজ-ললাটে, ও তুলসীদাসের ললাটে তিলক দান করিয়া অন্তর্হিত হন। তুলসীদাস দর্শন-লালসায় ছটফট করিতে লাগিলেন; সমস্ত দিন কাটিয়া

গেল। রাত্রি আসিলে হনুমানজী তাঁহার সংজ্ঞা উৎপাদন করিলেন; ও প্রাণে শান্তি আনয়ন করিলেন।

এই সময়ে তুলসীদাস কখন বা নির্জ্জনে, কখন বা জন-সমাজে থাকিতেন ও সকলকে দর্শন দিয়া পরিতৃপ্ত করিতেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার সহিত ভক্ত সুরদাসের সাক্ষাৎ হয়; এবং মীরা বাইয়ের নিকট হইতে পত্র লইয়া এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে আগমন করেন। কথিত আছে, মীরা বাইয়ের পত্র পাঠ করিয়া তুলসীদাস এই পদটি রচনা করিয়া পত্রবাহকের হস্তে পাঠাইয়া দেন:—

"জাকে প্রিয় ন রাম-বৈদেহী।
ত্যজিয়ে তাহি কোটি বৈরী সম, জদ্যপি পরম সনেহী॥ ১
তজ্যো পিতা প্রহ্লাদ, বিভীষণ বন্ধু, ভরত মহতারী।
বলি গুরু তজ্যো, কংত ব্রজ-বনিতন্হি,—ভয়ে মুদ-মঙ্গলকারী॥ ২
নাতে নেহ রামকে মনিয়ত, সুহৃদ সুসেব্য জহাঁ লোঁ।
অংজন কহা আঁখি জেহি ফুটে, বহুতক কহোঁ কাহাঁ লোঁ॥ ৩
তুলসী সো সব ভাঁতি পরম হিত, পূজ্য প্রাণতে প্যারো।
জাসোঁ হোয় সনেহ রাম-পদ, এতো মতো হমারো" ॥ ৪ *

তুলসীদাসের অপরাপর পদাবলীর রচনা সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, তাঁহার নিকটে এক অতি মধুরকণ্ঠ বালক আসিত ও অতি আগ্রহ সহকারে সুন্দর পদাবলী শুনাইত। তাহার পদাবলী শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া একবার তুলসীদাস চারিটি পদ রচনা করিয়া দেন। বালক একই দিনে সে চারিটি কণ্ঠস্থ করিয়া পরদিন আসিয়া শুনায় ও আরও পদ রচনা করিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে থাকে। তিনি "না" বলিতে না পারিয়া বালকের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত প্রতিদিন নূতন নূতন পদ রচনা করিতে থাকেন; এই সব পদই অবশেষে "রামগীতাবলী", "শ্রীকৃষ্ণগীতাবলী" প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। "বিনয়-পত্রিকা" নামে তাঁহার আর একখানি পুস্তক আছে।

কেমন করিয়া তুলসীদাস পুনর্ব্বার রামচরিত মানস প্রাপ্ত হন, সে সম্বন্ধে এই গল্প প্রচলিত আছে:— তখন প্রয়াগে মাঘ মেলা। পর্ব্ব-শেষে একদিন যাইতে যাইতে এক বটবৃক্ষের নিম্নে দুই অলৌকিক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি মুনিকে দর্শন করিলেন। তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলে পর, তাঁহারা তুলসীদাসকে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিয়া একখানি আসন প্রদান করিলেন। তুলসীদাস বিনীত ভাবে ভূমিতেই উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে যে কথোপকথন চলিতেছিল, তাহা চলিতে লাগিল। তুলসীদাস বুঝিলেন, ইহা সেই ভগবান্ রামের চরিত্র-কথা, শূকর ক্ষেত্রে তাঁহার গুরু নরহরি দাসজীর নিকট তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন। কথা সমাপন হইলে, তুলসীদাসের প্রশ্নে মুনি বলিলেন, "এই রাম-কথার আদি-রচয়িতা স্বয়ং ভগবান্ শঙ্কর, তিনি দেবী পার্ব্বতী ও কাক ভুষুণ্ডিকে শুনান, আমি সেই কাক ভুষুণ্ডির নিকট শ্রবণ করিয়া, মুনি ভরদ্বাজের নিকটে বর্ণন করিতেছি।" মুনিবর স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্য। তুলসীদাস পরদিন পুনরায় সেইস্থানে উপনীত হইলেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের সহিত দেখিলেন, সেখানে কোন মুনিই নাই,—এমন কি বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত নাই। এইরূপে দ্বিতীয় বার রাম-চরিত লাভ করাকে ভগবানেরই কৃপা জানিয়া, তুলসীদাস অতিশয় প্রসন্ন হন।

এ স্থান হইতে তুলসীদাস কাশীধামে গমন করিয়া প্রহ্লাদ ঘাটে অবস্থান করেন। এই সময়ে তাঁহার কবিত্ব শক্তি স্বতঃ স্ফুরিত হয় ও তিনি সংস্কৃতে কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। দিন কয়েক পরে, একদিন তুলসীদাস স্বপ্নে দেখিলেন, যেন মহাদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে তাঁহার মাতৃ-ভাষাতেই কাব্য রচনা করিতে, ও পুণ্যভূমি অযোধ্যায় বাস

* [মর্ম্মার্থ:—সীতা-রাম যাঁর প্রিয় নয়, সে যদি পরমাত্মীয়ও হয়, তবু তেমন লোককে কোটি শত্রুর মত পরিত্যাগ করিবে। প্রহ্লাদ পিতাকে, বিভীষণ ভ্রাতাকে, ভরত মাতাকে, বলিরাজ গুরুকে, ব্রজগোপীরা স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া আনন্দ ও মঙ্গল লাভ করিয়াছিলেন। সুহৃদ, সু-সেবক, যাহা কিছু, সব সম্পর্কই রাম-প্রেম অবলম্বন করিয়া; চক্ষুই যদি না রহিল, তবে অঞ্জন কি কার্য্যে আসিবে? অনেক কথাই বলিলাম, আর কত বলিব! তুলসী এই বলিতেছেন:— যাহার শ্রীরামের চরণে প্রেম হয়, সেই সর্ব্বপ্রকারে পরমহিতকারী, পূজ্য, ও প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয়,—এই আমার মত।]

করিতে আদেশ দিলেন। তুলসীদাস মহেশ্বরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তথা হইতে অযোধ্যা গমন করিলেন।

অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া তুলসীদাস এক রমণীয় সিদ্ধাসনে আপনার আসন স্থাপনা করেন ও ১৬৩১ সম্বতের শুভ রাম-নবমী তিথি হইতে শ্রীরামচরিত মানস গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া, দুই বৎসর সাত মাস ছাব্বিশ দিনে তাহা সমাপ্ত করেন। কথিত আছে, ১৬৩৩ সম্বতের অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের যে তিথিতে শ্রীরামের বিবাহ হইয়াছিল, সেই তিথিতে তাঁহার রচনা সম্পূর্ণ হয়।

এই পরম গ্রন্থ বিরচিত হইলে পর, ইহার প্রথম শ্রোতা হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন মিথিলার পরম সন্ত শ্রীরূপারুণ স্বামী। তিনি নিরত রাজর্ষি জনকের ভাবে বিভোর থাকিতেন। অতঃপর তুলসীদাস পুনরায় কাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কাশীধামে আগমন করিয়া এই গ্রন্থ তিনি বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার সমক্ষে পাঠ করেন। যে ইহা শ্রবণ করে, সে-ই ধন্য ধন্য করে; ইহাতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের ঈর্ষা উৎপাদন করিল। তাঁহাদের শঙ্কার কারণ এই যে, এ গ্রন্থ সাধারণে পাঠ করিতে থাকিলে আর সংস্কৃত গ্রন্থের আদর থাকিবে না। তাই তাঁহারা ইহার নিন্দাবাদ আরম্ভ করিয়া দিলেন, ও চক্রান্ত করিয়া উহা অপহরণ করিবার মানসে এক তস্করকে তুলসীদাসের আবাসে প্রেরণ করিলেন। তস্কর গিয়া দেখে, ধনু-শরধারী শ্যাম ও গৌরবর্ণ দুই অপরূপ রূপ-লাবণ্যধারী প্রহরীর দ্বারা আবাস সুরক্ষিত। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া তস্করের মতি পরিবর্ত্তিত হইল। প্রাতঃকালে সে তুলসীদাসের নিকটে আগমন করিয়া রাত্রের ঘটনা বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ঐ প্রহরীদ্বয় কে?" তুলসীদাসের চক্ষে জলধারা বহিল, বচন গদ্‌গদ্ হইল। প্রভুর করুণা-সাগরে তিনি তখন হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। তস্কর নিজবৃত্তি পরিত্যাগ করিল। তুলসীদাস নিজ যাবতীয় গৃহ সামগ্রী বিলাইয়া দিলেন, ও রামচরিত মানসের অপর এক প্রতিলিপি করিয়া মূল গ্রন্থকে তাঁহার বন্ধু রাজা টোডরমল্লের নিকট রাখিয়া দিলেন। কথিত আছে, পণ্ডিতগণ তাঁহাদের অপচেষ্টায় ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াও নিরস্ত হন নাই; তাঁহারা তুলসীদাসের অনিষ্ট সাধন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া এক প্রসিদ্ধ তান্ত্রিকের শরণাপন্ন হন; কিন্তু হনুমানজীর কৃপায় তাহাতেও তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, এবং এই অপচেষ্টার ফলস্বরূপ তান্ত্রিকেরই প্রাণান্ত ঘটে।

কিন্তু পণ্ডিতগণের ইহাতেও চেতন্য হইল না। রামচরিত মানস যথার্থই উত্তম গ্রন্থ কি না, তাহাতে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য তাঁহারা মধুসূদন সরস্বতী নামক এক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেন। ঐ পণ্ডিত রামচরিত মানসখানি আনাইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। অপরাপর পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট আগমন করিয়া যখন তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিলেন, তখন মধুসূদন নিজে কিছু না বলিয়া কেবল এই বলিলেন, "বাবা বিশ্বনাথকেই ইহা জিজ্ঞাসা করা যাউক।" তাঁহার প্রস্তাব মত একদিন রাত্রিকালে মন্দির বন্ধ হইবার পূর্ব্বে, সর্ব্বোপরি বেদ, তাহার নীচে অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ, তাহার নীচে পুরাণ, ও সকলের নীচে রামচরিত মানস রাখিয়া দ্বার বন্ধ করা হইল। পরদিন প্রাতঃকালে মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটনের সময় সমবেত জনসাধারণ সবিস্ময়ে দেখিল, রামচরিতমানস গ্রন্থ বেদেরও উপরে রহিয়াছে। ইহাতে পণ্ডিতগণ অতি লজ্জিত হইলেন, ও তুলসীদাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এই প্রকারের নানা অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারা রামচরিত মানসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হওয়ার গল্প প্রচলিত আছে। তুলসীদাসের দিব্যশক্তি প্রদর্শনেরও বহু কাহিনী পাওয়া যায়। তিনি বহু লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার-সাধন করেন। ১৬৬৯ সম্বতে টোডর মল্লের মৃত্যুর কিছুদিন পরে, তাঁহার ধনসম্পত্তি দুই পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। ইহার কিছুদিন পরে জাহাঙ্গীর বাদশাহ তুলসীদাসকে বহু সম্পত্তি ও অর্থ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। একদিন কথা-প্রসঙ্গে বীরবলের কথা হইতেছিল; তাঁহার বুদ্ধি, তাঁহার বাক্‌পটুতা,—এই সকলের প্রশংসা হইতেছিল। সব শুনিয়া তুলসীদাস শুধু এই বলিলেন,—"দুঃখ হয়; এত বুদ্ধি লাভ করিয়াও বীরবল ভগবানের ভজনা করিলেন না!" জীবনের শেষ দশায় তুলসীদাস বারাণসী ধামেই অবস্থান করেন। এখনও তথায় তুলসীঘাট নামে ঘাট আছে। তুলসীদাসের নিকট অযোধ্যার যাহা কিছু, তাহাই অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। অযোধ্যার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন প্রসঙ্গে তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

"এখন জেনে'ছি ভাল কি প্রভাব অযোধ্যার। গাহে যত শাস্ত্রে অথবা পুরাণে আর ॥
কোন জনমেও যদি অযোধ্যায় জন্ম পায়। হয় রাম-পরায়ণ নাহি সংশয় তা'য়॥
অযোধ্যা-প্রভাব তবে বুঝে ভাল সেই প্রাণী। হৃদয়ে বসেন যবে সীতানাথ ধনু-পাণি॥"

লঙ্কা হইতে অযোধ্যা প্রত্যাগমন কালে রামের মুখ দিয়াও বলাইয়াছেন :—

"এ দিকে তপন-কুল-কমলের দিবাকর। কপিরে দেখান তাঁ'র নিজ-পুরী মনোহর॥
অঙ্গদ সুগ্রীব শুন লঙ্কা-অধিপতি। পুণিত নগরী এই এ দেশ পাবন অতি॥
যদিও বৈকুণ্ঠধাম-মহিমার বিবরণ। পুরাণ বেদতে গীত জানে তা জগত-জন॥
সেও নহে প্রিয় এই অযোধ্যা পুরীর প্রায়। অতীব বিরল জন এর গূঢ় ভেদ পায়॥
আমার জনমভূমি এই পুরী চারু কায়া। উত্তর দিকে বহে সরযূ পাবন-তোয়া॥
যা'র জলে অবগাহি' নিমেষে বিনা আয়াস। আমার সমীপে জীব লাভ করে চির বাস॥
আমার অতীব প্রিয় হেথাকার অধিবাসী। মম ধাম-প্রদায়িনী এ নগরী সুখ-রাশি॥

এ হেন অযোধ্যার এক মেথর একবার তুলসীদাসের কাছে আসিলে, তিনি তাহাকে ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কোন লোক তাঁহাকে শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসা করে যে, তিনি এই কলি যুগেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি কাম তাঁহাকে প্রভাবিত করে না, ইহার কারণ কি? ইহা কি যোগ-বল, না, ভক্তি-বল! তাহাতে গোস্বামী তুলসীদাস এই উত্তর দেন,—"আমাতে কোন বলই নাই; না যোগ-বল, না জ্ঞান-বল, না ভক্তি-বল; আমার ত কেবল ভগবানের নামই ভরসা!" নামের উপরে তুলসীদাসের এতই অচলা বিশ্বাস ছিল। নাম যে রাম-অপেক্ষাও বড়, এ কথা তিনি তাঁহার গ্রন্থে একাধিক স্থানে দৃঢ়ভাবে বলিয়া গিয়াছেন।

চন্দ্রমণি নামে এক ভাট গোস্বামীজীর নিকটে আসিত। একদিন সে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়' কাতরে এই বলিয়া প্রার্থনা জানাইল :—"আমার পরমায়ুর অর্দ্ধেক বিষয়-ভোগেই ব্যয়িত হইয়াছে; যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা যেন আর এভাবে নষ্ট না হয়! ইন্দ্রিয়-দোষে আমায় বহু লজ্জা পাইতে হইয়াছে; প্রভু! আর যেন সে লজ্জায় পড়িতে না হয়। কামাদি প্রবৃত্তি আমায় বড়ই বিব্রত করে; আর যেন তাহারা আমায় দুঃখ না দেয়। আমাকে ভগবানের শ্রীচরণে স্থাপিত করুন, আমাকে কাশীধাম হইতে দূর করিবেন না।" তুলসীদাস তাহার কাতর নিবেদনে অতি প্রসন্ন হইলেন; তাহাকে নিজেরই নিকটে রাখিলেন, ও নিয়ত ভগবানের গুণগান করিতে উপদেশ দিলেন।

এই প্রকার বহু লোকের বহু পারমার্থিক উপকার সাধন করিয়া, ১৬৮০ সম্বতের শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণা তৃতীয়া শনিবার কাশীধামের অসিঘাটে গঙ্গাতটে "রাম-রাম" উচ্চারণ করিতে করিতে গোস্বামী তুলসীদাস কলেবর পরিত্যাগ করেন।

তাঁহার ভক্তবৃন্দ বিশ্বাস করেন যে, পবিত্র রাম-নাম বিতরণ করিবার জন্যই এই কলিযুগে মহর্ষি বাল্মীকি তুলসীদাসরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তুলসীদাস যে রাম-নাম বিলাইয়া গিয়াছেন, তাহারই শ্রবণ, মনন্ ও কীর্ত্তনের ফলে লোকে চতুর্ব্বর্গ লাভ করিবে, অন্তরে ভগবৎ-প্রেম উপলব্ধি করিবে। ভক্ত ও ভগবান্ পৃথক্ নহেন; সুতরাং ভক্ত-চূড়ামণি তুলসীদাস অমর; যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততদিন শ্রীরামচরিত মানসের ভিতর দিয়া গোস্বামী তুলসীদাস ভক্তের অন্তরে বিরাজ করিয়া অকপট ভগবৎ-প্রেম বিতরণ করিতে থাকিবেন।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	দোহা	চৌপাই	সোরঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	—	—	৪	উমা-রমা-কৃপা-আয়তন	উমা-রম কৃপা-আয়তন
২	—	৪	—	সংসার-নিশির তমঃ···	সংসার-নিশি-তমঃ···
৩	১	৬	—	আদরে সেবিলে নাশ করে সে সকল কেশে।	···করে সে সকল ক্লেশে।
৪	৪	১	—	তা' ব'লে কি কভু খল ভুলে নিজ প্রকৃতি	তা' ব'লে কি খল কভু ভুলিবে নিজ প্রকৃতি
৪	৪	৫	—	দোষ গুণ এ সবার···	দোষ গুণ এ সবার···
৬	৮	—	—	···হাসিবে কুজন যেই	···হাসিবে কুজন যেই
৯	১৩	১	—	সাদরে করিলা যাঁরা হরি-যশ বরণন।	সাদরে করিলা যাঁ'রা হরি-যশ বরণন।
১৪	২৫	৪	—	শুক-শনকাদি যত সিদ্ধ যোগী মুনিগণ	শুক-শনকাদি যত সিদ্ধ যোগী মুনিগণ
১৪	২৬	—	—	যে নাম স্মরিয়া···	যে নাম স্মরিয়া···
১৫	২৭	৪	—	···ভগবান্-অংশজাত সুনীল নৃপতিবর	···ভগবান্-অংশজাত সুশীল নৃপতিবর
১৯	৩৫	৩	—	ভকতি ও প্রেম যাহা···	ভকতি ও প্রেম যাহা···
২১	৩৯	৪	—	হেন সে জলের দহ···	যেন সে জলের দহ···
২২	৪৩ (খ)	৪	—	উৎসাহ ভরে করেন প্রভাতে অবগাহন	করেন উৎসাহ ভরে প্রভাতে অবগাহন
২৫	—	—	৫১	···হরি মায়া বুঝি' হৃদি পরে	···হরি-মায়া বুঝি' হৃদি 'পর
২৫	৫২	১	—	ভবানীর ছদ্মবেশ নিরখিয়া লক্ষণ	ভবানীর ছদ্মবেশ নিরখিয়া লক্ষ্মণ
২৭	৫৭ (খ)	৪	—	তথায় আপন পণ আবার স্মরিয়া মনে	তথায় আপন পণ আবার স্মরিয়া মনে
২৮	৬০	—	—	পান যাঁরা যাগে ভাগ	পা'ন যাঁরা যাগে ভাগ
৩২	৭১	—	—	পরিহর প্রিয়া সকল ভাবনা স্মর' মনে ভগবান্	পরিহর' প্রিয়া সকল ভাবনা স্মর' মনে ভগবান্
৩৫	৭৯	৩	—	গিরি-সম্ভূত কাষা এ কথা প্রকৃত বটে	গিরি-সম্ভূত কায়া এ কথা প্রকৃত বটে
৩৯	৮৭	৩			৪র্থ চৌপাই
৪২	৯৫	৪	(ছন্দ)	যাঁক্ যব হর হ'ক অপযশ···	যাঁ'ক যব হয় হ'ক অপযশ···
৪৫	১০২	৪	(ছন্দ)	···কর্ম্ম প্রতাপ শূরত তাঁ'র	···কর্ম্ম প্রতাপ শূরতা তাঁ'র
৪৬	১০৬	১	—	···শম্ভু সকাশে যা'ন জগমাতা ভবরাণী	···শম্ভু-সকাশে যা'ন জগমাতা ভবরাণী
৫১	১১৮	২	—	···অনেক জনম কৃত পাপ সব যায় জ্ব'লে	অনেক জনম কৃত পাপ সব যায় জ্ব'লে
৫১	১১৯	—	—	···যেন প্রেমে ভিজা···	···যেন প্রেমে ভিজা···
৫৪	১২৫	৪	—	···তখন ত্রাসিত কাম আপন বিনাশ ভরে	···তখন ত্রাসিত কাম আপন বিনাশ ডরে
৫৫	১২৮	১	—	শুন মুনি হৃদে যা'র নাহি বিরাগ জ্ঞান	শুন মুনি হৃদে যা'র নাহিক বিরাগ জ্ঞান
৫৩	১৩৩	১	—	·য সারিতে মুনিবর···	···যে সারিতে মুনিবর···
৫৯	১৪০	১	—	·ব্রহ্ম সে ধরেন কায় কোশলপুরীর ভূপ	···ব্রহ্ম সে ধরেন কায়···
৬২	১৪১	২	—	·সে মায়াও আবির্ভূত হ'বে ধরণী 'পর	···সে মায়াও আবির্ভূত হ'বেন ধরণী 'পর
৬৫	১৫৮	—	—	·তিরপিত নপ-হিয়া	···তিরপিত নৃপ-হিয়া
৬৫	১৫৯ (খ)	৩	—	না চিনেন নপ তা'রে···	না চিনেন নৃপ তা'রে···
৬৫	১৫৯	৩	—	···এক 'ত' অরাতি সে তাহে ক্ষত্রিয় সে নৃপতি	একে 'ত' অরাতি তাহে সে ক্ষত্রিয় সে নৃপতি
৬৫	১৬০	১	—	···যে রহে সতত ভবে···	···সে রহে সতত ভবে···
৬৭	১৬৩	১	—	তুমি যে প্রতাপভানু···	তুমি যে প্রতাপভানু···
৬৭	১৬৪	—	—	···কল্প শত মোর দেহ	···কল্প শত মোরে দেহ
৬৮	১৬৮	—	—	কামনা সেমতি সেইমত আমি···	কামনা যেমতি সেইমত আমি···

পৃষ্ঠা	দোহা	চৌপাই	সোরঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৯	১৬৯	৪	—	···নিয়তির বশে নপ· অগোচর সব রয়	···নিয়তির বশে নৃপ·অগোচর সব রয়
৭০	১৭৪	১	—	এত ব.লি' যা'ন চ'লি ভূ-সুর গৃহে যে যা'র	···গৃহে যে যাঁ'র
৭৬	১৮৮	১	—	একবার নরপতি-হৃদয়ে দারুণ দুখ উদিতা বঞ্চিত হ'য়ে	···উদিত বঞ্চিত হ'য়ে···
৭৬	১৮৯	১	—	আধ ভাগ নরবার দিলেন কৌশল্যার করে	···দিলেন কৌশল্যা·করে
৭৯	[illegible]১৫	১	—	···ভাগ্য মানি' যখন' ভবনে আপনাপন	···ভাগ্য মানি' যা'ন নিজ ভবনে আপনাপন
৭৯	১৯৬	৩	—	ইনি যিনি হরষের মহাসিন্ধু···	···ইনি যিনি হরষের মহাসিন্ধু···
৭৯	১৯৬	৪	—	···য'াহার স্মরণ মাত্রে···	···যাঁহার স্মরণ মাত্রে···
৮৯	২২২	১	—	···আর এ কোমল শ্যাম-কলেরর সু-কিশোর	···শ্যাম-কলেবর···
৮৯	২২৩	১	—	···ধনু-যাগ তরে রঙ্গ···	···ধনু-যাগ তরে···
৯০	২২৬	—	—	···জাগন রাঘব-মণি	···জাগেন রাঘব-মণি
৯২	২৩২	২	—	··ভ্রূযুগল সুবঙ্কিম···	···ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম···
৯৫	২৩৯	২	—	···সবাই প্রসন্ন হ'য়ে কহে আশীষ-বাণী	···কহেন-আশীষ বাণী
৯৫	২৪০	৪	—	···মানব-ভূষণ যেন···	···মানব-ভূষণ যেন···
৯৭	২৪৬	৩	—	···সুরা হলাহল য'া'র···	···সুরা হলাহল যাঁ'র···
৯৮	২৪৯	২	—	···অবিচারে তাঁ'র সনে হইবে পরিণীতা	···হইবেন পরিণীতা
১০৪	২৬৩	৪	—	···সে শোভা নিরখি মুখে গেয়ে উঠে সখীদল	···সে শোভা নিরখি' সুখে···
১০৫	২৬৮	২	—	সহজ-চখেই তিনি চা'ন য'ার য'ার পানে	···চা'ন যা'র যা'র পানে···
১০৯	২৭৯	১	—	উঠিছে না কর হৃদি দহিছে ক্রোধেতে	উঠিছে না কর হৃদি দহিতেছে ক্রোধাগুনে
১১৩	২৯০	৩	—	···:চন' যদি বল দেখি···	···চেন' যদি···
১১৩	২৯১	—	—	···বিশ্বভূষণ দুই সুত য'ার···	···বিশ্বভূষণ দুই সুত যাঁর···
১১৭	৩০২	৪	—	ক্ষেমঙ্করী করে যেন সবিশেষ কল্যাণ	ক্ষেমঙ্করী করে যেন···
১১৭	৩০৩	১	—	গুণ·যুত ব্রহ্ম য'া'র···	গুণ-যুত ব্রহ্ম যাঁর···
১১৮	৩০৪	১	—	···কত প্রকারেব তা'রা বণিয়া নাহি ফল	···বর্ণিয়া নাহি ফল
১২২	৩১৬	১	—	যেই বর-বাজি 'পরে···	যেই বর-বাজি 'পরে···
১২২	৩১৬	৪	—	···পুরন্দর সম আজি কেহ নহে ভাগ্য যুত	···ভাগ্যযুত ।
১২৬	৩২৩	৪	(ছন্দ)	যে পদ-সরোজ মনোজ-অরাতি হৃদি-করে সদা বিরাজ করে	···হৃদি-সরে···
১২৬	৩২৪	—	—	···শুনি' বরষেণ মন্দার কুল দেবতা হরষ·প্রাণ	···হরষ-প্রাণ
১৩৩	৩৩৭	—	—	নৃপ পুরে যেন দুখঃ বিরহ···	···দুঃখ বিরহ···
১৪০	৩৫৯	২	—	প্রতিদিন সাত্ত্বকী ভাব হেরি' নৃপতির	···সাত্ত্বিকী···
১৪৩	—	২	—	···পূর্ণিত সকল ভাবে মহ'মূল্য মনোহারী	···পূণিত সকল ভাবে···
১৪৩	—	৪	—	মোদিতা জননী যত সব সখী সহচারী	···সহচরী
১৪৫	৬	৩	—	মদিত-পরা'ণে দোঁহে করিছেন বল্লাবলি	মোদিত-পরাণে···
১৪৬	৮	৪	—	প্রভূতা ত্যাজিয়া প্রভু···	প্রভুতা ত্যজিয়া প্রভু···
১৪৭	১০	৪	—	···চোরের চাঁদিনী রাত যেমন কুমনে হয়	···যেমন কু মনে হয়
১৫০	১৯	২	—	···ধৈর্য্য ধরহ বলি'···	···ধৈর্য্য ধরহ বলি'···
১৫১	১২	—	—		১৫১ ২২
১৫১	২৪	২	—	···শূলবজ্র অসিঘাত বক্ষ পাতি যেবা ধরে	···যেবা ধরে···
১৫৫	৩১	—	—	শৈখেছিনু রাজ্জ-নীতি।	···রাজ-নীতি।
১৬২	৫০	৩	—	বলে ভীম দুখ-স্বরে···	···দুখ-স্বরে···
১৬৩	৫২	৪	—	জননি আদেশ দাও প্রতীত অন্তরে মোরে···	···প্রীত·অন্তরে···
১৬৪	৫৪	৩	—	···শ্রীরাম ভরত-সম সুত জানি' প্রাণে	···শ্রীরাম ভরত সম-সুত·
১৬৫	৫৭	১	—	মৃদুভাবে আশীষ দিলেন শাশুড়ী তাঁ'রে···	মৃদুভাবে শুভাশীষ···

পৃষ্ঠা	দোহা	চৌপাই	সোরঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৭	৬১	৪	—	ব্যাঘ্র সিংহ ভালুক সর্প পূর্ণ বন···	···ব্যাঘ্র ভালুক সিংহ সর্প পূর্ণ বন···
১৭০	৭১	২	—	আমি ত' বালক তব স্নেহে তো প্রতিপালিত	···স্নেহেতে প্রতিপালিত
				মরাল কি মন্দার মরুরে করে চালিত	মরাল কি মন্দর মেরুরে করে চালিত
১৭৩	৭৯	২	—	দেওয়ান গুরুরে কহি' বরষ তব ভোজন	···বরষ-তরে ভোজন
১৭৫	৮৫	৩	—	নিজেদের নিন্দা করে মীনগণ সুখ্যাতি	···মীনগণে সুখ্যাতি
১৭৬	৮৭	৪	—	এবে কৃপা করি' পূরে কর পদ-অর্পণ।	এবে কৃপা করি' পুরে কর পদ-অর্পণ।
১৭৭	৯২	৩	—	বিবেক-উদয়ে যার মোহ-ভ্রম দূরে চ'লে	বিবেক-উদয়ে যায়···
১৮০	৯৮	২	—	···মণি হারা হ'য়ে ফণি।	···ফণী।
১৮৬	১১৫	৩	—	মার্জ্জনা ক'রো দেবি আমাদের অভিনয়।	···আমাদের অবিনয়।
১৯০	১২৫	২	—	···নৃপ অনল বিনা দহে ইহা নিশ্চয়।	সে নৃপ অনল বিনা···
১৯৩	১৩৬	৩	—	···তবে হ'তে হয় বন সকল-সুখ প্রদায়ক॥	···সব-সুখ প্রদায়ক।
১৯৫	১৪২	১	—	···বিধাতা বিরূপ হেরি' ধীরতায়,ভরা' প্রাণ	···ধীরতায় ভর' প্রাণ।
২০১	১৫৬	৩	—	যবে হ'তে অযোধ্যায়···	যবে হ'তে···
২০২	১৬০	—	—	ভুলেন ভরম পিতার মরণ	ভুলেন ভরত···
২০৬	১৭১	৪	—	···যেই ব্রহ্মচারী নিজ ব্রত করে পরিহার	যেই ব্রহ্মচারী···
২০৮	১৭৬	—	—	···শুনেন ভরত-হিয়া-হিত যেন চন্দন	শুনেন ভরত হিয়া-হিত যেন চন্দন
২০৯	১৮০	৪	—	···সংশয়শীল আর প্রেম-বশ সব জন	···সংশয় শীল আর প্রেমবশ সব জন
২১৩	১৯১	২	—	হেরিয়া নিষাদশ্রেষ্ঠ বাহিনীর সমাবেশ	হেরিয়া নিষাদ শ্রেষ্ঠ-বাহিনীর সমাবেশ
২১৫	১৯৭	—	—	···বলেন আবার জানি' জননীরা ক'রেছে স্নান শেষ	···চলেন আবার···
২১৭	২০২	৩	—	···ভরত কহেন রাম পদ-চার যা'ন বন	···পদ-চারে যা'ন বন
২১৮	২০৩	৩	—	বিদিত প্রভাব তব বেদও জগত-মাঝ	···বেদ ও জগত-মাঝ
২১৮	২০৩	৪	—	আপন ধরম ত্যজি' এই মম অকিঞ্চন···	···এই মম আকিঞ্চন···
২২৫	২২৫	৪	—	প্রভু ক'ন এ স্বপন শুভ নহে লক্ষণ···	···শুভ নহে লক্ষ্মণ···
২২৮	২৩১	২	—	···তোমার ও জনকের শপথ এ লক্ষণ···	···শপথ এ লক্ষ্মণ···
২২৯	২৩৫	২	—	হরি করী-শার্দ্দূল···	হরি করী শার্দ্দূল···
২৩৪	২৪৮	৩	—	···ঝর্ঝরে ঝরে যথা সুধাময় প্রস্রবণ	···ঝর্ঝরে ঝরে যথা···
২৩৯	২৪৬	২ (পাদটীকা)		স্নান-প্রত্যাগত গুর্ব্বাবা	স্নান-প্রত্যাগত দুর্ব্বাসা
২৪৪	২৭৮	১	—	···উদ্বেগ হ'ল যেন সহ সুখ অনুরাগ	···উদ্বেল হ'ল—
২৫০	২৯৪	২	—	···চাহ করিবারে যাহে ভরতের মন নড়ে	···চাহ করিবারে যাহে···
২৫২	২৯৯	৪	—	···যত বাচালতা মোর হইল করা প্রকাশ	···যত বাচালতা···
২৫৩	৩০২	৪	—	—করি মর্য্যাদা-সাজে তারে নাহি বিস্তারে	···করি মর্য্যাদা-সাজে···
২৫৯	৩১৮	৪	—	···সবারে বিদায় দান করে সানুজ রাম।	···করেন সানুজ রাম।

বালকাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ডের নির্ঘণ্ট

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীজানকী বল্লভের জয়

শ্রীরামচরিত মানস

প্রথম সোপান

বাল কাণ্ড

মঙ্গলাচরণ

শ্লোক—বর্ণ নিচয় অর্থ যতেক ছন্দ ও রস সৃজনকরী।
মঙ্গলপ্রদ সেই দুইজন বাণী বিনায়কে প্রণাম করি॥ ১

শ্রদ্ধা বিশ্বাস- স্বরূপ ভবানী- শঙ্কর-পদে প্রণমি আমি।
যাঁহাদের বিনা নারেন সিদ্ধ পেতে দর্শন অন্তর্য্যামী॥ ২

বন্দি জ্ঞানময় নিত্যপুরুষ শঙ্কর-রূপী গুরুর পায়।
আশ্রয়ে যাঁর হ'লেও বক্র অর্চ্চনা বিধু সবার পায়॥ ৩

সীতা-রঘুনাথ- গুণগ্রাম-রূপী পুণ্য-বিপিন- বিহার কারী।
শুদ্ধ অনুভব- যুত কবিনাথ* কপিনাথ-পদে প্রণাম করি॥ ৪

ভুবনোদ্‌ভব পালন আবার ধ্বংসকারিণী কষ্ট হরা।
সর্ব্ব-শ্রেয়স্করী সীতার চরণে নতি মম রাম- মানস হরা॥ ৫

ব্রহ্মা আদি দেবাসুর অখিল অসীম বিশ্ব যাঁহার অনন্ত মায়া- বশেতে জড়িত রয়।
যাঁহার সত্তার বলে পাশেতে অহির প্রায় দৃশ্য এ ভব সত্য- রূপেতে প্রতীত হয়॥
শ্রীপদ-পল্লব যাঁর তরিতে এ ভব-বারি একমাত্র তরী যাঁরা সে বারি তরিতে চান।
সকল কারণ-পর সেই বিভু সীতাপতি রাম-নামধারী হরি- চরণে মম প্রণাম॥ ৬

অনেক পুরাণ-বেদ- শাস্ত্রসম্মত কথা রামায়ণে বিবরিত নিজ হৃদি-সুখ তরে।
অন্যত্র হ'তেও কিছু রঘুনাথ-গুণগাথা মঞ্জু ভাষায় অতি তুলসী রচনা করে॥ ৭

সোরঠা—যাঁহার স্মরণে সিদ্ধি হয় গণাধিপ গজেন্দ্র-বদন।
করুণা তাঁহার যেন রয় বুদ্ধিরাশি সদ্‌গুণ সদন॥ ১

---

* মহামুনি বাল্মীকি।

মূক যেবা হয় সে বাচাল পঙ্গু চড়ে গিরীন্দ্র গহন।
যাঁহার কৃপায় সে দয়াল দ্রব হ'ন কলুষ-মোচন ॥ ২
নীল-চারু-সরসীজ শ্যাম নবারুণ বারিজ-নয়ন।
মম হৃদে করুন বিশ্রাম সদা ক্ষীর-সাগর-শয়ন ॥ ৩
কুন্দ ইন্দু-সম দেহ উমা-রমা-কৃপা-আয়তন।
দীন-প্রীতি সদা যাঁর স্নেহ কর কৃপা মদন-নাশন ॥ ৪
বন্দি গুরু-শ্রীচরণ কঞ্জে কৃপানিধি হরি নরকায়।
মহা মোহ-রূপী তমোপুঞ্জে বাক্য যাঁর রবি-কর-প্রায় ॥ ৫

গুরুবন্দনা

চৌপাই—বন্দি গুরু-পাদপদ্ম-পরাগ মানস হরা। সুস্বাদ সুবাস যাহা অনুরাগ-রসে ভরা
মৃত-সঞ্জীবনী-মূল মোহন-চূর্ণের সম। ভবের সকল রোগ-পরিবারে যমোপম ॥ ১
বিমল বিভূতি সুকৃতি নর-হর-কায়। মঞ্জু মঙ্গলপূর্ণ পুলক উপজে যা'য় ॥
জন-মন-মুকুরের মলিনতা-বিনাশক। সবগুণে বশে রাখে ধরিলে যারে তিলক ॥ ২
মণি-মাণিকের ভাতি শ্রীগুরু-চরণ-নখে। দিব্যদরশন জাগে পরাণে স্মরিলে যাঁ'কে ॥
সে ভাতি অজ্ঞান-রূপী তমোরাশি করে নাশ। বড় ভাগ্য তা'র—যাঁ'র হৃদে হয় সুপ্রকাশ ॥ ৩
যেমনি হৃদয়ে জাগে দিব্য-আঁখি খুলে যায়। সংসার-নিশির' তমঃ দোষ দুঃখ মিটে তা'য় ॥
অনুভবে আসে রাম-চরিত মাণিক মণি। রহুক্ প্রকাশ গুপ্ত যেখানে মাঝে যে খনি ॥ ৪

দোঁহা—সিদ্ধাঞ্জনে আঁখি রঞ্জিয়া যথা সাধক সিদ্ধ জনে ॥
কত মণি হেরে ধরণী-জঠরে ভূধরে গহনে বনে ॥ ১

চৌ—গুরুপদ-রজঃ সেই সুকোমল অঞ্জন। নয়ন-অমৃত আর দিঠি দোষ ভঞ্জন ॥
বিবেকআঁখিরে করি' তাহা দিয়া নির্ম্মল। রামের চরিত গা'ব বিমোচন ভব-মল ॥ ১
ধরাসুরপদে * নতি প্রথমেই করি আমি। মোহ-জাত সন্দেহ হরণ করেন যিনি ॥
তা'্পর করি নতি সপ্রেম ললিতবাণী। সুজন-সমাজ যাহা সকল গুণের খনি ॥ ২
সাধুর চরিত্র শুভ কাপাস(১)-জীবন প্রায়। রসহীন† উজ্জ্বল‡ গুণময় ফল তায় ॥
নিজ দুখ সহি' পরছিদ্র করেন দূর। যাঁ'র বন্দনীয় যশে ত্রিভুবন ভরপূর ॥ ৩
প্রমোদ-মঙ্গলভরা সন্তজন-সমাজ। ধরামাঝে চলমান প্রয়াগ তীরথ-রাজ ॥
শ্রীরাম-ভকতি যথা গঙ্গাধারা পুণ্যবতী। আর ব্রহ্মবিচারের প্রচার সে সরস্বতী ॥ ৪

---

* ব্রাহ্মণ। † বিষয়াসক্তি-রসহীন। ‡ জ্ঞানে উজ্জ্বল।

(১) যেমন কাপাস সূতার আকার ধারণ করিয়া বস্ত্র-রূপ ধরিবার কষ্ট সহ্য করিয়া অন্যের লজ্জারক্ষা করে, সন্তগণ তেমনই নিজেরা দুঃখ সহ্য করিয়াও অন্যের ছিদ্র (দোষ) আবরণ করেন।

বিধান নিষেধময়ী কলি-পাপ বিনাশিনী। কর্ম্মপথ-কথা সেথা যমুনার স্রোতস্বিনী॥
ত্রিবেণী বিরাজে তথা হরিহর-কথামৃত। প্রদানে আনন্দ শুভ শুনিলে যে-কথা পূত॥ ৫
হেথায় অক্ষয় বট ধরমে অচলা মতি। সমাজের শুভ কাজ এ প্রয়াগ তীর্থ-পতি॥
সুলভ এ তীর্থরাজ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে। আদরে সেবিলে নাশ করে সে সকল ক্লেশে॥ ৬
অলৌকিক তীর্থ এই নাহি আসে বর্ণনায়। প্রকট প্রভাব এতে সদ্য ফল পাওয়া যায়॥ ৭

দোঁ—ফুল্ল মানসে যেবা শুনে বুঝে ডুব দেয় অনুরাগে।
সশরীরে সেই চারি ফল পায় সাধুসঙ্গ এ প্রয়াগে॥ ২

চৌ—স্নানের প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায় চমৎকার। বায়স কোকিল হয়, বক পায় হংসাকার
বিস্ময়ের নাহি কিছু কিবা সে অসাধারণ। সাধুসঙ্গ-গুণ-কথা নাহিক কিছু গোপন॥ ১
বাল্মীকি দেব-ঋষি অথবা অগস্ত্যমুনি। নিজমুখে নিজ কথা কয়েছেন বিবরণি॥
স্থলচর জলচর আর নভ-চর কত। জড় কি চেতন জীব বিশ্বে র'য়েছে যত॥ ২
কীর্ত্তি সু-মতি-গতি বিভূতি সুগতি আর। যে যবে যখন যথা লভিয়াছে যে প্রকার॥
সাধুজন-সঙ্গ পুণ্য-প্রভাব কারণ তা'র। বেদে কিম্বা লোকে অন্য উপায় নাহিক আর॥ ৩
সাধুসঙ্গ না হইলে বিবেক নাহিক হয়। রাম-কৃপা বিনা সাধু-সঙ্গও সহজ নয়॥
সাধুজন-সঙ্গ ভবে আনন্দ শুভের মূল। সিদ্ধিই সুফল তা'র সকল সাধন ফুল॥ ৪
সাধু-সঙ্গ লাভ করি' শঠ অকপট হয়। স্পর্শ-মণি-স্পর্শে যথা হীন-ধাতু হেমময়॥
বিধিবশে যদি পড়ে কুসঙ্গেতে সাধুজন। ফণি-মণি সম করে নিজ গুণে-রক্ষণ(১)॥ ৫
বিধি হরি'হর কবি পণ্ডিত কি ভারতী। কহিতে সাধুর গুণ সবে সঙ্কুচিত অতি॥
কেমনে করিব আমি সাধুর মহিমা গান। শাকের ব্যাপারী যথা মণি-গুণে অজ্ঞান॥ ৬

দোঁ—প্রণমি সন্ত অরি মিত্রে সম সম-চিত ধরা পরে।
অঞ্জলি-গত ফুল সম সম- বাসিত দু-করে করে॥ ৩ (ক)
জগ-হিত্‌ চিত সন্ত সরল স্নেহময় প্রাণ জানি।
শ্রীরাম-চরণে রতি দাও এই বাল-মিনতি শুনি॥ ৩ (খ)

খল বন্দনা

চৌ—অকপট মনে এবে খলগণে করি নতি। বিনা কাজে যা'রা সদা করে উপকারি ক্ষতি
পরের অহিতে যা'র নিজ ইষ্টলাভ হয়। হর্ষ পর-সর্ব্বনাশে সম্পদে বিষাদময়॥ ১
হরিহর-যশোগান-পূর্ণিমায় যেন রাহু। পরের অকাজে যথা বীর সে সহস্রবাহু॥
সহস্র লোচনে যেবা অপরের দোষ হেরে। পর-হিত-ঘৃতে যা'র মন-মাছি প'ড়ে মরে॥ ২

(১) সাপের সংসর্গে থাকিয়াও যেমন মণি তাহার নিজগুণ রক্ষা করে, সেইমত কু-সংসর্গে পড়িয়াও সাধুগণ নিজ-গুণ বর্জ্জন করেন না।

তাপে যে অনল আর ক্রোধে যে শমন-প্রায়। অপ-গুণরূপী ধনে কুবেরে যেবা হারায় ॥
নাশিতে সবার হিত কেতু-তুল্য আচরণ। কুম্ভকর্ণ-সম যা'র থাকা ভাল অচেতন ॥ ৩
পর-মন্দ কাজে পারে সহজে ত্যজিতে কায়। শস্য নাশি যথা নিজে করকা গলিয়া যায় ॥
বাসুকি-সমান গণি খলেরে করি প্রণাম। রোষে যে সহস্র মুখে কহে পর-দোষগ্রাম ॥ ৪
তা'র পর নমি তা'রে পৃথুরাজ(১) মানি মনে। অপরের পাপ-বার্ত্তা যে শুনে সহস্র কাণে ॥
তা'রেও মিনতি করি সম দেব পুরন্দর। সুরা লাগে যার কাছে অতিপ্রিয় হিতকর ॥ ৫
যা'র পাশে অতি প্রিয় বজ্র-কঠোর বাণী। সহস্র নয়নে যেবা নেহারে পরের গ্লানি ॥ ৬

দোঁ—উদাসীন অরি মিত্র-হিত শুনি' জ্বলন খলের রীতি।
জানি' কর-জোড়ে করে এই জন মিনতি সহিত প্রীতি ॥ ৪

চৌ—আপনার দিক হ'তে করিলাম এ মিনতি। তা'বলে কি কভু খল ভুলে নিজ প্রকৃতি ॥
যদিও বায়সে পাল অনুরাগে অতিশয়। তথাপি কভু কি সে নিরামিষাহারী হয় ॥ ১
পদ-বন্দনা করি অসাধু সাধু দুয়ের। দুই(ই) দুখ-প্রদ তবু আছে ভেদ উভয়ের ॥
একেরে বিদায় দিতে প্রাণ যেন বাহিরায়। মিলিতে অপর সঙ্গে প্রাণ অতি দুখ পায় ॥ ২
দুজনেই এক সাথে আসে ধরণীর 'পরে। কমল জলোকা যেন দুয়ে দুই গুণ ধরে ॥
সাধু ও অসাধু যেন সুধা ও সুরার প্রায়। এক ভবনিধি হ'তে উভয়ে জনম পায় ॥ ৩
শুভাশুভ নিজ নিজ কর্ম্মগতি অনুসারে। কেহ বা সুযশ কেহ অপযশ লাভ করে ॥
শশধর অমৃত সাধু সুরধুনী-ধার। অনল গরল কর্ম্মনাশা নদী ব্যাধ আর ॥ ৪
দোষগুণ এ সবার জগতে সবাই জানে। তবু যা'র যেই ভাব সে তাহারে ভাল মানে ॥ ৫

দোঁ—ভাল ভাল-পথ করয়ে গ্রহণ নীচ নীচ-পথ ধরে।
অমরতা তরে সুধা প্রয়োজন গরল মরণ তরে ॥ ৫

চৌ—দুর্জ্জন পাপদোষ সাধুজন-গুণকথা। উভয়েই অন্তহীন অতল বারিধি যথা ॥
কতিপয় দোষগুণ কহিলাম এ কারণ। না চিনিলে নাহি হয় গ্রহণ কি বর্জ্জন ॥ ১
বিধাতা হইতে সৃষ্ট সব শুভাশুভ ভবে। নিগমে বিচার করি' ভাগ করে সেই সবে ॥
বেদ ইতিহাস আর পুরাণ এ কথা কয়। বিধাতার এ সৃজন দোষে গুণে ভরা রয় ॥ ২

---

(১) পুরাকালে বেণ নামে এক মহা অত্যাচারী ও দুষ্ট রাজা ছিল। সে পূজ্য ব্যক্তির পূজা বন্ধ করাইয়া সকলকে তাহার পূজা করিতে বাধ্য করিয়াছিল। বেণের ব্যবহারে রুষ্ট-ঋষিগণের শাপে তাহার মৃত্যু হইলে, রাজ্যের আর কোন উত্তরাধিকারী না দেখিয়া মৃত বেণের হস্ত মন্থন করার ফলে পৃথুর উৎপত্তি হয়। পৃথু অতি ধর্ম্মাত্মা ছিলেন, তাঁহার রাজ্যে কোন কষ্ট ছিল না। পৃথু একবার এক মহা যজ্ঞ করেন; ভগবান্ বিষ্ণু সে যজ্ঞে আবির্ভূত হইয়া পৃথুকে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করেন। তখন ধর্ম্মাত্মা পৃথু ঐহিক ও পারলৌকিক যাবতীয় সুখ, এমন কি মোক্ষকেও উপেক্ষা করিয়া প্রার্থনা করেন—"হে প্রভু! যেন আমার দশ সহস্র কর্ণ হয় এবং সেই কর্ণে যেন নিরন্তর তোমার গুণানুবাদ শ্রবণ করিতে পাই।"

সুখ-দুখ পুণ্য-পাপ অথবা দিবস রাতি। সাধু ও অসাধু জন সুজাতি কিবা কুজাতি ॥
অতি উচ্চ অতি নীচ দেবতা দানবগণ। হলাহল আর সুধা মরণ ও সু-জীবন ॥ ৩
ব্রহ্ম ও আদিম মায়া জীব আর জগদীশ। বিভব ও দরিদ্রতা ভিখারী কি অবনীশ ॥
মগধ-প্রদেশ কাশী কর্ম্মনাশা সুরধুনী। মালব ও মাড়বার চণ্ডাল কি দ্বিজমণি ॥ ৪
ত্রিদিব নরক আর অনুরাগ ও বিরাগ। আগম নিগমে গুণ-দোষের করে বিভাগ ॥ ৫

দোঁ—দোষ-গুণে ভরা সৃজেন বিশ্ব ধাতা জড়াজড়ময়।
দোষ-বারি ত্যজি' মরাল-সমান সাধু শুধু গুণ লয় ॥ ৬

চৌ—প্রদান করেন যবে বিবেক ধাতা এমন। তখন ভুলিয়া দোষ গুণেতে মজয়ে মন
কালের প্রভাব আর কর্ম্ম-প্রবলতা-বশে। সাধুও মায়াতে মজি' ভ্রমের পাঁকেতে পশে ॥ :
সে-ভ্রম শোধন করি' যেমন ভকত জন। মুছি' দুখ-দোষ তা'রে যশ দেন অনুপম ॥
খলও সুসঙ্গ পেয়ে ভাল করে সেই মত। যদিও ঘুচে না তার কালিমা স্বভাবগত ॥ ২
পরিহিত সাধুবেশ শঠ-প্রবঞ্চক জন। বেশের প্রভাবে লভে সবাকার অর্চ্চন ॥
তথাপি এ বঞ্চনা নাহি রহে অবিরত। কালনেমি দশানন* রাহু-পরিণাম† মত ॥ ৩
ধরিলেও হীন বেশ সাধু পান সম্মান। যেমন জগত মাঝে জাম্ববান হনুমান ॥
কুসঙ্গেতে অপকার সুসঙ্গেতে লাভ হয়। নিগম বিদিত কথা জানে তা' জগতময় ॥ ৪
বায়ুর সাথেতে বেগে উঠি ধূলি ঊর্দ্ধাকাশে। নীচ সলিলের সনে কাদার সহিত মিশে ॥
সাধু-গৃহ বাসী শুক করে সদা হরিনাম। অসাধু-পালিত পাখী গালি দেয় অবিরাম ॥ ৫
কু-সঙ্গের হেতু ধূম কৃষ্ণ-বরণ ধরে। পুরাণ লিখনে সেই মসীরূপে কাজ করে ॥
পুনঃ সেই ধূম মিশে অনল পবন সনে। ধরে জলদের রূপ প্রাণ দিতে জীবগণে ॥ ৬

দো—গ্রহ ঔষধ জল বায়ু বাস পেয়ে শুভাশুভ সঙ্গ।
কু অথবা শুভ বস্তু-রূপ ধরে দেখেন প্রবীণ রঙ্গ ॥ ৭ (ক)

---

* গন্ধমাদন আনিবার জন্য যখন হনুমান যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য কালনেমি রাক্ষস সাধুবেশ ধারণ করিয়াছিল। সীতা হরণ করিবার সময় রাবণ কপট সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছিল।

† সমুদ্রমন্থনকালে অমৃত উৎপন্ন হইলে পর দৈত্যগণ বলপূর্ব্বক তাহা কাড়িয়া লয়। তখন দেবতাগণের প্রার্থনায় ভগবান মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া দেব ও দৈত্যগণকে বিভিন্ন সারিতে বসাইয়া নিজ মোহিনী মায়ায় দৈত্যদিগকে বিমোহিত রাখিয়া দেবতাদিগকে অমৃত পান করাইতেছিলেন। সিংহিকার পুত্র রাহু ইহা বুঝিতে পারিয়া দেবরূপ ধারণ করতঃ সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে গিয়া উপবেশন করে। দেবশ্রেণীতে উপবেশন করার জন্য মোহিনীমূর্ত্তি রাহুকে অমৃত দিতে আরম্ভ করিলে সূর্য্য ও চন্দ্র তাহা বলিয়া দেন। যেমনই এই ছলনা প্রকাশ পাইল, অমনি বিষ্ণুচক্র আবির্ভূত হইয়া দেহ হইতে রাহুর মস্তক পৃথক করিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহার মুখে অমৃত প্রবেশ করিয়াছিল, এ কারণে রাহুর প্রাণান্ত হইল না। প্রতিশোধ লইবার জন্য রাহু সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতি হিংসাভাব পোষণ করিতে লাগিল। ইহার জন্য সুবিধা পাইলে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে রাহু সূর্য্য ও চন্দ্রকে আক্রমণ করে—ইহারই নাম গ্রহণ। রাহুর কর্ত্তিত মস্তকের নাম রাহু ও মুণ্ডহীন দেহের নাম কেতু। ইহারা সকলেই প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

সম জ্যোতিঃ তমঃ দু' পক্ষ তথাপি নামে ভেদ বিধি করে।
চাঁদের বৃদ্ধি ক্ষয়ের উপরে সুযশ কুযশ ধরে ॥ ৭ (খ)
জড় কি চেতন যত জীব ভবে সবে রামময় জানি।
বন্দনা করি পদ সবাকার সদা জুড়ি' দুই পাণি ॥ ৭ (গ)
প্রেত পিতৃ নর নাগ পশু পাখী গন্ধর্ব্ব দনুজ দেবে।
রক্ষঃ কিন্নরে প্রণমি করুণা কর সবে মোরে এবে ॥ ৭ (ঘ)

তুলসীদাসের দীনতা ও রামভক্তিময়ী কবিতার মহিমা

চৌ—

চৌরাশীর সূক্ষ্ম যোনি ভিতরে চারিটি জাতি*। স্থল জল অন্তরীক্ষে জীবেরা করে বসতি ॥
সে সবে পূরিত ধরা জানি সীতারামময়। সবারে প্রণাম করি জোড় করি' কর দ্বয় ॥ ১
কৃপার আকর মোরে বুঝিয়া আপন দাস। সকলে করিয়া কৃপা পূরাও মনের আশ ॥
আপনার বুদ্ধি বল ভরসা কিছুই নাই। সে-হেতু মিনতি এই করি সবাকার ঠাঁই ॥ ২
বাসনা হৃদয়ে করি রঘুপতি-গুণ গান। মোর অতি লঘুমতি সে চরিত সুমহান্ ॥
উপায় নাহিক দেখি কামনা পরিপূরণে। বাসনায় নৃপসম কাঙাল মতিতে† মনে ॥ ৩
বুদ্ধি মোর অতি নীচ উচ্চাশার অন্ত নাই। অমৃত পানেতে রুচি তুচ্ছ ঘোল নাহি পাই ॥
এ দীনের ধৃষ্টতা ক্ষমিবেন সাধুজন। শুনিবেন বালভাষা হয়ে অবহিত মন ॥ ৪
যখন বালক-মুখে ফুটে আধ-আধ কথা। প্রমোদিত-মন হ'য়ে শুনেন জননী পিতা ॥
যে কুটিল ক্রূরমতি সে করিবে উপহাস। অপরের দোষ দেখা যা'র প্রিয় অঙ্গ-বাস ॥ ৫
কা'র নাহি লাগে নিজ কবিতা অতি মধুর। হ'লেও নীরস তাহা কিম্বা রসে ভরপূর ॥
পরের রচনা শুনে যে জন আনন্দ পায়। তেমন পুরুষবর কেবা আছে এ ধরায় ॥ ৬
নদী তড়াগের মত মানুষ অধিক রয়। বারি লভি' নিজ দেহ যাহারা বাড়ায়ে লয় ॥
পয়োনিধি সম হেন বিরল সুজন-বর। রাকা শশী হেরি' যা'র উদ্বেলিত কলেবর ॥ ৭

দোঁ—ভাগ্য ছোট মোর বড় অভিলাষ বিশ্বাস হৃদে এই।
শুনিয়া সুজন লভিবেন সুখ হাসিবে কুজন যেই ॥ ৮

চৌ—হ'বে মোর উপকার খল-পরিহাস ফলে। পিকের কঠোর স্বর কাক ত সদাই বলে ॥
চাতকেরে ভেক বক হাঁসে করে উপহাস। নীচ খল করে শুভ-বচনেও পরিহাস ॥ ১
কাব্যরস যে না বুঝে না প্রেম শ্রীরাম-পায়। সুবিমল হাস্য রস এ গাথা জোগা'বে তা'য় ॥
একেত' ভাষাতে‡ রচা বুদ্ধিহীন আমি তা'তে। হাসি-যোগ্য এ রচনা দোষ নাহি সে-হাসিতে ॥ ২
রামপদে নাহি প্রীতি মতি যা'র বিমলিন। শুনিয়া এ কথা তা'র মনে হ'বে রসহীন ॥
হরিহর-পদে রতি কু-তর্কে নাহিক মন। তাহার লাগিবে রাম-কথা মন-বিমোহন ॥ ৩

---

* জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ। † বুদ্ধিতে। ‡ চলিত ভাষায়।

জানি মনে এই কথা রাম-ভক্তি বিসিঞ্চিত। সুখ্যাতি সুবাণী-যোগে করিবেন সাধু যত॥
কবিত্ব নাহিক মোর না বাক্য-ভাষে প্রবীণ। দীন ত সকল মতে কারু কলাবিদ্যা হীন॥ ৪
বর্ণ অক্ষর আর নানাবিধ অলঙ্কার। ছন্দ রচনা-ভেদ বিবিধ কত প্রকার॥
ভাবভেদ রসভেদ রহিয়াছে অগণিত। কবিতার দোষ আর গুণাবলী কত শত॥ ৫
কাব্য-বিচার জ্ঞান লেশ নাহি সত্য কই। এ আর কিছুই নয় কাগজ ভরান' বই॥

দোঁ—গুণ-বর্জ্জিত এ রচনা শুধু এক মহাগুণ তা'য়।
তাহারি কারণে সুজনে শুনিবে বিমল বিবেক যা'য়॥ ৯

চৌ—আছে এতে রঘুপতি শ্রীরাম-নাম উদার। অতীব পাবন যাহা বেদ পুরাণের সার
শুভের নিলয় ইহা সকল অশুভ হারী। ভবানী সহিত যা'রে জপেন ত্রিপুর-অরি॥ ১
কবি-চূড়া বিরচিত কবিতা যে অনুপম। রামনাম বিনা সেও নহেক কভু শোভন॥
যথা বিভূষিতা বামা শশীসম মুখ-আভা। বসন বিহনে সেও কদাচ না পায় শোভা॥ ২
সব গুণ-বিরহিত কবিতা কু-কবি কৃত। জানিয়া শ্রীরাম-নাম আর যশে পরিপ্লুত॥
আদরে শুনেন জ্ঞানী করেন তাহা কথন। মধুকর সম সবে গুণগ্রাহী সাধুজন॥ ৩
যদিও কবিত্ব রসকণা লেশ এতে নাই। শ্রীরাম-প্রতাপ তবু আছে ভরা সব ঠাঁই॥
হৃদয়ে ভরসা মোর এই এক শুধু রয়। সু-সঙ্গ করিয়া লাভ কেবা বড় নাহি হয়॥ ৪
ধুঁয়া ত্যজে তীব্রতা আপন স্বভাব জাত। অগুরুর সাথে মিশে হয় অতি সুবাসিত॥
বটে এ কবিতা মন্দ কথিত বিষয় ভাল। রাম-কথা সাধে যাহা মহা ধরা-সুমঙ্গল॥ ৫

ছ—কহিছে তুলসী রঘুনাথ-কথা কলি-মলাহারী শুভদ আর।
অপটু কবিতা তীর্যগ যথা পাবন-সলিলা গঙ্গা-ধার॥
প্রভুর সুযশ সঙ্গেতে হ'বে সজ্জন-মন-মোহনকারী।
হর-সঙ্গগুণে শ্মশান-ভস্ম যেমন স্মরণে অশুচি-হারী॥

দোঁ—এ কবিতা হ'বে মন-বিমোহন রাম-যশ-সঙ্গ লভি'।
মলয়-অচল- সঙ্গগুণে যথা মহনীয় দারু সবই॥ ১০ (ক)
শ্যামা সুরভীর অমিয় পীযূষ পান করে সবজন।
চলিত ভাষায় সীতারাম-যশ গা'বে ঠিক সাধুগণ॥ ১০ (খ)

চৌ—মুকুতা মাণিক মণি চারুছবি যেই মত। করী গিরি অহি-শিরে শোভা নাহি পায় তত॥
নৃপতি-মুকুট পরে অথবা তরুণী কায়। আরোহণ করি তবে সমধিক শোভা পায়॥ ১
তেমনি জ্ঞানীরা বলে সু-কবির সু-কবিতা। কোথায় জনমে আর খ্যাতি লাভ করে কোথা॥
ভকতি সংযুত হ'য়ে স্মরণ ক্ষণেই বাণী। বিধি লোক ত্যজি দ্রুত উত্তরেণ বীণাপাণি॥ ২

কোটি উপায়েও তাঁর ঘুচে না আসার শ্রম। শ্রীরাম-চরিত-সরে নাহ'লে অবগাহন ॥
এ কথা বিচারি মনে পণ্ডিত কবিগণ। কলি-মলহারী হরিগুণ গানে রত র'ন ॥ ৩
প্রাকৃত মানব-গুণ যদি গান করা যায়। করাঘাত করি' শিরে বাণী করে হায় হায় ॥
হৃদয় সাগর আর শুক্তি-সমান মতি। সারদার আগমন যেমন তারকা স্বাতী ॥ ৪
এ মতিতে যদি পড়ে বিচারের শুভজল। তবেই উপজে চারু কবিতা মুকুতাফল ॥ ৫

দোঁ—যুক্তিতে বিঁধি কবিতা-মুকুতা গাঁথি রাম-লীলা-ডোরে।
বিমল বুকে ধরেন সন্ত অনুরাগ-শোভা ধরে ॥ ১১

চৌ—এ করাল কলিকালে যাহারা জনম ধরে। মরালের বেশ আর বায়সের কর্ম্ম করে
কু-পথেতে চলে করি বেদ পথ পরিহার। মূর্ত্তিমান কপটতা কলির মলা-আধার ॥ ১
রামের ভকত বলি' বঞ্চনা করে পরে। কাম-ক্রোধ-কনকের কিঙ্কর হ'য়ে ফিরে ॥
এ সবার মাঝে আমি শীর্ষ ঠাঁই অধিকারী। অবাধ্য কপট ভণ্ড ধর্ম্মের ধ্বজাধারী ॥ ২
যদি বলি নিজ মুখে আপনার দোষ যত। পাব' নাক' কূল তা'র দুস্তর হ'বে এত ॥
সে কারণে কহিলাম সংক্ষেপে অতিশয়। সুচতুর পাইবেন আভাষেই পরিচয় ॥ ৩
আমার মিনতি বহু করি' সবে প্রণিধান। দোষ যেন নাহি দেন শুনি রাম-কথা-গান ॥
এততেও সন্দেহ কা'রো নাহি যায় যদি। মো-হ'তেও মূঢ় সেই সমধিক মন্দমতি ॥ ৪
কবি-অভিমান নাহি চতুরতা নাহি আর। রামগুণ করি গান নিজ মতি-অনুসার ॥
কোথায় জানকী-পতি অপার চরিত-পূত। আর কোথা মোর মতি সংসারে বিজড়িত ॥ ৫
যে চণ্ড বায়ুর বেগে মেরুগিরি উড়ে যায়। বল ত আসে কি তূলা তা'র কাছে গণনায় ॥
অমিত অপার রাম-প্রতাপ করিয়া মনে। শিথিলতা স্বতঃ আসে এ কাহিনী বিরচনে ॥ ৬

দোঁ—বিধাতা মহেশ শেষ বীণাপাণি বেদ ও পুরাণচয়।
নেতি নেতি করি' যাঁর গুণাবলী সদা দেন পরিচয় ॥ ১২

চৌ—অকহ প্রভুতা তাঁর যদিও সবাই জানে। তথাপি বিরত কেহ নহে কভু তা' কথনে ॥
ইহার কারণ বেদে রহিয়াছে কীর্ত্তিত। ভজন-প্রভাব-গুণ-গাহিয়াছে নানা মত* ॥ ১
দ্বৈতহীন ইচ্ছাহীন নাহি রূপ নাহি নাম। সচ্চিদানন্দ-রূপ জন্মহীন পরাধাম ॥
সর্ব্বভূতে প্রসারিত বিশ্বরূপ পরাত্মন। দেহ ধরি' তাঁর এই যত লীলা আচরণ ॥ ২
যাহা কিছু এ সকল ভকতের হিত লাগি। পরম কৃপাল প্রভু প্রণতের অনুরাগী ॥
ভকত জনের'পরে বড় কৃপা বড় স্নেহ। নাহি ক্রোধ তারে যদি করুণা লভয়ে কেহ॥ ৩
হারাধন ফিরে দিতে অদ্বিতীয় দীনবন্ধু। সরল স্বভাব সব শক্তিমান্ কৃপাসিন্ধু ॥
এই সব ভাবি মনে গেয়ে জ্ঞানী যশ তাঁর। করেন সুফলপ্রদ পূতবাণী আপনার ॥ ৪
সে-কৃপাবলেই আমি রঘুনাথ-গুণ গাথা। করিব কথন নমি শ্রীচরণতলে মাথা ॥
হরিকীর্ত্তি গাহিলেন প্রথমেই মুনিগণ। আয়াস-বিহীন সেই পথে এবে বিচরণ ॥ ৫

---

* ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন পূর্ণভাবে হওয়া অসম্ভব; তথাপি যথাসাধ্য তাঁহার গুণ ও মহিমা কীর্ত্তন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ভগবানের গুণানুবাদের ফল অতুল; সামান্য মাত্র ভগবদ্ ভজনার ফলে জীব ভবসাগর পার হইয়া যায়।

দো—অতি দুস্তর নদীতে নৃপতি সেতু দিলে বাঁধাইয়া।
চড়ি অতি লঘু পিপীলিকা যায় বিনা শ্রম উতরিয়া॥ ১৩

কবি-বন্দনা

চৌ—এইরূপে নিজমনে ভরসা করিয়া দান। করিব শ্রবণ-সুধা রঘুপতি গুণ-গান
ব্যাস আদি অতীতের যত মুনিবরগণ। সাদরে করিলা যাঁরা হরি-যশ বরণন॥ ১
নতি মম তাঁ'-সবার শতদল পদতলে। পূরুক প্রাণের কাম তাঁহাদের কৃপা বলে॥
কলির সে-সব কবি-চরণে করি প্রণাম। বরণিলা যাঁরা সবে রঘুপতি-গুণগ্রাম॥ ২
প্রচলিত ভাষা-যোগে সহ অতি চতুরতা। করিলেন বর্ণন শ্রীহরি-চরিতকথা॥
কিবা বর্ত্তমান ভাবী অতীত কবি এমন। অকপটে তাঁহাদের পদ করি বন্দন॥ ৩
তুষ্টির ভরে তাঁরা এ বর করুন দান। সাধু-সভা মাঝে যেন লভে এ সম্যক্ মান॥
মতিমান না করেন আদর যে কবিতার। মূর্খ কবিই তা'রে ল'য়ে করে শ্রম সার॥ ৪
কীর্ত্তি কবিতা আর সে বিভব সর্ব্বোত্তম। সুরধুনী সম সর্ব্ব-হিতকারী যা' পরম॥
মনোহর রাম-কীর্ত্তি মন্দ লিপি-কুশলতা। এই অসমতা-ভারে মম মতি নিপীড়িতা॥ ৫
তথাপি সহজ হ'বে কবি তোমাদের বরে। রেশম-সেলাই চটে সেও যথা মন হরে॥ ৬

দো—কবিতা সরল কীর্ত্তি বিমল তাহে সাধু সমাদরে।
স্বভাব-বৈর ভুলিয়া অরাতি যাহে সাধুবাদ করে॥ ১৪ (ক)
নির্ম্মল মতি বিনা কি সে হয় লঘু মোর বল মতি।
কর কৃপা হরি- গুণগান গা'ব বারবার এ মিনতি॥ ১৪ (খ)
হে পণ্ডিত কবি শ্রীরাম-চরিত- মানস-কুঞ্জ-মরাল।
বাল-স্তুতি শুনি' সুরুচি দেখিয়া মো'পরে হও দয়াল॥ ১৪ (গ)

বাল্মিকী, বেদ, ব্রহ্মা, দেবতা ও শিব-দুর্গাদির বন্দনা

দো—বন্দি মুনি-চরণকমল রামায়ণ রচিলা যে জন।
স-খর তথাপি সুকোমল দোষহীন সহিত দূষণ॥ ১৪ (ঘ)*
এর পরে নমি চারি বেদ ভব জলে তরণী সমান।
স্বপনেও যাহে নাহি খেদ বরণিতে রাম-যশোগান॥ ১৪ (ঙ)
পূজি বিধাতার পদ-রেণু ভবনিধি সৃজন যাঁহার।
(যথা) সন্ত সুধা শশী ধেনু খল বিষ মদিরা প্রচার॥ ১৪ (চ)

দো—দেব দ্বিজ গ্রহ পণ্ডিত-পদ বন্দি জুড়িয়া কর।
পুরে যেন যত শুভ-মনোরথ প্রীত হ'য়ে দেহ বর॥ ১৪ (ছ)

---

* রামায়ণ খর রাক্ষসের নাম সংযুক্ত হইলেও কঠোর নহে, কিম্বা দূষণের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেও দোষ-জড়িত নহে। শ্লেষ্টি।

চৌ—আবার প্রণাম করি বীণাপাণি সুরধুনী। মন-বিমোহন লীলা দুয়ে-ই পাবন-খনি ॥
স্নানেতে পানেতে পাপ বিনাশ করেন এ'কে। শ্রবণে কথনে অন্যে হ'রে লন অবিবেকে ॥ ১
মহেশ-ভবানী গুরু জনক-জননী সম। দীনবন্ধু সদা দাতা তাঁ-পদে প্রণতি মম ॥
ভকত প্রভু ও সখা সীতা-হৃদি-বিহারীর। সববিধি অকপট হিতকারী তুলসীর ॥ ২
কলিযুগ হেরি' জগ-হিতে যেই উমা-হর। সৃজন করিলা জাল শাবর-মন্ত্রবর ॥
নাহিক অক্ষর মিল অর্থ জপ নাহি যা'র। মহেশ-প্রতাপে তবু প্রকট প্রভাব তার ॥ ৩
সেই উমাপতি হর হ'য়ে মোরে অনুকূল। করুন কাহিনী এই মোদ-মঙ্গল-মূল ॥
হৃদে রাখি' শিব-শিবা প্রসাদ করি' গ্রহণ। করিব আবেগ ভরে রামলীলা বর্ণন ॥ ৪
ভাতিবে কবিতা মোর মহেশের করুণায়। তারা তারানাথ সহ নিশি যথা শোভা পায় ॥
প্রেমের সহিত যেবা এই কথা মনোহারী। কহিবে শুনিবে আর বুঝিবে বিচার করি ॥ ৫
হ'বে তা'র রঘুপতি-শ্রীচরণে অনুরাগ। ঘুচিয়া কলির পাপ দেখা দিবে শুভ ভাগ ॥ ৬

দো—স্বপনেও যদি প্রকৃত আমারে প্রীত ভবরাণী ভব।
সত্য হ'ক তবে ভাষা-কবিতার কথিত প্রভাব সব ॥ ১৫

সীতারাম-ধাম প্রভৃতির বন্দনা

চৌ—বন্দনা কোশলপুরী করিব অতি পাবনী। আর সে সরযূনদী কলি-পাপ-বিনাশিনী ॥
অতঃপর করি নতি পুর-নরনারিগণে। মমতা যাঁদের পরে কম নহে প্রভু-মনে ॥ ১
জানকীর নিন্দকের পাপ তিমি করি' নাশ। শোক-বিরহিত করি' নিজ ধামে দিলা বাস ॥
প্রণমি পূরব-দিশি-সমান কৌশল্যা-পায়। মঙ্গল-কীর্ত্তি যাঁ'র জগ-মাঝে রহে ছা'য় ॥ ২
যাঁহা হ'তে প্রকটিত রঘুপতি চারু শশী। বিশ্ব-সুখদ খল-কমলের হিমরাশি ॥
মহারাজ দশরথ সহিত সকল রাণী। পুণ্য মূরতিমান মঙ্গল মনে জানি' ॥ ৩
প্রণতি করি তাঁ'সবে কর্ম্ম মন বাণী সনে। কৃপা যেন হয় সুত-ভকত জানিয়া মনে ॥
যাঁদের সৃজন করি' মহিমা-মণ্ডিত ধাতা। মহিমার প্রান্তসীমা রামচন্দ্র-পিতামাতা ॥ ৪

দো—বন্দি তাঁ'রে অযোধ্যা-ভূপাল প্রেম বটে যাঁ'র রাম-পায়।
শোকে যেই দীন দয়াল ত্যজে তনু তৃণখণ্ড প্রায় ॥ ১৬

চৌ—স্বজন সহিত করি বিদেহপতিরে নতি। নিগূঢ় যাঁহার প্রেম রাম-পদযুগ-প্রতি ॥
ভোগ ও যোগের মাঝে আছিল যাহা গোপনে। প্রকাশ পাইল শুধু শ্রীরামের দরশনে ॥ ১
প্রথমেই নতি করি ভরতের রাঙা পায়। যাঁহার নিয়ম-ব্রত-কথা নাহি বলা যায় ॥
শ্রীরাম যুগলপদ-পঙ্কজে যাঁ'র মন। লুব্ধ মধুপসম সঙ্গ না ছাড়ে ক্ষণ ॥ ২
নতি করি লক্ষ্মণ-শ্রীচরণ-জলজাতা। শীতল সুন্দর আর ভকতের সুখদাতা ॥
রঘুপতি-কীর্ত্তির সুবিমল পতাকায়। দণ্ডসম বিমোহন যাঁ'র যশ শোভা পায় ॥ ৩

বাসুকী সহস্র শির জগত-আদি কারণ। ধরা-ভয় সংহার-তরে যাঁর আগমন ॥
থাকুন সদয় তিনি সতত মম উপর। সুমিত্রা-হৃদয়ধন কৃপাময় গুণাকর ॥ ৪
অরি-নিসূদন পদ-কমলে প্রণমি আমি। সেই বীর শুভশীল ভরতের অনুগামী ॥
মহাবীর হনুমান সদনে মম মিনতি। যাঁহার যশের গান নিজে গা'ন রঘুপতি ॥ ৫

দো—বন্দি সেই পবনকুমার খল-বন-অগ্নি জ্ঞান-ঘন।
রাম যাঁর হৃদয়-আগার নিবসেন ধরি' শরাসন ॥ ১৭

চৌ—কপিপতি জাম্ববান আর নিশাচররাজ। অঙ্গদ আদি যত বানরগণ-সমাজ ॥
সবারি সুন্দর পদ পূজিয়া করি প্রণতি। পেয়েও অধম দেহ পায় যা'রা রঘুপতি ॥ ১
রঘুনাথ রাম-পদ উপাসক আছে যত। খগ মৃগ সুর নর অসুর কহিব কত ॥
নতি করি সবাকার চরণ-কমল 'পরে। যে-সবে অকাম-ভাবে রাম-পদ সেবা করে ॥২
শুকদেব শনকাদি আর ঋষি মুনি যত। দেবর্ষি নারদ যাঁরা পরম বিজ্ঞান-যুত ॥
সবারে প্রণাম করি মাথা রাখি' ভূমি'পর। নিজ-দাস জানি' কৃপা কর সবে মুনিবর ॥ ৩
জগত-জননী যিনি জনক রাজার সুতা। কৃপানিধানের সেই অতি প্রিয়তমা সীতা ॥
প্রণতি তাঁহার যুগ-চরণ-কমল 'পরে। নির্ম্মল মতি পা'ব তাঁহার করুণা ভরে ॥ ৪
তা'র পর কায় মন করম একত্র করি। সব-শক্তিধর রাম পদ্ম-পদে নতি করি ॥
কমল-নয়ন শর-শরাসন করে ধরা। আর্ত্তি-মোচন জন-নন্দ-বিধান করা ॥ ৫

দো—সলিল লহর বলিতে পৃথক্ প্রকৃত পৃথক্ নয়।
সেই সীতারাম পদে নতি যাঁর দীন প্রিয় অতিশয় ॥ ১৮

শ্রীনাম-বন্দনা ও নাম-মহিমা

চৌ—বন্দনা করি নাম রাম রঘু-প্রবরের। উদ্ভব-হেতু যাহা অগ্নি ভানু চন্দ্রের ॥
বিধি হরিহরময় সেই নিগমের প্রাণ। গুণহীন অনুপম পুনঃ সব-গুণবান্ ॥ ১
মহামন্ত্র যাহা জপ করেন সদা মহেশ। কাশীতে মুক্তি-মূল যে নামের উপদেশ ॥
যে নামের কি মহিমা অবগত গণপতি। যে-নাম প্রভাবে তিনি প্রথমেই পা'ন নতি ॥২
সে-নামের কি প্রতাপ আদি কবি অবগত। বিপরীত জপ করি আপনি হ'লেন পূত ॥
সহস্র নামের সম এই শিব-বাণী শুনি। জপেন এ নাম সদা পতি সনে ভবরাণী ॥ ৩
হরষিত হর উমা-প্রীতি করি দরশন। কৈলা সতী-শিরোমণি নিজ অঙ্গ-বিভূষণ ॥
মহেশ জানেন ভাল রাম-নামে কিবা ফল। অমৃত সম গুণ দান করে হলাহল ॥ ৪

দো—বর্ষাঋতু যেন শ্রীরাম-ভকতি তুলসী সেবক ধান।
ভাদ্র শ্রাবণ দুই মাস মরি দু-অক্ষর রাম-নাম ॥ ১৯

চৌ—মধুর অক্ষর দুটি অতি মন-বিমোহন। বর্ণমালা-দেহে আঁখি ভক্তে জীবন-সম*
স্মরিতে সহজ আর সুখপ্রদ সবাকার। লাভ এ জগতীতলে মোক্ষ পরলোকে আর ॥ ১
কহিতে শুনিতে জপে মধুর সুন্দর নাম। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সম তুলসীর প্রাণারাম ॥
বর্ণ-ভাবে উচ্চারণে ভিন্ন প্রীতি মনে জাগে। ব্রহ্ম ও জীব প্রায় যদিও একত্রে থাকে† ॥ ২
নর আর নারায়ণ সম যেন দুই ভ্রাতা। জগত-পরিপালক সবিশেষে জন-ত্রাতা।
ভক্তি-নারীর শ্রুতি-আভরণ মনোহর। জগত-হিতের তরে যেন শশী-দিবাকর ॥ ৩
মোক্ষরূপী অমিয়ের স্বাদ আর তৃপ্তি সম। বাসুকী কূর্ম্ম প্রায় পৃথিবী-ধারণক্ষম ॥
জন-মন-কমলের মধুকর দু'অক্ষর। রসনা-যশোদা পাশে যেন কৃষ্ণ-হলধর ॥ ৪

দো—ছত্র সম এক অপরে মুকুট বর্ণমালা-শিরোপরে।
তুলসি শ্রীরাম- নামের আখর অপরূপ শোভাধরে ॥ ২০

চৌ—বিচারিলে দুই এক নাম ও তাহার নামী। তথাপি সম্বন্ধ যেন প্রভু দাস অনুগামী ॥
বিভুর উপাধি দুই রূপ আর নাম তা'র। সুমতির অধিগম্য আদিহীন বাক্য-পার ॥ ১
কেবা বড় কেবা ছোট কথনে তা' অপরাধ। শুনি' গুণ-তারতম্য হৃদয়ে বুঝেন সাধু‡ ॥
দেখা যায় রূপ করে নামের অনুসরণ। নামের বিহনে নহে রূপ-জ্ঞান সম্পূরণ ॥ ২
হ'লেও বিশিষ্ট রূপ নাম না থাকিলে জানা করতলগত তবু তাহারে না যায় চেনা ॥
চোখে না দেখেও রূপ শুধু নাম কর মনে। হৃদয়ে সে রূপ আসে অতি অনুরাগ সনে ॥ ৩
নাম ও রূপের লীলা নাহি আসে বর্ণনায়। বুঝিলে হরষ আসে মুখে নাহি বলা যায় ॥
সগুণ-নির্গুণ মাঝে নাম শুভ সাক্ষী যেন। দু'য়ের প্রকৃত জ্ঞান জানায় দ্বিভাষী সম ॥ ৪

দো—বাহির ভিতর রে তুলসি যদি চাহ আলো করিবারে।
রাম-নামরূপ দীপ মণিময় রাখ জিভ পুর-দ্বারে ॥ ২১

চৌ—জপি'মুখে রামনাম জ্ঞানেতে জাগেন যোগী। বিরাগ আশ্রয়ে বিধি-সৃজিত প্রপঞ্চ ত্যাগী ॥
অনুপম ব্রহ্মসুখে অনুভবে সুখ পা'ন। বাক্যাতীত অনাময় যাঁহার না রূপ নাম ॥ ১
গোপন-রহস্য যদি কেহ জানিবারে চায়। রসনায় নাম জপি' তা'র সন্ধান পায় ॥
সাধক তন্ময় হ'য়ে হৃদয়ে জপিয়া নাম। অণিমাদি সিদ্ধিলাভ করি' সিদ্ধ হয়ে যান ॥ ২
জপে নাম ভক্তজন পড়িয়া গভীর দুখে। সঙ্কট কেটে যায় হৃদি ভাসে মহাসুখে ॥
এ জগতে শ্রীরামের ভকত চারি প্রকার ॥ § সকলেই পুণ্যবান্ পাপহীন ও উদার ॥ ৩

---

* কেন না "র" আর "ম" দিয়া "রামে"র দর্শন পাওয়া যায়। † 'র' ও 'ম' পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ করিলে, অর্থাৎ বীজ-মন্ত্রহিসাবে উচ্চারণ করিলে, অর্থ ও ফলের বিভিন্নতা দেখা যায়; কিন্তু ঐ দুই অক্ষর ব্রহ্ম ও জীবের প্রায় সদা একত্র থাকে।

‡ সাধু। § (১) অর্থার্থী—যাঁহারা ধনাদি কামনা করেন; (২) আর্ত্ত—যাঁহারা বিপদ শান্তির জন্য ভজনা করেন; (৩) জিজ্ঞাসু—যাঁহারা ভগবানকে জানিবার জন্য ভজনা করেন; (৪) জ্ঞানী—যাঁহারা স্বাভাবিক ভক্তিতে ভজনা করেন।

নাম(ই) আধার এই চারিবিধ ভক্তজনে। তা'মাঝে জ্ঞানীর প্রতি প্রীতি অতি প্রভু-মনে॥
চারি যুগে চারি বেদে নামের মহিমা অতি। বিশেষ কলিতে নাম বিনা নাহি আর গতি ॥৪

দো—সকল কামনা- পরিশূন্য যেবা রাম-ভক্তি-রস-লীন।
সেও রাখে নাম- প্রেমামৃত-হ্রদে মনেরে করিয়া মীন ॥ ২২

চৌ—সগুণ নির্গুণ এই ব্রহ্মের দুই রূপ। অকহ অপার দু'য়ে আদিহীন ও অনুপ ॥
তা' হ'তেও নাম বড় মোর মত এই বলে। দুয়েরেই নিজ বশে যা' রাখে আপন বলে ॥ ১
সু-জন বাচাল যেন না ভাবেন এ দাসেরে। মনের প্রতীতি প্রীতি বলি রুচি অনুসারে ॥
দারু-মধ্যগত এক অগ্নে যথা দেখা যায়। ব্রহ্মজ্ঞান সেইমত দুইবিধ বহ্নি প্রায় ॥ ২
দুই-ই অবোধগম্য সুগম তা'হয় নামে। এ কারণে ব্রহ্ম রাম হ'তে বড় বলি নামে ॥
সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় সেই ব্রহ্ম অবিনাশী। সত্ত্বা চেতনা আর আনন্দের ঘনরাশি ॥ ৩
এমন বিকারহীন রহিতেও হৃদে প্রভু। এ জগতে দীন আর দুখী সব জীব তবু ॥
নামেরে সাধিলে আগে নিরূপণ করি' নাম*। প্রকটেন তিনি যথা জানিলে মণির দাম ॥ ৪

দো—তা'ই নাম বড় নির্গুণ চেয়ে প্রভাব নামে অপার।
তা'ই বলি নাম রাম হ'তে বড় নিজ মতি-অনুসার ॥ ২৩

চৌ—ভকতের হিতে রাম ধরেন নরের বেশ। সাধুজনে সুখ দেন আপনি সহিয়া ক্লেশ ॥
প্রেমের সহিত নাম জপ করি বিনায়াস। হয়েন ভকতগণ আনন্দ-মঙ্গলাবাস ॥ ১
শুধু এক মুনি-নারী মুক্ত করেন রাম†। কোটি কুমতি খল সংশোধন করে নাম ॥
ঋষি-হিতে রঘুপতি সুকেতুর তনয়ারে‡। সুত অনীকিনী সহ পাঠালেন ভবপারে ॥ ২
কিন্তু ভক্ত-দোষ দুখ আর যত দুষ্ট আশ। নাম তথা নাশে যথা রবি করে নিশা নাশ ॥
হর-কার্ম্মুক শুধু ভাঙ্গিলেন নিজে রাম। ভব ভয় ভেঙে যায় এ প্রতাপ ধরে নাম ॥ ৩
দণ্ডক বনে প্রভু করিলেন সুশোভিত। পবিত্রিত করে নাম জন-মন অগণিত ॥
রক্ষঃ নিকরে নাশ করেন রঘুনন্দন। কলির সকল পাপ নাম করে উন্মূলন ॥ ৪

দো—শবরী জটায়ু শ্রেষ্ঠ ভকতে সুগতি দিলেন রাম।
বেদে সুবিদিত অগণন খল উদ্ধার করে নাম ॥ ২৪

চৌ—সবার বিদিত কথা সুগ্রীব বিভীষণ। এই দুই জনে রাম দিলেন নিজ শরণ ॥
কিন্তু নাম বহু দীন-জনেরে রাখিল পায়। কিবা বেদে কিবা লোকে এর ফল সদা গায় ॥১
বানর ভালুক-সেনা করি' রাম একত্রিত। সেতুতরে পরিশ্রম সবে না করিলা কত ॥
নাম শুকাইয়া দেয় ভব-সাগরের জল। এ কথা বিচার কর মনেতে' সু-জন দল ॥ ২

* নাম দুই প্রকার—বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। এখানে ধ্বন্যাত্মক বা "বীজনাম"কে ধারণ করিবার ইঙ্গিত রহিয়াছে
† অহল্যা। ‡ তাড়কা।

কুলের সহিত রাম রাবণে বধিয়া রণে। ফিরিয়া আপন পুরী আসেন সীতার সনে॥
রাজাসন আরোহণ অযোধ্যার রাজধানী। সুর মুনি গুণ গা'ন উচ্চারি' বর বাণী॥ ৩
প্রেম ভরে নাম কিন্তু স্মরিয়া ভকতজন। প্রবল মোহের সেনা জিতেন না করি' শ্রম॥
প্রেমেতে মগন হ'য়ে বেড়ান পুলক সনে। ভাবনা নামের বলে স্বপনে না আসে মনে॥ ৪

দো—ব্রহ্ম রাম হ'তে নাম বড় বর- দাতারেও দেয় বর।
শতকোটী রাম- লীলা হতে এই সার বুঝিলেন হর॥ ২৫

চৌ—নামের প্রসাদে হ'ন মহাদেব অবিনাশী। ধৃত অমঙ্গল বেশ তবু মঙ্গল রাশি॥
শুক-শনকাদি যত সিদ্ধ যোগী মুনিগণ। নামের প্রসাদে সদা ব্রহ্ম-সুখে নিমগন॥ ৪
নারদ জানেন ভাল নামের প্রতাপ কিযে। জগতের প্রিয় হরি হরিহর-প্রিয় নিজে॥
নাম জপকরা ফলে লভিলা প্রভু প্রসাদ। ভকতের শিরোমণি বলি' খ্যাত প্রহ্লাদ॥ ২
নিদারুণ ক্ষোভে ধ্রুব জপিলেন হরিনাম। পাইলেন তা'রি বলে অচল অনুপ ধাম॥
জপিয়া পবনসুত পরম পাবন নাম। আপনার বশ করি' রাখেন সতত রাম॥৩
নীচ অজামিল* গজ† আর বার-বিলাসিনী‡। শ্রীহরি নামের বলে সুগতি-অধিকারিণী॥
নামের মাহিমা কত কি করিব বর্ণন। আপনি শ্রীরাম তাহা কীর্ত্তনে অক্ষম॥ ৪

দো—শ্রীরামের নাম কলি-কল্পতরু পরম কল্যাণাবাস।
যে নাম স্মরিয়া ভাঙ্ হ'তে হ'ল তুলসী তুলসীদাস॥ ২৬

রাম নামের মহিমা।

চৌ—করিয়া নামের জপ চারি যুগে তিনকালে। গত-শোক হ'ল জীব স্বর্গে ভবে কি পাতালে॥
বেদ কি পুরাণ কিম্বা সন্ত সবে এই কয়। সব সুকৃতির ফলে রাম-পদে প্রেম হয়॥ ১

---

* অজামিল ঈশ্বরনিষ্ঠ বেদ বিদ্ পিতৃমাতৃ-পরায়ণ ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন। একদিন এক বেশ্যাকে দেখিয়া মোহিত হইয়া আপনার সর্ব্বস্বে জলাঞ্জলি দেন ও ক্রমে ক্রমে চৌর্য্য, কপটতা, সুরাপান প্রভৃতি দোষে জড়িত হন। এইভাবে বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইল ও অন্তিমকাল আসিল। আজীবন পাপের ফলে মৃত্যুকালে ভীষণ ক্লেশ উপস্থিত হইল। যমদূতের দর্শনে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। প্রাণ বহির্গত হইবার সময় নিজ কনিষ্ঠ ও প্রিয়তম পুত্র "নারায়ণের" নাম করিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার জীবনান্ত হয়। ইহার ফলে সাক্ষাৎ ভগবানের দর্শন লাভ হয়, যমদূতেরা পলায়ন করে ও তাঁহার পুনর্জীবন লাভ হয়। অনন্তর অজামিল হরিদ্বারে ভগবদ আরাধনায় মুক্তিলাভ করেন।

† কোন অপরাধে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ঋষি-শাপে হস্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। একদিন ক্ষীরসাগরের তটস্থ ত্রিকূট পর্ব্বতের এক সরোবরে বিহার করিবার সময় এক মকর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। হুহু নামক এক গন্ধর্ব্ব ঋষি-শাপে মকর হইয়া তথায় বাস করিত। উভয়ের ভীষণ যুদ্ধ হইল, কিন্তু গজ আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। মকর উহাকে গভীর জলে লইয়া চলিল। যখন তাহার শুঁড়ের অগ্রভাগ মাত্র জাগিয়া আছে, তখন তাহার দ্বারা এক পদ্ম উৎপাটন করিয়া, অতি কাতরে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। ফলে, ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া গজ ও মকর উভয়েরই উদ্ধার সাধন করেন।

‡ পুরাকালে জীবন্তী নামে এক বেশ্যা ছিল। একদিন এক মহাত্মা ভিক্ষায় বাহির হইয়া, না জানিয়া তাহার বাড়ীতে ভিক্ষার্থ আসেন, তখন সে তাহার প্রিয় পাখীকে পড়াইতেছিল। পাখী তাহার অতি প্রিয় বুঝিয়া মহাত্মা পাখীকে "রাম-নাম" বলিয়া চলিয়া যান। সে প্রতিদিন পাখীকে "রাম-নাম" পড়াইতে থাকে। অজানিতে হইলেও, নামের প্রভাবে তাহার মন রাম-নামে এমনই লাগিয়া যায় যে, সে ঐ নাম পরিত্যাগ করিতে পারে না। মৃত্যুকালে রাম-নাম উচ্চারণ করিয়া তাহার মুক্তিলাভ হয়।

ধ্যানযোগে সত্যযুগে ত্রেতায় আচরি' যাগ। দ্বাপরে করিয়া পূজা পায় প্রভু-অনুরাগ॥
কলি শুধু পাপে ভরা কলুষ-মলে মলিন। মানুষের মন যেন পাপ-পারাবারে মীন॥ ২
কল্প-পাদপ নাম এ করাল কলিকালে। স্মরণ করিলে নাশে সংসার-জঞ্জালে॥
রাম-নাম কলিযুগে অভিমত ফলদাতা। পরলোকে হিতকারী এ জগতে পিতা মাতা॥৩
কর্ম্ম নাই কলিকালে নাই ভক্তি নাই জ্ঞান। এক শুধু এই যুগে অবলম্ব রাম-নাম॥
কালনেমি কলিযুগ কপটতা-ভাণ্ডার। সুমতি সমর্থ হনু নামই নিধনে তা'র॥ ৪

দো—রাম-নাম নর- কেশরী সমান হিরণ্যকশিপু কলি।
জাপক প্রহ্লাদে করেন রক্ষণ করাল দৈত্যে দলি'॥ ২৭

চৌ—সুভাবে কুভাবে কিবা আলস্যে বা ঈর্ষায়। যে ভাবে জপিবে নাম শুভই হইবে তা'য়॥
সেই রাম-নাম স্মরি' চরণে রাখিয়া মাথা। বর্ণন করিব এবে শ্রীরামের গুণ-গাথা॥ ১
ল'বেন-ই মোরে করি' সব-বিধি সংশোধন। করুণা দেখা'য়ে তাঁর কভু তৃপ্ত নহে মন॥
রাম-সম প্রভু নাহি কু-ভক্ত আমার মত। দয়াল তথাপি মোরে করিলা নিজে পালিত॥ ২
উত্তম প্রভু-রীতি বেদে লোকে এই কয়। মিনতি শুনেই পা'ন প্রীতি-ভাব পরিচয়॥
নির্ধন ধনবান্ গ্রাম কি নগরবাসী। মূর্খ পণ্ডিত কিবা যশ-যুত অযশস্বী॥ ৩
সুকবি কুকবি আদি নিজমতি অনুসরি'। নৃপতির গুণগান করে সব নর নারী॥
আর সাধু জ্ঞানবান্ পরম কল্যাণপর। ভগবান্ অংশজাত সুনীল নৃপতিবর॥ ৪
সেই স্তুতিবাণী শুনি' সু-ভাবে তুষেন সবে। বচন ভকতি নতি* গতি† বুঝি' অনুভবে॥
এই মত আচরণ সাধারণ নৃপতির। আর হেথা জ্ঞানী-জন-শিরোমণি রঘুবীর॥ ৫
রাম ত' বিমল স্নেহে করেন পরিতোষণ। কিন্তু ভবে মন্দমতি আমা' হতে কোন্ জন॥ ৬

দো—তবু রাখিবেন এ শঠ ভকতে প্রীতি-রুচি কৃপাময়।
উপল তরণী কপি সু-সচিব যাঁহার নিকটে হয়॥ ২৮(ক)
নিজেও বলাই অপরেও বলে স'ন রাম উপহাস।
সীতানাথ-সম প্রভু যা'র তাঁ'র সেবক তুলসীদাস॥ ২৮(খ)

চৌ—অতিবড় এ আমার অপরাধ ধৃষ্টতা। নরকও কুঞ্চে নাক শুনি এই পাপ-কথা॥
কল্পিত ডরে প্রাণ আমার(ই) শুকায়ে যায়। স্বপনেও তবু মনে না আনেন রঘুরায়॥ ১
বরং সুচিত্ত-আঁখি দৃষ্টিতে দেখি' শুনি'। আমার ভকতি মতি বাখান করেন স্বামী॥
কথনে কু-কলঙ্ক‡ তবু শুভ এতে হৃদয়ের। প্রসন্ন হয়েন রাম বুঝি' মন ভকতের॥ ২
ভকতের কৃত ভ্রম মনে নাহি রহে তাঁর। বরং হৃদয়ে তারে বিচারেন শত'বার॥
যে-পাপে বালিরে প্রাণে বধিলেন ব্যাধ-প্রায়। ভকত সুগ্রীব তাই আচরিল পুনরায়॥ ৩

* বিনয়। † চাল-চলন। ‡ আপনাকে ভক্ত বলিয়া প্রচার করিলে অহঙ্কার প্রকাশ করা হয়।

বিভীষণ অপরাধী সেই এক অপরাধে। অথচ স্বপনে রাম-প্রাণে তাহা নাহি বাধে* ॥
ভরতে মিলন-কালে সম্মানিলা বিভীষণ। রাজসভা মাঝে গুণ করিলেন কীর্তন ॥ ৪

দো—তরু মূলে প্রভু কপি শাখা'পরে করিলা নিজ-সমান।
ভণিছে তুলসী শ্রীরামের চেয়ে প্রভু কে শীল-নিধান ॥২৯(ক)

হে রাম তোমার শুভদ স্বভাবে সবাকার শুভ হয়।
সত্য ইহা যদি তুলসীর তবে শুভ হবে নিশ্চয় ॥ ২৯(খ)
এই মত নিজ দোষগুণ কহি নতি করি সব-পায়।
গাহিব শ্রীরাম সুবিমল যশ শুনি' কলি-পাপ যায় ॥ ২৯(গ)

শ্রীরাম-গুণ ও রামচরিত্র-মহিমা।

চৌ—যাজ্ঞবল্ক্য মুনিবর যেই কথা মনোরম। ভরদ্বাজ মুনিরাজে করিলেন বর্ণন ॥
বর্ণনা করিব এবে সে কাহিনী বিস্তারে। শুনুন সুজনগণ মনের হরষ ভরে ॥ ১
মহেশ রচিলা এই লীলা-সুধা মনোহর। কৃপা করি' ঈশানীরে শুনা'লেন অতঃপর ॥
কাক-ভুষুণ্ডিরে তাহা দিলেন ত্রিপুর-অরি। শ্রীরাম-ভকত বলি' বুঝি' তারে অধিকারী ॥
তাঁহার নিকট হ'তে যাজ্ঞবল্ক্য লভি' এরে। বিবরিলা পুনরায় ভরদ্বাজ মুনিবরে ॥
কিবা বক্তা কিবা শ্রোতা হ'য়ে সম-শীলবান্। সম দৃষ্টি-শক্তি-যুত হরিলীলা-বিচক্ষণ ॥ ৩
উভয়েই জ্ঞানবলে তিন কাল অবগত। সুপ্রত্যক্ষ করতল-গত আমলক মত ॥
অন্য যত হরিলীলা-জ্ঞানী ভকতগণ। শুনেন বুঝেন নানা মতে করি' বরণন ॥ ৪

দো—আমি লভি এরে বরাহ-ক্ষেত্রে নিজ গুরুদেব-পাশে ॥
বালক বলিয়া বুঝিনি তখন জ্ঞানহীনতার বশে ॥ ৩০(ক)
গূঢ় রাম-কথা যে বলে যে শুনে দু'জনেই জ্ঞান-খনি।
কলি-মল যুত আমি মূঢ় জীব কেমনে বুঝিব শুনি' ॥ ৩০(খ)

চৌ—তবু কহিলেন গুরু এই কথা বারবার। সে হেতু বুঝিনু কিছু নিজ মতি অনুসার ॥
তাহারেই ভাষাবদ্ধ করিবারে অভিলাষ। আপন মনের যাহে পরিপূর্ণ হয় আশ ॥ ১
বিবেক-বুদ্ধির মম যাহা কিছু আছে বল। হরি-প্রেরণায় এবে ক'ব তাহা অবিকল ॥
আপনার সংশয়-ভ্রম মোহ ভঞ্জিনী। যে কথা কহিব তাহা ভবনদী-উতরণী ॥ ২
পণ্ডিত-প্রাণারাম জন-মনোরঞ্জিনী। শ্রীরামচরিত-কথা কলি-ক্লেশ বিনাশিনী ॥
শ্রীরামের কথা কলি-সর্পে শিখণ্ডিনী। অথবা বিবেকানল জ্বালনে যেন অরণী ॥ ৩

---

* বালি নিজ ভ্রাতা সুগ্রীবের স্ত্রীকে কাড়িয়া লইয়াছিল; ইহাতে রামের কাছে অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল;—বালিকে বধ করিবার ইহা এক কারণ! অথচ বালি বধের পর তাহার স্ত্রী তারাকে নিজ স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে সুগ্রীবকে তিনি সম্মতি দিয়াছিলেন এবং রাবণ বধের পর মন্দোদরীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে বিভীষণকে আদেশ দিয়াছিলেন।

কলিতে শ্রীরাম-কথা কামদা কপিলা হেন। সাধু-পাশে মনোহর সঞ্জীবনী-মূল যেন ॥
ধরাতলে যেন ইহা অমিয় তরঙ্গিণী। ত্রাস-ভঞ্জিনী ভ্রম-ভেক-ভুজঙ্গিনী ॥ ৪
অসুর-বাহিনীরূপী নরক-ভয় মোচন। সাধু ও অমরকুল-হিতে সুরনদী সম ॥
সন্ত-সমাজ রূপ পারাবারে রমা-রূপা। সহিতে ভুবন-ভার অচলা ধরা-স্বরূপা ॥ ৫
ধরায় যমুনা যথা যমদূত মুখ-মসী। মুক্তি দানিতে জীবে যেন কাশী বারাণসী ॥
শ্রীরাম-সদনে যেন তুলসীর সম প্রিয়। হিতকারী মাতা সম তুলসীর বরণীয় ॥ ৬
মহেশ-সকাশে যথা নর্ম্মদা-জলরাশি। সিদ্ধি প্রদানে সব সুখ সম্পদ রাশি ॥
সদ্‌গুণ-সুর পাশে জননী অদিতি-সমা। রঘুপতি প্রেম আর ভকতির পরিসীমা ॥ ৭

দো—মন্দাকিনী নদী রাম-কথা চারু চিত চিত্রকূট গিরি।
প্রেম-নির্ম্মল- বনে বিহরেণ সীতারাম ধনুধারী ॥ ৩১

চৌ—শ্রীরাম-চরিত কথা চিন্তামণি মনোরম। সন্ত-সুমতি-রূপী ভামিনী-দেহ ভূষণ ॥
শ্রীরামের গুণগ্রাম জগ-শুভ বিধায়ক। মুক্তি ধরম ধন পরাধাম প্রদায়ক ॥ ১
রাম-কথা সদ্‌গুরু জ্ঞানেতে বিরাগে যোগে। অমর ভিষক্‌দ্বয় যেন ভীম ভব-রোগে ॥
জনক জননী সীতারাম-প্রেম উপজনে। বীজের সমান সব ধরম ব্রত নিয়মে ॥ ২
শমন-সমান যত কলুষ সন্তাপ শোকে। প্রিয় পালক যেন লোকে আর পরলোকে ॥
বিচার-নৃপের সেই সু-বীর সচিব সম। অপার লোভের বারি শোষণে অগস্ত্যোপম ॥ ৩
ভকতের মনরূপী কাননে নিবাসকারী। কাম ক্রোধ কলি-মল-বারণের বাল হরি ॥
মহেশের পূজ্য আর প্রিয়তম অভ্যাগত। দরিদ্রতা-দাবানল নিভাইতে ধন-মত ॥ ৪
বিষয়-অহির যেন মন্ত্র আর মহামণি। কঠোর ললাট-লিপি ফিরাইতে মহাগুণী ॥
হরিবারে মোহ-তমঃ সম দিনকর-কর। ভকতে হিতদ তথা ধানে যথা জলধর ॥ ৫
অভিমত ফলদাতা যেন কল্পতরুবর। ভকত-সুলভ আর সুখাকর হরিহর ॥
সুকবি-শারদ-মন-আকাশের তারাগণ। শ্রীরাম-ভকতজন-মোহন জীবনধন ॥ ৬
সব পুণ্যের ফল মহাভোগ-সম নাম। সজ্জনগণ-সম যাঁরা জগ-হিত কাম ॥
সেবক জনের মন-মানস-সর-মরাল। পুণ্যময়ী সুরধুনী যেমন তরঙ্গ-মাল ॥ ৭

দো—কুতর্ক কুপথ কলির কুচাল দম্ভ ছল পাষণ্ড।
রাম-গুণগ্রাম দহে তথা যথা কাষ্ঠে অনল চণ্ড ॥ ৩২ (ক)
শ্রীরাম-চরিত রাকা শশীকর সুখ দেয় সবাকায়।
সুজন-কুমুদ চকোরের তরে হিতকারী অতিশয় ॥ ৩২ (খ)

চৌ—শুধা'লেন যেপ্রকার মহেশেরে মহেশ্বরী। উত্তর দেন যথা ভবেশ বিশদ করি' ॥
বিচিত্র সে কথা করি' বিস্তারে বিরচন। করিব সবার পাশে স-কারণ বর্ণন ॥ ১

অপূর্ব্ব এ-কথা পূর্ব্বে শুনে নাই যেইজন। মানেনা বিস্ময় যেন করিয়া ইহা শ্রবণ ॥
জ্ঞানী-কাণে পশে যদি এই কথা সমুদয়। বুঝিয়া আপন মনে না মানিবে বিস্ময় ॥ ২
থাকে না তাহার মনে কভু সন্দেহ-লেশ। শ্রীরাম-চরিত কথা নাহি তা'র সীমা শেষ ॥
ভিন্ন কতই বিধ্ হ'ল রাম-অবতার। রামায়ণ শতকোটি অগণন সীমা-পার ॥ ৩
কল্প-ভেদ অনুসারে হরি-কথা মনোহর। কতই বিবিধ ভাবে গান সব মুনীশ্বর ॥
না আনিও সংশয় এ সব শুনিয়া মনে। শুনিবে এ-কথা সুধা সাদরে প্রেমের সনে ॥ ৪

দো—অনন্ত শ্রীরাম অন্তহীন গুণ অমিত কথা বিস্তার।
শুনি' বিস্ময় মনে না মানিবে শুদ্ধ বিচার যা'র ॥ ৩৩

রাম-চরিত-মানস বিরচনের তিথি।

চৌ—এরূপে সন্দেহ সব দূর করি' মন হ'তে। শ্রীগুরু-চরণ-রজ ধারণ করিয়া মাথে ॥
পুনরায় জোড়করে মিনতি জানাই সবে। কথা-রচনায় যাহে দোষ নাহি পরশিবে ॥ ১
ভকতি সহিত শিব-চরণে নমিয়া মাথা। বর্ণন করি রাম সুবিমল গুণ-গাথা ॥
এক হাজার ছয় শত একত্রিশ সম্বতে। হরি-কথা কহি ধরি' শ্রীহরি-চরণ মাথে ॥ ২
পূত নবমীর তিথি ভৌমবার* মধু-মাস†। অযোধ্যা পুরীতে এই কথা হ'ল পরকাশ ॥
যে দিন বেদেতে বলে জনম লয়েন রাম। তীর্থ সকল আসে চলিয়া কোশল ধাম ॥ ৩
অসুর বিহগ নাগ ঋষি মুনি দেব নর। আসেন করেন সবে সেবা রাম রঘুবর ॥
জনম-মহোৎসব পালেন সুজনগণ। করেন সুন্দর রাম-কীর্ত্তির বরণন ॥ ৪

দো—পাবন সরযূ- সলিলে কতই সুজন করেন স্নান।
কম শ্যাম তনু- ধ্যান হৃদে ধরি' জপেন শ্রীরাম-নাম ॥ ৩৪

চৌ—দরশ পরশ স্নান সরযূর জলপান। কলুষ হরিয়া লয় নিগম বলে পুরাণ ॥
পরম পাবনী নদী তাহার মহিমা অতি। কহিতে নারেন মুখে ভারতী বিমল মতি ॥ ১
শ্রীরাম-পরম-ধাম-প্রদ পুরী শোভাবতী। সব-লোক মাঝে খ্যাত অযোধ্যা পুণিত অতি ॥
স্বেদ-জরায়ুজ আদি সকল জীব অপার! হেথায় ত্যজিলে কায় আসে না ভবেতে আর ॥ ২
জানি' মনে এই পুরী সববিধি মনোহর। দাত্রী সকল সিদ্ধি বহু কল্যাণ কর ॥
আরম্ভন করিলাম সুবিমল এ কথায়। যা' শুনিলে কাম মদ আর দম্ভ দূরে যায় ॥ ৩
রাম-চরিত মানস এই রচনার নাম। প্রবেশিলে কাণে যাহা শ্রবণ লভে বিরাম ॥

রাম-চরিত-মানসের রূপক ও মাহাত্ম্য

বিষয়ের দাবানল জ্বলিতেছে মন-করী। সে যদি এ হ্রদে পড়ে প্রাণ সুখে উঠে ভরি' ॥ ৪
রাম-চরিত-মানস মুনিজন-মনোহর। পাবন মোহন অতি রচনা করেন হর ॥
নানাবিধ দোষ দুখ দরিদ্রতা প্রদাহন। কলির কুচাল কলি-পাপরাশি বিনাশন ॥ ৫

* মঙ্গলবার। † চৈত্র মাস।

ইহারে রচনা করি' হৃদয়ে রাখেন হর। হর-রমা প্রতি ক'ন দেখি' শুভ অবসর ॥
তাই অনুভবে বুঝি' শিব হরষিত মনে। রাম-চরিত মানস নাম দেন এ-রচনে ॥ ৬
কহি এবে সেই কথা সুখ-প্রদ মনোরম। আদরে অনন্যচিতে শুন সাধু সজ্জন ॥ ৭

দো—যথা এ মানস হ'ল যে-প্রকারে প্রচার যে-হেতু ভবে।
উমা-বৃষকেতু স্মরি সব কথা বর্ণন করি এবে ॥ ৩৫

চৌ—শ্রীশম্ভুর কৃপাবলে উদিল সুমতি-রবি। রাম-চরিত মানস রচিল তুলসী কবি ॥
আপনার মতি মত করে এরে মনোহর। পূত মনে শুনি' তবু শোধিবেন সাধুবর ॥ ১
হৃদয় গভীর খাত শুভ-মতি ভূমিতল। সাগর পুরাণ বেদ সাধুর জলদ দল ॥
ঢালেন বরষা-ধারে রাম-যশ বর-বারি। সুমধুর মনোহর অতি মঙ্গলকারী ॥ ২
বিস্তারে বরণিত যে-সব স-গুণ গাথা। তাহাই এ সলিলের মলাহীন স্বচ্ছতা ॥
ভকতি ও প্রেম যাহা বর্ণনা নাহি হয়। তাই এর শীতলতা মধুরতা মনোময় ॥ ৩
এ জল সুকৃতি-ধানে করে বড় উপকার। শ্রীরাম-ভকত জনে জীবনের সম সার ॥
বুদ্ধি-ধরার 'পরে এ বারি হ'য়ে পতিত। মোহন শ্রবণ-পথে চলে হ'য়ে সমাহিত ॥ ৪
মানস-সুতল ভরি' সেইখানে হয় স্থির। থিতাইয়া হয় তাহা শীতল রুচি* রুচির† ॥ ৫

দো—অতি সুন্দর সম্বাদ চার‡ রচিত বিচার করি।
তাই এ পাবন বর সরোবরে মনোহর ঘাট চারি ॥ ৩৬

চৌ—সপ্ত কাণ্ড এতে রুচির সোপান চয়। নিরখিলে জ্ঞান-চোখে মানস সরস হয় ॥
মহিমা শ্রীরঘুপতি গুণাতীত ও অবাধ। যা' হ'বে বর্ণিত এতে বর-বারি সে অগাধ ॥ ১
জানকী-শ্রীরাম-যশ সলিল অমিয় সম। ঊর্ম্মি-বিলাস তায় উপমা মানস-রম ॥
চারু চতুষ্পদী§ ঘন-বিকশিত ইন্দীবর। যুক্তি মঞ্জু মণি-শুক্তি মানস হর ॥ ২
সুন্দর দোহা আর ছন্দ সোরঠা যত। কমল বিবিধ রং যেন সব বিকশিত ॥
অনুপম অর্থ আর উচ্চভাব চারু ভাষ। তাহাই পরাগ মধু প্রাণ-বিমোহন বাস ॥ ৩
পুণ্য-করম চয় মঞ্জুল অলিকুল। বিচার-বৈরাগ্য-জ্ঞান-রাজহংসে সমাকুল ॥
বক্রোক্তি কবিতা-ধ্বনি গুণ জাতি যা' সকল। তাহাই এ সরোবরে নানা জাতি মীনদল ॥ ৪
চারি বর্গ অর্থ-মোক্ষ ধরম কামনা আর। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা ধীরতা সহ বিচার ॥
নব কাব্য রস জপ তপ যোগ ও বিরাগ। তা'রা যত জলচর নিবসে চারু তড়াগ ॥ ৫
পুণ্যময় সাধুর ও শ্রীরামের গুণ-গান। এ সব এ সরোবরে সলিল-খগ-সমান ॥
সাধু-সভা চারিতটে যেন আম্র উপবন। শ্রদ্ধাই মধু ঋতু বলি' করে বর্ণন ॥ ৬

---

* রুচিকর। † সুন্দর। ‡ (১) কাকভুষুণ্ডি-গরুড় সংবাদ। (২) হরপার্ব্বতী সংবাদ। (৩) যাজ্ঞবল্ক্য-ভরদ্বাজ সংবাদ। (৪) তুলসীদাস-সন্ত সংবাদ। § চৌপাই ছন্দ।

ভক্তির নিরূপণ বিবিধ বিধির ভরে। ক্ষমা দয়া দম* লতা-বিতানের কাজ করে॥
কুসুম নিয়ম† শম‡ যম§ আর ফল-জ্ঞান। সে ফলের রস হরি-পদে রতি বেদ গা'ন॥ ৭
অপর যে সব এতে অনেক কথা-প্রসঙ্গ। তা'রা শুক পিক আদি বিহগ অনেক রঙ্গ॥ ৮

দো—রোমাঞ্চন বন- বাটি উপবন সুখ সে কাননে পাখী।
শুভ-মন মালী ঢালে প্রেম-জল দিয়ে দুই চারু আঁখি॥ ৩৭

চৌ—অবহিত হ'য়ে যেবা গায় এ চরিত-গান। সেই এই তড়াগের রক্ষক গুণবান্॥
সতত আদর ভরে শুনে যেই নরনারী। তা'রাই দেবতা এই মানসের অধিকারী॥ ১
বক কাক অতি খল বিষয়ে আবিল মন। এ-তড়াগ নিকটেও নাহি যায় কদাচন॥
নাহিক হেথায় নানা বিষয়-রসের কথা। শামুক শৃগাল ভেকগণ উপযোগী যথা॥ ২
এ কারণ দুরদৃষ্ট কামী বক কাক-প্রাণ। অতীব বিকল হয় হ'তে সরে আগুয়ান॥
এই সরোবরে আসা সুকঠিন অতিশয়। শ্রীরামের কৃপা বিনা কখনও নাহি হয়॥ ৩
কঠিন কুসঙ্গ ঠিক কুপথ-সম ভীষণ। কুসঙ্গীর কথা যত সিংহ বাঘ সাপ সম॥
গৃহকাজ সংসারীর অপর বহু জঞ্জাল। সে সব দুর্গম বাধা যেমন গিরি বিশাল॥ ৪
মদ মোহ মান বহু ঘন বন দুস্তর। কু-তর্ক-রূপিণী নদী কত শত ত্রাস-কর॥ ৫

দো—শ্রদ্ধা-পাথেয় নাহিক যাহার সন্ত নাহিক সাথ।
মানস অগম তা'র অতি যা'র নহে প্রিয় রঘুনাথ॥ ৩৮

চৌ—কষ্ট সহিয়া যদি তথায় কেহ বা যায়। যেতেই অমনি নিদ্রা-জ্বরেতে তাহারে পায়॥
মূর্খতা ঘোর কম্পে কলেবর কম্পমান্। গিয়াও সে হতভাগা না পায় করিতে স্নান॥ ১
হয় নাক' সরোবরে স্নান আর জলপান। ফিরিয়া সে আসে নিজ হৃদে ধরি' অভিমান॥
অতঃপর যদি কেহ শুধাইতে তা'রে যায়। সরোবরে নিন্দিয়া তখন তা'রে বুঝায়॥ ২
কিন্তু রাম কৃপা-আঁখি ফেলেন যাহার 'পরে। এ সকল বিঘ্ন বাধা কখনো ব্যাপে না তা'রে॥
সমাদরে সরোবরে করে সে অবগাহন। তিন-তাপ-মহাঘোরে নাহি জ্বলে কদাচন॥ ৩
শ্রীরাম-চরণ যুগে দৃঢ় ভাব যে-সবার। তা'রা এ তড়াগ কভু নাহি করে পরিহার॥
হে ভাই করিতে স্নান যে চাহে এ সরোবরে। মন-প্রাণ দিয়া যেন সেই সৎসঙ্গ করে॥ ৪
মানস-আঁখিতে দেখি এ মানস-সরোবরে। অবগাহি জলে কবি নিরমল মতি ধরে॥
হৃদয় তাহার হয় হরষ উৎসাহ ভরা। উথলিয়া উঠে প্রাণে প্রেম ও প্রমোদ-ধারা॥ ৫
তা' হতে বাহিরে চারু কবিতা-রূপিণী নদী। শ্রীরাম বিমল যশ-জল ভরা নিরবধি॥
তাহারি সরযূ নাম পূর্ণ শুভের মূল। লোক আর বেদ মত মঞ্জুল দুই কূল॥ ৬

* ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। † শৌচ,সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান। ‡ মন-নিগ্রহ। § অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ।

মানস-দুহিতা নদী সরযূ অতি পাবনী। কলি-মল তৃণ তরু মূল সনে বিনাশিনী ॥ ৭

দো—তিন জাতি শ্রোতা* যেন পুর গ্রাম নগরী জুড়ি' দু'কূল।
সাধু-জন সভা অযোধ্যা অনুপ সব মঙ্গল মূল ॥ ৩৯

চৌ—সুবিমল কীর্ত্তিরূপী সরযূর জলধারা। মিলিতা জাহ্নবী সনে শ্রীরাম-ভকতি পরা ॥
অনুজ সহিত রাম-সমর-যশ পুণিত। মহানদ শোণ আসি' এ ধারায় আপতিত ॥ ১
এ দু'য়ের মাঝে ভক্তি-সুরধুনী জলধার। ধরে বিমোহন শোভা সহ বিরতি বিচার ॥
ত্রিবিধ তাপের ত্রাস এই ত্রি-পথগা নদী। মিলিবারে চলে রাম-স্বরূপ মহা উদধি ॥ ২
মানস†-উদ্ভব নদী‡ মিলেছে § গঙ্গার সনে। সজ্জন শ্রোতা মন পূত করে সে কারণে ॥
মাঝে মাঝে অন্য কথা প্রসঙ্গ নানা বিভাগ। যেন নদী তীরে তীরে নানাবিধ বন বাগ ॥ ৩
বরযাত্রী শঙ্কর-পার্ব্বতী বিবাহের। জলচর এ নদীর অগণিত প্রকারের ॥
আমোদ উৎসব-রব রঘুপতি জনমের। হেন সে জলের দহ মধুরতা লহরের ॥ ৪

দো—বাল লীলা চারি ভ্রাতার যেমন কমল বিপুল রঙ্গ।
রাজা রাণী পরি- জনের সুকৃতি মধুপ জল-বিহঙ্গ ॥ ৪০

চৌ—সীতা স্বয়ম্বর-কথা অতীব মনোহারিণী। অপূর্ব্ব শোভায় ভরি' দিয়াছে এ স্রোতস্বিনী ॥
নদীতে তরণী পটু-প্রশ্ন বহু প্রকার। স-বিবেক সদুত্তর সুচতুর কর্ণধার ॥ ১
শুনা-শেষে আলোচনা হয় যাহা উদ্ভব। নদী তীর-পথগামী যাত্রী যেন সে সব ॥
ভৃগুরাম ক্রোধানল ঘোর ধারা বলা যায়। শ্রীরামের বর-বাণী সুগঠিত ঘাট-প্রায় ॥ ২
অনুজ-সহিত রাম-পরিণয়-উৎসাহ। এ কথা-নদীর বন্যা সর্ব্ব-শুভদ প্রবাহ ॥
শ্রবণে কথনে যাঁ'রা অনুপম সুখ পান। সে পুণ্যবানেরা যেন পুলকে করেন স্নান ॥ ৩
রাম-রাজ্য-অভিষেকে যে সব মঙ্গল সাজ। পর্ব্ব-যোগে যেন তটে মিলিত জন-সমাজ ॥
নদীতে শৈবাল যেন কুমতি কেকয়ী কাল। উপজিল যা'র তরে গভীর বিপদ-জাল ॥ ৪

দো—বিপদ-নাশন ভরত-চরিত নদীতটে জপ যাগ।
কলি-পাপ দোষ বর্ণনাই পাঁক তাহারাই বক কাক ॥ ৪১

চৌ—সব ঋতুতেই এই কীর্ত্তি-রূপী প্রবাহিনী। সব কালে অতি পূতা আর মন বিমোহিনী ॥
হিমঋতু মহাদেব শৈলসুতা পরিণয়। সুখদ শিশির প্রভু শ্রীরামের অভ্যুদয় ॥ ১
বর্ণন রামচন্দ্র-বিবাহ-সমাজ সাজ। পরম মঙ্গলময় যেন মধু ঋতুরাজ ॥
দু-সহ নিদাঘ সম রামের বন গমন। কানন-গমন কথা খর তাপ প্রভঞ্জন ॥ ২
রাক্ষস সহ রণ যেমন বরষা ঋতু। সুরকুল-শালিধানে পরম কল্যাণ হেতু ॥
সুখ-বহুলতা রাম রাজ্যকালে যে বিনয়। অতি নির্ম্মল তাহা শরতের সুখোদয় ॥ ৩

---

* মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী। † রাম-চরিত। ‡ কীর্ত্তি। § রামভক্তি। এই কীর্ত্তিরূপিণী সরযূর মূল মানস (অর্থাৎ শ্রীরাম-চরিত)।

সতী-মস্তক মণি সীতার মহিমা গান। তা'ই এ সলিল-গুণ অমল ও অনুপম ॥
ভরত-স্বভাব এই জলের সুশীতলতা। সদা একভাব যা'রে বর্ণিতে হারে কথা ॥ ৪

দো—দেখা শুনা কথা প্রীতি ও মিলন সবে হাসি পরিহাস।
ভ্রাতৃভাব চারি ভ্রাতাগণ-মাঝে জল মাধুরী সুবাস* ॥ ৪২

চৌ—আমার এ আর্ত্তভাব দীনতা ও সুবিনয়। মনোরম সলিলের লঘুতা ও কম নয় ॥
অদ্ভুত জল এই শ্রবণেই উপকার। মন-মলা আশা তৃষা করে সদা পরিষ্কার ॥ ১
শ্রীরাম-ভকতি চারু পুষ্টি পায় এই জলে। করয়ে হরণ সব গ্লানি আর কলি-মলে ॥
দূর করে ভব-শ্রম তুষ্টিরেও করে তুষ্ট। পাপ তাপ দরিদ্রতা আদি দোষ করে নষ্ট ॥ ২
কাম ক্রোধ অহমিকা মোহেরে করে বিনাশ। বিমল বিবেক করে বিরাগের সুপ্রকাশ ॥
আদরে যে জল পান করে আর করে স্নান। হৃদয়ের সব পাপ পরিতাপে পায় ত্রাণ ॥ ৩
শ্রীরাম-সুযশ জলে ধৌত যে না করে চিত। কলি-পাশে হয় সেই কাপুরুষ সুবঞ্চিত ॥
রবি-করে ভব বারি করিয়া অবলোকন। তৃষিত মৃগের মত দুখী যত জীবগণ ॥ ৪

দো—নিজ মতি মত বুঝি' বারি-গুণ মনেরে করা'য়ে স্নান।
ভবানী মহেশে করিয়া স্মরণ করে কবি কথা গান ॥ ৪৩ (ক)
এবে রাম পদ- কমল হৃদয়ে ধরিয়া লভি' প্রসাদ।
করিব বর্ণন দুই মুনিবর মিলনের সুসম্বাদ ॥ ৪৩ (খ)

যাজ্ঞবল্ক্য-ভরদ্বাজ সংবাদ ও প্রয়াগ-মাহাত্ম্য

চৌ—ভরদ্বাজ মুনিবর তীর্থ প্রয়াগে র'ন। শ্রীরাম-চরণে তাঁর অনুরাগ অতুলন ॥
জিতেন্দ্রিয় চিত্তজয়ী দয়া তপ-পরায়ণ। পরমার্থ-পথে তিনি অতিশয় বিচক্ষণ ॥ ১
মাঘেতে মকর রাশি-গত রবি যবে হন। তীর্থরাজ প্রয়াগেতে করে সবে আগমন ॥
দেবতা দনুজ আর কিন্নর নরগণ। সকলে আদরে করে ত্রিবেণী অবগাহন ॥ ২
বেণীমাধবের পদ-কমল পূজন করে। পরশি' অক্ষয় বট হৃদয় পুলকে ভরে ॥
ভরদ্বাজ-আশ্রম পূত নিরতিশয়। অতিশয় রমণীয় মুনি-মন হ'রে লয় ॥ ৩
ঋষি মুনিগণ যা'ন প্রয়াগে করিতে স্নান। করেন সে আশ্রমে তাঁরা সবে অধিষ্ঠান ॥
উৎসাহ ভরে করেন প্রভাতে অবগাহন। অনন্তর পরস্পরে হরি-লীলা কীর্ত্তন ॥ ৪

দো—ব্রহ্মের ভেদ ধর্ম্মের বিধি তত্ত্ব বিভাগ ক'ন।
ঐশ-ভকতি জ্ঞান ও বিরাগ সহ হয় আলোচন ॥ ৪৪

চৌ—এইরূপ সারা মাঘ করেন ত্রিবেণী স্নান। পরে সবে নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে যা'ন ॥
প্রতি সন এ সময় পুলকে যাপন করি। মকরে করিয়া স্নান মুনিগণ যা'ন ফিরি ॥ ১

* (জলের মিষ্টতা ও সুগন্ধ)।

একবার এইমত মকরের স্নান-শেষে। মুনিগণ যা'ন চলি যে-যাঁহার নিজাবাসে ॥
পরম বিবেকবান্ যাজ্ঞবল্ক্য মুনিবরে। ভরদ্বাজ পদে ধরি' রাখেন মিনতি ভরে ॥ ২
অতীব আদর সনে পদ-যুগ ধৌত করি। বসান তাঁহারে অতি পুণিত আসনোপরি ॥
করিয়া মুনির পূজা করি তাঁর গুণগান। অতিশয় পূত মৃদু বচনে তাঁরে শুধান ॥ ৩
প্রভু মোর হৃদে এক সংশয় অতিশয়। বেদ-তত্ত্ব করতল-গত তব সমুদয় ॥
চরণে জানাতে হয় ভয় আর অতি লাজ। কিন্তু না নিবেদি যদি তাহাতে নিজ অকাজ ॥ ৪

দো—সাধু মুনি ক'ন এই নীতি প্রভু বেদ পুরাণেও আছে।
প্রকটে না জ্ঞান হৃদয়ে বিমল লুকা'লে গুরুর কাছে ॥ ৪৫

চৌ—এ বিচারি' করি নিজ অজ্ঞানতা উদ্ঘাটন। সেবকে করিয়া কৃপা কর মোহ বিদূরণ ॥
সন্ত পুরাণ আর কিবা সে উপনিষদ। সবে গায় রাম-নাম-প্রভাব করি' বিশদ ॥ ১
জপিছেন নিরবধি মহেশ্বর অবিনাশী। ভগবান্ শিব-রূপ জ্ঞান আর গুণ-রাশি ॥
স্বেদ-জরায়ুজ আদি চারি জীব এ জগতে। লভে সবে পরাপদ শরীর ত্যজি' কাশীতে ॥ ২
সে-ও প্রভু রাম-নাম-মহিমা বশে অশেষ। কৃপা করি' দেন হর রাম-নাম-উপদেশ ॥
হে প্রভু কেবা সে রাম এই মোর জিজ্ঞাসা। বুঝাইয়া কহি' মোর মিটাও মন-পিপাসা ॥ ৩
এক ত' ছিলেন রাম অযোধ্যা-রাজকুমার। তাঁহার চরিত-কথা সুবিদিত সবাকার ॥
বনিতা বিরহে দুখ সহিলেন অগণন। ক্রোধের উদয়ে রণে বধিলেন দশানন ॥ ৪

দো—সেই রাম কিবা অন্য কেহ যাঁরে জপেন ত্রিপুর-অরি।
সত্যধাম তুমি সব সুবিদিত বলহ বিচার করি' ॥ ৪৬

চৌ—যাহাতে আমার হয় দূর এই মহা ভ্রম। বিশদ করিয়া তাহা কর প্রভু বরণন ॥
ঈষৎ হাসিয়া ক'ন যাজ্ঞবল্ক্য মুনিবর। শ্রীরাম-মহিমা তব নহেক ত' অগোচর ॥ ১
কর্ম্ম মন বাক্য সহ রামের ভকত তুমি। তোমার এ চতুরতা সবিশেষ জানি আমি ॥
অভিলাষ শুনিবারে রাম-গুণকথা গূঢ়। শুধাইলে সে কারণ যেন নিজে অতি মূঢ় ॥ ২
হে তাত আদরে শুন সহিত অভিনিবেশ। মোহন শ্রীরাম-কথা বর্ণিব সবিশেষ ॥
সুবিপুল মোহ যেন মহিষাসুর বিশাল। তা'র বধে রাম-কথা কালিকা যেন করাল ॥ ৩
রাম-কথা যেন শশী-অমিয় কর-সমান। সন্ত-চকোর যাহা নিয়ত করেন পান ॥
ঠিক এই সন্দেহ জাগে ভবানীর মনে। তখন বুঝান হর তাঁরে বিস্তার সনে ॥ ৪

দো—যথা-জ্ঞান আমি করি বর্ণন মহেশ-উমা সম্বাদ।
যবে যে-কারণে ঘটে শুন মুনি ঘুচিবে তব বিষাদ ॥ ৪৭

সতীর ভ্রম, রামের মাহাত্ম্য ও সতীর খেদ

চৌ—কহিলেন মুনিবর এক ত্রেতাযুগ মাঝে। মহেশ করেন গতি অগস্ত্য ঋষির কাছে ॥
সাথেতে তাঁহার সতী ভবমাতা ভব-রাণী। পূজেন তাঁহারে ঋষি অখিলের পতি জানি' ॥ ১

মুনিরাজ বিস্তারি' কহেন শ্রীরাম-কথা। মহেশ পরম সুখ পান শুনি' সেই গাথা ॥
শুধাইলা ঋষি হরি-ভকতি কথা মোহন। অধিকারী পেয়ে হর করেন তা' নিরূপণ ॥ ২
রঘুপতি গুণগাথা শুনা কহা-অবসরে। সেই স্থানে কিছু দিন অবস্থান-অন্তরে ॥
মুনির নিকটে শিব বিদায় করি গ্রহণ। দক্ষ-কুমারী সনে করেন গৃহে গমন ॥ ৩
সেইকালে বিমোচন করিতে ধরার ভার। রাঘব কুলেতে আসি' ল'ন হরি অবতার ॥
পিতার বচনে ছেড়ে রাজ্য হ'য়ে উদাসী। বেড়ান দণ্ডকবনে ভগবান্ অবিনাশী ॥ ৪

দো—ভাবিতে ভাবিতে যা'ন মহাদেব কেমনে দরশ পাই।
গোপনে ধরিলা প্রভু অবতার জানিবে গেলে সবাই ॥ ৪৮ (ক)
শঙ্কর-হৃদি বিচলিত অতি না জানেন শঙ্করী।
তুলসি হেরিতে লোভ ডর মনে নয়নে লালসা মরি ॥ ৪৮ (খ)

চৌ—রাবণ মরণ নিজ যাচিল নরের করে। চা'ন প্রভু বিধি-বাণী সার্থক করিবারে ॥
দরশন না করিলে থেকে যা'বে খেদ প্রাণে। স্থির কিছু নাহি হয় ভাবেন আপন মনে ॥ ১
এইরূপে বিচলিত ত্রিপুরান্তক মন। এই অবসর মাঝে রাবণ করে গমন ॥
নীচমতি মারীচেরে সাথে লয়ে আপনার। ত্বরা সে মারীচ ধরে কপট-কুরঙ্গাকার ॥ ২
ছল প্রকাশিয়া মূঢ় জানকী হরণ করে। তখন প্রভুর তেজ ছিল তা'র অগোচরে ॥
মৃগে বধি ভ্রাতা সনে ফিরিয়া আসেন হরি। আশ্রম হেরি' জলে দুই চ'খ উঠে ভরি' ॥ ৩
রঘুরায় নর-প্রায় বিরহে ব্যাকুল মন। খুঁজিয়া ফিরেন সীতা বনে ভাই দুইজন ॥
বিয়োগ-সংযোগ যাঁ'র নিকটে কভু না যায়। প্রকট বিরহ-দুখে ম্লান তাঁ'রে দেখা যায় ॥ ৪

দো—অতি বিচিত্র রঘুপতি-লীলা পরম জ্ঞানীই জানে।
মন্দমতি যেবা মোহ-বশীভূত আর কিছু করে মনে ॥ ৪৯

চৌ—শ্রীরামেরে সেই কালে দেখিলেন শঙ্কর। নিরখি' বিশেষ সুখ উপজিল হৃদি-পর ॥
হেরেন ভরিয়া আঁখি শোভা-সিন্ধু কলেবর। পরিচয় নাহি দেন বুঝিয়া কু-অবসর ॥ ১
সচ্চিদানন্দ জয় জয় হে জগ-পাবন। বলিয়া চলেন হর মন্মথ-বিনাশন ॥
সতীর সহিত শিব করেন প্রতিগমন। বার বার পুলকিত-প্রাণ কৃপা-নিকেতন ॥ ২
করেন অবলোকন শিবের সে-দশা সতী। অতি সন্দেহে তাঁ'র নিমগন হ'ল মতি ॥
ত্রিভুবন-পূজ্য হর জগতের অধীশ্বর। চরণে করয়ে নতি সব সুর মুনি নর ॥ ৩
রাজার কুমারে সেই মহেশ করিলা নতি। বলি' সৎ-চিদানন্দ জীবের পরমগতি ॥
দর্শন করি' এত মোহিত হ'লেন মনে। এখনো যে প্রেম হৃদে অসমর্থ সম্বরণে ॥ ৪

দো—ব্রহ্ম যিনি অজ অ-মায়া ব্যাপক ইচ্ছা-রহিত অভেদ।
দেহ ধরি' হ'ন কি মানব যাঁহে নাহি জানে বেদ ॥ ৫০

চৌ—বিষ্ণু যদি দেব-হিতে ধৃত নর-কলেবর। সর্ব্বজ্ঞ তিনি ত তবে যথা দেব শঙ্কর॥
তিনি কি অজ্ঞান-প্রায় ফিরিবেন খুঁজি' নারী। জ্ঞানের আধার প্রভু রমাপতি অসুরারি॥ ১
অথচ প্রভুর বাণী মিছা নহে কদাচন। সর্ব্বজ্ঞ মহেশ ইহা বিদিত জগত জন॥
অতি সংশয়ে মন দোলায়িত এই মত। না হয় হৃদয়-মাঝে জ্ঞানালোক বিকশিত॥ ২
যদিও মনের কথা খুলিয়া না ক'ন সতী। তথাপি বুঝিলা সব অন্তর্যামী সতীপতি॥
শুন সতী তব নারী-স্বভাব মহেশ ক'ন। এমন সংশয় মনে আনিও না কদাচন॥ ৩
যাঁ'র কথা মুনিবর অগস্ত্য বাখান করে। যাঁহার ভকতি আমি শুধাইনু মুনিবরে॥
ইনি সেই ইষ্টদেব আমার শ্রীরঘুবীর। সেবেন চরণ যাঁ'র সদা জ্ঞানী মুনি ধীর॥ ৪

ছ—জ্ঞানী মুনি যোগী সিদ্ধ সতত বিমল-মানসে স্মরেণ যাঁ'য়।
নেতি নেতি করি' নিগম পুরাণ আগম যাঁহার কীর্ত্তি গায়॥
এই রাম সেই ব্যাপক ব্রহ্ম মায়াপতি এই অখিল-স্বামী।
উতরিত নিজ- ভকতের হিতে নিজ-বশ রঘুবংশ মণি॥

সো—হৃদয়ে না বশে উপদেশ যদিও অনেক ক'ন হর।
হাসি' তবে বলেন মহেশ হরি-মায়া বুঝি' হৃদি-পরে॥ ৫১

চৌ—যদি সংশয় তব মন-মাঝে অতিশয়। পরখ করিয়া কেন নাহি আন' প্রত্যয়॥
এই বট তরু-ছায়ে বসিলাম তব তরে। যদবধি নাহি ফির পরখ করার পরে॥ ১
যেই মতে মিটে তব এই মহা মোহ-ভ্রম। বিবেকে বিচার করি' কর তা'র আয়োজন॥
শিব-অনুমতি লভি' গমন করেন সতী। ভাবেন আপন মনে কি করিব সম্প্রতি॥ ২
এ দিকে হরের মনে জাগে এই অনুমান। দক্ষ-সুতার এতে নাহি কোন কল্যাণ॥
মোর কথাতেও যবে না ঘুচিল সংশয়। বিধাতা বিবাদী এর লক্ষণ ভাল নয়॥ ৩
লিখিলেন রাম যাহা তাহাই ঘটিবে এবে। তর্ক করিয়া কেবা ইহারে বা বাড়াইবে॥
এত কহি' আরম্ভিলা জপিতে হরির নাম। এদিকে গেলেন সতী যথা প্রভু সুখধাম॥ ৪

দো—বার বার হৃদে করিয়া বিচার জানকীর রূপ ধরি'।
আগে আগে যা'ন সে পথ ধরিয়া যে পথে আসেন হরি॥ ৫২

চৌ—ভবানীর ছদ্মবেশ নিরখিয়া লক্ষণ। চকিত হ'লেন প্রাণে দেখা দিল মহাভ্রম॥
কহিতে নারেন কিছু ভাব অতি গম্ভীর। প্রভুর প্রভাব খুব জানিতেন মতিধীর॥ ১
সর্ব্ব-দরশী আর সবার অন্তর যামী। সতীর ছলনা মনে বুঝিলেন সুর-স্বামী॥
যাঁহারে স্মরিলে হয় বিদূরিত অজ্ঞান। সেই সর্ব্ব-অবগত প্রভু রাম ভগবান্॥ ২
করিবারে চা'ন সতী ছলনা তাঁহার সনে রমণী-স্বভাবগুণ বুঝহ আপন মনে॥
আপনার মায়া-বলে বাখানিয়া মন-মাঝ হাসিয়া কহেন মৃদু বচন শ্রীরঘুরাজ॥ ৩

জোড় করি' দুই পাণি করেন প্রভু প্রণাম। পিতার সহিত পরে বলিলেন নিজ নাম॥
তা'র পর শুধালেন কোথা দেব বৃষকেতু। কানন-মাঝারে একা ভ্রমিছেন কিবা হেতু॥ ৪

দো—শুনি' মৃদু গূঢ় রামের বচন অতি সঙ্কোচ প্রাণে।
ভীতা হ'য়ে সতী হর পাশে যা'ন মহা চিন্তিত মনে॥ ৫৩

চৌ—প্রভু মহাদেব-কথা কিছু না তুলিনু কাণে। আপনার অজ্ঞতা আরোপ করিনু রামে॥
এখন ফিরিয়া তাঁর কাছে দিব কি উত্তর। দারুণ দহন-জ্বালা দেখা দিল হৃদি 'পর॥ ১
বুঝিলেন রাম মনে দুঃখিতা শঙ্করী। আপন প্রভাব কিছু দেখান প্রকাশ করি'॥
হেরিলেন ভবরাণী কৌতুক পথে যে'তে। আগে আগে যা'ন রাম লক্ষ্মণ সীতা সাথে॥ ২
দেখেন পিছনে ফিরি' সেখানেও রাঘবেশ। সহিত অনুজ সীতা পরিহিত চারুবেশ॥
যে দিকে চাহেন প্রভু তথায় বিরাজমান। সিদ্ধ-সকল আর মুনীশ্বরে সেবমান্॥ ৩
দেখিলেন বিষ্ণু বিধি অগণিত মহেশ্বর। একের হইতে এক অধিক প্রভাব-ধর॥
দেখেন বিবিধ বেশে সাজি' সব দেবগণ। করেন প্রভুর সেবা চরণ করি' পূজন॥ ৪

দো—সংখ্যাহীন সতী ব্রহ্মাণী কমলা দেখিলেন অনুপম।
যে-যে-রূপে দেব চতুর্ম্মুখ আদি অনুরূপ দেবীগণ॥ ৫৪

চৌ—যেখানে সেখানে যত দেখেন শ্রীরঘুপতি। দেবী-সনে দেবতাও তথায় দেখেন সতী
চর ও অচর ভবে যত আছে জীবগণ। বহুবিধি সে সকল করিলেন দরশন॥ ১
পূজেন প্রভুরে দেবে ধরিয়া অনেক রূপ। না হেরেন তবু কোন দ্বিতীয় শ্রীরাম-রূপ॥
সীতা সহ সীতানাথে দেখেন অনেকবার। তথাপি না দেখিলেন একাধিক বেশ তাঁ'র॥ ২
সেই এক রঘুবর সেই লক্ষ্মণ সীতা। নিরখিয়া সতী অতি হইলেন ভয়-ভীতা॥
কম্পিত হৃদিতল দেহ-জ্ঞান নাহি হায়। নয়ন মুদিয়া পথে বসেন অবশ প্রায়॥ ৩
আবার লোচনদ্বয় করিলেন উন্মীলন। তথায় কিছুই সতী না করেন দরশন॥
বার বার রাম পদ-কমলে করিয়া নতি। গেলেন তথায় যথা বিরাজেন সতীপতি॥ ৪

দো—আসিলে নিকটে হাসিয়া তখন কুশল শুধান ভব।
পরীক্ষা তাঁহার কি লইলে শুনি সত্য বলহ সব॥ ৫৫

চৌ—শ্রীরাম-প্রতাপ সতী বুঝিলেন বিলক্ষণ মহেশ সদনে ভয়ে করিলেন সঙ্গোপন॥
পরীক্ষা কিছুই তাঁ'র লই নাই পশুপতি। আসিলাম তব-প্রায় তাঁহারে করিয়া নতি॥ ১
তব মুখ-নিঃসৃত বাণী বৃথা নহে কভু। দৃঢ় প্রত্যয় মোর হৃদয়ে র'য়েছে প্রভু॥
তখন মহেশ ধ্যানে করিলেন দরশন। করিলেন যাহা সতী না রহিল তা গোপন॥ ২
আবার রামের মায়া প্রতি শির নোয়াইলা। সতীরে প্রেরণা করি' যেবা মিথ্যা কহাইলা॥
বিচারেন হৃদিমাঝে মহাদেব ভগবান্। শ্রীহরির ইচ্ছারূপী ভাবী চির বলবান্॥ ৩

জনক-দুহিতা রূপ ধারণ করিলা সতী। জানিয়া শিবের মন বিষাদ-পূরিত অতি ॥
এবে যদি সতী-সনে করি প্রেম-আলাপন। ভক্তি লোপ পায় হয় কুনীতির উন্মেষণ ॥ ৪

দো—অতি পুণিতারে ত্যজা নাহি যায় স্ত্রী-ভাবে দেখায় পাপ।
প্রকাশি' মহেশ না কহেন কিছু হৃদয়েতে সন্তাপ ॥ ৫৬

চৌ—তখন করেন শিব প্রভুর পদে প্রণাম। অনুভব জাগে এই জপিতেই রাম নাম ॥
এ শরীরে সতী সনে মিলন নাহিক আর। মহাদেব মনোমাঝে করিলেন এই সার ॥ ১
এই স্থির করি' মনে ধীরমতি শঙ্কর। ফিরেন ভবনে নিজ ধ্যান ধরি' রঘুবর ॥
যাইতে পথের মাঝে এই নভঃবাণী হয়। 'ভকতি দৃঢ়িলে ভাল মহেশ তোমার জয় ॥ ২
তুমি বিনা আর কেবা করিবে এমন পণ। শ্রীরাম-ভকত তুমি শক্তিমান্ ভগবন্ ॥'
এই দৈববাণী শুনি' মনে চিন্তিতা সতী। শিবেরে শুধান তবে কুণ্ঠা জড়িতা অতি ॥ ৩
কি পণ করিলে কহ কৃপাল আপন মনে। সত্য-নিলয় প্রভু দয়াল দুরিত জনে ॥
যদিও শুধান সতী এ কথা অনেক করি'। তথাপি না ক'ন কিছু প্রকাশি' ত্রিপুর-অরি ॥৪

দো—অনুমান সতী করিলেন মনে জেনেছেন সর্ব্বজ্ঞ।
মহাদেব-সনে ক'রেছি ছলনা স্বভাবে রমণী অজ্ঞ ॥ ৫৭ (ক)

সো—বারি পয়ঃ-সদৃশ বিকায় প্রীতি-রীতি দেখ ধীর মনে।
বিস্বাদ পৃথক্ হ'য়ে যায় কপটতা অম্লের মিলনে* ॥ ৫৭ (খ)

চৌ—আপনার কৃত-কথা করি' মনে আলোড়ন। যে-ভাবনা সতী মনে নাহি তা'র বরণন ॥
মহেশ্বর করুণার সাগর যেন অগাধ। না ক'ন ফুটিয়া মুখ তা'ই মম অপরাধ ॥ ১
শঙ্কর-পানে চাহি' সন্দেহ হীনা সতী। প্রভু ত্যজেছেন বুঝি' হ'লেন আকুলা অতি ॥
বুঝিয়া নিজের পাপ কিছু নাহি বলা যায়। অন্তর-মাঝে দাহ কুম্ভকার বহ্নি প্রায় ॥ ২
কুণ্ঠিত সতী-মন বুঝি মনে বৃষকেতু। রমণীয় কত কথা ক'ন তাঁর প্রীতি হেতু ॥
কহিতে কহিতে পথে কত বিধ ইতিহাস। পহুঁছেন বিশ্বনাথ নিজধাম কৈলাস ॥ ৩
তথায় আপন পণ আবার স্মরিয়া মনে। বটতরু-তলে হর বসিলেন পদ্মাসনে ॥
আপন সহজ রূপ করিয়া পরিগ্রহণ। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে হইলেন নিমগন ॥ ৪

দো—কৈলাসে সতী রহেন মনেতে অতি অনুতাপ ছায়।
এ মরম-ব্যথা কেহ না জানিল যুগ সম দিন যায় ॥ ৫৮

চৌ—ভার করে সতী-হৃদি নিত্য নূতন শোকে। কবে বা পারিব পার হ'তে দুখ-বারিধিকে ॥
আমা হ'তে শ্রীরামের হইল যা' অপমান। মিথ্যা স্বামীর কথা করিলাম অনুমান ॥ ১

---

* যতক্ষণ ভালবাসা থাকে, ততক্ষণ জলও দুধের সঙ্গে মিশিয়া দুধ বলিয়া বিক্রীত হয়; কিন্তু যেমনি কপটতা-অম্লের সংযোগ হয়, অমনি জল ও দুধ পৃথক্ ও বিস্বাদ হইয়া যায়।

বিধাতা দিলেন মোরে সে পাপের প্রতিফল। যা' কিছু উচিত ছিল করিলেন তা' সকল ॥
এবে হে বিধাতা তব এই কি উচিত হয়। মহেশ-বিমুখ মোরে বাঁচাইয়া রাখা হয় ॥ ২
মুখে নাহি কহা যায় অন্তরে কত গ্লানি মনে মনে রাম-পদে জানালেন ভবরাণী ॥
হে প্রভু প্রকৃত যদি দীন-দুখে গলে প্রাণ। আর্ত্তি-হরণ বলি' বেদ করে যশোগান ॥ ৩
ভকতি মহেশ-পদে যদি থাকে নিরবধি। কর্ম্ম মনোবাক্যে মোর এই ব্রত সত্য যদি ॥
তবে করি এ মিনতি দুই কর করি' জোড়। কৃপায় যেন হে হয় ত্বরা ত্যাগ দেহ মোর ॥ ৪

দো—সর্ব্ব দরশি ব্যথা শুন প্রভু ত্বরা কর সে উপায়।
আসুক মরণ যাহে বিনা শ্রম অসহ বিপদ যায় ॥ ৫৯

চৌ—প্রজাপতি দক্ষ-সুতা এমতি দুখিতা অতি। সে দুখ কঠোর কত কহিতে নাহি শকতি ॥
এই ভাবে যায় সন সহস্র সপ্ত-আশী। সমাধি ত্যজেন শম্ভু উমানাথ অবিনাশী ॥ ১
রাম রাম ধ্বনি শিব উচ্চারেন নিরন্তর। বুঝিলেন সতী তবে জাগিলেন মহেশ্বর ॥
গিয়া শঙ্কর-পদ করিলেন বন্দন। সমুখে আসন দেন করিতে উপবেশন ॥ ২
রসভরা হরি-কথা করিলেন আরম্ভন। প্রজাপতি হ'ন দক্ষ অন্যদিকে সেই ক্ষণ ॥
যোগ্য জন নিরখিয়া বিধাতা কমলাসন। প্রজেশ নায়ক দক্ষে করিলেন নির্ব্বাচন ॥ ৩
বড় অধিকার লাভ দক্ষ করিলেন যবে। নিদারুণ অভিমান উদিত হৃদয়ে তবে ॥
প্রভুতা লভিয়া মন মদ-ভারে নাহি ভরে। এমন কেহই নাহি জনমিল ধরা 'পরে ॥ ৪

দো—দক্ষ মুনিগণে করি' আবাহন আরম্ভিলা মহা যাগ।
দিলা নিমন্ত্রণ দেবতা সকলে পা'ন যাঁরা যাগে ভাগ ॥ ৬০

সতীর দক্ষ-যজ্ঞে যাত্রা

চৌ—গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাগ আদি যত সিদ্ধগণে। অমর নিকর যা'ন নিজ নিজ দেবী সনে ॥
বিষ্ণু বিধাতা আর মহাদেব ব্যতিরেকে। আপন আপন রথে যা'ন যত বৃন্দারকে ॥ ১
হেরিলেন সতী নভেঃ পুষ্পকরথ কত। গমন করি'ছে সব সুন্দর কতমত ॥
অমর-ললনা বসি' করিছেন কল-গান। শ্রবণে পশিয়া যাহা নাশ করে মুনি-ধ্যান ॥ ২
শুধা'লেন সতী হর কহিলেন বিবরিয়া। জনকের যজ্ঞ শুনি' কিছু হরষিত হিয়া ॥
'আমারে আদেশ যদি প্রদান করেন হর। এই ছলে কিছু দিন গিয়া থাকি পিতা-ঘর ॥ ৩
পতির বর্জ্জনে প্রাণ জর্জ্জরিত দুখ-ভারে। নিজ-অপরাধ ভাবি' মুখেতে না কথা সরে ॥
সঙ্কোচ ভয় প্রেম-রসে করি' সিঞ্চন। অবশেষে ক'ন সতী কথা মন-বিমোহন ॥ ৪

দো—জনক-ভবনে পরমোৎসব যদি অনুমতি পাই।
হে কৃপা-নিধান দেখিতে সাদরে সেথা তবে আমি যাই ॥ ৬১

চৌ—ব'লেছে যথার্থ কথা আমারো অনুমোদিত। না পাঠান নিমন্ত্রণ নহে ইহা সঙ্গত ॥
যতনে ডাকেন দক্ষ তনয়াগণেরে পাশে। তোমায় ভুলেন শুধু মো-সনে বিরোধ বশে ॥ ১

ব্রহ্মা-সভায় মোর তরে মনে দুখ পা'ন। তাহারি কারণে আজো মোর এই অপমান॥
যাও যদি ভবরাণি না ডাকিতে তুমি তথা। না রহিবে সদাচার অথবা স্নেহ-মর্য্যাদা॥ ২
যদিও জনক প্রভু মিত্র গুরুর গৃহে। যা'বে বিনা নিমন্ত্রণে সন্দেহ নাহি তাহে॥
তথাপি বিরোধভাব মনেতে থাকে যেখানে। অনাহূত হ'য়ে গেলে শুভ নাহি সেইখানে॥ ৩
বিবিধ প্রকারে হর বুঝা'লেন ঈশানীরে। ভবিতব্য বশে জ্ঞান না উদিল অন্তরে॥
অবশেষে প্রভু ক'ন অনাহূত গেলে পরে। মনে হয় শুভ নাহি ঘটিবে ইহার পরে॥ ৪

দো—অনেক প্রকারে দেখিলেন কহি' না থাকেন কোন মতে।
দিলেন বিদায় হর তবে দিয়া গণ-প্রধানেরে সাথে॥ ৬২

চৌ—জনক আলয়ে যবে সতী উপনীত হ'ন। দক্ষ-ডরে কেহ তাঁ'রে না করিল আবাহন॥
মাত্র সমাদর-ভরে মিলিলেন মাতা আসি। আসিল ভগিনী মুখে অতি উপহাস-হাসি॥ ১
না করিল দক্ষ কোন শুভ-কথা সম্বোধন। সতীরে হেরিয়া তাঁ'র জ্বলে দেহ অনুখণ॥
অতঃপর যা'ন সতী যথায় হ'তেছে যাগ। কোথাও না দেখিলেন শঙ্করের যজ্ঞভাগ॥ ২
তখন মহেশ-বাণী বুঝিলেন নিজমনে। জ্বলিয়া উঠিল প্রাণ দয়িতের অপমানে॥
অতীতের দুখ সব না বাজিল হৃদে তত। পতি-অপমান শেল বিঁধিল পরাণে যত॥ ৩
যদিও দারুণ দুখ অনেক এ ধরা-মাঝে। কুল-অপমান তবু সব-চেয়ে প্রাণে বাজে॥
এ কথা পড়িতে মনে সতীর ভীষণ ক্রোধ। জননী কতই মতে দিলেন তাঁ'রে প্রবোধ॥ ৪

দো—শিব-অপমান সহা নাহি যায় প্রবোধ না মানে মন।
সভাস্থ সবায় দম্ভে কাঁপাইয়া ক্রোধভরা বাণী ক'ন॥ ৬৩

সতীর দেহত্যাগ

চৌ—সভার সকলে শুন শুন যত মুনিগণ। শিব-নিন্দা যে করিলে শুনিলে বা যেইজন॥
অতীব সত্বর তা'র লাভ হ'বে ফল ঘোর। উপযুক্ত অনুতাপ করিবেন পিতা মোর॥ ১
সাধুজন শম্ভু আর শ্রীহরির নিন্দা যথা। নির্দ্ধারিত হ'য়ে আছে কি মর্য্যাদা দিবে তথা॥
যদি পার নিন্দকের রসনা উপাড়ি' ল'বে। নহিলে রোধিয়া কাণ সেথান ছাড়িয়া যাবে॥ ২
জগদাত্মা মহেশ্বর শঙ্কর ত্রিপুরারি। জগত-জনক যিনি সকলের হিতকারী॥
মন্দ-মতি পিতা মোর নিন্দা করেন তাঁ'য়। আর সেই দক্ষ-শুক্রে সম্ভাবিত এই কায়॥ ৩
হৃদয়ে ধারণ করি' চন্দ্রমৌলি বৃষকেতু। ত্বরায় এ ছার কায়া বিসর্জ্জিব সেই হেতু॥
এ কথা বলিয়া যোগ-অনলে দহিলা কায়। যজ্ঞশালা ভরি' রব উঠে শুধু হায় হায়॥ ৪

দো—সতী-তনু ত্যাগ শিব-গণ শুনি' আরম্ভিলা যাগ-ধ্বংস।
যজ্ঞ-নাশ হেরি' রক্ষিলা তা'য় ভৃগু মুনি-অবতংস॥ ৬৪

চৌ—আসিল বারতা সব মহাদেব সন্নিধানে। প্রেরিলেন বীরভদ্রে অতীব কুপিত মনে॥
করিল বিধ্বংস যাগ আসিয়া সে দক্ষপুরে। বিধিমত প্রতিফল প্রদানিল যত সুরে॥ ১

জগত-বিদিত সেই গতি পে'ল দক্ষরাজ। শম্ভু-বিমুখ জনে পায় যাহা ধরা-মাঝ॥
সকলেরি সুবিদিত আছে এই ইতিহাস। সংক্ষেপে সে কারণে করিনু ইহা প্রকাশ

পার্ব্বতীর জন্ম ও তপস্যা

তনু ত্যাগ কালে হরি-পদে বর চা'ন সতী। জনম জনম রহে শঙ্কর-পদে মতি॥
ইহারি কারণ বশে গিয়া হিমালয় পুরী। লয়েন জনম পুনঃ পার্ব্বতী-তনু ধরি॥ ৩
যখন হইতে উমা জন্ম নিলা গিরিপুরে। সিদ্ধি বিভব সব জাগে হিমালয় ঘিরে॥
মুনিগণ যথা তথা বিরচেন আশ্রয়। উপযোগী স্থান দেন গিরিরাজ তাঁ' সবায়॥ ৪

দো—সদা ফুল ফলে সুশোভিত সব নবদ্রুম নানা জাতি।
প্রকাশে সুন্দর গিরিবর 'পর মণি-খনি বহু ভাঁতি॥ ৬৫

চৌ—পবিত্র সলিলে ভরা স্রোতস্বিনী সমুদয়। বিহগ মধুপ মৃগ সবে সদা সুখী রয়॥
জীবজন্তু স্বভাবজ বৈরভাব করি' ত্যাগ। গিরিপুরে পরস্পর করে নানা অনুরাগ॥ ১
উমারে লভিয়া গৃহে গিরিবর-শোভা হেন। শ্রীরাম-ভকতি লাভে ভকতের শোভা যেন॥
উৎসব নিত নব মঙ্গল হয় ঘরে। চতুর্ম্মুখ আদি করি যা'র যশ গান করে॥ ২
অবগত দেবঋষি এই সব বিবরণ। কৌতুক বশে তাঁ'র গিরিপুরী আগমন॥
অতিশয় সমাদর করিলেন গিরিরায়। চরণ ধুয়া'য়ে বর-আসন দিলেন তাঁ'য়॥ ৩
মহিষী সহিত মুনি-চরণে প্রণাম করি'। সকল ভবন 'পরে ছড়ান চরণ-বারি॥
নিজ শুভাদৃষ্ট গিরি বর্ণিলা বহুবার। তনয়ারে কাছে ডাকি' দিলেন চরণে তাঁ'র॥ ৪

দো—সর্ব্বজ্ঞ দেবর্ষি ত্রিকালজ্ঞ তুমি সর্ব্বথা গতি তোমার।
বল' তনয়ার দোষগুণ কিবা হৃদয়ে করি' বিচার॥ ৬৬

চৌ—ক'ন মুনি মৃদু হাসি' রহস্য-পূরিত বাণী। তনয়া তোমার গিরি সকল গুণের খনি॥
স্বভাবতঃ বুদ্ধিমতী সুশীলা পরমা রমা। তব তনয়ার নাম অম্বিকা ভবানী উমা॥ ১
সববিধি সুলক্ষণ-মণ্ডিতা এই কন্যা। হ'বেন পতির প্রিয় সতত পরম ধন্যা॥
অচল রহিবে সদা ইঁহার সৌভাগ্য-লতা। এঁর হ'তে যশোলাভ করিবেন পিতামাতা॥ ২
এ কন্যা হ'বেন পূজ্যা ধাতার সৃজিত ভবে। ইঁহার করিলে সেবা কিছু না দুর্ল্লভ র'বে॥
এঁর নাম স্মরি' ভবে করিবেন নারিগণ। পতিব্রতা-তীক্ষ্ণ অসিধার 'পরে আরোহণ॥ ৩
হে গিরি তনয়া তব সর্ব্ব সুলক্ষণময়ী। দু'-চারিটি দোষ যাহা আছে তাহা এবে কহি॥
না থাকিবে গুণ মান জনক জননী হীনা। সমীহ র'বে না কিছু সববিধি উদাসীনা॥ ৪

দো—যোগী জটাধারী কামশূন্য মন মন্দ-বেশ দিগম্বর।
এইমত স্বামী মিলিবে ইঁহার এই রেখাঙ্কিত কর॥ ৬৭

চৌ—মুনির বচন শুনি' সত্য করিয়া জ্ঞান। দম্পতির মনে খেদ হরষিত উমা-প্রাণ ॥
ইহার রহস্য-ভেদ দেবর্ষিও নাহি জানে। সম দশা হ'তে ভিন্ন ভাব আনে ভিন্ন মনে ॥ ১
পার্ব্বতী গিরিরাজ গিরিরাণী সখিদল। পুলকিত-কায় সবে নয়নেতে ভরে জল ॥
দেবর্ষি নারদ-বাক্য মিথ্যা নহে কদাচন। হৃদয়ে গাঁথিয়া উমা রাখিলেন এ বচন ॥ ২
উপজিল অনুরাগ শিব-পাদপদ্ম যুগে। মিলন কঠিন বলি' সংশয় মনে জাগে ॥
লুকা'লেন মনোভাব বুঝি' নহে সুসময়। সখিগণ-অঙ্কে গিয়া বসিলেন পুনরায় ॥ ৩
দেবর্ষির বাক্য কভু অসত্য নহিক হয়। সখিগণ দম্পতি মনে দৃঢ় প্রত্যয় ॥
ধৈর্য্য আনিয়া প্রাণে কহিলেন গিরিরাজ। কি উপায় করি এবে আদেশহ মুনিরাজ ॥ ৪

দো—ক'ন মুনীশ্বর হিমালয় শুন যা' লেখা ললাট 'পরে।
দেবতা দনুজ নাগ নর মুনি কেহ না মুছিতে পারে ॥ ৬৮

চৌ—তথাপি উপায় এক কহিতে পারি কেবল। দেবতা সহায় হ'লে প্রয়াস হ'বে সফল ॥
যেমন বরের কথা বিবরি' কহি তোমায়। তেমনি লভিবে উমা সংশয় নাহি তা'য় ॥ ১
বরের যে-সব দোষ করিনু বিবৃতি দান। সকলি মহেশে আছে এই মোর অনুমান ॥
শঙ্করের সনে যদি হয় এই পরিণয়। সকলেই বলে তবে দোষ সব গুণ হয় ॥ ২
অহির শয়ন-শায়ী যথা বিষ্ণু-ভগবান্। পণ্ডিতগণ কিছু দোষ না করেন জ্ঞান ॥
অনল তপন সব রস (ই) শোষণ করে। মন্দ বলি' নিন্দা তবু কেহ নাহি করে তা'রে ॥ ৩
ভাল মন্দ দুই জল গঙ্গায় ব'হে যায়। কোন জন কিন্তু নাহি বলে অপাবনী তা'য় ॥
সুর-তরঙ্গিনী গঙ্গা অনল রবি যেমন। তথা শক্তিমানে দোষ নাহি লাগে কদাচন ॥ ৪

দো—মূর্খ নর যদি অহঙ্কার করে ধরি' জ্ঞান-অভিমান।
নরকের মাঝে কল্পকাল থাকে জীব কি ঈশ-সমান ॥ ৬৯

চৌ—গঙ্গার জল দিয়ে হইলেও উদ্ভব। মদিরা তথাপি পান না করেন সন্ত সব ॥
অথচ গঙ্গায় মিশে' মদিরা তখন পূত। ভগবানে সৃষ্ট-জীবে অন্তর সেই মত ॥ ১
ভগবান মহেশ্বর স্বভাবতঃ শক্তিমান্। নিরখি এ পরিণয়ে সকল দিকে কল্যাণ ॥
শঙ্করের আরাধনা অতিশয় ক্লেশকর। আবার সহিলে ক্লেশ আশু তুষ্ট মহেশ্বর ॥ ২
দুহিতা তোমার যদি তপস্যায় রত হ'ন। ভবিতব্য মুছিবারে পারেন শ্রীপঞ্চানন ॥
যদিও এ ধরা 'পরে আছে অগণিত বর। তোমার কন্যার তরে একমাত্র মহেশ্বর ॥ ৩
বরদাতা মহেশ্বর প্রণতের হিতকারী। কৃপাসিন্ধু সেবকের মানস রঞ্জনকারী ॥
মন-অভিমত ফল বিনা শিব-আরাধন। কর কোটি যোগ জপ লাভ নহে কদাচন ॥ ৪

দো—এত বলি' ঋষি শ্রীহরি স্মরিয়া রাজারে আশীষ করি'।
কল্যাণ তব হইবে ইহায় সংশয় ত্যজ গিরি ॥ ৭০

চৌ—এত বলি' ব্রহ্মপুরী যা'ন চলি' মুনিবর। শুন সব বিবরণ কি হইল অতঃপর ॥
মেনকা একান্তে পেয়ে গিরিরাজে নিবেদিলা। প্রভু আমি না বুঝিনু মুনি কথা কি কহিলা ॥ ১
ঘর বর কুল যদি সব অনুকূল হয়। উপযুক্ত বরে তবে দাও উমা-পরিণয় ॥
নহিলে বরং কন্যা কুমারী থাকিবে ঘরে। হে নাথ প্রাণের হ'তে অধিক হেরি উমারে ॥ ২
পার্ব্বতীর যোগ্যবর যদ্যপি নাহি মিলে। পর্ব্বত সহজে মূঢ় বলিবে ইহা সকলে ॥
করহ সম্বন্ধ নাথ একথা রাখিয়া মনে। পরে অনুতাপ যাহে কিছু নাহি আসে প্রাণে ॥৩
এত বলি' নিপতিতা চরণে রাখিয়া মাথা। কহেন আদর ভরে গিরিরাজ এই কথা ॥
যদিও শীতাংশু হ'তে বহ্নি হয় বিকীরণ। তথাপি দেবর্ষি-বাণী অন্যথা না কদাচন ॥ ৪

দো—পরিহর' প্রিয়া সকল ভাবনা স্মর' মনে ভগবান্।
সৃজিলা উমারে যে জন করিবে সেই তা'র কল্যাণ ॥ ৭১

চৌ—মমতা তোমার যদি থাকে তনয়ার 'পরে। তা'হ'লে এখন গিয়ে এই শিক্ষা দাও তারে ॥
সেই তপ করে যাহে মহাদেবে পাওয়া যায়। দুঃখ দূর তরে নাহি আর কোন সদুপায় ॥ ১
রহস্য-কারণ ভরা দেবর্ষি নারদ-বাণী। সকল গুণের নিধি সুন্দর শূলপাণি ॥
এ বিচার রাখি' মনে হও তুমি নিঃশঙ্ক। ভগবান্ শ্রীশঙ্কর সব বিধি অকলঙ্ক ॥ ২
পতির বচন শুনি' হৃদয়ে হরষ অতি। ত্বরিতে গিরিজা-পাশ মেনকা করিলা গতি ॥
উমারে হেরিয়া হয় বারি ভরা দু'নয়ন। স্নেহভরে নিজ কোলে করা'ন উপবেশন ॥ ৩
বার বার দুহিতারে জড়া'য়ে ধরেন বুকে। গদ্‌গদ্ কণ্ঠ কিছু কথা নাহি আসে মুখে ॥
সর্ব্ব-জ্ঞানী ভবরাণী জগত-মাতা ভবানী। জননী-সুখদ তবে কহিলেন মৃদুবাণী ॥ ৪

দো—শুন মা স্বপনে দেখিলাম যাহা কহি তোমা সবিশেষ।
গৌর সুন্দর এক দ্বিজবর দেন যেন উঁপদেশ ॥ ৭২

চৌ—হে গিরি-কুমারি যাও তপস্যা করহ বনে। দেবর্ষি নারদ কথা সত্য মানিয়া মনে ॥
মাতার পিতার তব নাহি এতে অসন্তোষ। তপস্যায় পায় সুখ নাশ করে দুখ-দোষ ॥ ১
তপস্যার প্রভাবেই প্রপঞ্চ সৃজেন ধাতা। তপস্যার বলে বিষ্ণু সকল জগত ত্রাতা ॥
তপস্যার বলে শম্ভু করেন সব সংহার। তপস্যার বলে শেষ ধরেন ধরণী-ভার ॥ ২
তপস্যা আধার সব সৃজনের হে ভবানি। তপস্যা করহ গিয়া এ কথা হৃদয়ে মানি' ॥
এ কথা শ্রবণে মাতা বিস্মিতা অতিশয়। গিরিরে ডাকা'য়ে দেন স্বপনের পরিচয় ॥ ৩
বুঝাইয়া বহুবিধি পিতামাতা দোঁহাকারে। তপস্যার তরে উমা যা'ন মহা প্রীতিভরে ॥
কিবা প্রিয় পরিবার আর কিবা পিতামাতা। অতীব বিকল সবে মুখে নাহি আসে কথা ॥ ৪

দো—বেদশিরা মুনি আসি' হেন কালে বুঝা'লেন সবাকায়।
উমার মহিমা শুনিয়া সকলে রহস্যের ভেদ পায় ॥ ৭৩

চৌ—হৃদয়ে ধরিয়া উমা প্রাণ-পতি-শ্রীচরণ। তপস্যা করিতে গতি করেন গহন বন।
অতি সুকুমার তনু নহে যোগ্য তপ যোগ। স্মরিয়া পতির পদ ত্যজেছেন সব ভোগ॥ ১
নিত নব অনুরাগ উপজে চরণ যুগে। দেহ-সুখ বিসরণ তপস্যায় মন লাগে॥
সহস্র বৎসর ফল করিয়া শুধু ভোজন। শতেক বৎসর শাক ভোজনে হ'ল যাপন॥ ২
কিছুদিন গেল বারি অশন করি' বাতাস। কিছুদিন করিলেন সুকঠোর উপবাস॥
বৃন্তচ্যুত বিল্বপত্র যাহা শুকাইয়া ঝরে। বছর সহস্র তিন তাহে র'ন প্রাণ ধ'রে॥ ৩
শুষ্ক পত্র তাও ত্যাগ করিলেন অতঃপর। তাহাতে অপর্ণা নাম হ'ল তাঁ'র ধরা'পর॥
হেরিয়া উমার এই তপ-ক্ষীণ কলেবর। সুগভীর ব্রহ্মবাণী হইল গগন 'পর॥ ৪

দো—মনোরথ তব হইল সফল গিরিরাজ-সুকুমারি।
দুঃখ সহ ক্লেশ পরিহর' সব পা'বে এবে ত্রিপুরারি॥ ৭৪

চৌ—ধীরমতি জ্ঞানী মুনি হইলেন বহুজন। তব সম ঘোর তপ করে নি কেহ এমন॥
ব্রহ্মবাণী ধর' এবে হৃদয়েতে সযতনে। সদা সত্য নিরন্তর পাবন জানিয়া মনে॥ ১
আসিবেন যবে পিতা তোমা ফিরা'বার তরে। ন্যায়হীন হঠ্ ত্যজি' যাইও তখন ঘরে॥
সপ্তঋষির যবে পা'বে পরে দরশন। বুঝিবে এ দৈববাণী সত্য হ'ল তখন॥ ২
আকাশ-বাণীর রূপে ব্রহ্মবাণী শুনি' পূত। হরষিতা গিরিসুতা সর্ব্ব অঙ্গ পুলকিত॥
পার্ব্বতীর আচরণ কহিলাম মনোহর। বরণিব মহাদেব-আচরণ অতঃপর॥ ৩

শিবকে পুনরায় বিবাহ করিতে রামের অনুরোধ

যবে হ'তে দক্ষসুতা করিলেন তনুত্যাগ। তবে হ'তে শিব-মনে উদিত মহা বিরাগ॥
মনে মনে অনুখণ জপেন শ্রীরাম-নাম। যথা তথা শ্রীরামের শুনেন সুগুণ গান॥ ৪

দো—চিদানন্দ ময় সুখধাম শিব গত মোহ মদ কাম।
ভ্রমেন অবনী হৃদে রাখি' হরি সব-লোক অভিরাম॥ ৭৫

চৌ—কোথাও বা মুনিগণে দেন জ্ঞান-উপদেশ। কোথাও শ্রীরাম-গুণ বাখানেন সবিশেষ॥
যদিও কামনা শূন্য শঙ্কর ভগবান্। ভকত-বিরহ-দুখে তথাপি দুখিত প্রাণ॥ ১
এই ভাবে বহুকাল কালিগর্ভে নিপতিত। নিতই নবীন প্রীতি রাম-পদে উপজিত॥
মহেশের নীতি প্রেমে লাভ করি' পরিচয়। হেরিয়া অচল ভক্তিধারা তাঁ'র হৃদে বয়॥ ২
কৃতজ্ঞ কৃপাল রাম দেন তাঁ'রে দরশন। রূপশীল-পারাবার তেজঃপুঞ্জ নারায়ণ॥
নানারূপে মহেশেরে প্রশংসিলা বারবার। তোমা বিনা হেন ব্রত পালিতে শকতি কার॥ ৩
বুঝান অনেক বিধি মহেশেরে রঘুপতি। শুনা'লেন জন্ম নিলা পুনরায় পার্ব্বতী॥
উমার পুণিত কথা করি' অতি বিস্তার। উমাপতি সন্নিধানে কহিলেন কৃপাধার॥ ৪

দো—মিনতি আমার শুন মহেশ্বর আমা 'পরে যদি স্নেহ।
কর পরিণয় গিরিজা উমায় এই ভিক্ষা প্রভু দেহ ॥ ৭৬

চৌ—শিব ক'ন হেন কার্য্য যদিও নহে উচিত। তথাপি প্রভুর বাণী ঠেলা নহে সমুচিত ॥
তোমার আদেশ শিরে যতনে করি' ধারণ। আমার পরম ধর্ম্ম আদরে করা পালন ॥ ১
জনক জননী আর প্রভুর আদেশ যাহা। শুভ জানি' অবিচারে পালন উচিত তাহা ॥
সকল প্রকারে তুমি মম অতি হিতকারী। তোমার আদেশ প্রভু সতত মাথায় ধরি ॥ ২
হরষিত হ'ন প্রভু মহেশ-বচন শুনি'। ভক্তি বিবেক ধর্ম্ম-সংযুত বর বাণী ॥
কহেন হে মহেশ্বর পণ পরিপূর্ণ তব। এখন আমার বাণী হৃদয়ে রাখহ ভব ॥ ৩

সপ্তঋষির উমাকে পরীক্ষা

এ কথা বলিয়া রাম হইলেন অন্তর। করেন স্থাপন হৃদে সে মূরতি মহেশ্বর ॥
সেই ক্ষণে সপ্তঋষি আসিলেন যথা হর। ক'ন প্রভু বৃষকেতু এ বচন সুন্দর ॥ ৪

দো—প্রণয়-পরীক্ষা করহ গ্রহণ উমার নিকটে গিয়া।
গিরিরে পাঠা'য়ে উমায় ডাকাও জুড়াও তাহার হিয়া ॥ ৭৭

চৌ—ঋষিগণ উমা-রূপ করিলেন দরশন। তপস্যা আপনি যেন মূরতি ধরিয়া র'ন ॥
গিরিজা-সকাশে গিয়া তাঁ'র প্রতি ক'ন মুনি। এমন দুষ্কর তপ করিতেছ কেন শুনি ॥ ১
কা'র আরাধনা কর কি তোমার অভিলাষ। উদ্ঘাটন করি' কহ কিবা তব মন-আশ ॥
উমা ক'ন বিবরিতে অতি কুণ্ঠিত মন। মূর্খতায় অসম্ভব হ'বে হাসি-সম্বরণ ॥ ২
'অবাধ্য হ'য়েছে মন যুক্তি-বধির হায়। জলের উপরে যেন প্রাচীর তুলিতে চায় ॥
দেবর্ষি-বচন বেদ-বাক্য সম মনে করি'। পাখা-বিহনেও আমি উড়িতে বাসনা করি ॥ ৩
দেখুন আমার মুনি মূর্খতা-ভরা আশ। মহাদেবে পতি-রূপে পে'তে মোর অভিলাষ ॥৪

দো—বচন শুনিয়া হাসে ঋষিগণ গিরি-সম্ভব কায়।
শুনি' নারদের উপদেশ কেহ গৃহে কি রহিতে পায় ॥ ৭৮

চৌ—দক্ষ-তনয়গণে করিলেন উপদেশ। তাহারা ফিরিয়া ঘরে আর নাহি আসে শেষ* ॥
চিত্রকেতুর† ঘর দিলেন উজাড় করি'। হিরণ্যকশিপু মরে তাঁ'র উপদেশ ধরি' ॥ ১

---

*সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে প্রজাপতি দক্ষের উদ্ভব হয়। ব্রহ্মার আজ্ঞায় তিনি জীব-সৃষ্টি করেন। ইঁহার বহু সন্তান দেবর্ষি নারদের উপদেশে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যান—আর ফিরেন নাই। ইহাতে দক্ষ নারদকে এই শাপ দেন যে, তুমি আড়াই পলের অধিক সময় একস্থানে স্থির থাকিতে পারিবে না।

† রাজা চিত্রকেতুর সন্তান না হওয়ায় তাঁহার খেদের অন্ত ছিল না। একদিন দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি অঙ্গিরা আসিলেন। তাঁহারা অনেক বুঝাইলেন যে, ইহা তাঁহার মোহ মাত্র; পুত্র হইলেই কোন সুখ হয় না; বরং অনেকে দুঃখই পাইয়া থাকে। কিন্তু চিত্রকেতু ইহাতে আশ্বস্ত হইলেন না। তখন তাঁহারা পুত্রলাভের বর দিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিলেন যে, এই পুত্র হইতে তোমার হর্ষ ও বিষাদ দুই-ই হইবে। হইলও তাহাই। কেন না যে রাণীর গর্ভে পুত্র জন্মিল, তাঁহার প্রতি রাজার অধিক প্রেম দেখিয়া অন্য রাণীরা ঈর্ষাপন্ন হইয়া কুমারকে বিষ-প্রদান করিলেন। চিত্রকেতুর দুঃখের সীমা নাই। এমন সময়

নারদের উপদেশ যে শুনে নারী কি নর। তাহারে হ'তেই হ'বে ভিখারী ছাড়িয়া ঘর॥
মনে সে কপট অতি সাধুজন-চিহ্ন দেহে। সবারেই নিজ-প্রায় করিয়া লইতে চাহে॥ ২
তাহারি কথার 'পরে হৃদে ধরি' বিশ্বাস। সহজ-উদাসী পতি কর মনে অভিলাষ॥
গুণহীন লাজহীন কু-বেশ কপাল-ধর। কুলহীন গৃহহীন অহিমাল দিগম্বর॥ ৩
এ হেন পতিরে পে'য়ে বল দেখি কিবা সুখ। শঠের ছলনে ভুলি' অনেক পে'য়েছ দুখ॥
পাঁচের কথাতে শিব করি' সতী পরিণয়। শেষে পরিত্যাগ ক'রে মরণ-কারণ হয়॥ ৪

দো—এবে চিন্তা নাই সুখে শুয়ে থাকে ভিক্ষা মাগিয়া খায়।
সহজে একাকী- ভবনে কখনো বনিতা কি শোভা পায়॥ ৭৯

—এখনো মোদের কথা করহ অনুধাবন। উত্তম পতি তব করিয়াছি নির্ব্বাচন॥
অতি সুন্দর শুচি সুখ-প্রদ শীলবান্। যাঁহার রূপের যশ বেদ সদা করে গান॥ ১
রহিত সকল দোষ সব সদ্গুণ-রাশি। রমার হৃদয়স্বামী বৈকুণ্ঠপুরী-নিবাসী॥
হেন পতি আমা সবে তোমায় মিলা'ব আনি'। এ কথা শ্রবণ করি' হাসি' ক'ন ভবরাণী॥ ২
গিরি-সম্ভূত কায়া এ কথা প্রকৃত বটে। দৃঢ়তা যা'বেনা তাই গেলেও এ দেহ ছুটে॥
পাষাণ হ'তেই হয় স্বর্ণের(ও) নিষ্কাষণ। পুড়ে তবু নিজগুণ নাহি ত্যজে কদাচন॥ ৩
দেবর্ষি-বচন কভু না ত্যজিব অতঃপর। থাক্ আর যাক্ ঘর প্রাণে তাহে নাহি ডর॥
গুরুর বচনে যা'র নাহি রহে বিশ্বাস। সুখ সিদ্ধি লাভে তা'র স্বপনেও নাহি আশ॥ ৪

দো—মানি মহাদেব দোষের আকর গুণধাম নারায়ণ।
যা'র মজে মন সঙ্গে যাহার তা'রে তা'রি প্রয়োজন॥৮০

চৌ—দিতেন যদ্যপি প্রভু সব-আগে দরশন। শিরে ধরি' তব বাণী করিতাম তা' শ্রবণ॥
খোয়া'নু জনম যবে লভিবারে আশুতোষ। এবে কে বিচার করে কিবা তাঁ'র গুণ দোষ॥
বিশেষ আগ্রহ যদি তোমাদের মনে রয়। না করিলে ঘটকালি শান্তি হ'বার নয়॥
অন্যত্র যাইয়া রঙ্গ কর সবে মুনিবর। এ জগতে কতই ত রহিয়াছে কন্যা-বর॥ ২
দৃঢ়তা রহিবে হেন কোটি জনম ধরি'। হয় ত বরিব শম্ভু নহিলে র'ব কুমারী॥
কভু নাহি বরজিব নারদের উপদেশ। বলিলেও শতবার আপনি আসি' মহেশ॥ ৩
তোমাদের পায়ে পড়ি কহিলেন পার্ব্বতী। গৃহে ফিরি' যাও দেব বিলম্ব হ'য়েছে অতি॥
নিরখি' তাঁহার প্রেম ক'ন তবে জ্ঞানী মুনি। জয় জয় জগদম্বা জয় হ'ক হে ভবানি॥ ৪

পুনরায় দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি অঙ্গিরা তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহারা রাজাকে অনেক বুঝাইলেন ও রাজকুমারের আত্মাকে আনয়ন করিয়া তাহাকে পূর্ব্বজন্ম কথা বলিতে বলিলেন। রাজপুত্রের আত্মা বলিল, সে রাজা চিত্রকেতুর শত্রু ছিল, তাঁহাকে দুঃখ দিবার জন্যই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সংসারে কেহ কাহারো পিতা বা পুত্র নহে; সকলেই স্বার্থের সঙ্গী। এ কথা শুনিয়া চিত্রকেতুর দুঃখের অবসান হইল; তিনি দেবর্ষির নিকট দীক্ষা লইয়া ভগবানের আরাধনায় মন দিলেন। ফলে, তিনি বিদ্যাধর গতি লাভ করেন। ইনিই দুর্গার শাপে পরে বৃত্রাসুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দো—শিব ভগবান্ তুমি মায়া তাঁ'র জগ-পিতামাতা দোঁহে ॥
প্রণমি' চরণে যা'ন মুনি পুনঃ- পুনঃ রোমাঞ্চিত দেহে ॥ ৮১

মদন ভস্ম

চৌ—গিরিপুরে আসি' মুনি পাঠালেন হিমালয়ে। আনেন মিনতি করি' উমারে পুনঃ আলয়ে ॥
অনন্তর সপ্তঋষি গিয়া শিব-সন্নিধানে। কহিলেন যত কথা হইল উমার সনে ॥ ১
শুনিয়া উমার প্রেম শিব আনন্দিত মন। ঋষি সপ্ত যা'ন ফিরি' ব্রহ্মলোকে হৃষ্ট মন ॥
মনেরে করিয়া স্থির তবে জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ হর। করিলেন আরম্ভন ধ্যান রূপ-রঘুবর ॥ ২
তারক-অসুর সেই সময়ে উদয় হয়। প্রতাপ বাহুর বল আর তেজ অতিশয় ॥
সে অসুর সব লোক লোকপতি জয় করে। দেবতা সম্পদ-সুখ হারা'লেন তা'র করে ॥ ৩
অজর অমর সেই কেহ নারে পরাজিতে। দেবগণ পরাজিত তা'র সনে সমরেতে ॥
তখন বিধাতা-পদে করিলেন নিবেদন। হেরিয়া বিধাতা সুর বিষাদে অতি মগন ॥ ৪

দো—কহেন সকলে বুঝা'য়ে বিধাতা দনুজ মরিবে তবে।
জনমি' যখন শিব- আত্মজ জিনিবে তা'রে আহবে ॥ ৮২

চৌ—শুনিয়া বচন মোর কর সবে এ উপায়। উদেশ্য সফল হ'বে বিষ্ণু হ'লে সহায়
সতী যিনি ত্যজিলেন দক্ষ-যাগে নিজ দেহ। জনম নিলেন আসি' হিমালয়-পতি-গেহ ॥
করিলেন মহাতপ হরেরে লভিতে পতি। এদিকে ত্যজিয়া সব সমাহিত সতীপতি ॥
'হ'লেও শুনিতে ন্যায়-গর্হিত অনুমান। তথাপি বচন এক কর মোর প্রণিধান ॥ ২
মদনে পাঠাও গিয়া মহেশের সন্নিধানে। তাঁ'র মনে ভাবান্তর জাগাইতে সযতনে ॥
তখন সকলে গিয়া নমিয়া শিবের পায়। হঠতা-আশ্রয় করি' করাইব পরিণয় ॥ ৩
এইমতে অবশ্যই হ'বে দেব-কল্যাণ। সকলেরি অভিমত যুক্তি অতি সারবান্ ॥
অতি প্রেম ভরে স্তব করিলেন দেবগণ। আবির্ভূত পঞ্চবাণ ধরিয়া মীন-কেতন ॥ ৪

দো—বিপদ-বারতা জানান অমর বিচার করিয়া মনে।
হাসিয়া মদন কহেন বিরোধ ভাল নহে শিব সনে ॥ ৮৩

চৌ—তথাপি সবার কাজ করিবই সম্পাদন। বেদে কয় উপকার-ধর্ম্ম স্থির সর্ব্বোত্তম
পর-হিত তরে যেবা ত্যজে নিজ কলেবর। প্রশংসা সতত তা'র করে যত সাধুবর ॥ ১
এত বলি' যা'ন কাম সবারে প্রণাম করি'। ফুল-ধনু করে ধরি সহচরে সাথে করি' ॥
চলিতে চলিতে তাঁ'র মনে এ উদয় হয়। মহেশ-বিরোধ ফলে মরণ মম নিশ্চয় ॥ ২
তখন প্রভাব নিজ পলে করি' বিস্তার। আনিলেন নিজ বশে সব জগ-সংসার ॥
মনোজের মনে যবে ক্রোধের উদয় হয়। শ্রুতির সকল বাঁধ পলকে টুটিয়া লয় ॥ ৩

নিয়ম সংযম সব ব্রহ্মচর্য্য ব্রত জ্ঞান। ধীরতা ধরম কিম্বা বৈরাগ্য কি বিজ্ঞান॥
সদাচার জপ যোগ নীতির করম চয়। এ সব বিবেক-সেনা সকলি পলা'য়ে রয়॥ ৪

ছ—বিবেক পলায় সহ সহচর বীরগণ রণ হইতে সরে।
পুথি-কন্দরে আশ্রয় লভি' নিজ কলেবর গোপন করে॥
চঞ্চল হ'ল অখিল বিশ্ব কি আছে ললাটে কে রাখে আর।
কে হেন দৃ-শির ধনু-শর করে ধরে রতিপতি কারণে যাঁ'র॥
চরাচর ভবে ছিল যে সকল নারীনর-নামধারী।
আপন আপন মর্য্যাদা ভুলি' হ'ল সবে কামাচারী॥ ৮৪

চৌ— সবার অন্তর হয় শৃঙ্গার রস-মাখা। লতিকায় নিরখিয়া ঝুঁকে তরুবর-শাখা॥
উদ্বেল স্রোতস্বতী ছুটে অম্বুধি পানে। তড়াগ-সলিল মিশে ক্ষুদ্র বাপীকা-সনে॥ ১
জড়-ধর্ম্মীর দশা হ'ল যবে এই মত। সচেতন গণ-কাজ সাধ্য কা'র ক'বে কত॥
পশুপাখী যত ছিল জল-স্থল নভঃচারী কালাকাল পাশরিয়া হ'ল উন্মার্গচারী॥ ২
মদনে উন্মাদ হ'য়ে ব্যাকুল সব লোক। দিবস অথবা নিশি বিচারি' না দেখে কোক*॥
দেব কিন্নর নর ভুজগ কিবা দানব। প্রেত কি পিশাচ ভূত আর বৈতালিক সব॥ ৩
ইহাদের দশা আর নাহি করি বর্ণন। জানি' সবে নিরন্তর আদিরস-পরায়ণ॥
সিদ্ধ বৈরাগ্যবান্ মহামুনি যোগিগণে। ব্যাকুল তাঁ'রাও হ'ন মনসিজ-প্রতাড়নে॥ ৪

ছ—মন্মথ-বশ যোগেশ তাপস পামরের কথা কি ক'ব আর।
ব্রহ্মময় যাঁ'রা হেরিতেন ধরা এবে নারীময় হয় নেহার॥
নারী হেরে ধরা পুরুষেতে ভরা পুরুষের চ'খে রমণীময়।
দণ্ড দুই ধরি' ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরি মকর-কেতুর এ লীলা রয়॥

সো—কাহারো রহেনা মন ধীর মনসিজ ক'রেছে হরণ।
যাহারে রাখেন রঘুবীর সেই শুধু হয় উত্তরণ॥ ৮৫

চৌ—দুই দণ্ড কাল ধরে' চলে রঙ্গ এই মত। তৎক্ষণে রতিপতি হর-পাশে উপনীত॥
বিলোকিয়া ধূর্জ্জটি শঙ্কিত মনোভব। অমনি আগের ভাবে ফিরে' আসে পুনঃ ভব॥ ১
আবার ত্বরিত গতি সুখী হয় জীবচয়। সুরামত্তের যেন মত্ততা হয় ক্ষয়॥
রুদ্রদেব-পানে চাহি' কাম ভীত-কলেবর। দুখ ধর্ষ দুর্গম ভগবান্ মহেশ্বর॥ ২
লাজ পা'ন ফিরে' যে'তে কিছু নাহি করা যায়। মরণ নিশ্চয় বুঝি' উদ্ভাবেন এক উপায়॥
প্রকাশ করা'ন ত্বরা সখা মধু-ঋতুরাজে। কুসুমিত হ'ল তরু ক্ষণভরে নব সাজে॥ ৩

* চক্রবাক্।

তড়াগ বাপীকা বন উপবন মনোময়। পরম মোহন রূপে প্রকাশিত দিকচয়॥
মনে হয় যথা-তথা অনুরাগ উদ্বেলিত। হেরিয়া মৃতও যেন মনসিজে উদ্বোধিত॥ ৪

ছ—প্রাণহীন-মনে মনোভব জাগে কাননের শোভা কহা না যায়।
সুরভি শীতল মন্দ অনিল কামানল-সখা প্রকৃত হায়॥
সরোবরে ফুটে কমল পুঞ্জ গুঞ্জে মঞ্জু ভ্রমরাকুল।
কল-হাঁস পিক্ করে কল-গান অপ্সরা নাচে পুলকাকুল॥

দো—কোটিবিধি কলা করি রতিনাথ হারে সহ সহচর।
অটল সমাধি টলিল না হেরি' কুপিত হইলা স্মর॥ ৮৬

চৌ—সহকার-বর শাখা হইতে আঁখি-গোচর। রতিপতি আরোহণ করিলেন তদুপর॥
কুসুম-শায়ক নিজ ধনুতে করি' যোজন। অতি রোষে টান দেন গুণে তা'র আ-শ্রবণ। ১
ছাড়িতে ভীষণ শর ধূর্জ্জটি-বুকে লাগে। সমাধি হইল গত শঙ্কর তবে জাগে॥
মহাদেব-মন মাঝে উপজিল ভাবান্তর। আঁখি খুলি' সব দিকে চাহিয়া দেখেন হর॥ ২
সহকার-পাতা-আড়ে গোপন হেরি' মদন। হলেন কুপিত তাহে কম্পিত ত্রিভুবন॥
তখন তৃতীয় আঁখি খুলি' চাহিলেন হর। অমনি নিমেষে ভস্মীভূত হ'ল পুড়ে' স্মর॥ ৩
পূর্ণ হইল সারা ধরা মহা হাহাকারে। ভয়াকুল দেবগণ সুখে দৈত্য হৃদি ভরে॥
কাম-সুখ করি' মনে চিন্তিত-প্রাণ ভোগী। অকণ্টক হইলেন যতেক সাধক যোগী॥ ৪॥

রতিকে শিবের বরদান

ছ—যোগী অকণ্টক পতি-গতি শুনি' মদন-মোহিনী মূরছা পায়।
আর্ত্ত-রবে বহু করিয়া রোদন স্মরহর-পদে পড়িতে যায়॥
অতি প্রেমভরে বিবিধ মিনতি করি' জোড়-পাণি দাঁড়া'য়ে রয়।
অবলা নিরখি' কহেন বচন প্রভু আশুতোষ করুণাময়॥

দো—আজ হ'তে রতি দয়িতের তব হইবে নাম অনঙ্গ।
বিনা বপু সবে ব্যাপিবে শুনহ পুনঃ-মিলন প্রসঙ্গ॥ ৮৭॥

চৌ—হবেন যাদব কুলে কৃষ্ণ যবে অবতার। হইবে হরণ যেই কালে মহা ধরা-ভার॥
কৃষ্ণ-তনয় তবে হইবেন তব পতি। অন্যথা কথা মম কভু না হইবে সতি॥ ১

দেবগণের প্রার্থনা

মহেশের বাণী হৃদে ধরি' রতি' যান ফিরে। এখন অপর কথা বলিতেছি বিস্তারে॥
এই সব সমাচার পশিল দেবতা-কাণে। ব্রহ্মা-আদি সবে মিলি' গেলেন বৈকুণ্ঠ পানে
যতেক দেবতাগণ ব্রহ্মা বিষ্ণু সহ যা'ন। কৃপা-নিকেতন হর যথায় বিরাজমান॥
পৃথক্ পৃথক্ হরে প্রশংসা করেন সবে। শুনি' চন্দ্র-অবতংস প্রসন্ন হ'লেন তবে॥ ২

শিব-বিবাহ

সুরগণে হেরি' কন কৃপাসিন্ধু বৃষকেতু। কহ হে অমরগণ আগমন কিবা হেতু॥
কহিলেন চতুর্ম্মুখ তুমি প্রভু অন্তর্যামী। তথাপি ভকতি-বশে মিনতি জানাই স্বামি॥ ৩

দো—সব দেবতার হৃদয়েই অতি আগ্রহ এই রয়।
চাহেন সকলে হেরিতে নয়নে প্রভু তব পরিণয়॥ ৮৮

চৌ—উৎসব আঁখি ভরি' যাহে দেখিবারে পায়। মন্মথ-মদ-বিমোচন হর কর কিছু সে উপায়॥
মনসিজে সংহারি' রতিরে দিলে যে বর। কল্যাণ হ'ল তাহে অতীব হে কৃপাকর॥ ১
শাসন করিয়া আগে পরে কৃপা-প্রদর্শন। সহজ-স্বভাব এই ধরে যত প্রভুগণ॥
পার্ব্বতী গিরিসুতা করিলা তপ অপার। তাঁহারে প্রসন্ন মনে কর এবে অঙ্গীকার॥ ২
বিরিঞ্চি-মিনতি শুনি' প্রভু-বাণী বুঝি' প্রাণে। তাহাই হউক শিব কহিলেন প্রীত মনে॥
তখন হরষে দেব করেন দুন্দুভিধ্বনি। কুসুম বরষি' গা'ন জয় জয় সুর-স্বামি॥ ৩
সপ্তঋষি আসিলেন বুঝি' শুভ অবসর। বিধাতা পাঠান সবে গিরিপুরে সত্বর॥
প্রথমেই যান তথা যথা র'ন ভবরাণী। কহেন মাধুরী মাখা ছলনা পূরিত বাণী॥ ৪

দো—কাণে না তুলিলে বচন তখন নারদের উপদেশে।
বৃথা গেল পণ ছাই হ'ল এবে মদন মহেশ-রোষে॥ ৮৯

চৌ—শুনিয়া হাসিয়া মৃদু উমা দেন উত্তর। উচিত কথাই সবে ক'হ জ্ঞানী মুনিবর॥
তোমাদের জ্ঞান-মত ছিলা শম্ভু স-বিকার। এতদিন পরে তিনি কামেরে করেন ছার॥ ১
আমি ত' হে এই জানি শিব সদা মহাযোগী। অনবদ্য জন্মহীন অ-কাম ও বীতরাগী॥
সত্য যদি এই জ্ঞানে পূজা ক'রে থাকি হরে। কায় মন বাক্ সনে প্রাণের ভকতি ভরে॥ ২
শুন মুনিবর তবে মম পণ মন কয়। সফল কৃপার নিধি করিবেন অসংশয়॥
কহিলে যা' মুনি ভস্ম ক'রেছেন কামে হর। প্রকাশ পাইল এতে অবিবেক ভয়ঙ্কর॥ ৩
হে তাত জনম হ'তে অনল এ গুণ ধরে। তাহার সমীপে হিম কভু নাহি যেতে পারে॥
বিনাশ পা'বেই হিম গেলে বহ্নি-সন্নিধানে। বুঝা চাই এ সম্বন্ধ শঙ্করের কাম সনে॥ ৪

দো—পুলকিত মুনি বচন শুনিয়া দেখি' প্রীতি বিশ্বাস।
ভবাণী-চরণে নামিয়া গেলেন হিম-গিরিবর-পাশ॥ ৯০

চৌ—সকল কথাই তাঁ'রে করিলেন বর্ণন। মদন-দহন শুনি' দুখিত গিরির মন॥
অনন্তর কহিলেন রতি-প্রতি বরদান। শুনিয়া আনন্দ অতি পাইলেন হিমবান্॥ ১
মনেতে বিচার করি' শম্ভু-মহিমা গাথা। আদরে ত্বরিতে অন্য মুনিরে ডাকেন তথা॥
শুভদিন শুভক্ষণ নক্ষত্র-আদি বিচারে। লগ্ন নিরূপিত হ'ল বেদবিধি অনুসারে॥২

লগ্ন-পত্রিকা সাত-ঋষি করে সমর্পিয়া। মিনতি করেন গিরি শ্রীচরণ পরশিয়া ॥
করিলেন অর্পণ সে লিপি বিধাতা-করে। পাঠ করি' ধাতা-মনে হরষ নাহিক ধরে ॥ ৩
সে-লিপি পড়িয়া বিধি শুনা'ন অপর জনে। কিবা মুনি কিবা সুর বিপুল পুলক মনে ॥
নভঃ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি হয় নানা বাদ্য বাজে। মঙ্গল-কলস যোগে ত্বরা দশ দিক সাজে ॥ ৪

শিব-বিবাহের শোভাযাত্রা

দো—সাজান দেবতা আপন বাহন বিবিধ বিধ বিমান।
শুভ-লক্ষণ হয় চারিদিকে অপ্সরা করে গান ॥ ৯১

চৌ—অনুচরগণ হরে পরা'ন শৃঙ্গার-সাজ। জটার মুকুট 'পরে শোভা পে'ল অহিরাজ ॥
কুণ্ডল কঙ্কণ বিরচিত হ'ল ব্যালে। অঙ্গে লেপিত ভস্ম বাস হ'ল বাঘছালে ॥ ১
ললাটে শোভিল শশী শিরোপরে সুরধুনী। বিশাল নয়ন তিন উপবীত হ'ল ফণী ॥
কণ্ঠে গরল বুকে দুলিল নৃশির-হার। অমঙ্গল-বেশধারী শিব-ধাম কৃপাধার ॥ ২
ত্রিশূল শোভিল একে ডমরু অপর করে। বাদ্যভাণ্ড বাজে যা'ন বৃষে আরোহণ ক'রে ॥
অমর-ললনা হাসে শিবে করি' দরশন। হেন বর-যোগ্যা কন্যা নাহি ভবে কদাচন ॥ ৩
বিষ্ণু বিধাতা আদি যতেক অমরগণ। করেন বাহনে নিজ বরের অনুগমন ॥
যদিও অমর বৃন্দ সকল বিধি অনুপ। তথাপি কদাচ তাঁ'রা নন বর-অনুরূপ ॥ ৪

দো—হাসিয়া বিষ্ণু কহিলেন তবে ডাকি' দিক্‌পাল গণে।
পৃথক্ পৃথক্ চলহ সকলে নিজ অনুচর সনে ॥ ৯২

চৌ—বরযাত্রী হ'ল না ত' অনুরূপ এ বরের। পে'তে চাও উপহাস গিয়া দেশে অপরের ॥
বিষ্ণু-বচন শুনি' হাসিলা অমরগণ। পৃথক্ পৃথক্ যা'ন ল'য়ে নিজ নিজ গণ ॥ ১
মহেশ্বর প্রমোদিত হইলেন মনে মন। ভাবিলেন ব্যঙ্গ কভু না ছাড়েন নারায়ণ ॥
অতি প্রিয় শ্রীহরির প্রিয় কথা শুনি' কানে। ভৃঙ্গি পাঠা'য়ে ডাকি' আনান প্রমথগণে ॥ ২
মহেশ-আদেশ লভি' আসে সবে দ্রুতগতি। প্রভু-পদ-শতদল-তলে তা'রা করে নতি ॥
বিবিধ বাহন আর বিবিধ তা'দের বেশ। নিজ অনুচরে হেরি' হাসিলেন প্রমথেশ ॥৩
বিশাল-বদন কেহ কেহ বা বদনহীন। কর-পদ কা'রো নাই কারো পদ সংখ্যাহীন ॥
কেহ বা বিপুল-আঁখি নেত্রহীন কোন গণ ॥ হৃষ্টপুষ্ট দেহ কেহ ক্ষীণ-তনু কোন জন ॥ ৪

ছ—কেহ ক্ষীণ কেহ পর্ব্বত-কায় কেহ পূত-বেশ অপূত কেহ।
ভয়ঙ্কর সাজ করেতে কপাল সদ্য-শোণিত প্লাবিত দেহ ॥
খর গর্দ্দভ শূকর-বদন কে গণে অগণ গণের বেশ।
কতবিধ প্রেত যোগিনী পিশাচ বর্ণিয়া কেবা করিবে শেষ ॥

সো—নৃত্য করে গায় গীত ভূতগণ কাহারে না মানে।
দেখিতে বিষম বিপরীত বথা কয় বিচিত্র বিধানে ॥ ৯৩

চৌ—যেই মত বর বর-যাত্রী অনুরূপ সাজে। কত বিধ কৌতুক হয় যে'তে পথ-মাঝে ॥
হেথা হিমালয়-পুরে বিরচিল বেদিকায়। অতি বিচিত্র যাহা নাহি আসে বর্ণনায় ॥ ১
ধরণীর পৃষ্ঠ'পরে অচল আছিল যত। কিবা ক্ষুদ্র কি বিশাল বর্ণন করি কত ॥
যতেক সাগর বন যত নদী বাপীকায়। কেহ না রহিল যেবা নিমন্ত্রণ নাহি পায় ॥ ২
ইচ্ছামত সুন্দর সু-বেশ করি' ধারণ। অর্দ্ধাঙ্গিনিগণ সনে সহ অনুচরগণ ॥
তুহিন-অচল ধামে সকলে গমন করে। গাহি' মঙ্গল গান অতিশয় প্রেম ভরে ॥ ৩
আগে হ'তে রাখে গিরি বহু গৃহ সজ্জিত। যথোচিত ভবনেতে হয় তা'রা অধিষ্ঠিত ॥
নিরখিয়া নগরের সুন্দরতা মনোময়। ব্রহ্মারও নৈপুণ্য যেন অতি তুচ্ছ মনে হয় ॥ ৪

ছ—লঘু মনে হয় বিধি-নিপুণতা হেন পুরী-শোভা মহিমাময়।
বন বাগ কূপ তড়াগ সরিত শোভা তাহাদের কে কত কয় ॥
বিপুল মঙ্গল- তোরণ পতাকা গৃহ চূড়ে চূড়ে কেতন শোভে।
কত নারী নর চারু বেশ-ধর হেরি' সবে মুনি-মানস লোভে ॥

দো—জগদম্বা যথা অবতীর্ণ-আসি কিবা পুরী-শোভা ক'ব।
ঋদ্ধি-সিদ্ধি সব সুখ-সম্পদ বাড়ে নিত নব নব ॥ ৯৪

শিব-বিবাহ

চৌ—শুনিয়া নগর-দ্বারে বরযাত্রী উপনীত। উদ্বেল হ'ল পুরী শোভা হ'ল বর্দ্ধিত ॥
সাজি সুন্দর সাজে সাজা'য়ে যত বাহন। আদর-আহ্বান তরে সকলে করে গমন ॥ ১
হেরিয়া অমরগণে হৃদয় আনন্দময়। দর্শন করি বিষ্ণু প্রাণে অতি সুখ হয় ॥
শিব-অনুচরগণে করে যবে দরশন। ভয়ে পলাইতে থাকে সবার যত বাহন ॥ ২
প্রবীণ যাহারা রহে সাহস করি' ধারণ। প্রাণভয়ে বালকেরা করে দ্রুত পলায়ন ॥
আলয়ে ফিরিলে মাতাপিতাদের উত্তরে। কথা ক'য়ে বলে ভয়ে কম্পিত কলেবরে ॥ ৩
বলিতে না আসে কথা কি কথা বলিব আর। বরযাত্রী এরা কিম্বা যমরাজ-পরিবার ॥
পাগল সে বর করে বৃষ-'পরে আরোহণ। সাপ নর-শির আর ভস্ম তা'র আভরণ ॥ ৪

ছ—অঙ্গে ছাই সাজ সাপ আর হাড় জটিল নগ্ন ভয়ঙ্কর।
ভূতপ্রেত সাথে যোগিনী পিশাচ বিকট-বদন রজনীচর ॥
নিশ্চয় সেই বড় পুণ্যবান্ এ দেখে' যে জন জীবিত রয়।
উমার বিবাহ দেখিবে সে জন বালকে আলয়ে এ কথা কয় ॥

দো—শিব-অনুচর মনেতে বুঝিয়া হাসেন জনক মাতা।
বুঝান বালকে নানাবিধি মতে নাহিক ভয়ের কথা॥ ৯৫

চৌ—আগু বাড়াইয়া আসি' বরযাত্রী ল'য়ে যা'ন। বরযাত্রিগণে দেন মনোহর বাসস্থান
এদিকে মেনকা শুভ বরণ ত্বরা সাজা'ন। সাথে সাথে নারিগণ গাহে মঙ্গল-গান॥ ১
চারু-পাণিদ্বয়ে ধৃত কাঞ্চন-থাল ল'য়ে। বরণ করিতে শিবে যা'ন হরষিত হ'য়ে॥
বিকট রুদ্রের বেশ হ'তেই আঁখি-গোচর। অবলাগণের মনে উপজিল অতি ডর॥ ২
পলা'য়ে আলয়ে ধায় অতি ত্রাসে উর্দ্ধশ্বাসে। মহেশ্বর যা'ন তবে আপন নির্দ্দিষ্ট বাসে॥
নিদারুণ দুখ জাগে মেনকার হৃদি-মাঝে। প্রাণের তনয়া-ধনে আহ্বান করি' কাছে॥ ৩
বসা'ন আপন ক্রোড়ে অতীব আদর ভরে। সুনীল-নলিন দুই আঁখি অশ্রুজলে ভরে॥
যে বিধি তোমারে দিল এই রূপ মনোহর। তিনিই কেমনে দেন মুর্খ পাগল বর॥ ৪

ছ—কেমনে সৃজিলা উন্মাদ বর যে বিধি তোমারে দিলা এ রূপ।
যে ফল শোভিত কল্পতরু 'পরে কু-বিটপে তাহা লাগে কিরূপ॥
ঝাঁপ গিরি হ'তে দিব তোমা-সাথে অনলে পুড়িব ডুবিব জলে।
যা'ক্ ঘর হর হ'ক অপযশ দিব না এ বিয়ে জীবনকালে॥

দো—হইল বিকল অবলা সকল নিরখি মেনকা-দুখ।
অতীব বিলাপে কহেন কাঁদিয়া স্নেহে স্মরি' উমা-মুখ॥ ৯৬

চৌ—আমা হ'তে নারদের কি হ'য়েছে অপকার। আমার সাজান' ঘর করিল যে ছারখার
হেন উপদেশ যেবা প্রদানিল তনয়ারে। করিতে কঠোর তপ পাগল বরের তরে॥ ১
সত্যই তা'র নাহি কোন কিছু মোহ মায়া। নিজে উদাসীন নাহি ধন ধাম আর জায়া॥
তা'ই পর-ঘর ভাঙ্গে নাহি কা'রো লাজ ভয়। বন্ধ্যা কি জানে কত প্রসব-বেদনা হয়॥ ২
ভবানী করিয়া মায়ে আকুলিতা দরশন কহেন বিবেক-ভরা মৃদুবাণী বিমোহন॥
কভু মুছিবেনা যাহা ললাটে লিখিলা ধাতা। এ-কথা বুঝিয়া মনে খেদ নাহি কর মাতা॥৩
আমার ললাটে যদি লিখিত পাগল বর। তবে কেন দিবে দোষ অযথা কাহারো 'পর॥
বিধাতা-লিখন কভু পার' কি মা মুছিবারে। বৃথা-অপযশ হেন ল'য়ো না আপন 'পরে॥ ৪

ছ—কুযশ-ভাগিনী হ'য়ো না জননি রোদনের ইহা সময় নয়।
লেখা যা' র'য়েছে ললাটে আমার ভুগিতেই হ'বে যা'ব যথায়॥
বিনীত কোমল উমার বচন শুনি' খেদ করে পুরীর নারী।
বিধাতার 'পরে দোষারোপ ক'রে অবিরল মুছে নয়ন-বারি॥

দো—সেই অবসরে দেব-ঋষি সহ সপ্তর্ষি সংহতি।
শুনি' সমাচার হিমালয় পুরে আসেন ত্বরিত-গতি॥ ৯৭

চৌ—বুঝা'ন নারদ তবে সব করি' উদ্‌ঘাটন। খিবরিয়া কহিলেন পূর্ব্ব-জন্ম বিবরণ ॥
কহেন এ সত্যভাষা শুন মোর গিরিরাণি। তনয়া তোমার এই জগদম্বা ভবরা ॥ ১
জন্মহীনা আদিহীনা শকতি অবিনাশিনী। সদা শম্ভু মহেশের অর্দ্ধ-অঙ্গ নিবাসিনী ॥
জগত সৃজন স্থিতি প্রলয়ের বিধায়িনী। আপন ইচ্ছার বশে লীলা-বপুধারী ইনি ॥ ২
প্রথমে দক্ষের ঘরে ইঁহার জনম হয়। লভি' অপরূপ তনু সতী-নামে পরিচয় ॥
সে বারেও এই সতী বরিলেন পশুপতি। ত্রিভুবনে আছে সেই কাহিনী প্রসিদ্ধ অতি ॥ ৩
একবার হর-সনে আসিতে আসিতে পথে। রঘুকুল-পদ্ম-রবি পড়িল নয়ন-পথে ॥
হৃদয়ে উদিল মোহ না শুনি' শিব-বচন। ভ্রম-বশে সীতা-রূপ করেন পরিগ্রহণ ॥ ৪

ছ—সীতা-রূপ তাঁ'র ধরা-অপরাধে শঙ্কর ত্যাগ করেন তাঁ'য়।
হরের বিরহে যজ্ঞে পিতার যোগানলে নিজ ত্যজেন কায় ॥
এখন জনমি' ভবনে তোমার পতি-তরে করে তপের ক্রিয়া।
এ সকল শুনি' সংশয় ছাড় সদাই গিরিজা মহেশ-প্রিয়া ॥

দো—দেবর্ষি-বচন শুনিয়া সবার হইল দূর বিষাদ।
ক্ষণেকের মাঝে হ'ল প্রচারিত ঘরে ঘরে এ সংবাদ ॥ ৯৮

চৌ—তখন মেনকা গিরি অতীব হরষ ভরে বার বার ভবানীর নমেন চরণ 'পরে ॥
রমণী পুরুষ শিশু যুবক স্থবির যত। পুরবাসী সব জন অতিশয় হরষিত ॥ ১
হইতে লাগিল গিরি-পুরে মঙ্গল-গীতি। সাজায় সকলে হেম-কলসে বিবিধ ভাঁতি ॥
কতই খাদ্য হ'ল কতবিধ ব্যঞ্জন। সূপ-শাস্ত্রে যত ছিল সব হ'ল রন্ধন ॥ ২
কিবা হ'বে বরণন ভোজ্য হ'ল কত কি যে। যে ভবনে বিরাজিতা জগত-জননী নিজে ॥
বরযাত্রে সমাদরে ডাকালেন গিরিবর। বিষ্ণু বিধাতা আর সকল জাতি অমর ॥ ৩
অনেক সারিতে ভরি' করেন উপবেশন। সুনিপুণ সূপকার করিছে পরিবেশন ॥
রমণীয়া দেবগণে ভোজনেতে রত হেরে। আরম্ভিল বরষিতে গালি সুকোমল সুরে ॥ ৪

ছ—সুমধুর সুরে সুন্দরীগণে গালি পাড়ে কহে বচন-ব্যঙ্গ।
বহুক্ষণ দেব ভোজনে কাটান বিনোদ শুনিয়া মানেন রঙ্গ ॥
যে সুখ উথলে ভোজনের কালে কোটি মুখ নারে করিতে গান।
আচমন-শেষে তাম্বুল পে'য়ে পরিশেষে নিজ আবাসে যা'ন ॥

দো—মুনিরা তখন আসি' হিমালয়ে জানান লগ্ন-ক্ষণ।
বিবাহ-সময় সমাগত হেরে' ডাকান অমরগণ ॥ ৯৯

চৌ—সমাদর ভরে সব অমরে করি' আহ্বান। সকলেরে যথোচিত আসন করেন দান ॥
সজ্জিত হ'ল বেদী বেদ-বিধি অনুসার। গাহেন ললনাগণ মধু মঙ্গলাচার ॥ ১

মন-বিমোহন এক রাজাসম বেদী'পরে। ব্রহ্মার হাতে গড়া বর্ণনা হ'তে নারে ॥
তাহাতে বসিলা হর ব্রাহ্মণে নমি' শির। হৃদয়ে স্মরণ করি' নিজ প্রভু রঘুবীর ॥ ২
তখন মুনীশগণ উমারে আনিতে কন। সাজা'য়ে মোহন সাজে সখী করে আনয়ন ॥
উমার সে রূপ হেরি' বিমোহিত দেবগণ। কে এমন কাব ভবে করিবে যে বরণন ॥ ৩
জগদম্বিকা উমা ভবের ভামিনী জানি'। নমে দেবে মনে মনে পদতলে শির আনি' ॥
সুন্দরতা-পরিসীমা ভবেশ-মনমোহিনী। পেলেও বদন কোটি তবু হার মানে বাণী ॥ ৪

ছ—কোটি বদনেও না আসে কথনে জগমাতা-শোভা মহিমাময়।
কুণ্ঠিত শ্রুতি শেষ সরস্বতী তুলসী-কুমতি কোথা বা রয় ॥
সুন্দরতা-খনি জননী ভবানী বেদী-মাঝে যান যথায় হর।
লাজে পতি-পদে নারেন চাহিতে মন-মধুকর রহে তথায় ॥

সো—মুনির আদেশে পূজেন গণেশে ভব আর ভবরাণী।
শুান কেহ যেন না করে সংশয় দেবতা অনাদি জানি' ॥১০০

চৌ—বিবাহ-বিধান বেদে বিবরিত যেইমত। মহামুনিগণ হ'তে সব(ই) হ'ল আচরিত ॥
কুশ-হাতে গিরিরাজ ধরি' তনয়ার পাণি। দিলেন ভবের করে তাঁহারে ভবানী জানি' ॥ ১
পাণি-পরিগ্রহ যবে করিলেন মহেশ্বর। হৃদয়ে হরষ পান যত স্বর্গ-অধীশ্বর ॥
মুনিগণ করিলেন বেদমন্ত্র উচ্চারণ। জয় জয় শঙ্কর গা'ন যত দেবগণ ॥ ২
বিবিধ বিধানে বাদ্য লাগিল কত বাজিতে। ফুল বর্ষিত হ'ল নভঃ হ'তে কত মতে ॥
হরের গিরিজা সনে সারা হল পরিণয়। সকল ভুবন ভরি' উৎসাহ-ধারা বয় ॥ ৩
সেবক সেবিকা রথ তুরগ নানা প্রকার। মাণিক বসন ধেনু দ্রব্য কতবিধ আর ॥
স্বর্ণ তৈজসপত্র ভরি' ভরি' এত যান। বর্ণনা হারে দেন জামাতারে যত দান ॥৪

ছ—কতবিধ দান দেন জামাতারে পুনঃ কর-জোড়ে কহেন গিরি
কি দিব তোমারে হর পূর্ণকাম এত বলি' র'ন চরণে পড়ি' ॥
করুণা-সাগর সব-গুণেশ্বর শ্বশুরে তুষেন সকল বিধি।
মেনকা তখন ধরেন চরণ ভকতিতে ভরা লইয়া হৃদি ॥

দো—নাথ উমা মম পরাণের সম করিও গৃহের দাসী।
ক্ষমিও সকল অপরাধ এবে এই বর চায় দাসী ॥ ১০১

চৌ—শ্বশ্রূ-মাতারে হর বুঝান অনেক রীতি। মেনকা ভবনে যা'ন চরণে করিয়া নতি ॥
অন্তরে গিরিরাণী দুহিতারে ডাকাইয়া। শিক্ষা কতই দেন নিজ কোলে বসাইয়া ॥ ১
মহেশ-চরণ-পূজা মা উমা করিও সার। পতি বিনা রমণীর দেবতা নাহিক আর ॥
এ কথা বলিতে মুখে নয়নে ভরিল বারি। সুতারে জড়া'ন পুনঃ আপনার বুকে করি' ॥ ২

কেন সৃজিলেন বিধি ধরায় রমণী হায়। পরাধীনা স্বপনেও সুখ যা'রা নাহি পায়॥
বলিতেই মা'র প্রাণ স্নেহেতে ব্যাকুল হয়। ধৈর্য্য ধরেন জানি' যোগ্য সময় নয়॥ ৩
বুকে ল'ন বারবার আবার ধরেন পায়। সে পরম প্রেম কিছু মুখে নাহি কহা যায়॥
সকল নারীর সনে মিলনের অন্তরে। আবার পড়েন উমা মায়ের বুকের পরে॥ ৪

ছ—মিলি' বার বার জননীর সনে ফিরেন আশীষ বরষে সবে।
ফিরিয়া ফিরিয়া দেখেন মায়েরে সখী ল'য়ে যায় মিলা'তে ভবে॥
যাচক জনেরে তুষিয়া মহেশ পার্ব্বতী-সহ আলয়ে যা'ন।
অমর হরষে কুসুম বরষে দুন্দুভি-রবে ভরে বিমান॥

দো—সাথে যান গিরি হরে পহুঁছাতে অতিশয় প্রীতি হেতু।
বিবিধ প্রকারে তুষিয়া বিদায় করিলেন বৃষকেতু॥ ১০২

চৌ—ত্বরিত গতিতে পুরে করি' প্রতি আগমন। শৈল সব গণে গিরি করিলেন আবাহন॥
বিনয় আদর দান দেখাইয়া বহু মান। বিদায় করেন সবে গিরিপতি হিমবান্॥ ১
মহেশ ভবানী যবে আসেন কৈলাশপুরে। আপন আপন লোকে ফিরে যা'ন যত সুরে॥
জগতের পিতামাতা ঈশানী ও পঞ্চানন। তাঁদের বিহার তা'ই না করিব বরণন॥ ২
পার্ব্বতী হরে নানা করেন ভোগ বিলাস। গণের সহিত দোঁহে কৈলাশে করেন বাস॥
বিহার ভবানী শম্ভু নিত নব নব কত। বিপুল সময় তা'হে হ'ল গত এই মত॥ ৩
তখন জনম ল'ন কুমার শ্রীষড়ানন। তারক অসুরে যিনি বিনাশেন করি রণ॥
আগম নিগম আর বিখ্যাত পুরাণেতে। কুমার জনম কথা জানিত আছে জগতে॥ ৪

ছ—জগত বিদিত কুমার জনম কর্ম্ম প্রতাপ শূরত তাঁ'র।
সেকারণ বৃষ- কেতু-সুতকথা নাহি কহি করি' অতি প্রসার॥
হর-পার্ব্বতী- পরিণয়-কথা যে কহিবে যেবা করিবে গান।
শুভকর কাজে বিবাহ-মঙ্গলে পাবে সুখ-দুখে সতত ত্রাণ॥

দো—গিরিজাপতির লীলা-পারাবার বেদ নাহি পায় পার।
বর্ণনা কিসে করিবে তুলসী অতি নীচ মতি যার॥ ১০৩

শিব দুর্গা সংবাদ।

চৌ—শম্ভু-চরিত শুনি' সুরসাল মনোময়। ভরদ্বাজ মুনি-প্রাণে সুখের লহর বয়॥
শুনিতে লীলার কথা লালসা বাড়িল প্রাণে। রোমাঞ্চ শরীরে হ'ল জল এল দু'নয়নে॥ ১
প্রেমেতে বিবশ মুখ হ'তে কথা নাহি সরে। তাঁহার এ দশা হেরি' বড় সুখ মুনিবরে॥
অহো ধন্য ধন্য তব জনম হে মুনিপতি। মহেশ তোমার কাছে প্রাণ হ'তে প্রিয় অতি॥ ২

হরের কমল পদে যা'র মন রত নয়। রাম 'পরে তা'র প্রীতি স্বপনেও নাহি হয়॥
বিশ্বনাথ-পদে প্রেম অকপট অনু'খন। রঘুনাথ-ভকতের এই সার লক্ষণ॥ ৩
মহেশ সমান কেবা রঘুপতি-ব্রতধারী। বিনা পাপ কেবা ত্যজে সতী-হেন নিজ নারী।
দেখা'লেন রাম-ভক্তি প্রতিজ্ঞা করি' গ্রহণ। শিব-সম শ্রীরামের প্রিয় আর কোন্ জন॥ ৪

দো—প্রথমেই কহি' মহেশ-চরিত বুঝেছি মর্ম্ম তব।
পুণিত ভকত শ্রীরামের তুমি রহিত বিকার সব॥ ১০৪

চৌ—বুঝিয়াছি এবে আমি তব শীল গুণ যত। শুন এইবার বলি শ্রীরামের লীলামৃত॥
শুন মুনিবর আজ মিলনে তোমার সনে। কহিতে না পারি মুখে যে আনন্দ পাই প্রাণে॥১
শ্রীরাম-চরিত পূত অনন্ত অপার অতি। শতকোটি অহিরাজে কহিতে নাহি শকতি॥
তবু যিনি ভাষা দেন সেই দেব ধনুপাণি। স্মরণ করিয়া মনে শুনা-মত কহি বাণী॥ ২
দারু-পুত্তলিকা যেন সরস্বতী দেবী বাণী। সূত্রধর প্রভু রাম সবার অন্তরযামী॥
ভকত জানিয়া দয়া করেন যাহার পরে। হৃদয়-অঙ্গনে তা'র নাচা'ন দেবী-বাণীরে॥ ৩
সেই কৃপাময় রঘুনাথেরে করি' প্রণাম। বিশদ করিয়া বলি তাঁ'র যত গুণ গ্রাম॥
পরম সে রমণীয় গিরিবর কৈলাশ। তথায় করেন হর-ভবানী সদা নিবাস॥ ৪

দো—সিদ্ধ তপাচারী যোগিজন সুর কিন্নর মুনিবৃন্দ।
রহেন তথায় পূত-আত্মা যাঁরা সেবি' হর সুখকন্দ॥ ১০৫

চৌ—হরি হর বিমুখ যে ধর্ম্মে যা'র নাহি মতি। এমন নরের তথা স্বপনেও নাহি গতি॥
সেই গিরিবর 'পরে বটতরু সুবিশাল। নিত্য নবীন তাহা মনোহর সব কাল॥ ১
ত্রিবিধ সমীর বয় ছায়া অতি সুশীতল। শ্রুতি বলে সেই তরু হরের বিরাম স্থল॥
একবার মহেশ্বর সেই তরুতল যা'ন। নিরখি' বিটপী প্রাণে অতীব পুলক পা'ন॥
আপনার হাতে তথা বিছাইয়া বাঘাম্বর। স্বভাবজ কৃপাময় বসিলেন মহেশ্বর॥
কুন্দ শশীর সম গৌর বর-শরীর। লম্বিত ভুজযুগ পরিহিত মুনি-চীর॥ ৩
অরুণ কমল-নব সমান চরণদ্বয়। নখ-ভাতি ভকতের হৃদি-তমঃ হ'রে লয়॥
বিভূতি ভুজগ কায় বিভূষণ ত্রিপুরারি। শারদ বিধুর ছবি-লাঞ্ছন মুখ মরি॥ ৪

দো—জটার মুকুট বিশাল নয়ন শিরোপরে সুরধুনী।
লাবণি সাগর গরল-কণ্ঠ ভালে বাল-নিশামণি॥ ১০৬

চৌ—সমাসীন তরুতলে কামান্তক মহেশ্বর। শান্তরস অধিষ্ঠিত যেন ধরি' কলেবর॥
গিরিরাজবালা এই শুভ অবসর জানি'। শম্ভু-সকাশে যা'ন জগমাতা ভবরাণী॥ ১
প্রিয়তমা পত্নী জানি' অতীব আদর সনে। আসন আপন বামে দিলেন উপবেশনে॥
হরষে যখন উমা করেন উপবেশন। আগেকার জন্ম-কথা হইল মনে স্মরণ॥ ২

অধিক পতির প্রেম মনে এই অনুমানি'। হাসিয়া বলেন উমা সপ্রেম মধুর বাণী ॥
যে কথা সকল লোকে সবাকার হিতকারী। সেই কথা শুধাইতে চা'ন দক্ষ-সুকুমারী ॥ ৩
হে নাথ হে বিশ্বনাথ হে ত্রিপুর-বিনাশন। তোমার মহিমা যত সুবিদিত ত্রিভুবন ॥
চর কি অচর আর কি দেব অথবা নর। তব পাদপদ্ম-সেবা সকলেই তৎপর ॥ ৪

দো—হে শঙ্কর প্রভু সর্ব্ব-শক্তিমান্ সব কলা গুণধাম।
যোগ জ্ঞান আর বৈরাগ্য-সাগর ভক্ত কল্পতরু নাম ॥ ১০৭৹

চৌ—আমার উপরে যদি প্রীত ওহে সুখ-রাশি। সত্য যদি জান' মোরে বলি' তব নিজ দাসী ॥
তবে অজ্ঞানতা মম কর নাথ ভঞ্জন। করিয়া শ্রীরঘুনাথ-গুণাবলী কীর্ত্তন ॥ ১
কল্পতরু-তলদেশে যাহার আবাস প্রভু। দারিদ্র্য জনিত ক্লেশ সে জন কি সহে কভু ॥
এই কথা ধরি' মনে ওহে শশী-বিভূষণ। হর দেব হর মম মনের দারুণ ভ্রম ॥ ২
প্রভু যত মুনিগণ পরমার্থ-তত্ত্ববাদী। তাঁহারা বলেন সবে শ্রীরাম ব্রহ্ম অনাদি ॥
বাসুকী কি বীণাপাণি কি বেদ বা কি পুরাণ। সকলেই করে গান রঘুপতি-গুণগ্রাম ॥ ৩
তুমিও আপনি পুনঃ রাম রাম দিবারাতি। সমাদরে কর জপ ওহে প্রভু পশুপতি ॥
অযোধ্যা-নৃপের সুত সেই রঘুনন্দন। অথবা অগুণ অজ অগোচর কোন জন ॥ ৪

দো—নৃপ-সুত যদি ব্রহ্ম কেমনে স্ত্রী-শোকে পাগল সম।
ক্রিয়া হেরি' আর মহিমা শুনিয়া ভ্রান্ত মানস মম ॥ ১০৮

চৌ—যদি থাকে ইচ্ছাতীত ব্যাপক বিভু অপর। বুঝাইয়া কহ মোরে ওহে হর মহেশ্বর ॥
অজ্ঞ বলিয়া ক্রোধ করিও না প্রিয়তম। কর যাহে বিদূরিত হয় এই মোহ-তমঃ ॥ ১
রামের প্রতাপ বনে করিয়া অবলোকন। অতি ভীত হওয়া হেতু করি নাই নিবেদন ॥
সেই হ'তে শুভমতি না আসে মলিন মনে। বিষময় ফল তা'র লভিলাম সে কারণে ॥ ২
এখনো সন্দেহ কিছু র'য়েছে এ অন্তরে। করহ করুণা করি মিনতি জুড়িয়া করে ॥
সে সময় কত স্নেহে কতই দিলে প্রবোধ। সে কথা রাখিয়া মনে করিও না যেন ক্রোধ ॥ ৩
সে দিনের মত আর মোহ নাই এই মনে। জেগেছে হৃদয়ে রুচি রামের কথা শ্রবণে ॥
কর প্রভু পুণ্যময় রাম-কথা কীর্ত্তন। ভুজগ-ভূষণ তুমি পূজিত অমরগণ ॥ ৪

দো—ভূমি-নত হ'য়ে নমি জোড় করে নিবেদন করি আর।
কহ রঘুনাথ- নির্ম্মল যশ নিঙাড়ি' শ্রুতির সার ॥ ১০৯

চৌ—যদিও রমণী বলি' নাহি মম অধিকার। কায় মন বাক্যে তবু দাসী ত' আমি তোমার ॥
সাধু না লুকা'ন কোন অতিগূঢ় তত্ত্ব-কথা। প্রকৃত কাতর-প্রাণ অধিকারী পা'ন যথা ॥ ১
অতীব কাতর হ'য়ে শুধাই কৈলাশপতি। দয়া করি' কহ দেব কথা রাম রঘুপতি ॥৹
সব-আগে সেই কথা বলহ বিচার করি'। যে হেতু অ-গুণ ব্রহ্ম সগুণ-শরীর ধারী ॥ ২

তা'র পরে জন্ম-কথা কহ করি' বিস্তার। অনন্তর বাল্যলীলা পাবন অতি উদার॥
যে প্রকারে সীতা-সনে হ'ল তাঁর পরিণয়। ত্যজিলেন রাজ্যভার কা'র দোষে তাহা হয়॥৩
কানন-মাঝারে তাঁ'র যে-সব লীলা অপার। যে প্রকারে দশাননে করিলেন সংহার॥
সিংহাসন আরোহণ-পরেতে যে লীলা হ'ল। শঙ্কর সুখ-শীল সকলি আমায় বল॥ ৪

দো—কহ অতঃপর করুণা-সাগর যে-লীলা করিলা রাম॥
'প্রজা-সনে শেষে কেমনে শ্রীরাম যা'ন ফিরে নিজ ধাম॥ ১১০

চৌ—অনন্তর কহ প্রভু সেই তত্ত্ব বিবরণি'। অনুভবে যাহা পেয়ে মগ্ন র'ন জ্ঞানী মুনি॥
ভকতি ও জ্ঞান পুনঃ বৈরাগ্য ও অনুভব। বিভাগ-সহিত মোরে বুঝাইয়া বল সব॥ ১
এ ছাড়াও শ্রীরামের গোপন-রহস্য যত। কহ নাথ তুমি ত' হে বিমল বিবেক যুত॥
এ ব্যতীত যদি কথা জানিবার থাকে কোন। সে সব কথাও কিছু গোপন ক'রো না যেন॥ ২
ত্রিভুবন-গুরু তুমি নিগম এ কথা কয়। পাপমতি জীব তা'র কিবা পা'বে পরিচয়॥
ভবানীর এ জিজ্ঞাসা অকপট সুন্দর। শুনিয়া শিবের মনে লাগে অতি সুখকর॥ ৩
শ্রীরামের লীলা সব উদিল হরের মনে। প্রেমে পুলকিত তনু জল এ'ল দু'নয়নে॥
হৃদয়ে উদিলা আসি' মোহন-মুরতি রাম। পরম বিলাস মনে সীমাহীন সুখ পা'ন॥ ৪

অবতার গ্রহণের কারণ

দো—মগ্ন ধ্যান-রসে দুই দণ্ড পরে বাহিরে আনেন মন।
রাম-লীলা হর পুলকিত চিতে করিলেন আরম্ভন॥ ১১১

চৌ—যাঁ'রে না থাকিলে জানা অসত্যও লাগে সত্য। পাশেতে অহির প্রায় মনে ভ্রম হয় নিত্য॥
যাঁহারে জানিলে ধরা লোপ পায় সেই মত। যেমন জাগিলে হয় স্বপ্ন-ভ্রম বিদূরিত॥ ১
সেই বাল-রূপধারী রামেরে করি প্রণাম। সকলি সুলভ হয় জপিলে যাঁহার নাম॥
হো'ন প্রীত শুভধাম সব অমঙ্গল হারী। দশরথ-অঙ্গন-বিচরণকারী হরি॥ ২
ত্রিপুরান্তক শিব শ্রীরামে করি' প্রণাম। হরষে অমৃতবাণী কহিলেন প্রাণারাম॥
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি অচল-রাজ কুমারি। তোমার সমান হেন কেহ নাহি উপকারী॥ ৩
শুধাইলে রঘুবর-কথা অতি মনোরম। সকল জগত লোক-পাবনী গঙ্গার সম॥
রঘুনাথ-পদে তব অনুরাগ অন্তরে। প্রশ্ন সে হেতু তব জগতের হিত তরে॥ ৪

দো—শ্রীরাম-কৃপায় নগেশ-কুমারি স্বপনেও তব মনে।
সংশয় শোক মোহ ভ্রম নাই এই লাগে মোর প্রাণে॥ ১১২

চৌ—প্রশ্ন তথাপি হেন করিয়াছ উত্থাপন। শুনিয়া যাহাতে লভে উপকার সব জন॥
শ্রীহরির কথা যা'র শ্রবণেতে নাহি যায়। শ্রবণ-বিবর তা'র অহির বিবর-প্রায়॥ ১

নয়নে যে পাইল না সন্তের দরশন। ময়ূর পাখায় আঁকা তাহার যেন নয়ন ॥
হরি গুরুপদ-মূলে যেই শির নমিল না। তিক্ত লাউ সনে ঠিক তাহার হ'বে তুলনা ॥ ২
হরির ভকতি যেবা হৃদয়ে না দিল স্থান। শব সে যদিও তা'র দেহ-মাঝে রহে প্রাণ ॥
শ্রীরামের গুণগান যেইজন নাহি করে। বদন-ভিতরে যেন ভেকের রসনা ধরে ॥ ৩
অশনি সমান হায় কঠোর হৃদয় তা'র। হরি-লীলামৃত শুনি' হরষে না হিয়া যা'র ॥
শুন দেবি এবে সেই রামলীলা অনুপম। সুর-হিতকরী যাহা দনুজের বিমোহন ॥ ৪

দো—রাম-কথা কাম- ধেনুর সমান সব সুখ করে দান।
সন্ত-সমাজ দেবগণ যেন কে না শুনে এই গান ॥ ১১৩

চৌ—করতালি সম রাম-কথা অতি সুন্দর। উড়াইয়া দেয় যাহা সংশয় খগবর ॥
পরশু-সমান রাম-কথা কলি-বিটপেরে। গিরির কুমারি শুন যতনে আদর ভরে ॥ ১
জনম করম গুণ লীলা শ্রীরামের নাম। সকলি গণনা হীন বেদ এই করে গান ॥
অনন্ত শ্রীভগবান্ সীতানাথ যেইরূপ। তাঁ'র কীর্ত্তি কথা গুণ অন্তহীন অনুরূপ ॥ ২
তথাপি নিরখি' তব প্রাণে প্রীতি অতিশয়। যেমন শুনেছি বলি যথা মোর জ্ঞান রয় ॥
উমা প্রশ্ন তব অতি স্বাভাবিক সুন্দর। শুভ সাধু-অভিমত লাগে মোর মনোহর ॥ ৩
যদিও মোহের বশে বা এ কথা কহিলে তুমি। এক কথা তবু ভাল লাগিল না ভবরাণি ॥
এই যে কহিলে রাম কিম্বা অন্য কোনজন। মুনি যার ধ্যান করে বেদে করে কীর্ত্তন ॥ ৪

দো—হীন নরে শুধু বলে শুনে মোহ- পিশাচ গ্রস্ত যা'রা।
হরির চরণ- বিমুখ পামর সত্য মিথ্যা-জ্ঞান হারা। ১১৪

চৌ—জ্ঞানহীন মূর্খ আর অন্ধ অভাগা যা'রা। মানস মুকুর ঘন বিষয়-মলায় ভরা
পাষণ্ড লম্পট যা'রা কুটিলতা-ভরা মন। স্বপনেও সাধু-সভা করে নাই দরশন ॥ ১
তা'রাই মুখেতে আনে বেদ-অসম্মত বাণী। যা'দের নাহিক জ্ঞান কিবা লাভ কিবা হানি ॥
মুকুর মলিন যা'র অন্ধ যা'র দু'নয়ন। কেমনে হেরিবে রাম-রূপ সেই অভাজন ॥ ২
সগুণ-নির্গুণ ভেদ-বিচার নাহিক যা'র। কপোল-কল্পিত কত কাহিনী করে প্রচার ॥
শ্রীহরির মায়া-বশে ঘুরে মরে জগময়। তা'দের বলায় কিছু অসম্ভব নাহি রয় ॥ ৩
মত্ত বাতুল যেবা অথবা ভূত-কবলে। বিচার করিয়া কথা কভু তা'রা নাহি বলে ॥
মোহের মদিরা পান করিয়াছে যেই জন। অনুচিত তা'র কথা শ্রবণে করা শ্রবণ ॥ ৪

সো—নিজ হৃদে একথা বিচারি' দ্বিধা ছাড়ি' ভজ রঘুবর।
শুন বাণী গিরির কুমারি ভ্রম-তমেঃ যেন দিনকর ॥ ১১৫

চৌ—স-গুণে অ-গুণে আর নাহিক কিছুই ভেদ। এ কথা বলেন মুনি জ্ঞানী কি পুরাণ বেদ ॥
গুণহীন রূপহীন যে অদৃশ্য অগোচর। ভকতের প্রেমে হয় স-গুণে সে রূপান্তর ॥ ১

গুণ-বিরহিত যাহা স-গুণ এভাবে হয়। যেমন তুষার জল পৃথক্ কদাচ নয়॥
ভ্রম-অন্ধকার যাঁ'র নাম নাশে রবি-প্রায়। মোহের আরোপ তাঁ'তে কেমনে বা করা যায়॥২
দিনকর-রূপী রাম সংচিৎ মহানন্দ। নাহি তাঁ'তে মোহরূপী রজনীর নাম গন্ধ॥
সহজ-প্রকাশরূপ ষড়ৈশ্বর্য্য ভগবান্। নাহি তাঁহে মোহ শেষ আবির্ভাব পরা জ্ঞান॥৩
হর্ষ বিষাদ শোক অজ্ঞান অথবা জ্ঞান। এ সব জীবের ধর্ম্ম অহঙ্কার অভিমান॥
জগতে বিদিত রাম ব্যাপক পরমাত্মন্। পরম আনন্দময় পরাৎপর সনাতন॥ ৪

দো—প্রসিদ্ধ পুরুষ প্রকাশার্ণব সর্ব্ব-রূপে বিরাজিত।
রঘুমণি সেই মম প্রভু শিব করিলেন শির নত॥ ১১৬

চৌ—জ্ঞানহীন নিজভ্রম প্রণিধান নাহি করে। মোহের আরোপ করে মূর্খ জীব প্রভু'পরে॥
যেমন জলদ-জালে গগন আবৃত হেরি'। তপন লুকা'ল এই বলে যত কু-বিচারী॥ ১
অঙ্গুলি আপনার নয়নে দিয়া যে চায়। এক জোড়া চাঁদ সেই স্পষ্ট দেখিতে পায়॥
শ্রীরাম-বিষয়ে মোহ মনে আনা হে পার্ব্বতি। ধূলি ধূঁয়া অন্ধকার আকাশে দেখা যেমতি॥ ২
বিষয় ইন্দ্রিয় তা'র অধিপতি জীব আর। অপর-সহায়ে এরা লভয়ে চেতনা-ধার॥
সর্ব্বোপরি অনাবিল-চৈতন্য-আধার যিনি। অযোধ্যার অধিপতি অনাদি শ্রীরাম তিনি॥ ৩
জগত প্রকাশ তা'র প্রকাশক প্রভু রাম। মায়া-অধিপতি সেই জ্ঞান কিম্বা গুণধাম॥
যাঁহার সত্বায় মোহ-সহায়তা লাভ করি'। উল্লাসে জড়-মায়া সত্য-আকার ধরি'॥ ৪

দো—ঝিনুকেতে রূপা রবিকরে জল যথা প্রতিভাত হয়।
যদিও ত্রিকালে মিথ্যা তথাপি ভ্রম ঘুচিবার নয়॥ ১১৭

চৌ—তেমনি জগত হরি-আশ্রয়ে সদা রহে। মিথ্যা যদিও তবু দুঃখ-সন্তাপে দহে॥
যেমন স্বপনে যদি কা'রো মাথা কাটা যায়। না জাগিলে দুখ হ'তে কভু ত্রাণ নাহি পায়॥ ১
যাঁহার কৃপায় এই ভ্রম হয় চির দূর। ভবানি তিনিই রাম করুণায় ভরপুর॥
আদি কিম্বা অন্ত যাঁর না-পাইল কোনজন। শুধু অনুমানে বেদ এই করে বরণন॥ ২
শুনেন শ্রবণ নাই পদ নাই চ'লে যান। করেন বিহনে কর সব কাজ অনুষ্ঠান॥
আনন-রহিত কোন রস অ-গৃহীত নয়। বচন নাহিক তবু বাগ্মী নিরতিশয়॥ ৩
দেহ নাই স্পর্শ আছে হেরেন বিহনে আঁখি। নাসিকা বিহনে ঘ্রাণে কিছু নাহি রহে বাকী॥
ব্রহ্ম যিনি এই সব অ-লোকাতীত কাজ তাঁ'র। যাঁহার মহিমা মুখে কিছু নাহি বলিবার॥ ৪

দো—বেদ জ্ঞানী যাঁ'রে এ-ভাবে বরণে মুনিরা ধরেন ধ্যান।
ভক্ত-হিতকারী দশরথ-সুত সেই রাম ভগবান্॥ ১১৮

চৌ—বারাণসী ধামে প্রাণী হেরিয়া মরণাধীন। যে-নাম-প্রতাপে আমি করি তা'রে শোকহীন॥
তিনিই আমার প্রভু চর ও অচর-স্বামী। সেই রাম রঘুবর সবার অন্তরযামী॥ ১

বিবশ হ'য়েও তাঁ'র নাম-গ্রহণের ফলে। অনেক জনম-কৃত পাপ সব যায় জ্ব'লে ॥
আর স্মরে যে তাঁহারে পরম আদর ভরে। সেজন গো-পদ সম এই ভববারি তরে ॥ ২
সেই ব্রহ্ম পরমাত্মা এই রাম প্রিয়তমে। অবিহিত তব বাণী তাঁ'রে যা' কহিলে ভ্রমে ॥
এমন সংশয় হৃদে হওয়া মাত্র সমুদিত। পলায় বৈরাগ্য জ্ঞান আদি সদ্গুণ যত ॥ ৩
শিব-মুখ-বাণী শুনি' সব ভ্রম-ভঞ্জন। হ'ল দূর ভবানীর কুতর্কের মহাঘন ॥
ভক্তি প্রতীতি রাম-পদে হ'ল সমুদিত। অসম্ভব কল্পনা হইল অপসারিত ॥ ৪

দো—বার বার ধরি' প্রভুর চরণ জুড়িয়া কমল পাণি।
যেন প্রেমে ভিজা মধুর বচন বলেন গিরিশ-রাণী ॥ ১১৯

চৌ—শীতল বচন শুনি' বিধুর কিরণ সম। শরতের রবিতাপ-মোহ দূর হ'ল মম ॥
কৃপাল দয়ায় তব দূর সংশয় ঘোর। রামের স্বরূপ-বোধ উদিল হৃদয়ে মোর ॥ ১
বিষাদ দয়ায় তব হ'ল চিরঅবসান। চরণ-প্রসাদে প্রভু ফুল্ল এখন প্রাণ ॥
যদিও সহজে মূঢ় জ্ঞানহীনা নারী আমি। তথাপি ও-চরণের সেবিকা বলিয়া জানি' ॥ ২
আমার উপরে প্রীত যদি তোমার মন। তাহাই বলহ তবে শুধা'লাম যা' প্রথম ॥
ব্রহ্ম শ্রীরঘুমণি জ্ঞানময় অবিনাশী। সব-বিরহিত আর সব-হৃদি পুর-বাসী ॥ ৩
হে নাথ ধরিলা নর-কলেবর কি কারণ। বৃষকেতু বুঝাইয়া কর ইহা বর্ণন ॥
ভবানী-বচন শুনি' নম্র ভরা মিনতি। হেরি' রাম-কথা প'রে তাঁহার বিমল প্রীতি ॥ ৪

দো—হরষিত প্রাণ কামারি তখন স্বভাবতঃ জ্ঞানবান্।
করি' প্রশংসা উমার অনেক পুনঃ ক'ন কৃপাধাম ॥ ১২০ (ক)

সো—শুন সেই কথা সু-মহান্ রামলীলা মন-বিমোহন।
ভুষুণ্ডি যা' করিল বাখান খগপতি গরুড়-সদন ॥ ১২০ (খ)
সে সংবাদ অতীব উদার আগে বলি যেরূপে বিস্তার।
শুন রঘুবর-অবতার- লীলামৃত অনঘ অপার ॥ ১২০ (গ)
হরিগুণ নাম অপার কথা রূপ নাহিক গণন।
আমি নিজ মতি-অনুসার বলি উমা করহ শ্রবণ ॥ ১২০ (ঘ)

চৌ—মনোরম হরিকথা কহি শুন পার্ব্বতি। নিগম আগমে গীত বিপুল বিমল অতি ॥
শুধু মাত্র এ-কারণে হন হরি অবতার। এ-কথা নির্দ্দেশ করি' বলিবে শকতি কা'র ॥ ১
তর্কে না আসেন রাম বুদ্ধি মন বাণী-যোগে। আমার এ অভিমত কহিলাম হে সুভগে ॥
তবু সন্ত মুনিগণ কিম্বা বেদ কি পুরাণ। যা' কিছু বলেন করি' বুদ্ধি-যোগে অনুমান ॥ ২
আমারো যা' মনে আসে উহার কারণ বলি'। সুমুখি সকাশে তব তাহাও বিশদ বলি ॥
যখনি যখনি ভবে হয় ধরমের হানি। অসুর অধম আর পায় বৃদ্ধি অভিমানী ॥ ৩

অন্যায় করে এত মুখে নাহি কহা যায়। যাহাতে ধরণী ধেনু দ্বিজ সুর ক্লেশ পায় ॥
তখনি তখনি প্রভু ধরি' নানা অবতার। হরণ করেন সদা সজ্জন-দুখভার ॥ ৪

দো—বধেন অসুরে স্থাপেন দেবতা রাখেন বেদের মান।
করেন প্রসার নিজ মহাযশ এ হেতু আসেন রাম ॥ ১২১

চৌ—সে-যশ কীর্ত্তন করি' ভক্ত ভবনিধি তরে। তাঁ'র কলেবর ধরা ভকতের হিত তরে ॥
রাম-জন্ম গ্রহণের কারণ অনেক তর। এক অন্য হ'তে আরো অধিক বিস্ময়কর ॥
দুই এক জন্ম-কথা খুলে করি' বর্ণন। ভবানি শ্রবণ কর হ'য়ে অবহিত মন ॥
শ্রীহরির ছিল প্রিয় দ্বারপাল দুইজন। জয় ও বিজয় নাম জানে তাহা সব জন *।
শনকাদি-মুনি-অভিশাপে সহোদর দ্বয়। অসুরের কলেবর ধরে তমোগুণ ময় ॥
হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নাম ধরে। জগতে বিদিত বীর সুরপতি মদ-হরে ॥ ৩
সুবিখ্যাত বীর তা'রা সমরে না হার মানে বরাহ-আকার ধরি' নিপাতেন এক জনে ॥
নরসিংহ-রূপে অন্যে করেন তিনি সংহার। ভক্ত প্রহ্লাদ-যশ হইল যাহে প্রসার ॥ ৪

দো—তাহারাই দুই রাক্ষস হয় মহাবীর বলবান্।
দশানন আর কুম্ভকরণ সুরজয়ী যুযুধান ॥ ১২২

চৌ—তিন জন্ম ধরি' ছিল অভিশাপ ব্রাহ্মণের। মুক্ত নহিল হত হ'য়ে করে ঈশ্বরের
ভকত গণের হিত-লাগি আরো একবার। ভকত-বৎসল হরি ধরিলেন অবতার ॥ ১
অদিতি কশ্যপ সেই পূর্ব্বের মাতাপিতা। এবে দশরথ আর জননী কোশল-সুতা ॥
এক কল্পে এই মত অবতাররূপ ধরি'। করেন পাবন লীলা ধরণী-উপরে হরি ॥ ২
এক কল্পে দেবগণে দুখী দেখি' অতিশয়। জলন্ধর দৈত্য-করে হ'য়ে সবে পরাজয় ॥
করেন ভবানী-পতি সমর অতি প্রবল। মারিলেও নাহি মরে তথাপি সে মহাবল ॥ ৩
স্ত্রী তা'র পরমা সতী তা'রি পাতিব্রত্য-গুণে অসমর্থ মহেশ্বর তাহারে জিনিতে রণে ॥ ৪

* বৈকুণ্ঠধামে জয় ও বিজয় বিষ্ণুর দুই দ্বারপাল। একবার শনক, সনন্দ প্রভৃতি চারিজন মহর্ষি ভগবানের দর্শন লাভের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠে উপনীত হন। তাঁহাদের অবস্থা পাঁচ বৎসরের বালকের মত, তাঁহারা দিগম্বর। জয়-বিজয় তাঁহাদের চিনিতেন না,—ভগবানের নিকটে যাইতে বাধা দেন। ইহাতে ঋষিদিগের মনে এক লীলার সঙ্কল্প উদিত হইল। তাঁহারা ভাবিলেন, ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ এমনই দুর্ল্লভ হইয়াছে যে বৈকুণ্ঠধামে আসিলেও সহজে তাঁহার দর্শন লাভ ঘটে না; অতএব এমন উপায় করা যাউক, যাহাতে পশু পক্ষীরা পর্য্যন্ত অনায়াসে তাঁহার দর্শন পাইতে পারে। মনে মনে ইহা স্থির করিয়া মহর্ষিরা বলিলেন, "জয়-বিজয়! তোমাদের ন্যায় অসাবধান ব্যক্তিগণের স্থান ভগবানের ধামে হওয়া উচিত নহে। তোমরা কিছুদিন অসুর ভাবাপন্ন হইয়া বাস কর।" ঋষি-অভিশাপ শুনিয়া জয় ও বিজয় তাঁহাদের চরণে কাঁদিয়া পড়িলেন: ইত্যবসরে ভগবান্ বিষ্ণুও তথায় আবির্ভূত হইলেন ও মহর্ষিদিগের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি জয় ও বিজয়ের অপরাধ স্বীকার করিয়া লইলেন ও বলিলেন,—ইহাদের উদ্ধারের জন্য আমি স্বয়ং অবতার হইব। এই জয় ও বিজয় সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্য-কশিপু, ত্রেতায় রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং দ্বাপরে দন্তবক্র ও শিশুপালরূপে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ভগবান ঐ তিন যুগে বরাহ, নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তদ্বয়ের উদ্ধার করেন।

দো—ছল করি' ব্রত ভাঙ্গিয়া করিলা দেবতার কাজ সিদ্ধ।
রহস্য ইহার জানিল যখন করে অভিশাপে বিদ্ধ ॥ ১২৩

চৌ—গ্রহণ করেন হরি অভিশাপ শির পাতি'। লীলার আধার কৃপা-আগার কমলা পতি ॥
জনমে রাবণ হ'য়ে সেই দৈত্য জলন্ধর। সমরে বিনাশি' দেন পরা-পদ রঘুবর ॥ ১
একবার এই ছিল হেতু তাঁর জনমের। যে কারণে ধরিলেন কলেবর মানবের ॥
হে মুনি প্রভুর প্রতি-অবতার বিবরণ। কতই বিধানে কবি করিলেন কীর্ত্তন ॥ ২
দেবর্ষি নারদ দেন অভিশাপ একবার। এক কল্পে সে কারণে হ'ল তাঁ'র অবতার ॥
এ কথা শুনিতে কাণে সচকিতা শিবরাণী। বিষ্ণু-ভকত ঋষি আর তিনি মহাজ্ঞানী ॥ ৩
কিসের কারণে মুনি দেন হেন অভিশাপ। তাঁ'র পাশে রমাপতি কহ কি করিলা পাপ ॥
এ কাহিনী সবিশেষ কহ মোরে ত্রিপুরারি। নারদের মনে মোহ এ ত' বিস্ময়ের ভারি ॥ ৪

দো—তখন মহেশ কহেন হাসিয়া জ্ঞানী মূঢ় কিছু নাই।
রাম যবে যা'রে করা'ন যেমন তখনি হইবে তাই ॥ ১২৪ (ক)

সো—করি রাম-গুণ-কথা গান ভরদ্বাজ কর অবধান।
ভব-দুখ-নিবারণ রাম তুলসি ভজহ ত্যজি' মান ॥ ১২৪ (খ)

নারদের অহঙ্কার ও মায়ার প্রভাব

চৌ—হিমালয় মাঝে এক গুহা পূত অতিশয়। তাহার সমীপ দেশে সুর-স্রোতস্বতী বয়।
পবিত্র আশ্রম আর বাক্যাতীত শোভা তা'র ; হেরি' দেব-ঋষি-মনে লাগে অতি চমৎকার ॥ ১
নিরখি পর্ব্বত নদী কতই বন-বিভাগ। উপজিল রমাপতি-শ্রীচরণে অনুরাগ ॥
শ্রীহরি-স্মরণ মাত্রে শাপেতে পড়িল বাধা *। সমাধিতে পূত মন হরি পদে গেল বাঁধা ॥ ২
হেরিয়া মুনির গতি বাসব শঙ্কিত চিত। আহ্বানি' কামদেবে পূজিলেন যথোচিত ॥
সহচর সাথে করি' যাও দেব মম হেতু। হরষিত মনে যা'ন তথায় মকর কেতু ॥ ৩
সুরপতি মন-মাঝে উপজিল এই ত্রাস। মোর পুরী লাভেতে বা নারদের অভিলাষ ॥
ধরা মাঝে কামী আর লোভিগণ মনে মনে। কুটিল বায়স সম ভয় করে সব জনে ॥ ৪

দো—নীরস অস্থি মুখেতে কুকুর ধায় হেরি' মৃগরাজ।
মনে ভয় পাছে কেড়ে লয় মূঢ়† ইন্দ্রের নাহি লাজ ॥ ১২৫

* দক্ষ প্রজাপতি নারদকে শাপ দিয়াছিলেন, তাহার ফলে নারদ একস্থানে স্থির থাকিতে পারিতেন না।

† যেমন কুকুর সিংহকে দেখিয়া শুষ্ক অস্থি মুখে লইয়া পলায় ও মনে করে হয়ত' বা তাহার অস্থিখণ্ড সিংহ কাড়িয়া লইবে, সেইরূপ মূর্খ ইন্দ্রের লজ্জা নাই (ইন্দ্রের মনে হইল, হয়ত বা দেবর্ষি নারদ তাহার রাজত্ব কাড়িয়া লইবার উদ্দেশ্যে তপস্যা করিতেছেন)।

চৌ—দেবর্ষি আশ্রম' পরে মদন করি' গমন। করিলা মায়ায় নিজ বসন্তের সমাগম॥
নানা-রং ফুলে হ'ল কুসুমিত তরুগণ। কোকিল কূজন করে অলি করে গুঞ্জন॥ ১
প্রবাহিল প্রাণারাম ত্রিবিধ সুবাস-বহ। কামের কৃশাণু যাহে আরো হয় দুঃসহ॥
নবীনা যুবতী যত রম্ভা আদি দেবাঙ্গনা। সবাই মনোজ-শর-কলা জ্ঞান সুনিপুণা॥ ২
তুলিয়া তরঙ্গ-তান সুললিতে গান করে। কন্দু-ক্রীড়া করে নানা হিল্লোলি' চারু করে
সহচর-বল হেরি' পুলকিত মনোভব। সৃজন করিলা পুনঃ বিচিত্র প্রপঞ্চ সব॥ ৩
তাহাদের ছলা-কলা না ব্যাপিল মুনিবরে। তখন ত্রাসিত কাম আপন বিনাশ ডরে॥
অতি বড় রক্ষক শ্রীপতি সহায় যা'র। তাহার মর্য্যাদা-নাশ করিতে শকতি কা'র॥

দো—সহ সহচর শঙ্কিত অতি পরাভূত জানি' মনে।
পড়িল মদন মুনি-পদতলে কাতর বচন সনে॥ ১২৬

চৌ—নারদের হৃদে নাহি উদিল রোষের লেশ। প্রিয় কথা কহি' কামে তুষেন মুনি বিশেষ
অনুমতি করি' লাভ প্রণমি' চরণ 'পর। ফিরিয়া যাইল কাম সহ নিজ সহচর॥ ১
সুরপতি-সভামাঝে করে কাম বর্ণন। মুনির শীলতা আর আপনার আচরণ॥
শুনিয়া হৃদয়ে সবে অতি বিস্ময় মানে। করি' তাঁ'র সাধুবাদ প্রণমে শ্রীভগবানে॥ ২
অনন্তর কাম-জয়ী এই ভাব ধরি' মনে। দেব-ঋষি উপনীত মহেশের সন্নিধানে॥
মদনের আচরণ বিবরিলা সবিশেষ। অতি প্রিয় জানি' হর দেন এই উপদেশ॥ ৩
বারবার মুনি তোমা এই মম নিবেদন। যে-ভাবে আমার কাছে করিলে এ বর্ণন॥
সে ভাবে শ্রীভগবানে যেন শুনা'য়ো না কভু। উঠিলেও এই কথা গোপন করিবে তবু॥ ৪

দো—দিলেন মহেশ হিত-উপদেশ ভরে না নারদ-প্রাণ।
শুন ভরদ্বাজ রঙ্গের কথা হরি-ইচ্ছা বলবান্॥ ১২৭

চৌ—শ্রীরামের ইচ্ছা যাহা তা'ই হয় অবনীতে। কেহ হেন নাহি যেবা অন্যথা করে তা'তে॥
হরের বচনে তুষ্ট নহেক তাঁহার মন। বিধিলোকে তথা হ'তে করেন মুনি গমন॥ ১
একবার বীণাকরে সঙ্গীত সু-নিপুণ। করিতে করিতে গান পরমেশ হরিগুণ॥
গমন করেন ক্ষীর-পারাবারে মুনিবর। বিরাজ করেন যথা শ্রীনিবাস গদাধর॥ ২
সম্ভাষেন হর্ষ ভরে উঠি' রমা-নিকেতন। ঋষি সনে সুখাসনে করেন উপবেশন॥
হাসিয়া কহেন এই চরাচর-ঈশ্বর। বহুদিন পরে আজি কৃপা তব মুনিবর॥ ৩
যদিও প্রথম হতে ছিল মহেশের মানা। শুনান দেবর্ষি তবু কাম-আচরণ নানা॥
শ্রীরঘুনাথের মায়া প্রচণ্ড নিরতিশয় কে জনমে ধরা'পরে মোহিত যে নাহি হয়॥ ৪

দো—শুষ্ক বদন করিয়া বচন ক'ন মৃদু ভগবান্।
স্মরিলেই তোমা ঘুচে মুনিবর মোহ কাম মদ মান॥ ১২৮

চৌ—শুন মুনি হৃদে যা'র নাহি বিরাগ জ্ঞান। তা'রি মনে প্রলোভিত করে কাম মোহমান ॥
ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ ধীরমতি তুমি মুনি। মদন তোমার কিবা করিবে তা' কহ শুনি ॥
নারদ উত্তর দেন মনে রাখি' অভিমান। সকলি তোমার কৃপা কৃপাধার ভগবান্ ॥
দেখেন করুণানিধি মনেতে বিচার করি'। উদ্‌গত মদ-তরু নারদের মন ভরি' ॥ ২
ভকতের হিত করা সতত আমার পণ। ত্বরায় ফেলিব দূরে করি' মূল-উৎপাটন ॥
যাহে রঙ্গ হয় মোর হয় মুনি-উপকার। অবশ্যই সে উপায় করিব কোন প্রকার ॥ ৩
তখন নারদ হরি-চরণে করিয়া নতি। ফিরেন হৃদয়ে আরো অহঙ্কার বাড়ে অতি ॥
শ্রীপতি আপন মায়া প্রসার করি' তখন। তাঁহার দুর্গতি কিবা করেন কর শ্রবণ ॥ ৪

বিশ্ব-মোহিনীর স্বয়ম্বর : নারদের মোহ ভঙ্গ

দো—পথেতে নগর করিলা সৃজন যোজন-শত প্রসার।
বৈকুণ্ঠ হ'তেও শোভাময়ী পুরী রচনা নানা প্রকার ॥ ১২৯

চৌ—নগরে নিবাস করে সুন্দর নর-নারী। অগণিত মনসিজ-রতি যেন তনুধারী ॥
শীলনিধি নামে রাজা সে নগরে অধিষ্ঠিত। চমূ বাজি গজ রথ গণনা কে করে কত ॥ ১
শত সুরপতি সম বিভব সুখ-বিলাস। বীর্য্য রূপ বল আর নীতির যেন আবাস ॥
বিশ্ব-মোহিনী নামে সেই নৃপতির সুতা। নিরখি' যাহার রূপ রমা নিজে বিমোহিতা ॥ ২
হরির(ই) মায়ার বশে কন্যা সব গুণযুতা। কতই যে গুণ তা'র কহিবারে ভাষা কোথা ॥
সেই নৃপতির সুতা আচরিবে স্বয়ম্বর। সমাগত সে কারণে অগণিত নৃপবর ॥ ৩
সে নগরে গুনি যান কুতূহলী দেব-ঋষি। কারণ শুধান সবে হেরিয়া নগরবাসী ॥
সকল বারতা শুনি' আসিলেন রাজপুরী। আসনে বসান নৃপ মুনিবরে পূজা করি' ॥ ৪

দো—দুহিতায় ডাকি' আনা'য়ে রাজন্ দেখা'ন নারদে তা'রে।
ক'ন তপোধন এর গুণাগুণ বলুন বিচার ক'রে ॥ ১৩০

চৌ—বৈরাগ্য ভুলেন মুনি রূপ করি' দরশন। তা'র পানে অপলকে চেয়ে র'ন বহুক্ষণ ॥
লক্ষণ দেখি' তা'র হারা'ন আপন বশ। নারেন বলিতে মুখে প্রাণে আসে কি হরষ ॥ ১
এ যাহারে মালা দিবে মরণ না তা'রে ছুঁবে। তাহারে সম্মুখ রণে ত্রিভুবনে কে জিনিবে ॥
চরাচর সবে পায়ে ধরিবে অর্ঘ্যের ডালা। শীলনিধি-সুতা যা'র গলে দিবে বর-মালা ॥ ২
সব লক্ষণ মুনি গেঁথে রেখে নিজ মনে। কপোল-কল্পিত কিছু কহেন নৃপ-সদনে ॥
তনয়ার সুলক্ষণ নৃপে করি' কীর্ত্তন। নারদ চলিয়া যা'ন অতি চিন্তিত মন ॥ ৩
হইবে করিতে মোরে সে-উপায় নির্দ্ধারণ। যে প্রকারে এই কন্যা আমারে করে বরণ ॥
না হ'বে কিছু এ কালে জপতপে নিরবধি। কেমনে এ কন্যা-লাভ হ'বে মোর ওহে বিধি ॥ ৪

দো—এমন সময় মম প্রয়োজন রূপ-শোভা সুবিশাল।
যাহে প্রীত বালা আমার গলায় দান করে জয়-মাল ॥ ১৩১

চৌ—কমনীয় রূপ-ভিক্ষা করি হরি-পদতলে। দেরী হ'য়ে যা'বে কিন্তু তাঁর কাছে যেতে গেলে॥
তাঁহার সমান কেহ নাহি মম হিতকারী। সহায় এ ঘোর দায়ে যেন হ'ন চক্রধারী ॥ ১
নারদ করেন নানা মিনতি হরির পায়। রঙ্গভরা কৃপাময় উদিলা আসি' তথায় ॥
প্রভুর উদয় হেরি' মুনির আঁখি জুড়ায়। কার্য্য সিদ্ধি ঠিক ভাবি' ফুল্ল প্রাণ অতিশয় ॥ ২
অতীব কাতর হ'য়ে সকলি জানান পদে। করহ করুণা প্রভু সহায় হ'য়ে বিপদে ॥
তোমার ও-রূপ প্রভু আমারে করহ দান। এ-ছাড়া পাইতে তা'রে উপায় নাহিক আন ॥৩
যাহাতে আমার হিত হয় হে দীন-শরণ। ত্বরায় কর তা প্রভু আমি তব নিজ-জন ॥
নিরখি' আপন মায়া-প্রভাব অতি বিশাল। মনে মনে হাসি' মুখে কহেন দীন-দয়াল ॥ ৪

দো—পরম কল্যাণ হয় যেই মতে নারদ শুন তোমার।
অন্য কিছু নয় তাহাই করিব বৃথা নহে অঙ্গীকার ॥ ১৩২

চৌ—রোগেতে ব্যাকুল রোগী কুপথ্য কামনা করে। হে যোগি হে মুনি শুন নাহি দেয় বৈদ্যবরে ॥
এই ভাবে তব হিত করিতে করি মনন। এত বলি' তথা হ'তে অপসৃত নারায়ণ ॥ ১
মায়াতে বিবশ হ'য়ে মূঢ় প্রায় হ'ন মুনি। না বুঝেন গূঢ় অর্থ শুনি' শ্রীহরির বাণী ॥
ত্বরিত গতিতে তথা করেন প্রতিগমন। স্বয়ম্বর সভা যথা সজ্জিত অতুলন ॥ ২
নিজ নিজ সিংহাসনে বসিয়া নৃপতিগণ। বহু সাজ সজ্জা করি' সহ সহচরগণ ॥
মনে ফুল্ল অতি মুনি আপনার রূপ-তরে। ভুলেও অপরে মালা দিবে না ত্যজিয়া মোরে ॥৩
মুনির হিতের তরে কল্যাণ-নিধি প্রভু। দিলেন কু-রূপ হেন কথনে না যায় কভু ॥
রহস্য কাহারো কিন্তু না হয় আঁখি-গোচর। সকলে প্রণাম করে জানি' দেব-ঋষিবর ॥ ৪

দো—সেথায় আছিল রুদ্র-গণ দুই রহস্য জানিত তা'রা।
দ্বিজ-বেশ ধরি' বেড়াইতেছিল তা'রাও রঙ্গভরা ॥ ১৩৩

চৌ—অতি অহঙ্কার হৃদে করিয়া পরিপোষণ। যে-সারিতে মুনিবর করিলা উপবেশন ॥
সে খানেই বসেছিল শিব-গণ দুই জনে। বিপ্র-বেশ ধরা হেতু তা'দের না কেহ চিনে ॥ ১
নারদে শুনা'য়ে কহে দুইজনে ব্যঙ্গ করি'। কিরূপ দিলেন হরি শোভা হেরে প্রাণে মরি ॥
এমন মোহন রূপে মজিবেই রাজবালা। এরে-ই বিশেষ করি' হরি* জানি' দিবে মালা ॥২
মোহ-ভ্রান্ত মুনি-মন নাহিক আপন বশে। শিব-গণ মন-সুখে হেসে' হেসে' উপহাসে ॥
যদিও তা'দের ব্যঙ্গ পশে নারদের কাণে। ভ্রম-ভরা মতি বশে নাহি আসে প্রণিধানে ॥৩
এ রহস্য না জানিল সভামাঝে কোন জন। রাজবালা শুধু করে সেইরূপ দরশন ॥
মর্কট-মত মুখ ভয়ঙ্কর কলেবর। নিরখি' বিকট রূপ ক্রোধ জাগে হৃদি 'পর ॥ ৪

---

* বানর।

দো—সহচরী-সনে যায় রাজবালা চলিছে যেন মরাল।
নৃপগণে হেরি' ফিরিতে লাগিল পদ্ম-করে জয়মাল ॥ ১৩৪

চৌ—যে-দিকে নারদ রহে রূপের গরব ভরে। ভুলেও সে-দিক পানে দৃক্‌পাত নাহি করে ॥
ব্যাকুলিত-প্রাণ মুনি তেড়ে তেড়ে ওঠে বসে। দশা হেরে' শিব-গণ দ্বয় মৃদু মৃদু হাসে ॥ ১
নৃপ-দেহ ধরি' তথা প্রভু সমুদিত হ'ন। হরষিতা বালা করে জয়-মালা অর্পণ ॥
কন্যা ল'য়ে অপসৃত হ'লেন রমা-নিবাস। নৃপতি-সমাজ-মন বিরস অতি নিরাশ। ২
অতীব বিকল মুনি বুদ্ধি-নাশ মোহ-ফলে। মাণিক হারা'ল যেন দৈব-বশে গাঁঠ খুলে' ॥
মৃদু হেসে নারদের প্রতি কহে শিব-গণ। মুকুর লইয়া মুখ কর ত' অবলোকন ॥ ৩
এ-কথা ব'লেই দু'য়ে ত্রাসে পলাইয়া যায়। সলিলে আপন মুখ মুনি দেখিবারে পায় ॥
নিরখি' আপন বেশ ক্রোধে জ্বলে কলেবর। সে-দু'য়ে কঠোর শাপ দিলেন মহর্ষিবর ॥ ৪

দো—যাও থাক' গিয়ে রাক্ষস হ'য়ে কপটী পাপী দুজন।
মোর উপহাসে ধর প্রতিফল হে'স হেরি' মুনি কোন ॥ ১৩৫

চৌ—জলেতে হেরিতে পুনঃ পা'ন রূপ আপনার। প্রাণে সন্তোষ তবু নাহি আসে পুনর্ব্বার ॥
অধর ফুলিছে ক্রোধে ভরা তাঁ'র অন্তর। ত্বরাগতি চলিলেন বিষ্ণু-লোকে মুনিবর ॥ ১
হয় দিব অভিশাপ আর নহে দিব প্রাণ। ত্রিলোকে আমার হরি করা'লেন অপমান ॥
মধ্য-পথেতে মুনি দেখা পা'ন দৈত্য-অরি। সঙ্গেতে রমা আর সেই নৃপ-সুকুমারী ॥ ২
মধুর বচনে তাঁ'রে কহিলেন সুরস্বামী। এমন ব্যাকুল হ'য়ে কোথা যাও মুনি তুমি ॥
শুনিয়া মুনির মনে উপজিল অতি ক্রোধ। মায়া-বশে না রহিল মন-মাঝে শুভ-বোধ ॥ ৩
কহেন সহিতে নার' অপরের বৈভব। ঈর্ষা কপট ভরা হৃদয়-আগার তব ॥
পাগল করিলে রুদ্রে সাগর মথন-কালে। দেবগণে পাঠাইয়া বিষপান করাইলে ॥ ৪

দো—অসুরে মদিরা হলাহল হরে কৌস্তুভ রমা তোমার।
অতি স্বার্থপর কূটমতি তুমি সদা ক্রূর ব্যবহার ॥ ১৩৬

চৌ—স্বৈরাচারী অতিশয় কেহ নাহি গুরুজন। যা' আসে তোমার মনে তা'ই কর আচরণ ॥
শুভেরে অশুভ কর অশুভে মঙ্গল সদা। না তোমার হর্ষ নাহি খেদ তব হৃদে কদা ॥ ১
প্রবঞ্চনা করি' করি' সবারে পরীক্ষা করা। শঙ্কাহীন মন এতে সতত উৎসাহ ভরা ॥
শুভাশুভ কর্ম্ম কভু তোমারে না বাধা দিল। তোমা হেন শঠে সোজা আজো কেহ না করিল ॥ ২
উপযুক্ত জন সনে হ'ল এবে ব্যবহার। আপন কাজের ফল পা'বে তুমি এইবার ॥
যে-দেহ ধরায়ে তুমি আমারে কর ছলন। এই মম অভিশাপে সে দেহ কর ধারণ ॥ ৩
বানর-আকার মোর ক'রেছিলে যেইরূপ। সে বানর-সহায়তা চাহিতে হ'বে সেরূপ ॥
যেমন করিলে তুমি মোর ঘোর অপকার। নারীর বিরহ-বশে সহিবে দুখ অপার ॥ ৪

দো—শাপ ধরি' শিরে হরষিত মনে করেন বহু বিনয়।
আপনার মায়া- প্রবলতা শেষে হ'রে লন দয়াময় ॥ ১৩৭

চৌ—নিজ মায়া সম্বরণ করিলেন যবে হরি। কোথা বা কমলা আর কোথা সে নৃপ-কুমারী ॥
তখন নারদ অতি ভয়াকুল কলেবরে। প্রণত-আর্ত্তিহারী পড়িলা চরণ 'পরে ॥ ১
কহেন আমার শাপ বৃথা হ'ক্ দয়াময়। এ-সকলি মোর ইচ্ছা কহিলেন কৃপাময় ॥
মুনি ক'ন দুর্ব্বচন বহু কার উচ্চারণ। এ-পাপ ঘুচিবে কিসে কহ পাপ-বিমোচন ॥ ২
যাও গিয়া জপ কর শঙ্করের শত নাম। শান্তি আসিবে ত্বরা পাইবে মন-বিরাম ॥
মহেশ সমান আর প্রিয় কেহ নাহি মোরে। এ বিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রো না ভ্রমের (ও) ভরে ॥৩
ত্রিপুরারি না করেন যা'রে কৃপা প্রদর্শন। সে কভু না পায় মুনি আমার ভকতি ধন ॥
এ-কথা স্মরণ রাখি' কর ধরা-বিচরণ। তোমার নিকটে মায়া আসিবে না কদাচন ॥ ৪

দো—মুনিবরে বহু প্রবোধ প্রদানি' হ'ন প্রভু অন্তর্দ্ধান।
সত্যলোকে তবে যা'ন মুনিরাজ করি' রাম-গুণ গান ॥ ১৩৮

চৌ—মোহ-অপগত মন নারদ প্রফুল্ল মতি। দেখেন শঙ্কর-গণ করেন পথেতে গতি ॥
অতি ভয়-ভীত মনে আসেন নিকটে তাঁ'র। পায়ে ধরি' দীন ভাষা ক'ন দোঁহে বারবার ॥
বিপ্র নহিক মোরা দুই শিব-অনুচর। বড়-অপরাধ ফল পাইয়াছি মুনিবর ॥
করুণা করহ প্রভু এই শাপ-বিমোচনে। কহেন নারদ তবে দয়া যাঁর দীনজনে ॥ ২
রাক্ষস-দেহ ধরি' রহ গিয়া দুইজন। বিপুল বিভব হ'বে তেজ বল অতুলন ॥
আপনার ভুজবলে ত্রিভুবন পা'বে পায়। তখন ধরায় বিষ্ণু ধরিবেন নর-কায় ॥ ৩
মরণ হরির করে সমরে হ'বে দোঁহার। মুক্তি লভিবে যে'তে না হ'বে সংসারে আর ॥
মুনিরে প্রণাম করি দু'জনে চলিয়া যান। সময় আসিলে দোঁহে রাক্ষস-দেহ পা'ন ॥ ৪

দো—এক কল্প-মাঝে ইহারি কারণে লন প্রভু অবতার।
সুর-রঞ্জন সজ্জন-সুখ ভঞ্জন ভূমি-ভার ॥ ১৩৯

চৌ—এই মত শ্রীহরির জনম করম যত। সুন্দর সুখ-প্রদ বিচিত্র কতই মত ॥
কল্পে কল্পে যখন-ই লন প্রভু অবতার। কত মনোহর লীলা আচরেন প্রতিবার ॥ ১
তখন করেন গান লীলা মুনিরাজগণ। পরম পুণিত কাব্য-কথা করি' বিরচন ॥
অনুপ প্রসঙ্গ কত ক'রেছেন বর্ণিত। শুনিয়া বিবেকিগণ নাহি হ'ন বিস্মিত ॥ ২
অন্তহীন হরি আর অনন্ত হরির কথা। কহেন শুনেন সাধু কত মতে এই গাথা ॥
রঘুকুলেশ্বর রামলীলা কথা মনোময়। কোটি কল্প গাহিলেও কভু শেষ নাহি হয় ॥ ৩
হে ভবানি এ প্রসঙ্গ কহিলাম বুঝাবারে। হরি-মায়া বিমোহিত করে জ্ঞানী মুনি বরে ॥
লীলার আধার প্রভু প্রণতের হিতকারী। সেবিলে সুলভ আর সব-বিধি দুখ-হারী ॥ ৪

সো—কেহ নাহি সুর মুনি নর মোহিত না করে মায়া যা'য়।
এ বিচার রাখি' হৃদি' পর পড়' মহামায়া-পতি-পায় ॥ ১৪০

চৌ—অপর কারণ শুন ওগো হিমালয়-সুতা। বিশদ করিয়া তোমা কহি সে বিচিত্র কথা ॥
যে-কারণে জন্মাতীত গুণাতীত বীতরূপ। ব্রহ্মা সে ধরেন কায় কোশল পুরীর ভূপ ॥ ১
যাঁহারে হেরিলে বনে করিছেন বিচরণ। অনুজের সনে মুনি-বসন করি' ধারণ ॥
যে-প্রভুর লীলা করি' নিজ চ'খে দরশন। সতী-কলেবরে তুমি পাগল হ'লে অমন ॥ ২
এখনো যাহার রেশ নহেক অপসারিত। ভ্রান্তি-রোগ-বিনাশিনী সে-কথা শুন পুণিত ॥
যে-যে লীলা করিলেন প্রভু সেই অবতারে। সকলি তোমারে বলি নিজ মতি অনুসারে ॥ ৩
যাজ্ঞবল্ক্য ক'ন ভরদ্বাজ শুনি' শিব-বাণী। সপ্রেম সঙ্কোচ-হাসি হাসিলেন ভবরাণী ॥
অনন্তর আরম্ভন করিলেন বৃষকেতু। বর্ণন শ্রীরামের অবতার যেবা হেতু ॥ ৪

দো—কহি সে-সকল তোমার সকাশে সব কলি-পাপ-হারী ॥
মন দিয়া শুন শ্রীরামের কথা মুদ-মঙ্গল কারী ॥ ১৪১

মনু-শতরূপা কাহিনী

চৌ—স্বায়ম্ভুব মনু আর শতরূপা রাণী তাঁ'র। যাঁহাদের হ'তে হ'ল নর-সৃষ্টি এধরার ॥
অতীব নির্ম্মল ছিল দম্পতির আচরণ। আজো বেদ কীর্ত্তি যাঁর গান করে যে কারণ ॥ ১
নৃপতি উত্তানপাদ সে মনুর আত্মজ। পুত্র তাঁর ধ্রুব ভক্ত হরিপদ-পঙ্কজ ॥
মনুর কনিষ্ঠ সুত প্রিয়ব্রত নাম তাঁ'র। বেদ পুরাণেতে বহু বাখান করেন যাঁ'র ॥ ২
দেবহূতি নামে পা'ন প্রিয়ব্রত এক সুতা। মুনি কর্দ্দমের তিনি হ'লেন প্রিয় বনিতা ॥
কৃপাময় ভগবান্ আদিদেব কপিলেরে। এই দেবী দেবহূতি ধরেন নিজ জঠরে ॥ ৩
সাংখ্য শাস্ত্র সেই মুনি করিলেন নির্ম্মাণ। তত্ত্ব-বিচার কলা কৌশলী ভগবান্ ॥
সেই স্বায়ম্ভুব রাজ্য করিলেন বহুকাল। পরমেশ-আজ্ঞা মত পালিলেন প্রজাপাল ॥ ৪

সো—বিষয়েতে না আসে বিরাগ জরা এল রহিতে ভবনে।
হৃদয়েতে বড়ই বিষাদ জন্ম যায় ভকতি বিহনে ॥ ১৪২

চৌ—হঠ করি' তনয়েরে সিংহাসন করি' দান। মহিষী লইয়া সাথে করেন বনে প্রয়াণ ॥
খ্যাত নৈমিষ তীর্থ তুল্য যা'র নাহি কোথা। অতি পুণ্যময় স্থান সাধকের সিদ্ধি দাতা ॥ ১
নিবাস করেন যথা মুনি ঋষি সিদ্ধগণ। যা'ন তথা মুনিরাজ অতিশয় ফুল্ল মন ॥
পথেতে চলেন শোভা দোঁহাকার এইমত। সশরীরে জ্ঞান আর ভক্তি চলে যেইমত ॥ ২
উতরিত অবশেষে হ'লেন গোমতী-তীরে। হরষিত মনে স্নান করেন বিমল নীরে ॥
আসেন করিতে দেখা সিদ্ধ মুনিঋষি জ্ঞানী। ধর্ম্ম রক্ষাকারী রাজ-ঋষি ব'লে তাঁ'রে জানি' ॥ ৩

যেখানে যেখানে ছিল যত তীর্থ সুমোহন। করা'ন সকল তীর্থ সমাদরে স্নানগণ ॥
কৃশতনু মুনিবেশ দোঁহাকার পরিধান। সাধু-সঙ্গেতে বসি' শুনেন নিত পুরাণ ॥ ৪

দো—দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র তখন জপিলেন অনুরাগে।
বাসুদেব-পদ- পঙ্কজে মন দম্পতির অতি লাগে ॥ ১৪৩

চৌ—করেন আহার শুধু শাক আর ফল কন্দ। হৃদয়ে স্মরেন ব্রহ্ম সৎ চিৎ পরানন্দ ॥
হরির কারণে তপ আরম্ভ করেন কালে। সলিল আধার করি বরজেন ফল মূলে ॥ ১
হৃদয় মাঝারে জাগে নিরন্তর অভিলাষ। নয়ন ভরিয়া হেরি সেই প্রভু শ্রীনিবাস ॥
গুণাতীত খণ্ডহীন অনন্ত যিনি অনাদি। যাঁহারে রাখেন চিতে যত পরমার্থবাদী ॥ ২
নেতি নেতি বলি' যাঁ'রে বেদ করে নিরূপণ। আনন্দ-স্বরূপ সেই নিরুপাধ অনুপম ॥
মহাদেব চতুর্ম্মুখ বহু বিষ্ণু-ভগবান্। যাঁ'র অংশ হ'তে সবে হ'লেন প্রকাশমান ॥ ৩
এমন প্রভুও সদা ভকতের বশ র'ন। করেন ভকত-হিতে লীলায় তনু ধারণ ॥
বেদের এ কথা যদি যথার্থই সত্য হয়। তবে আমাদের আশা পূর্ণ হ'বে নিশ্চয় ॥ ৪

দো—এই ভাবে ছয় হাজার বছর সলিল আহার ক'রে।
বৎসর সাত সহস্র আবার রহেন বায়ুর 'পরে ॥ ১৪৪

চৌ—বছর সহস্র দশ বায়ু না করি' গ্রহণ। এক পদে দাঁড়াইয়া রহিলেন দুইজন ॥
চতুর্ম্মুখ হরি হর নিরখি' তপ অপার। আসিলেন মনুরাজ-সমীপে অনেক বার ॥ ১
বর লহ বলি' বহু দেখা'লেন প্রলোভন। মহাবীর জায়া-পতি বিচলিত নাহি হন ॥
অস্থি-শুধু অবশেষ যদিও সে কলেবর। তথাপিও অনুমাত্র পীড়া নাই হৃদি 'পর ॥ ২
তখন দীনের প্রভু ভগবান্ অন্তর্য্যামী। বুঝিলেন নান্যগতি নিজ ভক্ত রাজারাণী ॥
বর চাহ বর চাহ হইল আকাশবাণী। পরম গম্ভীর যেন করুণার মন্দাকিনী ॥ ৩
সেই মৃত-সঞ্জীবনী বাণী অতি সুমধুর। যেমন শ্রবণ-পথে পশিল হৃদয়-পুর ॥
হৃষ্ট পুষ্ট এক ক্ষণে হ'ল তনু মনোহর। এখনি আসেন যেন দু'জনে ত্যজিয়া ঘর ॥ ৪

দো—শ্রবণ-অমিয় সম বাণী শুনি' পুলক-ফুল্ল কায়।
দণ্ডবৎ করি' কহিলেন মনু প্রেম না ধরে হিয়ায় ॥ ১৪৫

চৌ—ভকতের কল্পতরু তুমি ভক্ত-কামধেনু। চতুর্ম্মুখ হরিহর-পূজিত ও পদ-রেণু ॥
সেবায় সুলভ তুমি সব সুখ-প্রদায়ক। তুমি হে প্রণত-পাল অচর-চর রক্ষক ॥ ১
হে অনাথ-হিতকারি স্নেহ যদি আমা-দোঁহে। প্রসন্ন হইয়া তবে এই বর দেহ ওহে ॥
যে রূপে হরের মনে কর তুমি অধিষ্ঠান। যাঁ'র তরে করে মুনি যতন সমর্পি' প্রাণ ॥ ২
যে রূপ ভুষুণ্ডি-মন-মানসসর-মরাল। সগুণ নির্গুণ বলি' গায় বেদ চিরকাল ॥
হেরি যেন দুইজনে সে রূপ ভরি' লোচন। এই কৃপা কর' দেব প্রণত-দুখ মোচন ॥ ৩

দম্পতির এ মিনতি-তাঁ'র কাছে প্রিয় লাগে। মৃদুল বিনয়ভরা অভিসিক্ত অনুরাগে ॥
ভকত-বৎসল প্রভু অশেষ কৃপা-নিধান। নিখিল-আবাস তবে দেখা দেন ভগবান্ ॥ ৪

দো—নীল শতদল নীল মণি নীল- নীরধর-ঘন শ্যাম।
তনু-শোভা হেরি' লাজে অবনত শত কোটি কোটি কাম ॥ ১৪৬

চৌ—শরতের রাকাশশী বদন শোভার সীমা। সুচারু কপোল গ্রীবা চিবুক নাহি উপমা ॥
অরুণ-অধর রদ নাসিকা নাহি তুলন। বিধুকর-নিকর বিনিন্দক হাসি কম ॥ ১
অম্বুজ-নব যেন অম্বক-ছবি মরি। ললিত বিলোকনি অতি প্রাণ-মোহকরী ॥
ভ্রূকুটী মনোজ- চাপ-গর্ব্ব হরিয়া লয়। তিলক ললাট-পটে দিব্য প্রকাশময় ॥ ২
মকর-কুণ্ডল শিরে মুকুট-বর শোভিত। ভ্রমর পাঁতির সম কেশদাম কুণ্ডলিত ॥
শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত উর সুন্দর বনমাল। রতন-খচিত হার আভূষণ মণি-জাল ॥ ৩
স্কন্ধ কেশরী সম উপবীত সুন্দর বাহুর ভূষণ সেও অতি প্রাণ মনোহর ॥
করী-কর-নিন্দিত ভুজযুগ সুমহান। কটিতে তূণীর বাঁধা করে শোভে ধনুবাণ ॥ ৪

দো বিজলী জিনিয়া পীতবাস মরি ত্রিবলী উদরে শোভে।
ভ্রমর-চক্র যেন যমুনায় নাভি হেন মন লোভে ॥ ১৪৭

চৌ—রাজীব চরণ-তল নাহি আসে বর্ণনায়। মুনি-মন-মধুকর নিয়ত নিবসে যায় ॥ ১
বামেতে বাড়ান শোভা সেই চির-অনুকূল। আদি-শক্তি শোভারাশি জগত কারণ-মূল ॥ ১
সৃষ্ট যাঁ'র অংশ হ'তে হ'ন সর্ব্ব-গুণময়ী। গণনা-অতীত রমা ঈশানী ব্রহ্মাণী ত্রয়ী ॥
ভ্রূকুটী-বিলাস মাত্রে যাঁ'হ'তে জগত জাগে। সেই শক্তিরূপা সীতা শ্রীরামের বামভাগে ॥ ২
শোভার সাগর হরি-রূপ করি' দরশন। স্তব্ধ রহেন দোঁহে অপলক দু'নয়ন ॥
অনুপম সেইরূপ দেখেও ভরি লোচন। তৃপ্ত তথাপি নহে শতরূপা মনু-মন ॥ ৩
পুলকে আপনহারা দেহ-বোধ বিস্মৃত। জড়া'য়ে চরণযুগ দণ্ড-প্রায় নিপতিত ॥
পরশেন প্রভু শির দিয়া কর-শতদল। ত্বরিতে তুলেন দোঁহে করুণায় ঢলঢল ॥ ৪

দো—বলেন তখন করুণা-নিধান আমায় সদয় জানি'।
যাহা মন চায় চাহ সেই বর মহাদাতা বলি' মানি' ॥ ১৪৮

চৌ—প্রভুর আদেশ শুনি' জুড়িয়া যুগলপাণি। ধৈর্য্য ধরিয়া প্রাণে ক'ন সুকোমল বাণী ॥
চরণ অম্বুজ তব করি' প্রভু দরশন। এখন সকলি মোর বাসনা হ'ল পূরণ ॥ ১
শুধু এ হৃদয়ে এক লালসা জাগে অপার। কি বলিব একাধারে সহজ কঠিন আর ॥
অতীব সুগম তুমি দয়াভরে দিলে পরে। কঠিন আমার মত দীন অভাজন-তরে ॥ ২
কল্পতরু লাভ করি' অর্থহীন দীনজন। সঙ্কোচ মানে মনে যাচিতে অগাধ ধন ॥
তাহার প্রভাব কত স্বপনেও নাহি জানে। হয় প্রভু সংশয় সেইমত মোর প্রাণে ॥ ৩

জান' ত' সকলি তুমি অন্তর্য্যামী ভগবান্। হে নাথ পুরাও মম আছে যাহা মন-কাম ॥
সব দ্বিধা পরিহরি' যাচ' রাজা মোর কাছে। তোমায় আমার বল অদেয় বা কিবা আছে ॥ ৪

দো—দাতা-শিরোমণি কৃপানিধি নাথ কহি অকপট ভাষে।
তোমার সমান সুত চাহি প্রভু কি লুকা'ব তব পাশে ॥ ১৪৯

চৌ—রাজার ভকতি হেরি' অমূল্য বচন শুনি'। তা'ই হ'বে অঙ্গীকার করিলেন কৃপামণি ॥
আমার মতন আর দ্বিতীয় কোথায় পা'ব। আমিই আপনি তব সুত হ'য়ে জনমিব ॥ ১
ক'ন হেরি' শতরূপা দাঁড়াইয়া জোড়-কর। তোমার যা' অভিরুচি যাচ' দেবি সেই বর ॥
রাণী ক'ন প্রভু যাহা চা'ন রাজা সুচতুর। কৃপাময় আমারেও লাগে অতি সুমধুর ॥ ২
কিন্তু দেব হয় মম ধৃষ্টতা অতিশয়। যদিও হে ভক্ত-হিত সদয় তব হৃদয় ॥
ত্রিভুবন-অধিপতি তুমি স্বয়ম্ভুর পিতা। ব্রহ্ম তুমি সবাকার বিদিত হৃদয়-কথা ॥ ৩
এ-কথা বিচার করি' সংশয় জাগে মনে। যদিও প্রভুর বাণী অসত্য নহে স্বপনে ॥
হে নাথ অনন্য মতি হ'য়ে যে শরণে ধায়। যে অখণ্ড সুখ লভে যে পরমা গতি পায় ॥ ৪

দো—সে সুখ সে গতি সেই ভক্তি পরা চরণে তেমনি স্নেহ।
সে বিচার আর জীবনের ধারা কৃপা করি' মোরে দেহ ১৫০

চৌ – শুনিয়া রাণীর মৃদু গভীর ভাষা-রচন। করুণা নিধান ক'ন তখন মৃদু বচন ॥
তোমার হৃদয়-মাঝে যা' কিছু বাসনা রয়। সকলি দিয়াছি আমি নাহি আন' সংশয় ॥ ১
জননি তোমার এই সু-বিবেক অতুলন। মম অনুগ্রহে দূর নাহি হ'বে কদাচন ॥
চরণে প্রণমি' মনু কহিলেন পুনর্ব্বার। তোমার সদনে প্রভু' মিনতি আছয়ে আর ॥ ২
পদে প্রীতি হয় যেন তনয়ে পিতার প্রায়। বলুক আমারে মূঢ় যদি কা'রো মন চায় ॥
মণি বিনা ফণী যথা জল বিনা যথা মীন। প্রাণ যেন থাকে তথা তোমার হ'য়ে অধীন ॥ ৩
এ বর কামনা করি' পা' জড়া'য়ে প'ড়ে র'ন। তা'ই হ'বে তাঁর প্রতি করুণা নিধান ক'ন ॥
এবে তবে মহারাজ আমার আদেশ মানি'। নিবাস করহ গিয়া সুরপতি-রাজধানী ॥ ৪

সো—করি' সেথা ভোগ সুবিশাল পুনঃ কিছুকাল গতে তাত।
হ'বে তুমি অযোধ্যা ভূপাল তথা আমি হ'ব তব সুত ॥ ১৫১

চৌ—আপন ইচ্ছার বশে ধরি' নর-কলেবর। তোমার আলয়ে আমি আসিব ধরণী'পর ॥
আপনার অংশ সনে হে তাত ধরিয়া কায়। আচরিব সেই লীলা ভক্ত যাহে সুখ পায় ॥ ১
আদরে সে লীলা-কথা শুনি' ভক্ত ভাগ্যবান্। যা'বেন ভবের পার ত্যজি মায়া মদ মান ॥
আদি শক্তি যাঁহা হ'তে উদ্ভূত চরাচর। সে মায়াও আবির্ভূত হ'বে ধরণী 'পর ॥ ২
তোমার প্রাণের আশা করিব পরিপূরণ। সত্য সত্য করি' কহি সত্য আমার পণ ॥
বারবার এই কথা বলিয়া কৃপানিধান। অবশেষে অন্তর্হিত হইলেন ভগবান্ ॥ ৩

কৃপাময়ে ভক্তিভরে যুগলে হৃদয়ে ধরি'। কিছু কাল আশ্রমে রহেন নিবাস করি' ॥
পূর্ণ হইলে কাল বিনাক্লেশে ত্যজি' কায়। অমরাবতীতে গিয়া নিবসেন নররায় ॥ ৪

দো—পরম পুণিত এই ইতিহাস উমায় মহেশ ক'ন।
শুন ভরদ্বাজ যে কারণে আর শ্রীরাম জনম ল'ন ॥ ১৫২

প্রতাপ ভানুর উপাখ্যান

চৌ—প্রাচীন সে কথা মুনি শুন পুণ্যময়ী অতি। যে-কথা কহিলা হর জননী ভবানী-প্রতি ॥
কেকয় নামেতে এক বিশ্ব-বিদিত দেশ। সত্যকেতু নামে রাজ্য করেন তথা নরেশ ॥ ১
ধরম রক্ষক তিনি নীতি গুণ জ্ঞানবান্। প্রতাপ ও তেজশীল সুবিশেষ বলবান্ ॥
জনমে তাঁহার দুই আত্মজ মহাবীর। সকল গুণের ধাম সমরেতে মহাধীর ॥ ২
জ্যেষ্ঠ সুত যেই জন যেবা রাজ্য-অধিকারী। নামেতে প্রতাপভানু অতি ধীর সুবিচারী ॥
অরি-মর্দ্দন নামে আছিল অপর সুত। সমরে অচল-সম বাহুবল অতুলিত ॥ ৩
ভা'য়ে ভা'য়ে বড় স্নেহ বড় প্রীতি অবিচল। সে প্রণয় ছল দোষ পরিশূন্য নিরমল ॥
জ্যেষ্ঠ তনয়ে রাজা করি' দান রাজাসন। শ্রীহরি-ভজনা তরে গমন করেন বন ॥ ৪

দো—জ্যেষ্ঠ সুত যবে হ'লেন নৃপতি ধন্য ধন্য করে দেশ।
পালেন প্রজায় বেদ-বিধি মতে নাহিক পাপের লেশ ॥ ১৫৩

চৌ—চতুর সচিব তাঁ'র সদা নৃপ-হিতকারী। নাম তাঁ'র ধর্ম্মরুচি শুক্রাচার্য্য-বুদ্ধিধারী ॥
সুচতুর মন্ত্রী আর অনুজ অজেয় বীর। প্রতাপের পুঞ্জ নিজে সমরে অসীম ধীর ॥ ১
চতুরঙ্গ সেনা সঙ্গে সাগর-তরঙ্গ যেন। সমর-কুশলী বীর সবে কালান্তক যেন ॥
বাহিনী দর্শন করি' নৃপ হরষিত প্রাণে। বাজিতে লাগিল ভেরী সুগভীর নিঃস্বনে ॥ ২
শুভদিনে শুভক্ষণে দুন্দুভি করি' বাদন। বিজয়ে চলেন নৃপ সাজাইয়া সেনাগণ ॥
যথায় তথায় বহু রণ আচারিত হয়। বাহুবলে সব নৃপে করিলেন পরাজয় ॥ ৩
সপ্তদ্বীপ এইরূপে আপন কবলে আনি'। রাজদণ্ড কেড়ে ল'য়ে ছাড়ি' দেন নৃপমণি ॥
সকল অবনী মাঝে বিরাজিত সেই কাল। কেবল প্রতাপভানু একছত্রী মহীপাল ॥ ৪

দো—আপন কবলে আনিয়া বিশ্ব করেন পুরী-প্রবেশ।
ধর্ম্ম অর্থ আদি সব সুখ ভোগ করেন কালে নরেশ ॥ ১৫৪

চৌ—প্রতাপ ভানুর বল লাভ করি' বসুন্ধরা। কামদা ধেনুর প্রায় হ'ল প্রাণ মনোহরা ॥
নাহিক দুখের লেশ সুখী সব প্রজাগণ। সকলে ধরম রত হ'ল নরনারিগণ ॥ ১
সচিব ধরমশীল হরি-পদে তাঁ'র প্রীতি। নৃপের হিতের তরে শিখাতেন নিত নীতি ॥
সাধুজন সুর গুরু পিতৃগণ ব্রাহ্মণ। করেন এ সবাকার সেবা নৃপ অনুক্ষণ ॥ ২

নৃপতি-ধরম বলি' বেদে যাহা করে গান। ' আদরে সকলি সুখে করেন তা' অনুষ্ঠান ॥
প্রতিদিন নৃপ দেন বিবিধ কতই দান। শুনেন যতনে যত শাস্ত্র বেদ পুরাণ ॥ ৩
নানা বাপী কূপ আর বিচিত্র কত তড়াগ। কুসুম-বাটিকা কত কত মনোহর বাগ ॥
দেবতা-মন্দির বিপ্র-ভবন মানসহর। স্থাপন করেন রাজা সকল তীর্থের 'পর ॥ ৪

দো—শ্রুতি ও পুরাণে যত আছে যাগ এক এক করি' তা'য়।
করিলা সকলে শত শত বার অনুরাগে নররায় ॥ ১৫৫

চৌ—ফলের কামনা কিছু না ছিল হৃদয়ে তাঁ'র। অতীব বিবেকবান্ বুদ্ধিমান্ জ্ঞানী আর ॥
কায় মন বাক্ সনে করিতেন যে ধরম। করিতেন জ্ঞানী ভূপ বাসুদেবে অর্পণ ॥ ১
একবার শ্রেষ্ঠ হয় 'পরে করি' আরোহণ। মৃগয়ায় যা'ন রাজা সহ অনুচরগণ ॥
বিন্ধ্যাচল-সানুদেশে পশিয়া গভীর বনে। পবিত্র অনেক মৃগ বধিলেন সে কাননে ॥ ২
ফিরিবার কালে এক বরাহ পড়িল চ'খে। বনেতে লুকা'য়ে রাহু যেন শশী ধরি' মুখে ॥
অত বড় চাঁদ যেন মুখে না পুরিতে পারে। বাহির(ও) করিতে নারে মনের ক্রোধেতে তা'রে ॥৩
এ ত' শুধু বরাহের দশনের ভীষণতা। কি ক'ব দেহের পুষ্টি তা'র বিশালতা-কথা ॥
তুরগের শব্দ শুনি' হইয়া অতি চকিত। গর্জ্জন করি' চায় কাণ করি' উত্তোলিত ॥ ৪

দো—নীল মহীধর- শিখর সমান বিশাল বরাহ হেরি'।
কশাঘাতে নৃপ তুরগে ছুটা'য়ে ক'ন নাহি তোর দেরী ॥ ১৫৬

চৌ—করিয়া অধিক রব আসিতে হেরিয়া হয়। বায়ুর গতিতে সেই বরাহ পলা'য়ে যায় ॥
ত্বরিতে প্রতাপভানু তাহারে হানেন শর। শায়ক নিরখি' পশু মিলায় ধরণী 'পর ॥ ১
স্থির লক্ষ্য করি' রাজা করেন শর বর্ষণ। বরাহ করিয়া ছল নিজেরে করে রক্ষণ ॥
কভু দেখা দিয়ে কভু লুকা'য়ে পলা'য়ে যায়। ক্রোধভরে নৃপবর ছুটেন বধিতে তা'য় ॥ ২
ঘোর বনে এতদূরে পলা'য়ে গেল চকিতে। গজ কি বাজির সাধ্য নাহি তথা প্রবেশিতে ॥
নিতান্তই সঙ্গীহীন বন-মাঝে ঘোর ক্লেশ। অনুধাবনেতে ত্যাগ না দেন তবু নরেশ ॥ ৩
নৃপতির ধৈর্য্য হেরি' তখন বরাহ ধায়। ঝটিতি পলা'য়ে এক প্রবেশ করে গুহায় ॥
অগম কানন হেরি' ক্ষোভ আসে তাঁর প্রাণে। ফিরিতে হারা'ন পথ নৃপতি সে মহাবনে ॥ ৪

দো—শ্রান্ত কলেবর ক্ষুদিত তৃষিত নৃপতি সহিত হয়।
কণ্ঠাগত প্রাণ খুঁজিয়া ব্যাকুল স্রোতস্বিনী জলাশয় ॥ ১৫৭

চৌ—ফিরিতে নয়ন-পথে পড়িল মুনির বাস। রাজা এক রহে তথা ধরিয়া মুনির বাস ॥
সে রাজা ইঁহারি করে হৃত নিজ রাজ্য হ'য়ে। সমরে বাহিনী ফেলি' পলাইল প্রাণ-ভয়ে ॥ ১
দৈব তাঁ'রে অনুকূল আর নিজ অসময়। অনুমান করি' মনে সেই নৃপ দুরাশয় ॥
ভবনে না ফিরে আর মনে অতি ধিক্কার। অভিমানে নৃপ সনে না করে সাক্ষাৎকার ॥ ২

দরিদ্রের মত ক্রোধ লুকাইয়া নিজ মনে। কপট-তাপস বেশে রহে রাজা সেই বনে॥
নৃপতি প্রতাপভানু ইঁহারি সমীপে যা'ন। ত্বরিতে নৃপতি বলি' করে ক্রূর অনুমান॥ ২
তৃষায় কাতর নৃপ না চিনিলা দুরাচারে। সুবেশ নিরখি' মহামুনি জ্ঞান হ'ল তা'রে॥
অশ্ব হ'তে অবতরি' করেন তা'রে প্রণাম। চতুর সে ছদ্মবেশী না কহিল নিজ নাম॥ ৪

দো—তৃষিত নৃপতি করি' দরশন বাপী দিল দেখাইয়া।
বাজি সনে করি' মজ্জন পান তৃপিত নৃপ-হিয়া॥ ১৫৮

চৌ—শ্রম হ'ল বিদূরিত নৃপ সুখ পা'ন মনে। তখন তাপস তাঁ'রে নিজ আশ্রমে আনে॥
আসন করিল দান প্রদোষ সময় জানি'। অনন্তর সে তাপস কহিল কোমল বাণী॥ ১
কে তুমি একাকী বনে কিবা হেতু বিচরণ। কমকায় যুবা প্রাণে অবহেলা কি কারণ॥
চক্রবর্ত্তী নৃপতির শুভ লক্ষণ যত। তোমাতে নিরখি' দয়া মোর মনে উপজিত॥ ২
বিখ্যাত প্রতাপভানু নামে যেই নৃপবর। তাঁহার সচিব আমি অবধান মুনীশ্বর॥
ফিরিতে মৃগয়া হ'তে হ'য়ে গেল পথিভ্রম। পরম সৌভাগ্য তব লভিলাম দরশন॥ ৩
অতি দুর্লভ প্রভু তব ওই শ্রীচরণ। ভাগ্য সুপ্রসন্ন মম মনে হয় এ কারণ॥
মুনি কয় তাত নিশা সমাগত হের এবে। তব পুরী হেথা হ'তে সত্তর যোজন হ'বে॥ ৪

দো—শশীহীন নিশা গহন বিপিন পথহীন বনভূমি।
থাকহ হেথায় আজিকার মত প্রভাতে যাইও তুমি॥ ১৫৯(ক)
তুলসি যেমন ভবিতব্য যা'র তেমনি জুটে সহায়।
হয় তা'রা এসে মিলায় নিকটে নহে নিজে সেথা যায়॥ ১৫৯ (খ)

চৌ—ভাল কথা প্রভু বলি' আজ্ঞা ধরি' শির'পর। তরুসনে বাঁধি' হয় বসিলেন নরেশ্বর॥
করেন অনেক মত সাধুবাদ নৃপ তাঁ'র। পূজি' পদ বাখানেন শুভাদৃষ্ট আপনার॥ ১
অনন্তর ক'ন রাজা প্রাণমনোহর কথা। পিতার সমান তুমি ক্ষম মম ধৃষ্টতা॥
আমারে হে মুনীশ্বর তব সুত ভৃত্য জানি'। আপনার নাম ধাম বলহ প্রভু বাখানি'॥ ২
না চিনেন নৃপ তা'রে সে চিনেছে ভালমতে। শুদ্ধমতি রাজা মুনি সুচতুর ছলনাতে॥
একে ত' অরাতি সে তাহে ক্ষত্রিয় সে নৃপতি। ছলে বলে নিজ কাজ সাধিতে বাসনা অতি॥ ৩
আপনার রাজ-সুখ স্মরি' অরি দুখে ভরে। কুম্ভকার-অগ্নি সম পরাণ দহন করে॥
নৃপের সরল বাণী শ্রবণ করিয়া কাণে। বিরোধ স্মরণ করি' পুলকিত হ'ল প্রাণে॥ ৪

দো—যুক্তি সহিত মৃদু মৃদু স্বরে কহিল কপট ভাষ।
ভিখারী এখন শুধু নাম মম নাহি ধন গৃহ বাস॥ ১৬০

চৌ—নৃপ ক'ন মহাভাগ বিজ্ঞানের যে নিলয়। তোমার সমান হেন অভিমানহীন হয়॥
যে রহে সতত ভবে নিজেরে করি' গোপন। সর্ব্ব-শুভপ্রদ তবু কুবেশ করি' ধারণ॥ ১

ইহারি কারণে বেদ সাধু উচ্চ রবে কয়। অকিঞ্চন অতি যেবা শ্রীহরির প্রিয় হয় ॥
তোমা সম ধনহীন ভিখারী করি' লোকন। হর বিধাতাও হ'ন সংশয়ে নিমগন ॥ ২
যে হও সে হও প্রভু চরণে প্রণমি আমি। করুণা-নয়নে এবে দরশন কর স্বামি ॥
হেরিয়া নৃপের প্রাণে অকপট প্রীতি-ধার। বিশ্বাস তার 'পরে অধিক বুঝি' তাঁহার ॥ ৩
সব বিধি নৃপতিরে আপনার বশে আনি'। জানা'য়ে অধিক স্নেহ তখন সে কহে বাণী ॥
সত্য করিয়া কহি শুন প্রিয় মহীপাল। এ কাননে নিবসিতে হ'য়ে গেল বহুকাল ॥ ৪

দো—এ অবধি কেহ না করে সাক্ষাৎ না নিজে করি প্রচার।
লোক-মাঝে মান অনলের প্রায় তপ-বল করে ছার ॥ ১৬১(ক)

সো—তুলসি হেরিয়া সুবেশ মূঢ় কিবা ভুলে চতুর নর।
ময়ূরীরে দেখ সবিশেষ রব মধু গ্রাসে ভুজগবর ॥ ১৬১ (খ)

চৌ—এ কারণে রহিয়াছি লোক-আঁখি অন্তরালে। হরি ত্যজি' প্রয়োজন নাহি কা'রে কোন কালে ॥
শ্রীহরি জানেন সব না জানা'তে নিবেদন। বলত' কি সিদ্ধি পা'ব তুষ্ট ক'রে জন-মন ॥ ১
পুত্র শুভমতি তুমি মম প্রিয় অতিশয়। তোমারো আমায় প্রেম প্রতীতি নিরতিশয় ॥
এততেও যদি কিছু তোমারে করি গোপন। তা' হ'লে দারুণ দোষ মো'তে হ'বে আরোপন ॥ ২
উদাসীন সম বাণী যতই তাপস কয়। ততই নৃপের মনে প্রতীতি উদিত হয় ॥
করি' দরশন নৃপে পূর্ণ আপন বশে। ভণ্ড-তাপস এই বাণী বলে অবশেষে ॥ ৩
একতনু নাম মোর শুনহ বলে পামর। শুনিয়া আবার নতি করি' ক'ন নরেশ্বর ॥
আমারে সেবক নিজ বলি' জ্ঞান করি' মুনি। আপন নামের অর্থ বল মোরে বিবরণি' ॥ ৪

দো—প্রথম রচনা হইল যখন উদ্ভব তবে ভাই।
নাহি অতঃপর ধরি কলেবর একতনু নাম তা'ই ॥ ১৬২

চৌ—এ কথা শ্রবণ করি' না মানিও বিস্ময়। তপোবলে ধরামাঝে দুর্লভ কিছু নয় ॥
তপোবলে এ জগত সৃজন করেন ধাতা। তপস্যারি বলে বিষ্ণু আজি জগ-পরিত্রাতা ॥ ১
তপস্যার বলে হর করেন সব সংহার। তপের অসাধ্য কিছু নাহিক ভব-সংসার ॥
এ শুনিয়া জাগে নৃপ-অনুরাগ অতুলন। পুরাতন কথা মুনি করে তবে আরম্ভন ॥ ২
করম-ধরম-কথা ইতিহাস মনোহর। বৈরাগ্য বিচার-জ্ঞান নিরূপণ অতঃপর ॥
জগৎ-পালন রক্ষা নাশের বিচিত্র গাথা। বিস্তার করি সেই ভণ্ড কহে কত কথা ॥ ৩
শ্রবণে হইল নৃপ তাপসের করগত। তখন আপন নাম রাজা করে উদ্‌ঘাটিত ॥
কহিল তাপস তোমা জানি আমি নরেশ্বর। তব কপটতা মোর লেগেছিল মনোহর ॥ ৪

সো—শুন নরবর এই নীতি নৃপ র'বে করি' নিজে গোপন।
আমার তোমার 'পরে প্রীতি সে চাতুরী করি' দরশন ॥ ১৬৩

চৌ—তুমি যে প্রতাপভানু নহে মম অগোচর। সত্যকেতু আছিলেন তব পিতা নরেশ্বর ॥
শ্রীগুরুর কৃপাবলে অজানিত কিছু নাই। নিজ হানি-ডরে মুখে কিছু নাহি আনি তা'ই ॥১
করি' দরশন তব স্বাভাবিক সরলতা। ভকতি বিশ্বাস আর সুনীতির নিপুণতা ॥
তোমার উপরে বড় মমতা জাগিল মনে। প্রশ্নে তোমার কথা কহিলাম এ কারণে ॥ ২
এখন প্রসন্ন আমি নাহি তাহে সংশয়। হে ভূপ যাচহ তা'ই যাহা তব মন লয় ॥
এ প্রিয় বচন শুনি' হরষিত নরপতি। চরণ জড়া'য়ে ধরি' মিনতি করেন অতি ॥ ৩
হে কৃপা-সাগর তোমা একবার দরশনে। চারিবিধ ফল হ'ল করগত এই দীনে ॥
তথাপি হে প্রভু তোমা হেরি' প্রীত মোর 'পর। শোকাতীত হই যেন যাচি এ দুর্লভ বর ॥ ৪

দো—জরা মৃত্যু দুঃখ অতীত শরীর সমরে না জিনে কেহ।
অরাতি বিহীন একছত্র রাজ কল্প শত মোর দেহ ॥ ১৬৪

চৌ—তা'ই হ'বে মহারাজ কহিল তখন মুনি। কিন্তু এক কথা আছে কঠিন রাখ' তা' শুনি' ॥
কালও তোমার পদে ঝুঁকা'বে আপন শির। এক বিপ্রকুল ছাড়া কহিলাম এই বীর ॥ ১
তপস্যার বলে বিপ্র সদা হেন বলবান্। তাঁ'র ক্রোধ হ'তে রাখে কেবা হেন শক্তিমান্ ॥
বিপ্রগণে যদি নৃপ পার' বশ করিবারে। তব বশ হ'ন তবে বিধি হরি মহেশ্বরে ॥ ২
বিপ্র সনে বল নহে কার্য্যকরী কদাচন। সত্য কহি হে ভূপাল করি' বাহু উত্তোলন ॥
বিপ্র-অভিশাপ বিনা শুন এই মহীপাল। তোমার বিনাশ ভবে না আসিবে কোন কাল ॥ ৩
তাহার বচন শুনি' হরষিত নৃপ বলে। আমার বিনাশ নাথ নাহি তবে কোন কালে ॥
তোমার প্রসাদ-বলে হে প্রভু কৃপানিধান। সকল কল্যাণ মম সতত হ'বে বিধান ॥ ৪

দো—তা'ই হ'বে বলি' কপট তাপস কহিল কুটিল পুনঃ।
এ সাক্ষাৎ-কথা যদি বল কা'রে মম দোষ নাহি কোন ॥১৬৫

চৌ—এ কারণ রাজা তোমা করি' আমি নিবারণ। এ কথা কহিলে অন্তে অশুভ হ'বে চরম ॥
ষষ্ঠ শ্রবণে যবে প্রবেশিবে এ কাহিনী। বিনাশ তোমার সত্য শুন মম এই বাণী ॥ ১
এ কথা প্রকাশ-ফলে কিম্বা দ্বিজ-অভিশাপে। তোমার প্রতাপভানু বিনাশ হইবে পাপে ॥
ইহা ছাড়া নাশ তব নাহি হ'বে কদাচন। যদিও কুপিত হ'ন হরি হর মনে মন ॥ ২
সত্য প্রভু ক'ন রাজা ধরিয়া মুনি-চরণে। বিপ্র গুরু কোপে কহ কেবা রাখে ত্রিভুবনে ॥
বিধাতার হ'লে কোপ গুরুর প্রসাদে তরে। বিরূপ হইলে গুরু কেহ নাহি রাখিবারে ॥ ৩
তোমার আদেশ যদি কভু অবহেলা করি। তবে যেন অসংশয় তক্ শাপে প্রাণে মরি ॥
শুধু মোর মন মাঝে এক প্রভু এই ভয়। ব্রাহ্মণের অভিশাপ নিদারুণ অতিশয় ॥ ৪

দো—কোন্ মতে দ্বিজ হ'ন বশীভূত যুক্তি কৃপায় দেহ।
তোমা বিনা আর হে দীনদয়াল হিতকারী নাহি কেহ ॥ ১৬৬

চৌ—শুন রাজা ধরা-মাঝে কতই আছে উপায়। কিন্তু ক্লেশ-সাধ্য সব অনিশ্চিত সিদ্ধি তা'য়॥
সহজ উপায় এক আছে বটে তবু তথা। রহিয়াছে বিদ্যমান অন্য এক কঠিনতা॥ ১
আছে যুক্তি মোর পাশে কিন্তু রাজা অসম্ভব। মোর পক্ষে একেবারে যাইতে নগরে তব॥
জন্ম হ'তে অদ্যাবধি কভু বারেকের তরে। না গেলাম কা'রো ঘরে অথবা কোন নগরে॥ ২
অথচ না যাই যদি হয় তব কার্য্য হানি। পরিত্রাণ এ দ্বিধায় কিসে পাই নাহি জানি॥
এ কথা শুনিয়া মৃদু বচনে নৃপতি বলে। বেদের কথিত এই নীতি আছে ধরাতলে॥ ৩
বড় যে ছোটর প্রতি সে-ই সদা স্নেহ করে ধরাধর(ই) চিরকাল তৃণেরে মাথায় ধরে॥
জলধির শির'পরে ফেনরাশি শোভা পায়। রেণুরে সদাই রাখে ধরণী নিজ মাথায়॥ ৪

দো—এত বলি' রাজা পড়েন চরণে করুণা কর' কৃপাল।
মোর লাগি' দুখ সহ এই টুক্ হে প্রভু দীন-দয়াল॥ ১৬৭

চৌ—বুঝিয়া নৃপেরে এবে নিজ করতলগত। শঠতা-প্রবীণ সাধু কহে তবে এই মত॥
সত্য কথা বলি এই নরপতি তব ঠাঁই। অসাধ্য আমার কাছে এ জগতে কিছু নাই॥ ১
মানসে বচনে কায়ে ভকত তুমি আমার। অসংশয় কাজ-সিদ্ধি করিব আমি তোমার॥
তবে যোগ যুক্তি মন্ত্র অথবা তপ-প্রভাবে। গোপনে করিলে কাজ তবে তাহে ফল পা'বে॥ ২
ভোজ্য পাক করি যদি গোপনে আমি রাজন্। আর তুমি নিজ-করে কর তা' পরিবেশন॥
তবে যে যে সেই অন্ন ভোজন করিবে ধীর। সেই সেই তব বশ হইবে যে তাহা স্থির॥ ৩
তা'ই নয় যা'রা যা'রা খা'বে তাহাদের ঘরে। তা'রাও আদেশ তব মেনে ল'বে চিরতরে॥
আয়োজন কর এর ফিরিয়া নিজ ভবনে। বর্ষ ধরি' হেন যজ্ঞ স্থির করি' রাখ' মনে॥ ৪

দো—নিত্য নূতন লক্ষ দ্বিজেরে প্রতিদিন নিমন্ত্রণ।
'কামনা সেমতি সেইমত আমি রাঁধিয়া দিব ভোজন॥ ১৬৮

চৌ—এ প্রকারে মহারাজ অল্প আয়াস-ফলে। নিশ্চিত সব বিপ্র আসিবে তব কবলে॥
হোম সেবা আর যজ্ঞ করিবেন বিপ্রগণ। সহজেই সুপ্রসন্ন হ'বেন দেবতাগণ॥ ১
তোমার গোচর করি লক্ষণ এক আর। এ বেশে ধরিয়া আমি নাহি হ'ব সূপকার॥
তব পুরোহিত যিনি তাঁ'রে মম তপোবলে। আনিব হরণ করি' আপনার মায়া-ছলে॥ ২
তপের প্রভাবে তাঁ'রে করিয়া নিজের প্রায়। রাখিব এখানে তাঁ'রে বর্ষ ধরি' নররায়॥
ধরি' আমি তাঁর বেশ শুন এই মহারাজ। সকল প্রকারে তব সফল করিব কাজ॥ ৩
হ'য়েছে অনেক রাত্রি শয়ন করহ এবে। তৃতীয় দিবসে পুনঃ তোমা সনে দেখা হ'বে॥
তপস্যার বলে তব তুরগ সহ তোমারে। নিদ্রার মাঝে তোমা পহুঁছা'ব তব পুরে॥ ৪

দো—সেই বেশ ধরি' আসিব তখন চিনিবে আমারে তুমি।
আহ্বান করি' নির্জ্জনে যবে বলিব সকল আমি॥ ১৬৯

চৌ—শয়ন করেন নৃপ আদেশ ধরিয়া শিরে। বসিল কপট জ্ঞানী আপন আসন 'পরে ॥
শ্রান্ত নৃপতি হ'ন সুগভীর নিদ্রাগত। কপটের নিদ্রা কোথা চিন্তা যা'রে দহে শত ॥ ১
রাক্ষস কালকেতু আসে তথা হেন কালে। শূকরের বেশে যেবা ভুলাইল মহীপালে ॥
তাপসের সনে তা'র অতি ঘন হৃদ্যতা। ভোজবিদ্যা ইন্দ্রজালে সবিশেষ নিপুণতা ॥ ২
শতেক তনয় ছিল আর দশ সহোদর। অতি খল দুখ-ধর্ষ দেবতার দুখাকর ॥
সাধু দ্বিজ সুরগণে নেহারি' দুখিত অতি। আগেই করেন বধ সমরে এ মহীপতি ॥ ৩
অতীতের বৈর ভাব পামর করিয়া মনে। মিলিয়া কু-যুক্তি করে তাপস-নৃপের সনে ॥
উপায় নির্দ্ধার করে অরি-ক্ষয় যাহে হয়। নিয়তির বশে নৃপ-অগোচর সব রয় ॥ ৪

দো—তেজস্বী অরাতি একাকী তথাপি উপেক্ষার সেই নয়।
শির-অবশেষ রাহু অদ্যাবধি রবি-চাঁদে দুখ দেয় ॥ ১৭০

চৌ—তাপস-নৃপতি নিজ সখারে করি' লোকন। অতীব পুলক ভরে উঠি' করে সম্ভাষণ।
নৃপতির যত কথা তাহার গোচরে আনে। রাক্ষস কহে তবে হরষ-পূরিত প্রাণে ॥ ১
মম উপদেশে যবে সাধিলে এতই কাজ। করিব শত্রুতা সিদ্ধি এবে শুন মহারাজ ॥
ভাবনা ত্যজিয়া তুমি সুখে'কর নিশি-ক্ষয়। ঔষধ বিনাই বিধি করিলেন নিরাময় ॥ ২
বংশ সহ বংশহীন আজি হতে চারি দিনে। করিয়া অরাতি পুনঃ মিলিব তোমার সনে ॥
তাপস-নৃপের মন তৃপ্ত করি' অতঃপর। গেল চ'লে সে রাক্ষস মহা ক্রোধী মায়াধর ॥ ৩
প্রতাপভানুর সহ তুরগ নিশি-ভিতরে। পাঠাইল নিশাচর ক্ষণ-মধ্যে তাঁ'র পুরে ॥
নৃপে মহিষীর পাশে শুয়াইয়া দুরাশয়। অশ্বশালে দৃঢ় করি' বাঁধিয়া রাখিল হয় ॥ ৪

দো—নৃপ-পুরোহিতে করিয়া ছলনা হরণ করিল তাঁ'কে।
ভ্রষ্ট-মতি তাঁ'রে করি' মায়াবলে গিরির কোটরে রাখে ॥ ১৭১

চৌ—পরিগ্রহ করি' নিজে পুরোহিত-কলেবর। শয়ন করিয়া রহে তাঁহার শয়ন 'পর ॥
প্রভাত হ'বার আগে নরপতি জাগরণে। আপন ভবনে দেখি' অপার বিস্ময় মনে ॥ ১
মুনির মহিমা এই করি' মনে অনুমান। মহিষীর অগোচরে শয়ন ত্যজিয়া যা'ন ॥
অশ্বে আরোহণ করি' পুনঃ রাজা যা'ন বনে। পুর-নরনারী কেহ এ রহস্য নাহি জানে ॥ ২
অতীত দ্বিতীয় যাম ভূপতি ফিরেন পুরে। ঘরে ঘরে উৎসব বাদ্যগীতে পুরী পূরে ॥
রাজ-পুরোহিত সনে হইল যবে মিলন। সেই কাজ করি' মনে বিস্ময়ে চেয়ে র'ন ॥ ৩
তিন দিন তিন যুগ মনে হয় নৃপতির। কপট-মুনির পদে মতি তাঁ'র রহে স্থির ॥
সময় বুঝিয়া তথা আসে সেই পুরোহিত। কথিত-বিষয়ে দেয় উপদেশ যথোচিত ॥ ৪

দো—গুরুরে চিনিয়া নৃপ হরষিত ভ্রমেতে না রহে জ্ঞান।
ত্বরা করি' দ্বিজ সহ পরিবার লক্ষ হ'ল আহ্বান ॥ ১৭২

চৌ—উপাদেয় ভোজ্য চারিবিধ ষড়রস যুত। র‍াঁধিল সে পুরোহিত শাস্ত্রে আছে যেইমত॥
মায়ায় এতই বিধ করিল সে রন্ধন। সাধ্য কা'র সে সকলে করিতে পারে গণন॥ ১
বিবিধ ব্যঞ্জন র‍াঁধে দিয়া পশুমাংস পুষ্ট। তা'র সনে বিপ্র-মাংস গোপনে মিলায় দুষ্ট॥
ভোজন-কারণে সব বিপ্রে করি' আহ্বান। বসায় ধুয়া'য়ে পদ দিয়া সবে সম্মান॥ ২
যবে নৃপ আরম্ভন করিলা পরিবেশন। সুগভীর দৈববাণী হ'ল নভেঃ সেই ক্ষণ॥
বিপ্রগণ সাবধান উঠে সবে গৃহে যাও। প্রভূত হইবে হানি অন্ন নাহি কেহ খাও॥ ৩
ব্রাহ্মণের মাংস আছে মিশান' এ ভোজ্য সনে। উঠে পড়ে বিপ্র সব প্রত্যয় ধরে' মনে॥
ব্যাকুল নৃপতি অতি ভ্রান্তমতি মোহবশে। ভবিতব্য-হেতু তাঁ'র মুখে নাহি কথা আসে॥ ৪

দো—ক্রোধ ভরে তবে বিপ্রগণ ক'ন বিচার না রয় মনে।
রাক্ষস হ'য়ে থাক্ রে পামর নিজ পরিবার সনে॥ ১৭৩

চৌ—নিমন্ত্রণ বিপ্রগণে করি' সহ পরিবার। নষ্ট করিবারে সাধ কর ক্ষত্র-কুলাঙ্গার॥
ধর্ম্মরক্ষা হ'ল আজ বিধাতার করুণাতে। পরিবার সহ যাও অভিশাপে অধঃপাতে॥ ১
এক বর্ষ মধ্যে নাশ জানিও নিশ্চয় হ'বে। জল দিতে বংশে কেহ দুরাশয় না রহিবে॥
অভিশাপ শুনি' নৃপ বিকল অতীব ত্রাসে। তখন আবার দৈব-বচন হ'ল আকাশে॥ ২
বিচার করিয়া শাপ না দিলেন বিপ্রগণ। কোন অপরাধ নৃপ না করিলা আচরণ॥
চকিত ব্রাহ্মণ যত শুনি' এই দৈব-বাণী। রন্ধনশালে ফিরি' যা'ন পুনঃ নৃপমণি॥ ৩
কোথা বা ভোজন কোথা সূপকার ব্রাহ্মণ। অপার ভাবনা ল'য়ে নৃপ করি' আগমন॥
শুনা'ন সকল কথা অকপটে দ্বিজগণে। পড়েন ধরণী 'পরে ত্রাসেতে ব্যাকুল প্রাণে॥ ৪

দো—যদিও তোমার নাহি অপরাধ নিয়তি নাহিক যায়।
অতি ভয়ানক ব্রাহ্মণের শাপ অন্যথা নাহি তা'য়॥ ১৭৪

চৌ—এত বলি 'যান চলি' ভূ-সুর গৃহে যে যাঁ'র। নগরবাসীর কাণে পশিল এ সমাচার॥
সকলে ভাবিত আর দোষ দেয় বিধাতারে। মরাল গড়িতে গিয়া বায়স যে জন করে॥ ১
পুরোহিতে তাঁ'র গৃহে পুনঃ করি' আনয়ন। তাপস-নৃপেরে রক্ষঃ বারতা করে প্রেরণ॥
দুষ্ট নৃপতি লিপি পাঠাইল চারিধারে। বাহিনী সাজা'য়ে যত রাজা আসে একেবারে॥ ২
অবরোধ করে পুরী ডঙ্কা-ঘোষ সহযোগে। নিত প্রতি কত দিন রাত ঘোর যুদ্ধ লাগে॥
বীর-ধর্ম্ম মান রাখি' সব বীর যুঝে রণে। পড়িল প্রতাপভানু নিজ সহোদর সনে॥ ৩
না রহিল একজন নৃপ সত্যকেতু-কুলে। বিপ্র-শাপ ব্যর্থ কভু নাহি হয় কোন কালে॥
অরাতি-বিজয় করি' করি' পুরী-প্রতিষ্ঠান। যশ-বিমণ্ডিত সব রাজারা ফিরিয়া যা'ন॥ ৪

দো—শুন ভরদ্বাজ যাহার উপরে বিধাতা হ'ন বিরূপ।
ধূলি হয় মেরু জনক শমন পাশ ধরে অহি-রূপ॥ ১৭৫

রাবণ প্রভৃতির জন্ম

চৌ—যথাকাল সমাগত হ'লে শুন মুনিবর। পরিবার সহ ধরে রাক্ষস-কলেবর ॥
দশ শির হ'ল তা'র আর বিশ ভুজদণ্ড। রাবণ ধরিল নাম সেই বীর সুপ্রচণ্ড ॥ ১
নৃপতি-অনুজ অরিমর্দ্দন যা'র নাম। কুম্ভকরণ-নামে জনমিল বলবান্ ॥
ধর্ম্মরুচি নামধারী সচিব আছিল যেই। কনিষ্ঠ বৈমাত্র রূপে জনম লভিল সেই ॥ ২
ধরণী-বিদিত সেই বিভীষণ ধরে নাম। বিষ্ণু-ভকত আর অনুভব-জ্ঞানবান্ ॥
নৃপতি-তনয় আর সেবক যতেক জন। তা'রা ঘোর নিশাচর-শরীর করে গ্রহণ ॥ ৩
সকলেই কামরূপ অতীব খল-স্বভাব। ভীষণ বিবেকহীন কুটিল ক্রূর-প্রভাব ॥
করুণা-রহিত সবে হিংসক মহাপাপ। কহা নাহি যায় বিশ্বে কত দেয় পরিতাপ ॥ ৪

দো—যদিও উদ্ভব পুলস্ত্যের কুলে বিমল শুদ্ধ অনুপ।
তবু ব্রহ্ম-শাপ প্রভাবের বশে সকলেই পাপরূপ ॥ ১৭৬

চৌ—তিন ভ্রাতা আচরিল তপস্যা কত প্রকার। কতই কঠিন সব কহিতে শকতি কা'র ॥
সে তপ হেরিয়া ধাতা নিকটে করি' গমন। ক'ন বৎস বর লও প্রসন্ন আমার মন ॥ ১
মিনতি করিয়া ধরি' পদযুগ দশানন। নিবেদন জগদীশ বলে তবে এ বচন ॥
মরণ না হয় যেন এ জগতে কা'রো করে। ত্যজি মাত্র দুই জাতি বানর অথবা নরে ॥ ২
শিব ক'ন আমি ব্রহ্মা হ'য়ে মিলি' দিই বর। তা'ই হ'বে তপ তুমি আচারিলে ভয়ঙ্কর ॥
পুনঃ প্রভু যাইলেন কুম্ভকরণ-পাশে। তাহারে নিরখি' অতি বিস্ময় মনে আসে ॥ ৩
আহার করয়ে যদি এই দুষ্ট প্রতিদিন। অচিরে জগত তবে হ'বে জন-প্রাণীহীন ॥
হেন ভাবি' পাঠা'লেন বাণীরে ফিরা'তে মন। ফলে সে যাচিল বর ছয়মাস নিদ্রাগম ॥ ৪

দো—বিভীষণ-পাশে করিয়া গমন ক'ন সুত চাহ বর।
সে যাচে বিমল অনুরাগ হরি- অমল চরণ 'পর ॥ ১৭৭

চৌ—তাহারে প্রদানি' বর ব্রহ্মা যা'ন ব্রহ্ম পুরে। হরষিত তিন ভাই আপন ভবনে ফিরে॥
ময়-দানবের সুতা নাম তা'র মন্দোদরী। রমণী-ললামভূতা অপরূপ সুন্দরী ॥ ১
তাহারে আনিয়া ময় সঁপিল রাবণ-করে। জানিয়া এ দশানন রক্ষঃপতি হ'বে পরে ॥
উত্তমা স্ত্রীরত্ন লভি' হরষিত দশানন। পরিণয় অনুজের করাইল সমাপন ॥ ২
সিন্ধু-মাঝে গিরি 'পরে ত্রিকূট তাহার নাম। ব্রহ্মা-রচিত দুর্গ ছিল এক দুর্গম ॥
ময় তা'রে পুনরায় করিল সুসজ্জিত। কনক-খচিত মণি-সৌধ গড়ে অগণিত ॥ ৩
পাতালে নাগের পুরী যেইমত ভোগবতী। ইন্দ্র-বাস অমরায় যেমতি অমরাবতী ॥
তা' হ'তেও রম্যতর দুর্গ ছিল বক্র যেই। ভুবন-বিদিত লঙ্কা নামে বিখ্যাত সেই ॥ ৪

দো—গভীর সিন্ধুর খাত চারিদিকে পুরীরে ঘেরিয়া আছে
কনক প্রাকার দৃঢ় মণিময় বলার প্রয়াস মিছে।। ১৭৮(ক)
হরি-প্রেরণায় যে কল্পে যেজন রাক্ষসপতি হয়।
সে প্রতাপবান্ অতিবল শূর সদলে সেথায় রয় ॥ ১৭৮(খ)

চৌ—সেথায় রহিত রক্ষঃ মহাবীর যোধগণ। সে-সবারে ব'ধেছিলা সমরে অমরগণ ॥
বাসব-প্রেরিত হ'য়ে ইদানী করিত বাস। কুবেরের রক্ষিদল কোটি যক্ষ মহোল্লাস ॥ ১
কোথা হ'তে দশানন বারতা শ্রবণ ক'রে। বাহিনী সাজা'য়ে আনি' গড় অবরোধ করে ॥
বিপুল কটক হেরি' ভীম বীর অগণন। প্রাণ ল'য়ে যক্ষ দল করে সবে পলায়ন ॥ ২
রাবণ ফিরিল করি' পরিক্রম পুরীময়। বাসের ভাবনা গেল পরাণে পুলক বয় ॥
সহজে অগম আর সুন্দর অনুমানি'। লঙ্কাই মনোনীত করে নিজ-রাজধানী ॥ ৩
জনে জনে যোগ্য বাস করি' দিয়া বণ্টন। তুষ্ট করিল সবে লঙ্কেশ দশানন ॥
একবার কুবেরের পুরী আক্রমণ করি' পুষ্পক রথ তা'র সবলে আনিল হরি' ॥ ৪

দো—কৈলাশ গিরি কৌতুক-ভরে তুলেছিল একবার।
নিজ বাহু-বল যেন সে দেখিল লভিল সুখ অপার ১৭৯

চৌ—সম্পদ সুখ যত সহায় বাহিনী বল। প্রতাপ জয় আর নিজ বুদ্ধিবল ॥
বর্দ্ধিত হ'তেছিল নিত নব সে প্রকার। প্রতি লাভ-পরে লোভ বেড়ে যায় যে প্রকার ॥ ১
কুম্ভ-করণ সম ভ্রাতা অতি বলধর। যা'র প্রতি-যোধ নাহি জনমিল ধরা'পর ॥
ঘুমা'ত সে ছয় মাস মদিরা করিয়া পান। জাগিলে হইত তিন লোক ভয়ে টলমান্ ॥ ২
পরিমাণ যাহা তা'র আহারের প্রতিদিন। হ'তে পারে ভব তাহে ত্বরা জনপ্রাণীহীন ॥
সমরে এমন বীর বর্ণনা নাহি হয়। হেন অগণন বীর ছিল লঙ্কাপুরীময় ॥ ৩
জ্যেষ্ঠ তনয় তা'র মেঘনাদ বীরবর। বীর-মাঝে অগ্রগণ্য যেই ছিল ধরা'পর ॥
সমরে সমুখে যা'র কেহ ডরে নাহি আসে। প্রতিদিন সুরপুরী কাঁপে মেঘনাদ-ত্রাসে ॥ ৪

দো—কুমুখ কুলিশ রদ ধূমকেতু অকম্পন অতিকায়।
এইমত ছিল বীর যা'রা একা জিনিতে পারে ধরায় ॥ ১৮০

চৌ—কামরূপ সে সকলে বিদিত আসুরী মায়া। স্বপনেও যাহাদের ধর্ম্ম নাহি নাহি দয়া ॥
সভামাঝে দশানন সমাসীন একবার। নিরখিয়া অগণন আপনার পরিবার ॥ ১
বন্ধু তনয় চয় পরিজন আর নাতি। গণিয়া কে করে শেষ সেই রাক্ষসের জাতি ॥
সেনাবল নিরখিয়া স্বাভাবিক অভিমানী। রোষ অহঙ্কার-ভরা দশানন কহে বাণী ॥ ২
শুন সর্ব্ব অগ্রগণ্য রাক্ষস-বীরগণ। আমা সবাকার অরি স্বর্গের দেবগণ ॥
সম্মুখে আসি' রণ দেবতারা নাহি করে। বলবান্ অরি দেখি' পলাইয়া যায় ডরে ॥ ৩

তা'দের মরণ জানি হ'বে শুধু একরূপে। সবারে বুঝা'য়ে বলি কাজ কর অনুরূপে ॥
বিপ্র-ভোজন যাগ হোম আর শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া। এ-সবের আচরণে বাধা দাও সবে গিয়া ॥ ৪

দো—ক্ষুধা-ক্ষীণ হীন- বল দেবদলে সহজে পাইব তবে।
তখন বধিব অথবা অধীন করিয়া ছাড়িব সবে ॥ ১৮১

চৌ—অনন্তর মেঘনাদ তনয়েরে আবাহিল। শিক্ষা দিয়া বল আর বৈরভাব বাড়াইল ॥
কহিল যে সুর রণে ধীর আর বলবান। সমরের তরে প্রাণে যেবা ধরে অভিমান ॥ ১
পরাজয় করি' তা'রে আন' করি' বন্ধন। জনক-আদেশ শিরে ধরি' উঠে নন্দন ॥
এই ভাবে সকলেরে আদেশ করিয়া দান। করেতে ধরিয়া গদা আপনি করে প্রয়াণ ॥ ২
দশানন-পদভরে ধরা করে টলমল। গরজনে মূর্চ্ছিতা অমর-ললনাদল ॥
রাবণ আসিছে ক্রোধে বারতা করি' শ্রবণ। সুমেরু-গুহায় দেব আশ্রয় বেছে ল'ন ॥ ৩
প্রবেশিয়া মনোহর দিক্‌পালগণ-পুরে। দেখে দশানন সব জনহীন একেবারে ॥
ভীম গরজন সনে রণে করি' আবাহন। দেবতার উদ্দেশে গালি করে বরষণ ॥ ৪
মত্ত হ'য়ে রণ-মদে ফিরি' সে ধরণী 'পর। প্রতি যোদ্ধা রণে নিজ না করে আঁখি-গোচর ॥
রবি শশী মহাবল পবন কুবের বারি। হুতাশন যম কাল আদি যত অধিকারী ॥ ৫
কিন্নর সিদ্ধ নর নাগকুল কি অমরে। দর্প ভরে সবাকার শান্তি সুখ নাশ করে ॥
দেহধারী যত জীব জীয়ে এ জগতীতলে। কিবা নর নারী সব রাবণের পদতলে ॥ ৬
ভীত মনে করে সবে আদেশ প্রতিপালন। পদতলে নতশিরে জানা'য়ে অভিবাদন। ৭

দো—বিশ্ব ভুজবলে রাখে পদতলে কা'রে না রাখে স্বাধীন।
চক্রবর্ত্তী হ'য়ে রাজা দশানন যথাচারে রহে লীন ॥ ১৮২(ক)
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ কি অমর মনুজ অহি-কুমারী।
বলে জয় ক'রে পরিণয় করে রূপবতী বহু নারী ॥ ১৮২(খ)

চৌ—মেঘনাদে দশানন করিল যে আজ্ঞা দান। হ'য়েই ছিল সে যেন আগে হ'তে সমাধান ॥
রাবণ যা'দের আজ্ঞা সব-আগে দিয়াছিল। প্রথমে বিবরি' বলি তা'রা সবে কি করিল ॥ ১
ভীম রূপ নিশাচর সকলেই পাপাচারী। অদিতি-তনয়গণে ঘোর দুখ দান কারী ॥
নানা উপদ্রব করে যত সব নিশাচর। আসুরী মায়ার বলে ধরে নানা কলেবর ॥ ২
যাহাতে জগত হ'তে ধর্ম্ম হয় নির্ম্মূল। আচরে সে সব কাজ বেদ-বিধি প্রতিকূল ॥
যে যে দেশে ধেনু দ্বিজ করে তা'রা দরশন। সে নগর গ্রাম পুরে অনলে করে দহন ॥ ৩
কোথাও না অনুষ্ঠিত হ'ত পুণ্য-আচরণ। দেব গুরু ব্রাহ্মণেরে না মানিত কোনজন ॥
হরির ভকতি যাগ তপস্যা অথবা জ্ঞান। স্বপনে না যে'ত কাণে বেদ-পুরাণের নাম ॥ ৪

ছ—জপ তপ যোগ বৈরাগ্য যাগেতে দেবতার নাম শুনিলে কাণে।
নিজে দশানন উঠিয়া ছুটিত সমূলে সকলে বধিত প্রাণে ॥
এরূপে জগতে স্খলিত আচার রহিল ধর্ম্ম শুনা না যে'ত।
নিলে নাম মুখে বেদ-পুরাণের বহু ত্রাস দেশে ছড়া'য়ে দিত ॥

সো—নিশাচর করিত যে ঘোর অত্যাচার কহা নাহি যায়।
প্রীতি যা'র হিংসার উপর কলুষের ঠিকানা কি হয় ॥ ১৮৩

পৃথিবী ও দেবগণের প্রার্থনা

চৌ—চোর-বৃত্তি দ্যূত-ক্রীড়া খলতা পে'ল প্রসার। লম্পটতা পরধনে অনুরাগ পরদার ॥
পিতামাতা দেবতায় না মানিত কোন জন। সাধুর নিকটে সেবা করিত সবে গ্রহণ ॥ ১
শিব ক'ন ভগবতি আচরণ যা'র এই। বুঝিবে বিশেষ করি' পামর রাক্ষস সেই ॥
নিরখি ধরম-গ্লানি এই সব অতিশয়। অতি সন্ত্রাসে ধরা আকুলিতা হ'য়ে রয় ॥ ২
ভাবে ক্ষিতি সিন্ধু নদী গিরি তত গুরু নয়। শুধু এক পর-দ্রোহী যত গুরু মনে হয় ॥
ধর্ম্ম সব বিপরীত ধরার আসে গোচরে। রাবণের ভয়ে ভীতা মুখেতে না কথা সরে ॥ ৩
বিচার করিয়া মনে ধরি' গাভী-কলেবর। যায় বসুমতী যথা রহে সুর মুনিবর ॥
বিলাপ করিয়া করে নিজ-দুখ বিবরণ। কা'রো কাছে নাহি হয় মন-খেদ নিবারণ ॥ ৪

ছ—সুর মুনি সব গন্ধর্ব্বেরা মিলি' ধাতা-পাশে যা'ন ব্রহ্মা-লোকে।
সঙ্গে ধরণী গো-তনু ধারিণী বিচলিতা ভয়ে বিকল শোকে ॥
ভাবিলেন মনে দেব পদ্মাসনে মো-হ'তে কিছু না উপায় হ'বে।
ক'ন সম্ভাষি' তুমি যাঁ'র দাসী সেই অবিনাশী সহায় সবে ॥

সো—বসুমতি ধীর ধরহ প্রাণে হরি-পদ স্মরি' বিধাতা ক'ন।
ভকতের দুখ রাখেন মনে ঘুচা'বেন প্রভু মনোবেদন ॥ ১৮৪

চৌ—বসিয়া বিচার সবে করেন অমরগণ। কোথায় প্রভুরে পা'ব জানাইতে নিবেদন ॥
কেহ উপদেশ দেন যাইতে বৈকুণ্ঠ-পুর। ক্ষীরোদ সাগরে তিনি কহেন বা কোন সুর ॥ ১
যেমন ভকতি প্রীতি যাহার হৃদয় মাঝে। সেইমত সদা প্রভু প্রকট তাহার কাছে ॥
আমিও ছিলাম উমা বিরাজ সে সভা'পর। ব'লেছিনু এক কথা দেখি' শুভ অবসর ॥ ২
ব্যাপক সমান ভাবে সব ঠাঁই ভগবান্। ভকতির বশে তিনি হ'য়েন প্রকাশমান্ ॥
দেশ কাল দিক কিম্বা বিদিক সকল ঠাঁই। বলত' এমন কোথা ভগবান্ যথা নাই ॥ ৩
জগময় হ'য়ে তবু তিনি সর্ব্ব-বিরহিত। প্রেমেতে ধরেন রূপ বহ্নি যথা প্রকাশিত ॥
আমার বচন প্রিয় লাগে সব দেবতার। সাধু সাধু রব মুখে বাহিরিল বিধাতার ॥ ৪

দো—শুনি' বাণী প্রীত স্বয়ম্ভু শরীরে রোমাঞ্চ নয়নে নীর।
জুড়ি' কর স্তব করেন তখন সাবধানে মতি-ধীর ॥ ১৮৫

ছ—অমরগণ-নায়ক জন-সুখ প্রদায়ক প্রণতপাল ভগবন্ত।
ধেনু দ্বিজজন-হিত সুর অরি নিসূদন জয় অর্ণবসুতা-কান্ত ॥
রক্ষক লোকচয় অদ্ভুত ক্রিয়াময় মরম পাইল তব কেহ না।
স্বভাবে মহা কৃপাল হে দুখী-দীনদয়াল অমরেরে হের করি' করুণা ॥ ১
জয় জয় অবিনাশি সবাকার হৃদি-বাসি ব্যাপক পরমানন্দ।
অগোচর ইন্দ্রিয় পুণ্য চরিত ময় হে মায়াতীত মুকুন্দ ॥
বিরাগী যাঁহার লাগি' হ'য়ে সদা অনুরাগী অপগত-মোহ মুনিবৃন্দ।
দিবস রজনী ধ্যান গান' নিত গুণগান জয় জয় সচ্চিদানন্দ ॥ ২
তোমার প্রভু রচন এ তিনবিধ সৃজন সঙ্গী কি সহায় না অন্য।
ভকতি-পূজন হীন এ সব অমরে দীন হও প্রভু আজিকে প্রসন্ন ॥
ভবভয়-ভঞ্জন মুনি মন-রঞ্জন বিপদোদ্ধারণ চরণে।
কপট-বিহীন প্রাণে কায়বাক্ মন সনে দেবতারা পড়ে নাথ শরণে ॥ ৩
কি শারদা কিবা শেষ মুনি ঋষি কি অশেষ সবিশেষ জানে না তোমার।
কহে এই বেদচয় তুমি দীনে দয়াময় দ্রব হও বশে করুণার ॥
মন্দর ভবনিধি সুন্দর সববিধি গুণের আধার সুখ-পুঞ্জ।
সিদ্ধ তাপস সুর চরম ভয়ে আতুর প্রণমে প্রভু ও পদ-কঞ্জ ॥ ৪

দো—ক্ষিতি সুরগণে ভয় ভীত জানি' শুনি' স্তুতি ভরা-স্নেহ ॥
হ'ল গম্ভীরে দৈব-বচন যা' হরে শোক সন্দেহ ॥ ১৮৬

ভগবানের বরদান

চৌ—নাহি কর ভয় মনে ইন্দ্র সিদ্ধ মুনি বর। ধরিব সবার তরে আমি নর-কলেবর ॥
অংশে সাথেতে ল'য়ে অবতরি' ধরাতল। পূত দিনকর-কুল করিব যশে উজল ॥ ১
অদিতি-কশ্যপ দু'য়ে করিলেন তপ ঘোর। র'য়েছে আগের হ'তে বরদান করা মোর ॥
তাঁহারাই কৌশল্যা-দশরথ-দেহ ধরি'। হ'য়েছেন নৃপরূপে উদিত কোশল পুরী ॥ ২
তাঁহারি আলয়ে এবে অবতীর্ণ হ'ব গিয়া। দিনকর-কুলমণি চারি ভাই রূপ নিয়া ॥
নারদের যত বাক্য করিব পরিপূরণ। পরমা শকতি সনে করিব অবতরণ ॥ ৩
হরণ করিব সব গুরু ভার ধরণীর। ত্রাস দূর কর সব হে অমর মতিধীর ॥
নভঃ হ'তে ব্রহ্মবাণী সকলে করি' শ্রবণ। ফিরেন অমরগণ সুশীতল প্রাণ মন ॥ ৪
প্রবোধ দিলেন তবে ধরণীরে পদ্মযোনি। অভয় পাইয়া আশা পরাণে লভে মেদিনী ॥ ৫

দো—বানর-শরীরে গিয়া ধরা প'রে হরিপদ সেব' সবে।
এ-কথা শিখা'য়ে দেব চারি-মুখ নিজধামে যা'ন তবে ॥ ১৮৭

চৌ—অমর নিকর চলি' যা'ন নিজ নিজ পুরে। শান্তি সবার মনে পৃথিবীর সনে পুরে॥
চতুর্ম্মুখ যেই মত আদেশ করেন দান। ত্বরিতে সাধেন তাহা দেবতা পুলক-প্রাণ॥ ১
বনচর-দেহ ধরি' আসেন ধরণী 'পর। অতুল প্রতাপ বলে হ'ন সবে অধীশ্বর॥
আয়ুধ সবার গিরি নখর বিটপীরাজ। হরি-আগমন পথ করেন চাহি' বিরাজ॥ ২
যথা তথা কপিদল ভরি' ভার' গিরি বন। মহতী বাহিনী নিজ গড়ি' করে বিচরণ॥
এই সব কম গাথা করিলাম বর্ণন। এবে শুন মাঝে যাহা করিয়াছি বর্জ্জন॥ ৩
রঘুকুলমণি-রূপে অযোধ্যা পুরীর পতি। নামে দশরথ যিনি বেদেতে জানিত অতি॥
ধরমের ধুরন্ধর গুণের আকর জ্ঞানী। রতি মতি হৃদে সদা সে বিভু শার্ঙ্গ-পাণি॥ ৪

দো—কৌশল্যাদি প্রিয় মহিষী যতেক পূত আচরণবতী।
পতি-অনুকূলা বিনয়-আধার হরি-পদে দৃঢ় প্রীতি॥ ১৮৮

রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ

চৌ—একবার নরপতি হৃদয়ে দারুণ দুখ। উদিতা বঞ্চিত হ'য়ে দরশনে সুত-মুখ॥
ত্বরিতে গুরুর পদে উপনীত মহীপতি। করেন চরণ ধরি' অনেক মিনতি স্তুতি॥ ১
মন-সুখদুখ পদে করিলেন নিবেদন। প্রবোধি' অশেষ গুরু কহিলেন এ বচন॥
ধীর ধর জনমিবে তোমার তনয় চারি। ত্রিভুবন-খ্যাত হ'বে ভক্তজন-ভয়হারী॥ ২
শৃঙ্গী ঋষিরে গুরু বশিষ্ঠ করি' আহ্বান। পুত্রকাম শুভ যাগ করা'লেন সমাধান॥
ভক্তিভরে মুনিবর আহুতি দিলেন যবে। হবিঃ ল'য়ে অগ্নিদেব দরশন দেন তবে॥ ৩
অগ্নি ক'ন মুনিবর যা' কিছু করেন কাম। সকলি হইল সিদ্ধ পূর্ণ তব মনস্কাম॥
এই হবিঃ নরপতি বণ্টন কর গিয়া। যোগ্য জনের মাঝে উপযুক্ত ভাগ দিয়া॥ ৪

দো—সভার সবায় প্রদানি' প্রবোধ অন্তর্ধান হুতাশন।
হরষ ধরে না নৃপের হৃদয় পরা-সুখে নিমগন॥ ১৮৯

চৌ—দশরথ ডাকা'লেন তখনি মহিষীগণে। কৌশল্যাদি রাণী সব আসিলেন যজ্ঞ স্থানে॥
আধ ভাগ নররায় দিলেন কৌশল্যার করে। অন্য-আধ পুনরায় দিলেন দু-ভাগ ক'রে॥ ১
রাণী কেকয়ীরে রাজা দেন তা'র এক ভাগ। বাকী ভাগে পুনরায় করিলেন দুই ভাগ॥
কৌশল্যা কেকয়ী-করে করি' তাহা সমর্পণ। দেওয়া'লেন সুমিত্রায় করিয়া প্রসন্ন মন॥ ২
এই রূপে মহিষীরা জঠরে ধরেন সুত। ভরিল পুলকে প্রাণ মন অতি সুখ-যুত॥
জঠরে যেদিন হ'তে আসিলেন নারায়ণ। সম্পদ সুখে ভরা হইল যত ভুবন॥ ৩
রাজ-অবরোধ মাঝে শোভেন সকল রাণী। শোভা শালীনতা আর তেজের যেমন খনি।
এই ভাবে কিছু দিন সুখেতে অতিবাহিত। তত দিনে প্রভু-আবির্ভাব-ক্ষণ উপস্থিত॥ ৪

দো—লগ্ন গ্রহ যোগ বার তিথি সব অবশেষে অনুকূল।
কি জড় চেতন সব ফুল্ল-মন রাম-জন্ম সুখ-মূল ॥ ১৯০

ভগবানের আবির্ভাব ও বাল্যলীলা

চৌ—শুক্লা নবমী-তিথি মধুমাস পুণ্যময়। হরি-প্রিয় অভিজিত মুহূর্ত্ত হ'ল উদয় ॥
অনধিক শীত কিম্বা উষ্ণ মধ্য দিনমান। জীবের বিরাম কাল সুপবিত্র সেই ক্ষণ ॥ ১
শীতল সুরভি মন্দ প্রবাহিত সমীরণ। হরষিত দেব আর আশা-ভরা সাধু-মন ॥
বন-কুসুমিত গিরি সজ্জিত মণি-ভারে। নদী হ'তে প্রবাহিত অমৃত জলধারে ॥ ২
ব্রহ্মা দেখেন যবে উদিত এ হেন ক্ষণ। বিমান সাজা'য়ে সব চলেন অমরগণ ॥
দেবতায় ভরা হ'ল নভঃ তল সুনির্ম্মল। মহিমা করিছে গান যতেক গন্ধর্ব্ব দল ॥ ৩
ভরি' চারু অঞ্জলি কুসুম-বরষা করে। নির্ঘোষে ঘন ঘন দুন্দুভি অম্বরে ॥
স্তুতিবাদ করে যত নাগ মুনি দেবতায়। বহুবিধ নিজ নিজ উপহার দেয় পায় ॥ ৪

দো—মিনতি জানা'য়ে অমর নিকর ফিরে নিজ নিজ ধাম।
বিশ্বাধার প্রভু আসেন ধরায় অখিল লোক-বিরাম ॥ ১৯১

ছ—আসিলা কৃপাল দীনের দয়াল কৌশল্যা জননী-মঙ্গলকারী।
প্রমোদিতা মাতা মুনি মন রাতা অদ্ভুত রূপ বিচার করি' ॥
আঁখি-অভিরাম তনু ঘনশ্যাম চারিভুজে নিজ আয়ুধ ধরা।
ভুষা বনমাল নয়ন বিশাল শোভা-নিধি খর অস্তু করা ॥ ১
ক'ন কর-জোড়ে অসীম তোমারে মিনতি কেমনে করিব আমি।
গুণ মায়াতীত জ্ঞানের অতীত অ-মাণ পুরাণ বলে যে স্বামি ॥
কৃপা-সুখাগার সব-গুণাধার যাহারে বাখানে আগম সন্ত।
সেই মম-হিতে দীনে কৃপা দিতে প্রকাশিত হ'লে এবে শ্রীকান্ত ॥ ২
ব্রহ্ম-অণ্ড কত মায়া-বিরচিত প্রতি লোমে যা'র বেদে এ কয়।
বুকে সে আমার এ কথা অসার শুনি' ধীর মতি স্থির না রয় ॥
যবে জাগে জ্ঞান প্রভু প্রীত প্রাণ বহুবিধ লীলা করিতে চা'ন।*
কহিয়া মধুরে তুষেন মাতারে পুত্র ভাবে প্রেম যাহাতে পা'ন ॥৩
সে জ্ঞান লুকা'ল জননী কহিল এ রূপ তোমার প্রভু লুকাও।
শিশুলীলা কর' প্রাণ মন ভর' সে পরম সুখ আমারে দাও ॥
যথা এই বাণী ক্রন্দন আনি' হ'লেন বালক অমর-ভূপ।
এ-লীলা যে গা'বে হরি-পদ পা'বে না পড়িবে কভু ভবের কূপ ॥ ৪

* যখন মাতার পরা জ্ঞানের উদয় হইল, তখন প্রভু রাম ঈষৎ হাস্য করিলেন। বহুবিধ লীলা করাই তাঁহার ইচ্ছা।

দো—বিপ্র ধেনু সুর সন্তের হিতে ধরা নর-অবতার।
নিজ ইচ্ছা-কৃত শরীর ত্রিগুণ ইন্দ্রিয় মায়া-পার॥ ১৯২

চৌ—শুনি' অতি মনোলোভা শিশুর রোদনধ্বনি। ত্বরিতে তথায় ছুটে আসেন যতেক রাণী॥
হরষে উৎফুল্ল মুখ যথা তথা ধায় দাসী। পুলকে মগন হ'ল যত অন্তঃপুরবাসী॥ ১
দশরথ শুনি' কাণে সুতের জনম হ'ল। পেলে'ন এ-গতি যেন ব্রহ্মসুখ প্রাণে এল॥
হৃদয়ে পরম প্রেম পুলকে ভরা বয়ান। ধৈর্য্য মনে আনি' সাধ করিবারে গাত্রোত্থান॥
শুনিলে যাঁহার নাম অশুভ দূরিত হয়। দয়া-ভরে সে প্রভুর আমার গৃহে উদয়॥
এ ভাবিয়া তাঁর মন পরম বিলাসে পূরে। উৎসব-বাজনা তরে আজ্ঞা দেন বাদ্যকরে॥ ৩
বশিষ্ঠ গুরুর পাশে গেল এই সমাচার। দ্বিজগণ-সনে তিনি আসিলেন রাজ-দ্বার॥
আসি' অনুপম শিশু করিলেন দরশন। সুন্দরতা-রাশি গুণ নাহি হয় বরণন॥ ৪

দো—নান্দীমুখ করি' হ'ল সংস্কার জাত-কর্ম্ম সব সারা।
কনক গোধন বসন রতন পা'ন দান দ্বিজ যাঁ'রা॥ ১৯৩

চৌ—তোরণ পতাকা ধ্বজে ছেয়ে গেল রাজধানী। কেমন সে শোভা তাহা কহিতে না আসে বাণী॥
আকাশ হইতে হয় কুসুমের বরষণ। ব্রহ্ম-সুখে মজ্জিত সবার হৃদয় মন॥ ১
দলে দলে সুলোচনাগণ রাজ-পুরী ধায়। বেশ-ভূষা বিহনেই সবে উঠি' দৌড়ায়॥
কনক কলস ল'য়ে মঙ্গল-থালা হা'তে। মুখে সুধা-সঙ্গীত ঢুকে নৃপ-দুয়ারেতে॥ ২
বরণ করিয়া তাঁ'র শুভ-তরে দান করে। বার বার সে চরণ-সরোজ পরশ করে॥
ভাট সূতদল আর গায়কেরা বন্দিগণ। রঘুনায়কের পূত গুণ করে কীর্ত্তন॥ ৩
সকলি বিলা'য়ে দিয়ে সকলেরে দান দিল। যে যাহা লভিল তাও নিজ পাশে না রাখিল
মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুম অবিরত। পথে পড়ি' কর্দ্দমে হ'ল তাহা পরিণত॥ ৪

দো—ঘরে ঘরে হয় শুভ-বাদ্য রব এলেন সুষমা-কন্দ।
যথা তথা মিলে' হরষ-মগন যত নরনারী-বৃন্দ॥ ১৯৪

চৌ—কেকয়-তনয়া আর সুমিত্রাও দুইজনে। নয়নের প্রীতিকর লভিলেন নন্দনে॥
এ সুখ এ সম্পদ এ সময়-সমাগম। নাগরাজ বীণাপাণি কহিবারে অক্ষম॥ ১
শোভিত কোশলপুরী সেই কালে এই মত। প্রভুরে হেরিতে যেন শর্ব্বরী সমাগত॥
কিন্তু হেরি' দিনকরে যেন মনে কুণ্ঠিতা। তখন বিচারি' মনে প্রদোষ-শরীর ধৃতা॥ ২
প্রভূত অগুরু ধূপ-ধূম যেন আঁধিয়ার। উড়িছে আবীর সেই অরুণিমা সন্ধ্যার॥
ভবনে রতন সব সে যেন তারার হার। কলস নৃপের পুরে ইন্দু যেন উদার॥ ৩॥
রাজপুরে বেদ-ধ্বনি মৃদু মৃদু বাণী-যোগে। বিহগ-কাকলি যেন মধুর প্রদোষ ভাগে॥
কৌতুক হেরি' রবি বিস্মৃত নিজ-গতি। মাস-কাল হ'ল গত তাহার নাহিক স্মৃতি॥ ৪

দো—এক মাস-কাল রহিল দিবস মর্ম্ম বিদিত কা'র।
রথ সহ রবি আটক প'ড়েছে নিশা হ'বে কি প্রকার॥ ১৯৫

চৌ—ইহার মরম কথা না জানিল কোন জন। পুনঃ রবি চলে করি' হরি-গুণ কীর্ত্তন॥
সুর মুনি করি' মহা উৎসব দরশন। ভাগ্য মানি' যখন' ভবনে আপনাপন॥ ১
তোমার সরল মন জানি' উমা ভাল মতে। আপন চুরির কথা কহি তব সাক্ষাতে॥
আমিও ছিলাম তথা কাক ভুষুণ্ডির সনে। মোদের মানব রূপ না চিনিল কোন জনে॥ ২
পরম বিলাস আর প্রেমরসে মাতোয়ারা। নগরের পথে পথে ঘুরেছি আপন-হারা॥
কিন্তু এই শুভ-লীলা শুধু বুঝে সেই জন। যে হয় শ্রীভগবান্ রামের কৃপাভাজন॥ ৩
যে ভাবে আসিয়াছিল যা'রা সেই অবসরে। সকলেরি যাহা কাম রাজা হ'তে তাহা পুরে॥
গজ রথ হয় হেম গো-ধন রতন সাজ। বসন বহুই বিধ বিতরিলা মহারাজ॥ ৪

দো—সবাকার মন তোষেন ভূপাল যথা-তথা আশীর্ব্বাদ।
চিরজীবী হ'ন সব সন্তান তুলসীদাসের নাথ॥ ১৯৬

চৌ—এই ভাবে কিছু দিন অতীত হইয়া যায়। রাত দিন কবে হয় কিছু নাহি জানা যায়॥
নাম-করণের কাল সমাগত মনে জানি'। আহ্বান করি' নৃপ পাঠা'ন বশিষ্ঠ মুনি॥ ১
পূজিয়া চরণ তাঁর করেন এ নিবেদন। যে নাম উচিত প্রভু করুন তা' রক্ষণ॥
বহু অনুপম নাম আছে এঁ'র মুনি ক'ন। রাজন্ কহিব সব আপন মতি যেমন॥ ২
ইনি যিনি হরষের মহাসিন্ধু সুখরাশি। কেবল শীকরে যাঁ'র তৃপ্ত ত্রিভুবনবাসী॥
জ্যেষ্ঠ আনন্দধাম রাম দুখ-অন্তক। অখিল বিশ্বের ইনি শান্তি সুখ-বিধায়ক॥ ৩
ভরণ-পোষণ যিনি করেন বিশ্বের এই। ভরত থাকুক নাম তব তনয়ের সেই॥
যাঁহার স্মরণ মাত্রে অরি-দল পায় নাশ। শত্রুঘ্ন-নামেতে হ'ন তব সে সুত প্রকাশ॥ ৪

দো—সু-লক্ষণ ধাম রাম প্রিয় যিনি সকল বিশ্বাধার।
করিলেন স্থির গুরু বশিষ্ঠ লক্ষ্মণ নাম তাঁ'র॥ ১৯৭

চৌ—রাখেন এ নাম গুরু হৃদয়ে বিচার করি'। কহেন বেদের তত্ত্ব তোমার তনয় চারি॥
মুনি-ধন হর-প্রাণ ভকত-সর্ব্বস্ব এবে। বাল-লীলা-রসে সুখ লভিতে আগত ভবে॥ ১
শিশুকাল হ'তে নিজ হিতকারী প্রভু জানি'। রামের চরণে হ'ন লক্ষ্মণ অনুগামী॥
শত্রুঘ্ন ভরত এই দুই ভাই-অন্তরে। সেবক-প্রভুর মত প্রীতিভাব বাস করে॥ ২
শ্যাম গোরা দু'-জোড়ার রূপ-শোভা নিরখিয়ে। জননী ছিঁড়েন তৃণ কু-দৃষ্টি লাগার ভয়ে॥
যদিও সবাই শীল রূপ আর গুণধাম। সবার অধিক তবু আনন্দ-সাগর রাম॥ ৩
অনুগ্রহ-বিধু-হৃদে নিশিদিন সুপ্রকাশ। সূচিত কিরণে তা'র প্রাণ মনোহর হাস॥
কভু নিজ ক্রোড়ে ল'য়ে কখনো-ঝুলার 'পরে। বাছা ধন ক'ন মাতা রামেরে আদর ভরে॥ ৪

দো—ব্রহ্ম ব্যাপক গুণ মায়াতীত দুখ-সুখে অ-মগন।
সেই জন্মহীন ভকতির বশে কৌশল্যার কোলে র'ন ॥ ১৯৮

চৌ—কোটি কাম-ছ'ব জিনি' শ্যামতনু বিমোহন। সুনীল কমল আর জলভরা ঘন যেন ॥
অরুণ সরোজ পদ-নখরে এ হেন ভাতি। রক্ত কমল-দল 'পরে যেন গাঁথা মোতি ॥ ১
সে পদে কুলিশ ধ্বজ অঙ্কুশ রেখা শোভে। নূপুরের শিঞ্জিনী শুনি' মুনি-মন লোভে ॥
কটিতটে কিঙ্কিণী ত্রিবলী বর-উদরে। গভীর নাভির কূপ সেই জানে যে নেহারে ॥ ২
সু-ভূষায় বিভূষিত সুবিশাল ভুজদ্বয়। শার্দ্দূল-নখে বুক অপরূপ শোভাময় ॥
জড়িত রতন হৃদে মণিহার পায় শোভা। বিপ্র-চরণ-রেখা করে শোভা মনোলোভা ॥ ৩
কম্বু-কণ্ঠ অতি চিবুক মানস-রম। আননে অমিত মন-মথ-ছবি বিমোহন ॥
দুই দুই রদপাঁতি অধরে অরুণ-বিভা। বর্ণন কেবা করে নাসিকা তিলক-শোভা ॥ ৪
কপোল কি মনোহর শ্রুতিযুগ সুন্দর। আধ মধু-বালভাষ শ্রবণের সুখকর ॥
চিক্কণ কুঞ্চিত সুকোমল কেশ শিরে। কতই যতনে মাতা ন্যস্ত করিলা যা'রে ॥ ৫
পীত অঙ্গরাখা চারু কলেবরে লম্বিত। জানু-পাণি-বিচরণ হেরি' মন বিমোহিত ॥
রূপ-শোভা বর্ণিতে শ্রুতি শেষ মানে হার। সে-ই জানে স্বপনেও যে হেরেছে একবার ॥ ৬

দো—সুখাকর মোহ- অতীত ইন্দ্রিয় জ্ঞান বাণী-অগোচর।
নৃপ-মহিষীর পরা-প্রেমে সেই বাললীলা তৎপর ॥ ১৯৯

চৌ—এই মত অখিলের জনক জননী রাম। কোশল-রাণীরে সুখ হরষ করেন দান ॥
ভবানি শ্রীরাম-পদে যেজন স'পেছে মন। নিজ চ'খে সেই এই লীলা করে দরশন ॥ ১
শ্রীপতি-বিমুখ যদি কোটি যতন করে। ভবের বাঁধন তা'র কহ কে ঘুচা'তে পারে ॥
চরাচর জীবে যেবা আপনার বশে রাখে। সেই মায়া ভয়ে সারা যেতে প্রভু-সম্মুখে ॥ ২
যে মায়া নাচিছে সদা তাঁ'র আঁখি-ভঙ্গিতে তেমন প্রভুরে ফেলে কা'রে কহ আরাধিতে ॥
নিজ চতুরতা ত্যজি' কায়-মন-বাক্য-সাথ। ডাকিলেই কৃপা-চ'খে হেরিবেন রঘুনাথ ॥ ৩
এই ভাবে শিশুলীলা করেন শ্রীরঘুপতি। নগরবাসীরে সদা বিতরেন সুখ অতি ॥
কখনো বুকেতে মাতা আদরে তাঁরে নাচা'ন। কখনো ঝুলার 'পরে শুয়া'য়ে প্রেমে দুলা'ন ॥ ৪

দো—বাৎসল্যে মগন কৌশল্যা মহিষী দিবানিশি নাহি জ্ঞান।
সুত-প্রেম বশে করেন জননী তাঁর শিশু লীলা-গান ॥ ২০০

চৌ—একবার মহারাণী রামেরে করা'য়ে স্নান। ঝুলায় শোয়া'ন করি' বেশভূষা সমাধান ॥
অনন্তর নিজ কুল-ইষ্টদেব ভগবানে। পূজা হেতু স্নান-শেষে ভকতি-পূরিত প্রাণে ॥ ১
পূজা করি' করি' তাঁ'রে উপচার নিবেদন। যা'ন তথা যথা হয় ভোগ আদি রন্ধন ॥
প্রতি-আগমন করি' হেরিলেন অতঃপর। উপচার তাঁ'র সুত মুখে দিতে তৎপর ॥ ২

দশরথের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ

ভয়-ভীতা মাতা যা'ন শুয়ে র'ন শিশু যথা। দেখেন তেমনি ভাবে শায়িত তনয় তথা ॥
পুনরায় দেব-গৃহে আসিয়া দেখেন রামে। কাঁপিয়া উঠিল হৃদি শান্তি মন নাহি মানে ॥৩
ভাবেন বালক দুই করি আমি দরশন। বিশেষ কি হেতু আছে কিম্বা মোর মতি-ভ্রম ॥
প্রভু রাম জননীরে ভয়াকুল নিরখিয়া। তুষিলেন সেই প্রাণ-বিমোহন হাসি দিয়া ॥ ৪

দো—মায়ে অতঃপর দেখা'লেন নিজ অখণ্ড বিরাট রূপ।
কোটি ব্রহ্ম-অণ্ড র'য়েছে জড়িত যাহে প্রতি লোমকূপ ॥ ২০১

চৌ—অগণিত রবি শশী মহেশ চতুরানন। বহু গিরি নদ নদী জলধি মহী কানন ॥
কর্ম্ম কাল তিনগুণ জ্ঞান ও স্বভাব আর। দেখিলেন তা-ও যাহা পশেনি শ্রবণে তাঁ'র ॥ ১
দেখিলেন মায়া যাহা সব-বিধি বলবতী। সভীতা সমুখে তাঁ'র কর-জোড়ে করে নতি ॥
নাচায় যাহারে মায়া সে-জীব পড়িল চ'খে। ভকতিও তথা যাহা মায়া হ'তে রাখে তা'কে ॥২
হেরি' পুলকিত দেহ বদনে নাহিক কথা। মুদিয়া নয়ন তাঁ'র চরণে রাখেন মাথা ॥
হেরি' বিস্ময়াকুল জননীরে ভগবান্। আবার থরারি ল'ন শিশুর কম বয়ান ॥ ৩
স্তুতিও আসে না প্রাণে এমন বিষম ভয়। জগত-জনকে মনে করি সে মম তনয় ॥
শ্রীহরি তখন তাঁ'রে বুঝান কতই ভাবে। শুন মা এ কথা যেন কহিও না কা'রো পাশে ॥৪

দো—কর-জোড়ে রাণী ক'ন বার বার কর এই নিজ দয়া।
আর যেন মোরে নাহি ব্যাপে প্রভু কখনো তোমার মায়া ॥ ২০২

চৌ—বহুবিধ শিশুলীলা করিলেন হেন হরি। নিজ দাসগণ-প্রাণ অপার হরষে ভরি ॥
অতীত হইয়া গেলে কিছু কাল চারি ভ্রাতা। বর্দ্ধিত হ'ন তাঁরা পরিজন-সুখ-দাতা ॥ ১
গুরু আসি' সাধিলেন চূড়াকর্ম্ম সংস্কার। ব্রাহ্মণের হ'ল লাভ বরষণ দক্ষিণার ॥
পরম মানসহর দিব্য লীলা অপার। করিয়া বেড়ান সেই চারি নৃপ-সুকুমার ॥ ২
কায়-মন-বচনের অগোচর বিভু যেই। দশরথ-অঙ্গনে বিচরেন প্রভু সেই ॥
আগত ভোজন কালে ভূপতি ডাকেন যবে। বাল-সখা সঙ্গ ছাড়ি' আসিতে না চা'ন তবে ॥৩
জননী যখন যা'ন করিবারে আহ্বান। ঠুমুক ঠুমুক প্রভু নাচিয়ে পলা'য়ে যা'ন ॥
বেদ যাঁ'রে নেতি বলে শিব শেষ নাহি পা'ন। সবলে ধরিতে তাঁ'রে জননী বেগেতে ধা'ন ॥ ৪
আসেন ফিরিয়া তিনি ধূলায় ধূসর বেশে। বসান আপন কোলে ধরণী-অধীপ হেসে ॥ ৫

দো—করেন ভোজন চঞ্চল চিত মাঝে অবসর দেখে'।
খল খল হেসে ছুটিয়া বেড়ান দধি-ভাত মুখে মেখে' ॥ ২০৩

চৌ—শ্রীরামের শিশুলীলা সরল মানসহর। শারদা বাসুকী হর বেদ গা'ন নিরন্তর ॥
যা'র মন এ লীলায় নহে অনুরঞ্জিত। সে মানবে সৃজিলেন ধাতা করি' বঞ্চিত ॥ ১

কুমার-বয়স যবে লভিলেন চারি ভ্রাতা। উপবীত দানিলেন গুরু আর পিতামাতা ॥
গুরুগৃহে যা'ন পাঠ করিবারে অধ্যয়ন। অল্প বয়সে সব বিদ্যা হ'ল সমাপন ॥ ২
সহজ নিশ্বাস যাঁ'র চারি বেদ ধরা'পর। সে হরির পাঠাভ্যাস কি আশ্চর্য্য অতঃপর ॥
বিদ্যা-বিনয়-গুণ শীলযুত চারি জন। লীলা-ছলে আচরে'ন সব রাজ-আচরণ ॥ ৩
করতলে ধৃত শর-কার্ম্মুক সুন্দর। যে রূপ নয়নে হেরি' বিমোহিত চরাচর ॥
যে পথ ধরিয়া যা'ন নৃপ-সুত চারি জন। স্তম্ভিত হ'য়ে চেয়ে রয় সব জনগণ ॥ ৪ ॥

দো—কোশল-নিবাসী যত নরনারী কিবা বৃদ্ধ কিবা বাল।
প্রাণ হ'তে প্রিয় লাগে সকলের শ্রীরামচন্দ্র কৃপাল ॥ ২০৪

চৌ—ভ্রাতা আর সখাগণে সাথে ল'য়ে ভগবান্। মৃগয়ার তরে নিত কানন-মাঝারে যা'ন ॥
পবিত্র দেখিয়া মৃগ হনন করিয়া তা'রে। দেখা'তেন প্রতিদিন আনিয়া নৃপতিবরে ॥ ১
রামের শরের ঘায়ে যেই মৃগ ত্যজে প্রাণ। সে তনু করিয়া ত্যাগ স্বরগে করে প্রয়াণ ॥
অনুজ সখার সনে করেন নিত ভোজন। জনকমাতা আদেশ করেন প্রতিপালন ॥ ২
যা' করিলে পুরবাসী সকলেই সুখ পায়। তাহাই করেন রাম গুণনিধি কৃপাময় ॥
শুনেন পুরাণ বেদ করিয়া অভিনিবেশ। নিজেও বুঝা'ন তাহা ভ্রাতাদের সবিশেষ ॥ ৩
প্রভাত সময়ে শয্যা করি' ত্যাগ রঘুনাথ। করেন জননী-পিতা-গুরুপদে প্রণিপাত ॥
লইয়া আদেশ মন দেন পুরী-কার্য্য প্রতি। আচরণ হেরি' প্রাণে সুখ পা'ন নরপতি ॥ ৪

দো—ব্যাপক অ-তনু অজ ইচ্ছাহীন অ-গুণ অ-নাম-রূপ।
ভকতের তরে করেন বিবিধ মহিম লীলা অনুপ ॥ ২০৫

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের দশরথ-সমীপে আগমন

চৌ—এই সব লীলা-কথা করিলাম বরণন। পরে যা' ঘটিল তাহা শুন এবে দিয়া মন ॥
বিশ্বামিত্র চরাচর জ্ঞাত মহামুনি জ্ঞানী। নিবাস করেন বনে অতি পূতস্থান জানি' ॥ ১
তথায় করেন জপ যাগ হোম আদি ক্রিয়া। সুবাহু মারীচ আদি রক্ষঃ-ডরে ত্রস্ত হিয়া ॥
হেরিলেই যাগ চ'খে রাক্ষস বেগে ধায়। নানা উপদ্রব করে মুনি-প্রাণ দুখ পায় ॥ ২
গাধী-সুত মন-মাঝে আসে এই অনুমান। পাপীদের কে বা বধে বিনা সেই ভগবান্ ॥
তখন মনেতে মুনি করিলেন এ বিচার। এসেছেন এবে প্রভু লাঘবিতে ধরা-ভার ॥ ৩
এই ছল করি' যাই করি পদ দরশন। মিনতি করিয়া হেথা আনি ভাই দুই জন ॥
বৈরাগ্য জ্ঞানের আর সকল গুণ-নিধান। পাইব হেরিতে মোর প্রভুরে ভরি' নয়ান ॥ ৪

দো—বহুবিধ মনে আলোচনা করি' চলেন ত্বরিত-গতি।
মজ্জন কার' সরযূ-সলিলে যা'ন নৃপ-সভা প্রতি ॥ ২০৬

চৌ—মুনি-আগমন কথা শুনিতেই রাজা কাণে। ভেটিবারে যা'ন নিজে সাথে ল'য়ে সিদ্ধগণে॥
দণ্ডবৎ করি' নৃপ করিলেন মান দান। আনিয়া আসনে নিজ যতনে তাঁ'রে বসান॥১
বহু পূজা করিলেন করি' পদ-প্রক্ষালন। আজি মোর সম ধন্য কেহ নাহি রাজা ক'ন॥
বহুবিধ ভোজ্যে সেবা করা'ন মহর্ষিবরে। অতীব হরষ মুনি পা'ন নিজ অন্তরে॥ ২
পরে চারি সুতে আনি' করা'লেন প্রণিপাত। দেহ-জ্ঞানচ্যুত মুনি হেরি' রাম জগন্নাথ॥
তন্ময় হ'য়ে র'ন চেয়ে সেই মুখ 'পর। মোহিত চকোর যেন পেয়ে রাকা শশধর॥৩
নরপতি ক'ন সুখ লভি' নিজ অন্তরে। হে মুনি এমন কৃপা নহিল ত' কভু মোরে॥
কিসের কারণে প্রভু এই শুভ-আগমন। আদেশ' অচিরে দাস করিবে তাহা সাধন॥৪
রাক্ষসগণ মোরে করে বড় জ্বালাতন। সে হেতু যাচিতে কিছু আসিয়াছি হে রাজন্॥
অনুজ সহিত দেহ সাথে মোর রঘুনাথ। হত হ'লে নিশাচর হইব আমি সনাথ॥ ৫

দো—হরষিত মনে দেহ নরনাথ ত্যজ মোহ-অজ্ঞান।
হ'বে এতে তব ধর্ম্ম সুযশ এঁ'র মহা কল্যাণ॥ ২০৭

চৌ—শুনিয়া শ্রবণে রাজা হেন বাণী নিদারুণ। কাঁপিল হৃদয় মুখ-ভাব হ'ল সকরুণ॥
শেষের দশায় বুকে পাইলাম সুত চারি। হে মুনি বচন তুমি কহিলে না তা' বিচারি'॥ ১
চাহ যদি রাজ্য ধেনু অথবা কোষের ধন। হরষে সকলি পায়ে দিতে পারি ভগবন্॥
দেহ ও প্রাণের হ'তে নাহি কিছু প্রিয়তর। তা-ও দেব দিতে পারি নিমিষে চরণ 'পর॥ ২
প্রাণের সমান প্রিয় সকল সুতই মম। তথাপি রামেরে দিতে না পারি আমারে ক্ষম॥
কোথা নিশাচরগণ অতীব কঠোর ঘোর। কোথা অতি কমকায় কিশোর কুমার মোর॥৩
প্রেমরসে পরিপ্লুত শুনিয়া নৃপের বাণী। প্রীতি নিজ অন্তরে লভিলেন জ্ঞানী মুনি॥
তখন বশিষ্ঠ দেব বুঝা'লেন নানামত। তাহে নৃপ-সন্দেহ অবশেষে অপগত॥ ৪
অতীব আদরে দুই সুতে করি' আহ্বান। হৃদয়ে জড়া'য়ে বহু শিক্ষা করেন দান॥
ক'ন নাথ এই দুই সুত প্রাণ সম গণ্য। হে মুনি তুমিই এবে জনক নহেক অন্য॥ ৫

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষা

দো—নৃপতি সঁপেন ঋষিরে তনয় আশীষ প্রদানি' তাঁ'রে।
জননী-সকাশে চলিলেন প্রভু চরণে প্রণতি তরে॥২০৮(ক)

সো—চলে নর-হরি দুই বীর মুনি-ভয়-সাগরের সেতু।
করুণা-সাগর মতিধীর চরাচর-কারণের হেতু॥ ২০৮ (খ)

চৌ— অরুণ নয়ন-বর হৃদি ভুজ সুবিশাল। নীল জলধর তনু শ্যামল যেন তমাল॥
কটিতে বসন পীত তূণীর শোভিত তা'য়। দু'করে শায়ক-ধনু অপরূপ শোভা পায়॥ ১

গৌর শ্যামল দুই ভ্রাতা মহারূপবান্। মুনিবর গাধীসুত মহানিধি যেন পা'ন ॥
ভাবেন ব্রাহ্মণ-প্রিয় প্রভু স্থির জানিলাম। মোর তরে পিতারেও ছাড়িলেন ভগবান্ ॥ ২
পথ ধরি' যা'ন মুনি দূর হ'তে দেখা যায়। তাড়কা ভীষণ ক্রোধ ভরে সেই দিকে ধায় ॥
শ্রীরাম এক-ই বাণ প্রহারে বধেন তা'রে। দীন বুঝি' নিজ পদ দিলেন কৃপার ভরে ॥ ৩
হৃদয়ে তাঁহারে ঋষি জানিয়াও ভগবান্। সর্ব্ববিদ্যা-বারিধিরে করিলেন বিদ্যাদান ॥
পিপাসা অথবা ক্ষুধা যাহাতে না ব্যাপে তাঁ'য়। জাগে দেহে তেজ বল অতুলন প্রতিভায় ॥ ৪

দো—সকল আয়ুধ করিয়া প্রদান নিজ আশ্রমে আনি'।
কন্দ মূল ফল দিলেন ভোজন ভকতে সদয় জানি' ॥ ২০৯

চৌ—প্রভাতে মহর্ষি-প্রতি ক'ন রাম রঘুনাথ। নির্ভয় হ'য়ে যাগ আচরণ কর নাথ ॥
শুনি' মুনিগণ হোম করিলেন আরম্ভন। আপনি সে যাগ-রক্ষা কার্য্যেতে রত র'ন ॥ ১
মুনি-দ্রোহী নিশাচর মারীচ বারতা শুনে'। সাথীদলে ল'য়ে ক্রোধে আসে ধেয়ে সেইখানে।
ফলক-বিহীন শর করিয়া তা'রে প্রহার। শতেক যোজন দূরে ফেলেন সাগর-পার ॥ ২
তার পর অগ্নিবাণ হানিলেন সুবাহুরে। এ দিকে লক্ষ্মণ রত সেনা দিতে ছারেখারে ॥
এ ভাবে রাক্ষস বধি' নিডর করিলা দ্বিজে। করেন দেবতা মুনি স্তুতি পদ-সরসিজে ॥ ৩
সেই স্থানে কিছুকাল বাস করি' রঘুবর। দয়া বিতরণ রাম করেন ব্রাহ্মণ 'পর ॥
ভক্তিবশে শাস্ত্রকথা ক'ন দ্বিজগণ তাঁ'রে। যদিও অজানা তাঁ'র কিছু নাহি ধরা 'পরে ॥ ৪

অহল্যা-উদ্ধার

অবশেষে সমাদরে কৌশিকী মুনি ক'ন। এবে এক লীলা প্রভু কর গিয়া দরশন ॥
ধনু-যজ্ঞ কথা শুনি' পুলকে শ্রীরঘুনাথ। চলিলেন মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র-মুনি সাথ ॥ ৫
পড়িল আশ্রম এক চ'খে পথ-মাঝখানে। খগ মৃগ জীব জন্তু কেহ নাই সে আশ্রমে ॥
এক শিলা লক্ষ্য করি' জিজ্ঞাসেন মুনিবরে। সকল কথাই মুনি কহেন বিশেষ ক'রে ॥ ৬

দো—অভিশাপ-বশে গৌতমের নারী ধরিয়া শিলা-শরীর।
কাতরে যাচিছে পদরজ তব কৃপা কর রঘুবীর ॥ ২১০

ছ—ছুঁয়া'তে চরণ শোক-বিনাশন প্রকাশিল তেজোময়ী কলেবর।
হেরি' রঘুপতি ভকতের গতি রহিল দাঁড়া'য়ে জুড়িয়া কর ॥
প্রেমেতে অধীর পুলক শরীর বলিতে মুখেতে কথা না সরে।
সে বড়ভাগিনী চরণে অমনি পড়িল নয়নে দু'-ধারা ঝরে ॥ ১
ধীর মনে পরে চিনিল প্রভুরে লভিল কৃপায় ভকতি দান।
নির্ম্মল ভাষে মিনতিতে ভাষে জ্ঞান-গম ওহে ভকত-প্রাণ ॥
মলিনা রমণী প্রভু পূত মণি রাবণারি জন-নন্দ ধব।
রাজীবলোচন ভব-বিমোচন রাখ' রাখ' আমি শরণে তব ॥ ২

মুনি-শাপ যাহা বর হ'ল তাহা করুণা করিলা আমারে অতি।
হেরি আঁখি ভরি' ভবহারী হরি বুঝেন এ লাভ ভবানীপতি॥
ভ্রান্তমতি নারী এ মিনতি তা'রি নাহি চাহে প্রভু অপর দান।
পদ-রজ রসে যেন মন বসে সেই সুধা করে নিয়ত পান॥ ৩
যে চরণ-জাত সুরধুনী পূত ধরেন মহেশ মাথার 'পরে।
অর্চ্চিত অজ যে চরণ-রজ সে পদ কৃপাল রাখিলে শিরে॥
বার বার পড়ি' গৌতমের নারী শ্রীহরি-কমল-চরণ 'পর।
গেল পতিলোকে মনের পুলকে লভি' মনোমত পরম বর॥ ৪
দো—এইরূপ প্রভু দীননাথ হরি কারণহীন দয়াল।
রে শঠ তুলসি ভজ' ভজ' তাঁ'রে কপট ত্যজি' জঞ্জাল॥ ২১১

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সহিত বিশ্বামিত্রের জনকপুরী গমন

চৌ—চলেন লক্ষ্মণ-রাম সনে বিশ্বামিত্র মুনি। উপনীত যথা জগ-উদ্ধারিণী সুরধুনী॥
মুনিবর বিবরিয়া করিলেন বরণন। যে প্রকারে ধরণীতে গঙ্গার আগমন॥ ১
ঋষি মুনি সনে প্রভু করিলেন তাহে স্নান। মহীদেবগণ পা'ন বিবিধ প্রকার দান॥
হরষিত মনে যা'ন মুনিদল সহযোগে। বিদেহ পুরীর কাছে উপনীত হ'ন বেগে॥ ২
জনকপুরীর শোভা হেরিলেন যবে রাম। অনুজ সহিত তাঁ'র লাগে মন-অভিরাম॥
তড়াগ সরিৎ কূপ নদী যত সরোবর। সলিল অমৃত সম মণি-সিড়ি চত্বর॥ ৩
গুঞ্জে মঞ্জু মধুমত্ত ভৃঙ্গদল। বহুরং বিহগেরা করে সদা কল কল॥
কতই বরণ শোভে বিকশিত জলজাতা। ত্রিবিধ সমীর বহে সকলের সুখদাতা॥ ৪
দো—কুসুম-বাটিকা উদ্যান বন বিপুল খগ-নিবাস।
ফলে ফুলে শোভে নব কিশলয়ে সে পুরীর চারি পাশ॥ ২১২
চৌ—কহিতে না আসে ভাষা নগরীর শোভা কত। যথা যায় তথা মন হ'য়ে রয় প্রলোভিত॥
সুচারু বিপণী-সারি সৌধ রতনময়। নিরখি' স্বকর বিধি-বিরচিত মনে হয়॥ ১
কুবেরের সম যত বণিকেরা ধনবান্। নানাবিধ পণ্য ল'য়ে আপণে বিরাজমান॥
সুন্দর চৌমাথা বীথিগুলি মনোহর। সুরভি সেচিত রহে সে সব নিশি বাসর॥ ২
মঙ্গল-ভরা গৃহ সবাকার চিত্রিত। মানস ভুলান যেন রতিনাথ-অঙ্কিত॥
নর-নারী সকলেই শুচি সাধু সুন্দর। গুণবান্ জ্ঞানী আর ধরমের ধুরন্ধর॥ ৩
অতি অনুপম যথা জনকের রাজাবাস। চকিত দেবতা হেরি' তথাকার সে বিলাস॥
প্রাসাদ দরশ করি' চকিত হৃদয় হয়। সকল ভুবন-শোভা যেন করে পরাজয়॥ ৪
দো—শ্বেতধাম মণি- বিচিত্র খচিত হেম পট্ট সমুদায়।
জানকী-নিবাস- সদনের আর শোভা কিবা কহা যায়॥ ২১৩

।—সুন্দর দ্বারে আঁটা বজ্র-সম কপাট। ভীড় করে যে ভবনে মাগধ নৃপতি ভাট॥
সুবিশাল অশ্ব-গজ-শালা লাগা তা'র সাথে। ভরা থাকে সব কালে বহু অশ্বে গজে রথে॥ ১
বহু যোধ সেনাপতি সচিব রহেন তথা। ভবন তাঁ' সবাকার নৃপতি-ভবন যথা॥
পুরী-প্রান্তে সরোবর স্রোতস্বিনী-তটদেশে। যথা তথা বহু নৃপ বাস করে পট্টবাসে॥ ২
আম্র-কানন এক করিয়া অবলোকন। সুন্দর সব বিধি সুবিধা তথা পরম॥
মুনি ক'ন রঘুবীর আমার বিচার মত। এইখানে অবস্থান করা হ'বে সঙ্গত॥ ৩
যথা তব আজ্ঞা প্রভু ক'ন কৃপা-নিকেতন। মুনি ঋষিগণ সবে করিলেন উত্তরণ॥
মিথিলাপতির পাশে বার্ত্তা গেল সেই ক্ষণ। কৌশিকী মহামুনি ক'রেছেন আগমন॥ ৪

দো—গুরু ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বহুবীর সাথে ল'য়ে নিজ জ্ঞাতি।
চলেন নৃপতি মুনির সদনে পরাণে তৃপ্তি অতি॥ ২১৪

শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়া জনকের প্রেম-মগ্নতা

চৌ—চরণে রাখিয়া মাথা করিলেন প্রণিপাত। আশীর্ব্বাদ প্রীতমনে বরষেন মুনিনাথ॥
বিপ্রগণেরে পরে সাদরে করেন নতি। বড় ভাগ্য মানি' রাজা অতিশয় ফুল্লমতি॥ ১
গাধিসুত নৃপতিরে করা'ন উপবেশন। কুশল-বারতা করি' বার বার জিজ্ঞাসন।
সেই অবসরে তথা দুই ভাই উপনীত। কুসুম-বাটিকা দেখি' তথা হ'তে সমাগত॥ ২
গৌর শ্যামল মৃদু-বয়সের দু' কিশোর। নয়নের সুখপ্রদ বিশ্বের চিত-চোর॥
রঘুপতি আসিতেই উঠিয়া দাঁড়ান সবে। বসান আপন কাছে মহাঋষিবর তবে॥ ৩
দোঁহারে নিরখি' প্রাণে পুলকিত সব জন। রোমাঞ্চিত কলেবর জলে ভরে দু'নয়ন॥
সে মাধুরী-ভরা রূপ আঁখি ভরি' নিরখিয়া। বিদেহ রহেন নিজ দেহ-বোধ পাশরিয়া॥ ৪

দো—প্রেমে লীন মন বুঝিয়া বিবেকে ধৈর্য্য ধরিয়া শেষে।
মুনি-পদে রাজা করিয়া প্রণতি ক'ন গদগদ ভাষে॥ ২১৫

চৌ—কহ প্রভু সুন্দর সুকুমার এ যুগল। মুনি কি-নৃপতি-কুল করিয়াছে উজ্জ্বল॥
অথবা নিগম যাঁ'রে নেতি বলি' গান করে। সেই ব্রহ্ম আসিলেন দোঁহাকার রূপ ধ'রে॥ ১
স্বভাবে বিরাগময় আমার এ হেন মন। চন্দ্র-চকোর সম মোহিত কি অকারণ॥
অকপটে জিজ্ঞাসি' তব পদে এই প্রভু। কহ দেব মোর পাশে গোপন না কর কভু॥২
হেরিতেই এঁ'রে অতি প্রেম-অনুরাগে ভিজে'। কি যেন প্রবল টানে মন ব্রহ্ম-সুখ ত্যজে॥
হাসি' মুনি ক'ন সত্য তব বাণী অতিশয়। তোমার বচন নৃপ মিথ্যা হ'বার নয়॥ ৩
এঁ'রে প্রিয় ভাবে যত চরাচর অধিবাসী মুনি-বাণী শুনি' রাম-মুখে আসে মৃদু হাসি॥
রঘুকুলমণি দশরথ-কুল আলোকিলা। আমার হিতের তরে নৃপ এঁ'রে পাঠাইলা॥ ৪

দো—রাম ও লক্ষ্মণ রূপ শীল বল- ধাম ভাই দুই জনে।
দেখিল জগত রাখিলা যজ্ঞ জিনি' রাক্ষসে রণে ॥ ২১৬

চৌ—রাজা ক'ন দেব তব চরণ দরশ করি'। কত যে পুণ্যের ফলে কেমনে তাহা বিবরি ॥
গৌর সুন্দর শ্যাম যুগল কম-বয়ান। আনন্দ যে তাহারেও আনন্দ করেন দান ॥ ১
ইঁহাদের পরস্পর ভ্রাতৃ-প্রেম সুন্দর। কহা নাহি যায় মুখে কত মন-মোহ কর ॥
শুন প্রভু ক'ন এই পুলকে বিদেহরাজ। ব্রহ্ম জীব সম প্রীতি স্বাভাবিক দোঁহা-মাঝ ॥ ২
নরনাথ বার বার যত চা'ন রাম-পানে। কলেবরে পুলকন উৎসাহ প্রাণে আনে ॥
মুনির বাখান করি' চরণে করিয়া নতি। নগরে লইয়া সবে চাললেন নরপতি ॥ ৩
সর্ব্বকালে সুখপ্রদ সব বিধি সুন্দর। এ হেন ভবনে বাস দিলেন ভূপতিবর ॥
অবশেষে করি' পূজা সবাকার সেবা-শেষে। বিদায় লইয়া নৃপ ফিরিলেন নিজাবাসে ॥ ৪

দো—ঋষিগণ সনে রঘুকুল-মণি ভোজন বিরাম-পাছে।
অনুজের সনে বসিলেন যবে প্রহরেক বেলা আছে ॥ ২১৭

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের জনকপুরী সন্দর্শন

চৌ—লক্ষ্মণ মন-মাঝে অভিলাষ অতিশয়। যাইয়া জনকপুরী দেখে' আসা কিসে হয় ॥
অথচ প্রভুর ভয় সঙ্কোচ মুনিগণে। প্রকাশ না করি' হ'ন উচাটন মনে মনে ॥ ১
তাঁহার সে মনোভাব বুঝিলেন রঘুবর। ভকত-সদয় ভাব উদিল হৃদয় 'পর ॥
কহিতে আদেশ পেয়ে অতি কুণ্ঠিত মনে। মৃদু হাসি হাসি' ক'ন অতি মৃদু বাণী সনে ॥ ২
পুরী হেরিবারে প্রভু লক্ষ্মণের অভিলাষ। আপনার ডরে ওর মুখেতে না আসে ভাষ ॥
ল'য়ে যেতে যদি প্রভু পাই তব অনুমতি। নগর দেখা'য়ে তবে ফিরে আসি ত্বরাগতি ॥ ৩
শুনিয়া আদর ভরে মহর্ষি বচন ক'ন। তুমি বিনা কেবা রাম সুনীতি করে পালন ॥
ধরমের মান সদা রক্ষণ তুমি কর। ভকতে প্রেমের বশে অনুপ সুখ বিতর ॥ ৪

দো—হে সুখ-নিধান যাও দু'জনায় পুরী দেখি' এস গিয়া।
সবার নয়ন করাও সফল কম-রূপ দেখাইয়া ॥ ২১৮

চৌ—পূজি' মহা-ঋষি-পদ যা'ন ভাই দুই জন। সবারে নয়ন-সুখ করিবারে বিতরণ ॥
বালকেরা সে পরম শোভা হেরি' প্রাণে মেতে। মোহিত নয়ন-মনে সাথে সাথে থাকে যেতে ॥ ১
পীত বসনের 'পরে কটিতে তূণীর রয়। কার্ম্মুক চারু শর বর-করে শোভাময় ॥
শরীরের অনুকূল চন্দনে চর্চ্চিত। গৌর-শ্যামল জুটি হেরি' প্রাণ বিমোহিত ॥ ২
স্কন্ধ কেশরী সম বাহু যুগ সুবিশাল। উর হ'তে লম্বিত গজ-মুকুতার মাল ॥
মনোহর হিঙ্গুল কমল-দল লোচন। শশী-নিন্দ সে আনন ত্রিবিধ তাপ-মোচন ॥ ৩

হেম শ্রুতি-আভরণ শ্রবণ-যুগল 'পরে। হেরিতেই চ'খে যেন প্রাণ মন লয় হ'রে ॥
চাহনির ভঙ্গি চারু ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম। তিলক-রেখার শোভা সুন্দরতা-ছাপ যেন ॥ ৪

দো—সুন্দর শিরে চারি-কোণ তাজ কুঞ্চিত কাল কেশ।
পদ হ'তে শির সুন্দর দোঁহে শোভাধার চারু বেশ ॥ ২১৯

চৌ—আসেন দেখিতে পুরী নৃপসুত দুই জন। শ্রবণ বারতা এই করে পুরবাসিগণ ॥
গৃহকাজ পরিহরি' ছুটে আসে ঊর্দ্ধশ্বাসে। কাঙাল যেমন ধন রতন লুঠিতে আসে ॥ ১
সহজ-সুন্দর দুই ভাই করি' দরশন। চরিতার্থ হয় করি' সফল নিজ লোচন ॥
নবীনারা রহি' সবে বাতায়ন-মধ্যভাগে। দরশন করে সেই শ্যামরূপ অনুরাগে ॥ ২
কহিতেছে এ উহারে অতিশয় প্রেমভরে। এ রূপ সজনি কোটি কামে পরাজয় করে ॥
কি দেবতা কি অসুর নাগ কি মুনি-ভিতর। শ্রবণেও নাহি আসে রহে হেন রূপধর ॥ ৩
চারি ভুজধারী বিষ্ণু বিরিঞ্চি চতুরানন। ভয়াবহ বেশধারী ত্রিপুরারি পঞ্চানন ॥
নাহিক দেবতা আর যাঁ'র সনে এ দোঁহার। তুলনা করিব সখি লজিত রূপ-শোভার ॥ ৪

দো—বয়সে কিশোর সুষমা-সদন শ্যাম গোরা সুখধাম।
প্রতি অবয়বে যায় বলিহারি শ'ত কোটি কোটি কাম ॥ ২২০

চৌ—বল' ত' সজনি দেহ ধরে হেন কোন্ জন। মোহিত না হয় হেরি' হেন রূপ বিমোহন ॥
সপ্রেম কোমল বাণী বলে কোন সুন্দরী। আমি যা' শুনেছি তবে বর্ণন তাহা করি ॥ ১
দশরথ-আত্মজ এ কুমার দুই জন। শাবক-মরাল দুটি যেন অতি মনোরম ॥
কৌশিকী-মুনি-যাগ রক্ষক দুই ভ্রাতা। সমর-অঙ্গনে ভীম নিশাচর-দল-জেতা ॥ ২
কঞ্জ-লোচন যিনি শ্যাম কলেবরধর। মারীচ সুবাহু-মদ ভঞ্জনে তৎপর ॥
কৌশল্যা দেবীর সুত অপার সুখের খনি। শ্রীরাম তাঁহার নাম শরাসন শরপাণি ॥ ৩
কিশোর বয়স যিনি গৌর বরণ আর। ধনুশর করে ধরি' রাম-পিছে আগুসার ॥
লক্ষ্মণ নাম তাঁ'র রামের অনুজ তিনি। সুমিত্রা মাতার কোল আলোক করেন ইনি ॥ ৪

দো—মুনি-কাজ সারি' পথে দুই ভাই মুনি-বধূ উদ্ধারি'।
ধনু-যাগ এবে এলেন দেখিতে শুনি' ফুল্ল সব নারী ॥ ২২১

চৌ—শ্রীরামের রূপ হেরি' কোন নারী এই কয়। এই বর জানকীর যোগ্য তাহা অসংশয় ॥
একবার যদি পড়ে ইহাতে নৃপ-নয়ন। পরিণয় স্থির দেন ত্যজিয়া আপন পণ ॥ ১
কেহ বলে ন'ন ইনি নৃপতির অজানিত। মুনি সহ সমাদরে করিলেন সম্মানিত ॥
তবু সখি পণ নাহি ত্যজিবেন নরপতি। হঠতার বশে তা'ই হইবে যাহা নিয়তি ॥ ২
অপরা কহিল ভাল যদ্যপি হ'য়েন ধাতা। সকলের কাছে শুনি তিনি যথা-ফলদাতা ॥
জনক-কুমারী তবে এ বর পা'বেই পা'বে। সন্দেহ এতে সখি এক তিল নাহি র'বে ॥ ৩

তাড়কা বধ

দেবের কৃপায় যদি হয় হেন সংযোগ। চরিতার্থ তাহা হ'লে হইবে সকল লোক ॥
তা'তেই সজনি মন চিন্তায় উচাটন। তবে ত' কখনো পুনঃ হ'বে এঁর আগমন ॥ ৪

দো—নহে সহচরি এঁর দরশন লাভ হ'বে বহুদূর।
এ তবে ঘটিবে হ'লে আমাদের শুভযোগ ভরপুর ॥ ২২২

চৌ—অন্য নারী কহে সখি কহিয়াছ যথোচিত। এ বিবাহ হ'তে হ'বে সবার পরম হিত ॥
কেহ বলে ধূর্জ্জটি-শরাসন সুকঠোর। আর এ কোমল শ্যাম-কলেবর সু-কিশোর ॥ ১
যেদিকে চাহিয়া দেখি বিরূপতা-ভরা সব। এ শুনি' অপরা বামা কয় কথা মৃদুরব ॥
কেহ কেহ সহচরি এমন কথাও বলে। দেখিতে বালক কিন্তু প্রভূত-প্রভাব বলে ॥ ২
পঙ্কজ-পদরজ পরশ করিয়া যা'র। মহাপাপ করিয়াও গতি হ'ল অহল্যার ॥
না ভাঙ্গি' হরের ধনু সে-ই কি নীরবে র'বে। ভ্রমেও না এই আশা ত্যাগ করা ঠিক হ'বে ॥৩
কতই যতনে ধাতা যে সীতারে নিরমিলা। সে-ই সুবিচার করি' শ্যাম-বরে পাঠাইলা ॥
বচন শুনিয়া তা'র সকলেই প্রীত মন। এমন-ই হয় যেন মৃদু কয় সব জন ॥

দো—সু-আঁখি সুমুখী হৃদয়ে হরষি' বরষে কুসুম-বৃন্দ।
যথা যথা যা'ন ভাই দুইজন তথা-ই পরমানন্দ ॥ ২২৩

চৌ—নগরীর পূব-দিকে যা'ন ভাই দুই জন। ধনু-যাগ তরে রঙ্গ-ভূমি যথা বিরচন ॥
মনোহর অঙ্গন অতিশয় বিস্তার। বিমল বেদিকা বহু সাজান' উপরে তা'র ॥ ১
চারি দিকে কাঞ্চন-মঞ্চ অতি বিশাল। তদুপরি বসিবেন আসি' যত মহীপাল ॥
তাহার নিকটে পিছে বৃত্ত-আকার ধ'রে। দ্বিতীয় মঞ্চ এক বিরাজিত শোভা ক'রে ॥ ২
উচ্চতায় কিছু বেশী সব বিধি সুন্দর। বসিবে তাহার প'রে যাবতীয় পুর-নর ॥
তাহার নিকটে এক সুন্দর বিস্তৃত। বিরাজিত শ্বেত ধাম বহুরংয়ে রঞ্জিত ॥ ৩
তা' হ'তে রমণীগণ করিবেন দরশন। নিজ নিজ কুল মত করিয়া উপবেশন ॥
নগর-বালকদল মৃদুবাণী সহকারে। প্রভুরে সে রঙ্গ-শাল দেখায় পুলক ভরে। ৪

দো—এই ছলে তা'রা অনুরাগ বশে ছুঁয়ে কম-কলেবর।
লভে পুলকন হরষ হৃদয়ে হেরিয়া দুই সোদর ॥ ২২৪

চৌ—শ্রীরাম বুঝিয়া মনে অনুরক্ত শিশুগণ। যজ্ঞভূমি বাখানেন হরষ-পূরিত মন ॥
নিজ রুচি মত তা'রা শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ডাকে। স্নেহভরে দুই ভাই যা'ন তাহাদের দিকে ॥ ১
প্রাণ-বিমোহনকারী কহিয়া মৃদুবচন। অনুজে দেখা'ন রাম যজ্ঞভূমি বিরচন ॥
নিমেষ ভিতরে মায়া আদেশ লভিয়া যাঁ'র। ব্রহ্মাণ্ড কতই রচে গণনা নাহিক তা'র ॥ ২
ভকতির বশ হ'য়ে এবে সে দীন-দয়াল। নিরখেন সচকিতে শরাসন-যজ্ঞশাল ॥
নগর ভ্রমণ শেষে গুরু-পাশে ফিরে যা'ন। দেরী হ'য়ে গেছে বুঝি' মনে মনে ভয় পা'ন ॥৩

যাঁহার প্রতাপ-ভয়ে ভয় নিজে পায় ভয়। ভকত-ভজন-বলে তাঁ'র ভয়-অভিনয় ॥ *
মধুর কোমল ভাষে সবে করি' সম্ভাষণ। বিদায় দিলেন হঠ্ করিয়া বালকগণ ॥ ৪

দো—সভয় সপ্রেম সবিনয়ে অতি সসঙ্কোচে দুইজন।
অনুমতি লভি' বসেন করিয়া গুরু-পদে প্রণমন ॥ ২২৫

চৌ—প্রদোষ হ'তেই মুনি করিলেন আজ্ঞাদান। সন্ধ্যা করেন সবে সকলেতে সমাধান ॥
কহিতে কহিতে কথা ইতিহাস পুরাতনী। অতীত হইয়া গেল দুই যাম নিশীথিনী ॥ ১
শয়ন করেন মুনি গিয়া রাম-লক্ষ্মণ। পদ-সেবা দুই ভাই করিলেন আরম্ভন ॥
যাঁহার কমল-পদ-পরাগ পা'বার লাগি'। করেন কতই বিধ জপ যোগ বীতরাগী ॥ ২
সেই দুই ভাই যেন ভকতি-অধীন হ'য়ে। আদরে করেন সেবা গুরুর চরণ ল'য়ে ॥
বার বার অনুরোধ করিলেন মুনিবর। তখন শয়ন গিয়া করিলেন রঘুবর ॥ ৩
হৃদে ধরি' রাম-পদ সেবেন শ্রীলক্ষ্মণ। লভেন পরম সুখ সভয় সপ্রেম মন ॥
শয়ন করহ ভাই বার বার প্রভু ক'ন। পদ্ম-পদ হৃদে ধরি' করেন তবে শয়ন ॥ ৪

দো—জাগেন লক্ষ্মণ রজনী-প্রভাতে শুনি' কুক্কুট-ধ্বনি।
মহর্ষির আগে জগতের পতি জাগন রাঘব-মণি ॥ ২২৬

পুষ্পবাটিকা ভ্রমণ ও সীতাকে প্রথম দর্শন

চৌ—প্রাতঃ-ক্রিয়া সমাপিয়া করেন অবগাহন। নিত্যকর্ম্ম সারি' মুনি-চরণে শির-নমন ॥
গুরুর আদেশ লভি' সময় আগত জানি'। কুসুম চয়নে যা'ন ভ্রাতা সনে রঘুমণি ॥ ১
নৃপ-উদ্যান দোঁহে করিলেন দরশন। মুগ্ধ ঋতুরাজ যেন র'ন তথা অনুখন ॥
সে কাননে আরোপিত কত তরু মনোহর। বিবিধ বরণ লতা-মণ্ডপ সুন্দর ॥ ২
নব কিশলয় ফল কুসুমে হ'য়ে ভূষিত। মন্দার-দ্রুমে যেন করে তা'রা লজ্জিত ॥
মনোহর নাচে শিখী কুহু ডাকে পিকদল। চাতক চকোর শুক করিতেছে কলকল ॥ ৩
কাননের মাঝখানে সুশোভিত সরোবর। দিব্য গঠন মণি-সোপান মানসহর ॥
বিমল সলিল তাহে জলজ সুরঙ্গ। জল-খগ কলরত গুঞ্জিত ভৃঙ্গ ॥ ৪

দো—উদ্যান বাপী নিরখিয়া প্রভু ফুল্ল অনুজ সনে।
অতি রমণীয় কি সংশয় যাহা সুখ দেয় রাম-মনে ॥ ২২৭

চৌ—নিরখিয়া চারি দিক শুধা'য়ে উদ্যান-পালে। চয়নে নিরত হ'ন প্রীত মনে ফুল-দলে ॥
হেন অবকাশে তথা বৈদেহী সমাগতা। ভবানীর পূজা-তরে তাঁহারে পাঠা'ন মাতা ॥ ১
সুচতুরা সুন্দরী সঙ্গিনী সঙ্গে। ললিত বচনে রত সঙ্গীত রঙ্গে ॥
সরসী-সমীপে চারু জগতমাতা-নিবাসে। অপরূপ শোভা যা'র বচনে নাহিক আসে ॥ ২

* যাঁহার প্রতাপে ভয়ও নিজে ভয় পায়, সেই প্রভুও ভক্তের ভজনার প্রভাবে ভয় প্রকাশের অভিনয় করিতেছেন।

সখীদল সাথে করি' তড়াগে অবগাহন। মন্দিরে যা'ন সীতা পরম মোদিত মন ॥
দেবীর চরণ পূজি' অতি অনুরাগ-ভরে। অনুরূপ শুভ বর যাচিলেন নিজ-তরে ॥ ৩
সহচরীগণ-মাঝে হেন কালে একজন। সবারে রাখিয়া যায় দেখিতে কুসুমবন ॥
যুগল ভ্রাতারে তথা করিয়া অবলোকন। প্রণয়ে বিবশ করে সীতা-পাশে আগমন ॥ ৪

দো—দেখিল সকলে দশা তা'র তনু হরষিত চ'খে জল।
শুধায় সবায় মৃদুল ভাষায় পুলক-কারণ বল্ ॥ ২২৮

চৌ—উদ্যান দেখা-তরে আসিলা কুমারদ্বয়। বয়সে কিশোর দোঁহে সববিধি শোভাময় ॥
গৌর-শ্যামল তা'রা কেমনে ক'ব বাখানি'। বচনের নাহি আঁখি আঁখির নাহিক বাণী ॥ ১
শুনিয়া হরষ-যুতা সুচতুরা সখীগণ। বুঝিয়া এ সমাচারে বিচলিত সীতা-মন ॥
একে বলে রাজপুত্র এই সখি সেইজন। গত কাল মুনি-সাথে যে করিলা আগমন ॥ ২
আপন রূপের যাদু ছ'ড়ায়ে নগরময়। সব নরনারী-প্রাণ ক'রেছেন ইনি জয় ॥
ইঁহারি রূপের কথা যথা-তথা কহে লোকে। দেখিবার বটে সেই দেখিতেই হ'বে তাঁ'কে ॥ ৩
এ কথা সীতার কাণে বরষিল অমৃত। দরশন-তরে তাঁ'র দুই আঁখি লালায়িত ॥
সে সখীরে অগ্রণী করিয়া জানকী যা'ন। পুরাতন অনুরাগ কেহ না বুঝিতে পা'ন ॥ ৪

দো—স্মরণ করিয়া নারদ-বচন * পূত প্রেম উপজিল।
সভীত চকিত মৃগ-শিশু মত চারিদিকে আঁখি গেল ॥ ২২৯

চৌ—কঙ্কন-কিঙ্কিণী নূপুরের ধ্বনি শুনি'। মনে ভাবি' ক'ন রাম লক্ষ্মণ-প্রতি বাণী ॥
এ যেন ভুবন জয় করিবারে করি' পণ। ডঙ্কা আঘাত সনে মনোজ করে ঘোষণ ॥ ১
এ কথা কহিয়া রাম সেদিকে চাহেন ফিরে'। চকোর যেন সে আঁখি সীতা-মুখশশী তরে ॥
হইল যুগল চারু লোচন অচঞ্চল। সঙ্কোচে নিমি যেন ত্যজিলা পলক-দল ॥ ২ †
লভিলেন সুখ প্রাণে সীতা-রূপ নিরখিয়া। বচনে না আসে কত তৃপ্তি লভিল হিয়া ॥
এ যেন যতনে নিজ সৃষ্টির নিপুণতা। সীতার মূরতি দিয়া গড়িয়া দেখান ধাতা ॥ ৩
শোভনতাকেও যেন শোভন করে এ শোভা। শোভনতা-মন্দিরে এ যেন দীপের প্রভা ॥
কবিরা ত' অনাঘ্রাত রাখিল না কিছু হায়। সীতার বিভার কহ কি উপমা দেওয়া যায় ॥ ৪

---

* তুলসীদাস বলেন, ভবানীর পূজা করিতে যাইবার সময় পথে সীতার দেবর্ষি নারদের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সীতা তাঁহাকে প্রণাম করিলে দেবর্ষি এই আশীর্বাদ প্রদান করেন যে, এই উপবনে তুমি তোমার স্বামীর দর্শন পাইবে। যাঁহাকে দেখিয়া তোমার মন বিমোহিত হইবে। তিনিই তোমার স্বামী হইবেন (কেন না একমাত্র স্বামী ব্যতিরেকে অন্য কাহারও প্রতি সীতার মন আকৃষ্ট হইতে পারে না)।

† জনকের জ্যেষ্ঠ সহোদর নিমি,—চক্ষের পলকের উপর যাঁহার নিবাস বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে,—তিনি যেন কন্যা-জামাতার মিলন দেখা অনুচিত মনে করিয়া নিজ আবাসস্থল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন;—অর্থাৎ রাম ও সীতা দুইজনে পরস্পরের প্রতি অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

দো—হৃদয়ে সীতার শোভায় বাখানি' আপন দশা বিচারি'।
পূতমনে প্রভু কহেন অনুজে তৎকাল অনুসরি' ॥ ২৩০

চৌ—এই ভাই সেই সীতা সম্মুখে হের এবে। হরধনু-ভাঙা যাগ যাঁহার কারণে হ'বে।
সখীগণ আনে এঁরে ভবানীর পূজা-তরে। বেড়ান এ ফুলবনে উদ্যান আলো ক'রে ॥ ১
অলোক-সামান্য এঁর শোভা করি' দরশন। ক্ষুব্ধ হ'য়েছে মোর সহজে পাবন মন ॥
ইহার কারণ কি যে বিধাতারি অবগত। কিন্তু ভাই মম শুভ অবয়ব স্পন্দিত ॥ ২
রঘুকুল-অবতংস সকলের এ লক্ষণ। কু-পথে তা'দের মন নাহি করে বিচরণ ॥
অতিশয় প্রত্যয় আপন মনের 'পরে। স্বপনেও পরনারী পানে আঁখ নাহি ফিরে ॥ ৩
সমরে যাহার পিঠ অরি কভু না দেখিল। পরের ললনা যা'র দৃষ্টি মন না কাড়িল ॥
প্রার্থী না ফিরে যা'র নিকটে হ'য়ে নিরাশ। জগতে এমন নর না করে বহু নিবাস ॥ ৪

দো—কথা ক'ন প্রভু অনুজের সনে পরাণ রহে সীতায়।
বদন-কমল- মকরন্দ-ছবি পিয়েন অলির প্রায় ॥ ২৩১

চৌ—চারিদিকে আঁখি পাত করেন চকিতে সীতা। ভাবেন মনেতে সেই কুমার গেলেন কোথা ॥
সে মৃগ-নয়নী যত ফিরে' চা'ন যেই দিকে। শ্বেত শতদল যেন বরষিত সেই দিকে ॥ ১
লতার আড়াল-পানে সখীরা তবে দেখায়। কিশোর গৌর শ্যাম চারু জুটি দেখা যায় ॥
রূপ নিরখিয়া আঁখি বাধা পেল' সেইখানে আপন রতন যেন চিনিল হ'ল এ মনে ॥ ২
নিশ্চল দুই আঁখি রঘুপতি-শোভা হেরে। নয়নের পাতা আর পলক ফেলিতে নারে ॥
বিপুল পুলক-ভারে বিহ্বল হ'ল কায় ॥ চকোরী হেরিছে যেন শরতের চাঁদিমায় ॥ ৩
নয়নের পথে রামে আপন হৃদয়ে আনি'। ঝাঁপেন পলক-দ্বার জানকী চতুরা-মণি ॥
সখীরা বুঝিল যেই প্রণয়ে বিভল সীতা। কথা নাহি মুখে তাঁ'র মনে মনে কুণ্ঠিতা ॥ ৪

দো—অমনি দু' ভাই লতাগৃহ হ'তে বাহিরিলা সেইকাল।
এক জোড়া চাঁদ বাহিরিল যেন সরা'য়ে জলদ-জাল ॥ ২৩২

চৌ—চারুতার শেষ-সীমা কম-কায় দুইবীর। নীল পীত জলজাভ দোঁহাকার সে শরীর ॥
শিখীর পালক শিরে সুশোভিত সুন্দর মাঝে মাঝে ফুলকলি-গোছা ঝুলে মনোহর ॥ ১
ললাটে তিলক আর শ্রমজল করে শোভা। শ্রবণে ভূষণ চারু শোভিতেছে মনোলোভা ॥
ভ্রূযুগল সুবঙ্কিম কুঞ্চিত কেশদাম। নবীন সরোজ সম নিন্দিত দু'নয়ান ॥ ২
সুচারু চিবুক কিবা নাসিকা কপোলদ্বয়। হাস্য-বিলাস যেন প্রাণ-মন করে জয় ॥
যে মুখ নিরখি' বহু মন-মথ লাজ পায়। সে আনন-শোভা কিবা বচনে না কহা যায় ॥৩
কম্বু-সমান গ্রীবা বুকেতে মণির হার। কাম-করভের কর দৃঢ় ভুজ দোঁহাকার ॥
কুসুমেতে ভরা দোনা ধরা যাঁ'র বামকরে। সেই শ্যাম যুবরাজে হেরি' সখি মন হরে ॥ ৪

দো—ক্ষীণ কটিতট পীতবাস-পরা সুষমা শীল-নিধান।
রবিকুল-মণি হেরিয়া ভুলিল সখীরা আপন জ্ঞান ॥ ২৩৩

চৌ—আপনা সামালি' কোন সুচতুরা একজন। ধরিয়া সীতার কর বলে তাঁ'রে এ বচন ॥
করিও তখন সখি ভবানীর ধ্যান পরে। এখন এ যুবরাজে হের না নয়ন ভ'রে ॥ ১
সঙ্কোচে সীতা তবে খুলিতেই দু'নয়ন। দেখিলেন সম্মুখে রঘুবীর দুইজন ॥
হেরি' শ্রীরামের শোভা সারা দেহে উপচিত। জনকের পণ স্মরি' হৃদয়ে অতি ব্যথিত ॥ ২
স্ববশে নহেন সীতা সখীরা দেখে যখন। বড় দেরী হ'য়ে গেল বলে ভয়ে সবজন ॥
আবার আসিবে কাল এমন সময় ফিরে'। এই ব'লে এক সখী মনে মনে হাস্য করে ॥ ৩
রহস্য বাণী শুনি' মনে কুণ্ঠিতা সীতা। দেরী হ'ল মনে বুঝি' জননীর ভয়ে ভীতা ॥
অতি ধীরতায় সনে শ্রীরামে হৃদয়ে ধ'রে। জনক-অধীন নিজে বুঝি' মনে যা'ন ফিরে' ॥৪

দো—খগ মৃগ তরু হেরিবার ছলে ফিরে' চা'ন বার বার।
দেখি' দেখি' রাম- ছবি নাহি বাড়ে অল্প প্রণয় তাঁ'র ॥ ২৩৪

চৌ—সুকঠোর শিব-চাপ জানি' মনে খেদ করি'। শ্যামল সে মূরতিরে চলেন হৃদয়ে ধরি' ॥
প্রভু যবে বুঝিলেন জানকী ফিরিয়া যা'ন। পুলক প্রণয় শোভা সকল গুণ-নিধান ॥ ১
পরম প্রণয়-মসী দিয়া তাঁ'র ছবিটীরে। রাখিলেন আঁকি নিজ চিত্তের ভিত্তি'পরে ॥
পুনঃ সীতা পার্ব্বতী-মন্দিরে করি' গতি। বন্দি' চরণ কর-যোড়ে ক'ন এ মিনতি ॥ ২
জয় জয় জয় হিম-গিরিবর-রাজ-সুতা। মহেশ-বদন-বিধু-চকোরী জয় অসিতা ॥
গজেশ-বদন জয় তারক-অরি-জননী। জগতের মাতা জয় শরীর-ভাতি দামিনী ॥ ৩
নাহিক তোমার আদি নাহি মধ্য নাহি শেষ। অমিত প্রভাব তব বেদ না জানে বিশেষ ॥
ভব* ভব† বিভব‡ ও পরাভব§ বিধায়িনি। বিশ্ব-মোহিনি সদা নিজ বশ-বিহারিণি ॥ ৪

দো—পতিরে দেবতা যে ভাবে তাহার প্রথমে তোমার নাম।
শ্রুতি বাণী শেষ না পারে কহিতে অমিত মহিমা-গ্রাম ॥ ২৩৫

চৌ—তোমারে সেবিলে হয় সুখে লাভ ফল চারি। হে বরদায়িনি শুভে ত্রিপুরারি-প্রিয়নারি ॥
হে দেবি কমল-পদ তব করি' আরাধন। পরা-সুখ পা'ন সবে সুর নর মুনিগণ ॥ ১
তুমি ত' মা জান ভাল মনোরথ কি আমার। তোমার নিবাস হৃদিপুর-মাঝে সবাকার ॥
মন-ভাব মুখে ফুটে' নাহি বলি এ-কারণ। এ বলি' জানকী তাঁর করেন পদ ধারণ ॥ ২
মিনতিতে করুণায় বিগলিত ভবরাণী। সহাস বদন হ'ল খ'সে পড়ে মালাখানি ॥
সাদরে প্রসাদ মাথে ধারণ করেন সীতা। হরষ-পূরিত হৃদে বলেন কথা অসিতা ॥ ৩

* সংসার। † উৎপত্তি। ‡ পালন। § সংহার।

জনক-তনয়া বর বৃথা মম কভু নয়। মনের কামনা তব পূরিবে এ অসংশয়॥
সদা সত্য আর শুদ্ধ দেবর্ষি-মুখের কথা। মিলিবে সে বর তব মন অনুরক্ত যথা॥ ৪

ছ—যাঁ'র 'পরে রত হ'ল তব মন পা'বে সেই বর শ্যামল ধীর।
করুণা-নিধান সুশীল সুজান তব অনুরাগ জানেন স্থির॥
এরূপ ভবানী- আশীর্ব্বাদ শুনি' যা'ন সীতা প্রাণে হরষ বয়।
পূজি' বার বার চলেন আগার প্রমোদিত মন তুলসী কয়॥

সো—ভবানীরে জানি' অনুকূল সীতা-হৃদি সুখ কহা না যায়।
সুন্দর মঙ্গল-মূল বাম অঙ্গ নাচিয়া জানায়॥ ২৩৬

চৌ—সীতার রূপের কথা বাখানি' বাখানি' মনে। গুরুর সমীপে ফিরে যা'ন ভাই দুইজনে॥
মুনিবরে রাম সব করিলেন নিবেদন। সরল কুমার ছল ছোঁয় না হৃদয় মন॥
কুসুম লভিয়া মুনি করিলেন অর্চ্চনা। আবার আশীষ দোঁহে জানান কৌশিকী নানা॥
ফলবতী হয় যেন মনোরথ তোমাদের। তা' শুনি' পুলক প্রাণে হ'ল রাম-লক্ষ্মণের॥ ২
ভোজনের অবসানে মুনিবর বিজ্ঞানী। করিলেন আরম্ভন কিছু কথা পুরাতনী॥
দিবসের অবসানে তাঁহার পেয়ে' আদেশ। চলেন করিতে দোঁহে পূজা-বন্দনা শেষ॥ ৩
উদিত মধুর বিধু গগনের প্রাচী ভাগে। সীতা-মুখসম হেরি' প্রাণে তাঁ'র সুখ জাগে॥
আবার বিচারি' মনে দেখিলেন গুণময়। সীতার সমান মুখ চাঁদের কখনো নয়॥ ৪

দো—ক্ষার জলে জাত গরল-সোদর দিনে ম্লান সকলঙ্ক।
জানকী-বদন- যোগ্যতা পা'বে কিসে দীন সে শশাঙ্ক॥ ২৩৭

চৌ—বিরহিণী-দুখদাতা বৃদ্ধি পায় পায় হ্রাস। আপন সুযোগ পেয়ে' রাহু তা'রে করে গ্রাস॥
শোক দেয় চক্রবাকে বৈরভাব সরোজেরে। হে বিধু অনেক দোষ তোমাতে বিরাজ করে॥ ১
তাহারে লাগিবে দোষ অনুচিত করমের। যে দিবে তোমার সনে উপমা সীতা-মুখের॥
চাঁদের তুলনা-ছলে সীতার ছবি বাখানি'। মুনিবর-পাশে যা'ন অধিক রজনী জানি'॥ ২
মুনিবর-পদযুগে সাদরে করি' প্রণাম। আদেশ লভিয়া যা'ন করিতে নিজে আরাম॥
জাগিলেন রঘুমণি রজনী হইলে গত। অনুজে হেরিয়া কথা ক'ন রাম এই মত॥ ৩
পঙ্কজ চক্রবাক্ চরাচর-সুখদাতা। উদিত অরুণ ওই প্রাচীতে নেহার' ভ্রাতা॥
রাম-প্রতি সভকতি সহ অতি মৃদুবাণী। লক্ষ্মণ ক'ন জোড় করিয়া যুগল পাণি॥ ৪

দো—অরুণ-উদয়ে মুদিত কুমুদ বিমলিন তারাগণ।
যথা বলহীন নৃপতি-সমাজ শুনি' তব আগমন॥ ২৩৮

চৌ—নৃপদল তারা-সম পরকাশে ক্ষীণজ্যোতিঃ। ধনু-রূপী ঘোর তমঃ দূর করে কি শকতি॥
চক্রবাক্ মধুকর কমল বিহগচয়। রজনীর অবসানে সবে হরষিত হয়॥ ১

তেমনি ভকতগণে তোমার প্রভু যে সব। ধনুক ভাঙ্গিলে প্রাণে হ'বে সুখ-অনুভব ॥
বিনাশ্রমে গত তমঃ তপন হ'ল উদয়। লুকায় তারকা জগ হয় মহা তেজোময় ॥ ২
তপন হে রঘুনাথ আপন উদয়-ছল। তোমার প্রতাপ প্রভু দেখাইল নৃপদলে ॥
করিতে ও ভুজবল-মহিমার উদ্‌ঘাটন। আয়োজিত হ'ল এই ধনু-যাগ অঘটন ॥ ৩
অনুজ-বচন শুনি' ঈষৎ হাসেন রাম। পরে স্নানে শুচি হ'ন যিনি শুচি-পরাধাম ॥
নিত্য-কাজ সমাপিয়া আসি' কাছে গুরুজীর। চরণ-কমলে চারু নমা'ন আপন শির ॥ ৪
তখন বিদেহরাজ শতানন্দে আহ্বানিলা। ত্বরা করি' কৌশিকীমুনি-পাশে পাঠাইলা ॥
জনক-মিনতি তিনি করিলেন বিজ্ঞাপন। করেন হরষে মুনি দুই ভা'য়ে আবাহন ॥ ৫

দো—শতানন্দ-পদ বন্দি' শ্রীরাম বসিলে মুনির পাশে।
মুনি ক'ন রাজা দেন আবাহন তোমা লইবার আশে ॥২৩৯

চৌ—জানকীর স্বয়ম্বর উচিত যাইয়া দেখা। দেখা যা'ক্ কা'র খ্যাতি র'য়েছে বিধাতা-লেখা ॥
লক্ষ্মণ ক'ন প্রভু অনুগ্রহ আপনার। যা'র পরে সে-ই পা'বে খ্যাতি এই কথা সার ॥১
হরষিত সব মুনি এ মহতী বাণী শুনি'। সবাই প্রসন্ন হ'য়ে কহে আশীষ-বাণী ॥
অনন্তর মুনিগণ সহিত করুণাময়। যা'ন সে অঙ্গন-পানে ধনু-যাগ যথা হয় ॥ ২
দুই ভাই রঙ্গভূমে ক'রেছেন আগমন। এ বারতা পুরবাসী করিল যবে শ্রবণ ॥

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সহিত বিশ্বামিত্রের যজ্ঞশালা প্রবেশ

সকলে চলিল যত গৃহকাজ পরিহরি'। কি বালক কিবা বৃদ্ধ কি স্থবির নরনারী ॥ ৩
দেখিলেন যবে নৃপ বহু লোক সমাগত। আহ্বান করেন নিজ সেবকগণেরে যত ॥
সমাগতগণ-পাশে ত্বরায় কর গমন। যথোচিত সুখাসনে করাও উপবেশন ॥ ৪

দো—অনুনয় করি' তাহারা সকলে বসাইল নরনারী।
উত্তম নীচ মধ্যম লঘু নিজ স্থান অনুসরি' ॥ ২৪০

চৌ—শ্রীরাম লক্ষ্মণ তথা আসেন এ অবসরে। মাধুরী মূরতি ধরি' যেন ছায় তনু 'পরে ॥
সদ্‌গুণ-পারাবার সুচতুর বীরবর। সুন্দর সুশ্যামল সুগৌরব কলেবর ॥ ১
নৃপতি-সমাজ-মাঝে শোভেন হেন দু'জন। দুই পূর্ণ শশধর তারাদল-মাঝে যেন ॥
যেমন ভাবনা যা'র ধরা ছিল অন্তরে। প্রভুর মূরতি সেই সে-রূপ দরশ করে ॥ ২
রণধীর বীর যা'রা তা'রা করে দরশন। করে যেন বীররস শরীর পরিগ্রহণ ॥
কুট মতি নৃপ ভয় পায় মনে প্রভু হেরি'। তাহার নিকটে তিনি ভীষণ মূরতিধারী ॥ ৩
রাজ-ছদ্মবেশ ধরা রাক্ষস ছিল যত। প্রভুরে হেরিল তা'রা প্রকট কালের মত ॥
পুরবাসিগণ-চ'খে পড়ে ভাই দুইজন। মানব-ভূষণ যেন নয়ন-জুড়ান' ধন ॥ ৪

দো—রমণীরা হেরে হরষ হৃদয়ে নিজ রুচি-অনুরূপ।
শোভি'ছেন যেন শৃঙ্গার নিজে মূরতি ধরি' অনুপ ॥ ২৪১

চৌ—বিদ্বান-চ'খে তিনি অসীম বিরাট-কায়। বহু মুখ কর পদ আঁখি শির কত হায় ॥
জনকের আত্মজনে দেখেন তাঁ'রে এ-মত। তিনি যেন কত প্রিয় পরম আত্মীয় কত ॥ ১
জনক-মহিষী আর জনকের আঁখি-আগে। শিশুর সমান ভাষা নাহি হেন স্নেহ জাগে ॥
যোগীর নয়নে পরাতত্ত্ব-ময় প্রতিভাত। শান্ত বিমল দিব্য জ্যোতিঃ স্বতঃ প্রকাশিত ॥২
হরিভক্তগণ করে দরশন দুই ভ্রাতা। নিজ ইষ্টদেব সম সকল সুখ-প্রদাতা ॥
যে ভাবে তাঁহারে সীতা করিলেন নিরীক্ষণ। সে প্রেম সে সুখ নহে করিবার বরণন ॥ ৩
হৃদয়েতে পা'ন তবু নারেন বলিতে তা'য়। কোন্ কবি কেমনে তা' বর্ণন করে হায় ॥
এই ভাবে যা'র ভাব ছিল প্রাণে যে প্রকার। কোশল-অধীপে সেই-ভাবে সে করে নেহার ॥ ৪

দো—বিরাজেন নৃপ- সমাজের মাঝে কোশল-রাজ-কিশোর।
সুন্দর শ্যাম- গৌর শরীর বিশ্ব-লোচন চোর ॥ ২৪২

চৌ—স্বভাবতঃ মনোহর মূরতি ধরা দু'জন। কোটি মদন সনে তুলনাও অশোভন ॥
শরতের রাকাশশী-নিন্দিত চারুমুখ। নলিন-সমান আঁখি প্রাণে বড় দেয় সুখ ॥ ১
সেই চারু বিলোকনি কাম-মন-বিমোহন। কি ভাল পরাণে লাগে তাহা কি ক'বে বচন ॥
কপোল সুন্দর কাণে চঞ্চল কুণ্ডল। চিবুক অধর-বর বচন কোমল কল ॥ ২
কুমুদবান্ধব-কর হাসি পরিহাস করে। ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম নাসা হেরে' মন হরে ॥
বিশাল ললাট 'পরে তিলক ছড়ায় ভাতি। ভ্রমরা অলক হেরি' সরমে কুঞ্চিত অতি ॥ ৩
শিরোপরে চারি কোণ-উষ্ণীষ শোভা পায়। মাঝে মাঝে ফুল-কলি মাধুরী বাড়ায় তা'য় ॥
কম্বু রুচির গ্রীবা ত্রিবলী-রেখাঙ্কিত। ত্রিলোক-সুষমা সীমা যেন করে বিজ্ঞাপিত ॥ ৪

দো—গজ-মতি হার সুন্দর গলে বক্ষে তুলসী-মাল।
বৃষ-অংস সিংহ- দাঁড়ান' ভঙ্গি সবল বাহু বিশাল ॥ ২৪৩

চৌ—কটিতে তূণীর আর পরিহিত পীতাম্বর। সুন্দর কাঁধে ধনু করে শোভা পায় শর ॥
উপবীত পীত রং স্কন্ধে বিতরে শোভা। সারাদেহে উপচিত এক সুমহান্ বিভা ॥ ১
নিরখি' সবার প্রাণে হয় বড় সুখোদয়। আঁখি-তারা নাহি নড়ে অপলকে চেয়ে' রয় ॥
জনক নেহারি' দোঁহে প্রাণে হরষিত অতি। মুনির চরণ ধরি' করেন তাঁ'রে প্রণতি ॥ ২
মিনতির সনে নিজ পণ-কথা নিবেদিয়া। সে বিশাল রঙ্গভূমি আনিলেন দেখাইয়া ॥
যেখানে যেখানে যা'ন সে রাজ-কুমারদ্বয়। তথাকার সকলেই সচকিতে চেয়ে' রয় ॥ ৩
সকলেই দেখে রাম চাহিয়া তা'দের পানে। ইহার মরম-কথা কোন জন নাহি জানে ॥
মুনি ক'ন রঙ্গভূমি রচিত অতি সুন্দর। শুনিয়া পরম সুখ লভেন নৃপতিবর ॥ ৪

দো—সব মঞ্চ হ'তে এক মঞ্চ যাহা উজ্জল কান্ত বিশাল।
মুনি-সনে দুই ভ্রাতারে তথায় বসা'লেন মহীপাল ॥ ২৪৪

চৌ—প্রভু হেরি' নৃপ সব মনে মনে পরাজিত। পূর্ণ শশধর যেন তারা-মাঝে সমুদিত ॥
সকলেরি মন-মাঝে বিরাজিত এ প্রত্যয়। রাম(ই) ভাঙ্গিবেন ধনু সব বিধি অসংশয় ॥ ১
অথবা না ভাঙ্গিলেও হরধনু সুবিশাল। রামেরি গলায় সীতা সঁপিবেন জয়মাল ॥
বুঝিয়া এ মনে মনে চল সবে ফিরে' যাই। বীরতা প্রতাপ যশ লাভ ক'রে কাজ নাই ॥ ২
হাসিয়া অপর নৃপ ক'ন শুনি' এই বাণী। অবিবেক-ভরে যেবা অন্ধ ও অভিমানী ॥
ভাঙ্গিলেও হরধনু পরিণয় সুকঠিন। না ভেঙ্গেই পা'বে সীতা আমরা কি বলহীন ॥ ৩
কাল-ও যদিও আসে তথাপিও তা'র সনে। সীতার কারণে আমি জিনিব তাহারে রণে ॥
এ শুনিয়া অন্য এক ধর্ম্মশীল সুচতুর। হরিভক্ত নরপতি কহেন হাসি' মধুর ॥ ৪

সো—সীতা-রামে পরিণয় হ'বে চূর্ণি' গর্ব্বী নৃপ-যূথে।
বিজয় সমরে কেবা পা'বে দশরথ-বঙ্কিম সুতে ॥ ২৪৫

চৌ—শুধুই মরি'ছ করি' বৃথা কথা-আস্ফালন। কল্পিত ভোজনে কি ক্ষুধা মিটে কদাচন ॥
এই পূত উপদেশ যতনে মাথায় ধর'। জগত-জননী বলি' জানকীরে মনে কর ॥ ১
ভাবিয়া জগত-পিতা শ্রীরাম চারু-লোচনে। তাঁহার মোহন ছবি ভরি' লও দু' লোচনে ॥
সুন্দর সুখপ্রদ সকল গুণের রাশ। এই ভাই দু'জনার শম্ভুর হৃদে বাস ॥ ২
সমুখে সুধার নিধি করি' পরিবর্জ্জন। মরীচিকা দেখে কেন ছুটে' মর অকারণ ॥
কি বলিব কর তাই যা'র যাহা ভাল লাগে। আমি ত' নয়ন-ফল পে'য়েছি আঁখির আগে ॥ ৩
এত বলি' অনুরাগ-ভরে সেই ভূপবর। হেরিতে লাগিল রূপ অনুপম মনোহর ॥
দেবতাও অম্বরে হেরেন চড়ি' বিমান। বরষেণ ফুলদল গা'ন মধু কল-গান ॥ ৪

সীতার যজ্ঞশালা প্রবেশ

দো—শুভ'খন দেখি' জনক তখন আনিতে সীতা পাঠা'ন।
চতুরা সুরূপা সহচরী যত আদরে লইয়া যা'ন ॥ ২৪৬

চৌ—সীতার সুষমা নাহি শেষ হয় বিবরণি'। জগত-জননী যিনি গুণ ও রূপের খনি ॥
সব উপমাই মোর অতি লঘু মনে আসে। জাগতিক নারী-প্রতি ব্যবহার করা-দোষে ॥ ১
জানকীরে বর্ণিয়া সে সব উপমা সাথে। কু-কবি এ অপযশ কে ধরিতে চাহে মাথে ॥
বিশ্ব-ভুবনে হেন কমনীয় কোন্ জন। জনক-দুহিতা সনে যাহার হ'বে তুলন ॥ ২
মুখরা বাগ্দেবী তনু-আধ শিব ও ভবানী। পতির কারণে রতি দুখিতা অ-তনু জানি' ॥
সুরা হলাহল যাঁ'র অনুজাত ভ্রাতা-প্রায়। কেমনে সে রমা-সম বৈদেহী বলা যায় ॥ ৩

সকল সুষমা-সুধা যদি হয় পয়োনিধি। অপরূপ রূপময় কূর্ম্ম তাহাতে যদি ॥
শৃঙ্গার মন্দর রজ্জু করে শোভারে। কাম যদি নিজ কর-কমলে মথে তাহারে ॥ ৪

দো—তা' হ'তে যখন উদিবে লক্ষ্মী সুন্দর সুখ-মূল।
তাহারেও কবি সঙ্কোচে ক'বে বৈদেহী-সমতুল ॥ ২৪৭

চৌ—সুচতুরা সহচরী সাথে ল'য়ে চ'লে যা'ন। মনোহর বাণী-যোগে সুললিত গীত গা'ন ॥
নবীন সুতনু 'পরে শোভিত চারু বসন। জগত-মাতার শ্রী বিমোহন অতুলন ॥ ১
নিজ নিজ স্থান 'পরে ভূষণ সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রতি অঙ্গ কত ভাবে সখিগণ-সুসজ্জিত ॥
চরণ ধরেন সীতা যবে রঙ্গভূমি 'পর। বিমোহিত হেরি' তাঁরে সমবেত নারীনর ॥ ২
হরষে দুন্দুভি-নাদ করিলেন দেবগণ। গাইল অপ্সরাদল করি' ফুল বরষণ ॥
শতদল-করতলে ধরা রহে জয়মাল। চকিতে অতর্কিতে হেরে তাঁরে নৃপ-পাল ॥ ৩
চাহেন চকিত-চিতে জানকী শ্রীরাম-পানে সকল নৃপতি পড়ে তখন মোহের টানে ॥
মুনির নিকটে দুই ভাই করি' দরশন। লগ্ন হ'য়ে রহে আঁখি পাইয়া আপন ধন॥ ৪

দো—গুরুজন-লাজে লোক-সমাগমে কুঞ্চিতা সীতা-মন।
হৃদয়ে আনিয়া রঘুনাথে তবে সখি-পানে চেয়ে র'ন ॥ ২৪৮

চৌ—শ্রীরামের রূপ আর সীতার মূরতি হেরে'। আঁখির পলক সব নরনারী পরিহরে ॥
চিন্তিত সবে কিন্তু প্রকাশে না নিজ মন। বিধাতা-চরণে করে মনে মনে নিবেদন ॥ ১
হে বিধি জনক-হৃদি-জড়তা হরণ কর। আমার এ শুভমতি তাঁহারে প্রভু বিতর ॥
ত্যজি' আপনার পণ অবিচারে নরনাথ। সীতার বিবাহ যেন দেন শ্রীরামের সাথ ॥ ২
দিবে ধরা সাধুবাদ সকলেই এই চায়। হঠতা করিলে শেষে দহিবে হৃদয় তা'য় ॥
লালসা সবারি মনে রহে প্রভু এইরূপ। শ্যামল(ই) ত' জানকীর মাত্র পতি অনুরূপ ॥ ৩

বন্দিগণের জনক-প্রতিজ্ঞা ঘোষণা

তখন বিদেহরাজ ডাকা'লেন বন্দিদলে। কুল-কীর্ত্তি-গাথা তা'রা গাহিতে গাহিতে চলে ॥
নৃপ ক'ন পণ মোর কর সবে বিঘোষিত। ভাটগণ যায় প্রাণ অতিশয় উল্লসিত ॥ ৪

দো—চীৎকার করি' বন্দীরা বলে অবধান নৃপগণ।
দু'হাত তুলিয়া শুনাই সবায় বিদেহরাজের পণ ॥ ২৪৯

চৌ—নৃপ-বাহুবল বিধু রাহু ধনু মহেশের। কঠোর ও গুরু অতি বিদিত এ সকলের ॥
বাণ ও রাবণ এই মহাবীর দুইজন। নিরখিয়া এই ধনু নীরবে করে গমন ॥ ১
ত্রিপুর-অরির এই সুকঠোর শরাসন। নৃপগণ মাঝে আজ যে করিবে ভঞ্জন ॥
ত্রিভুবন-জয় সনে বিদেহ-কুমারী সীতা। অবিচারে তাঁ'র সনে হইবে পরিণীতা ॥ ২

রাজগণের ধনুক উত্তোলনে অক্ষমতা ও জনকের হতাশা-সূচক বচন

শুনিয়া এ পণ সব ধৈর্য্যহারা নৃপগণ। বীর্য্য-অভিমানীদের ধীর নাহি ধরে মন ॥
পরিকর বাঁধি' তা'রা উঠিল আকুল হ'য়ে। চলে নিজ ইষ্ট দেব-পদে শির নমাইয়ে ॥ ৩
দর্পভরে হেরি' হরধনু ধরে সযতনে। কোটি বিধিমতে বল দেয় তা'রে উত্তোলনে ॥
সামান্য বিচার রহে যাহাদের মনোমাঝে। সে নৃপেরা নাহি যায় হরের ধনুর কাছে ॥ ৪

দো—মূঢ় নৃপ ধরে দম্ভেতে ধনু ফিরে সে হ'য়ে বিফল।
ক্রমাগত যেন গুরু হয় পেয়ে বীরদের বাহুবল ॥ ২৫০

চৌ—তখন সহস্রদশ নরপতি একেবারে। তুলিতে প্রয়াস করে হেলা'তেও নাহি পারে ॥
কামীর বচনে যথা সতীর অটল মন। তেমনি অনড় এই মহেশ্বর-শরাসন ॥ ১
উপহাস-আস্পদ হইল নৃপতি যত। সন্ন্যাসী যথা হয় হইলে বিরাগ-চ্যুত ॥
কীর্ত্তি বিজয় আর বীর্য্য আপনাপন। ফিরে শরাসন-পাশে দিয়া সব বিসর্জ্জন ॥ ২
হৃদয়ে মানিয়া হার শ্রীহত মলিন মুখে। নিজ নিজ আসনেতে বসে গিয়া মন-দুখে ॥
জনক আকুল হেন নৃপদের দশা হেরি'। কথা ক'ন রোষ যেন তাহাতে র'য়েছে ভরি' ॥৩
যে পণ করিনু আমি সবে তা' করি' শ্রবণ। দেশ-দেশান্তর হ'তে সমবেত রাজগণ ॥
নর-কলেবর ধরি' আসেন দনুজ সুর। রণধীর বীরগণ আসেন বিপুল শূর ॥ ৪

দো—রূপসী কুমারী কীর্ত্তি বিজয় ভাঙ্গি' এই শরাসন।
পাইবার মত না গড়িলা যেন ধাতা হেন কোন জন ॥ ২৫১

চৌ—কহ কা'রে ভাল নাহি লাগে লাভ এ সকল। কিন্তু হরধনু তুলে নাহি হেন কা'রো বল ॥
উত্তোলন করা যা'ক্ ভাঙ্গা-কথা থাক্ ভাই। ভূমি হ'তে এক তিল তুলিতে শকতি নাই ॥ ১
বীর্য্য-অভিমানি কেহ না করিও অভিমান। বীরহীনা বসুন্ধরা এই মোর হয় জ্ঞান ॥
ছাড়' আশা ফিরে যাও ভবনেতে যে যাহার। বিবাহ সীতার ভালে লেখা নাই বিধাতার ॥ ২
যদি পণ পরিহরি সুকৃতি বিলোপ পায়। কুমারী কুমারী থাক্ কি করিব সদুপায় ॥
এ যদি থাকিত জানা বীর-শূন্যা এ ভুবন। হ'তাম কি উপহাস-পাত্র হেন করি' পণ ॥ ৩

লক্ষ্মণের ক্রোধ

জনক-বচন শুনি' সমাগত সব জন। জানকীর পানে চাহি' হ'ল দুখে নিমগন ॥
লক্ষ্মণ-মুখ লাল ভ্রূকুটী কুটিলতর। রোষেতে অরুণ আঁখি বিস্ফুরিত ওষ্ঠাধর ॥ ৪

দো—শ্রীরামের ডরে নারেন কহিতে তীর-সম বিঁধে কথা।
নমিয়া রামের চরণ-কমলে বলেন বচন যথা ॥ ২৫২

চৌ—অনুচিত বাণী যাহা কহেন বিদেহরাজ। জেনেও শ্রীরঘুমণি বিরাজিত সে সমাজ ॥
রঘুকুল-জাত যদি সভামাঝে কেহ রয়। সে সভায় হেন বাণী কখনো উচিত নয় ॥ ১

শুন দিবাকরকুল-পঙ্কজ-দিবাকর। অভিমানে নাহি বলি বলি স্বভাবের 'পর ॥
তব অনুমতি যদি একবার আমি পাই। কন্দু-সম তবে এই ব্রহ্মাণ্ড ধরি' উঠাই ॥ ২
অদগ্ধ ঘটের প্রায় পারি তা'রে চূর্ণিতে। মূলক-সমান পারি মেরু উৎপাটিতে ॥
তোমার প্রতাপ বল মহিমায় ভগবান্। কিবা এই তুচ্ছ জীর্ণ মহেশের ধনুখান ॥ ৩
এ সকল বুঝি' মনে যদি অনুমতি হয়। করি কৌতুক তবে বসি' হের কৃপাময় ॥
ধনুতে চড়া'য়ে গুণ কমল-নালের প্রায় শতেক যোজন দূরে তুলে' ল'য়ে যাই তা'য় ॥৪

দো—চূর্ণি ছত্রক- দণ্ডক যেন তোমার প্রতাপে নাথ।
না পারিলে তব পদের শপথ ধরিব না ধনু হাত ॥ ২৫৩

চৌ—যেমনি সক্রোধ বাণী উচ্চারেণ লক্ষ্মণ। টলমলি' উঠে ধরা কম্পিত দিক্‌গণ ॥
সমবেত জনগণ নৃপ সব ভয়-ভীত। হরষ সীতার প্রাণে বিদেহ-মুখ মোদিত
কৌশিকী রঘুনাথ আর মুনিঋষি-মন। প্রমোদিত হ'ল আর কম্পিত ঘন ঘন ॥
ইঙ্গিতে রঘুপতি নিবারিয়া লক্ষ্মণে। বসা'ন আদরে নিজ নিকটের রাজাসনে ॥

হরধনুর্ভঙ্গ

মুনিবর বুঝি' মনে এই শুভ অবসর। অতি স্নেহভরা ভাষে কহিলেন অতঃপর ॥
উঠ রাম যাও ভাঙ্গ শঙ্কর-বর-চাপ। তুমিই মিটাও তাত জনকের পরিতাপ ॥ ৩
গুরুর বচন শুনি' চরণে করিলা নতি। না পুলক না বিষাদ হৃদিমাঝে জাগে অতি ॥
উঠিয়া দাঁড়ান নিজ সহজ-স্বভাব ভরে ॥ ভঙ্গি তাহার যুব-মৃগরাজে নিন্দা করে ॥ ৪

দো—উদিলা উদয়- মঞ্চের 'পরে বাল দিনকর রাম।
সন্ত-কমল হ'ল বিকশিত আঁখি-অলি অভিরাম ॥ ২৫৪

চৌ—নৃপদের আশা-নিশা অমনি হইল নাশ। বচন-তারকা আর না করে নিজে প্রকাশ ॥
মান-মত্ত মহীপতি-কুমুদ সঙ্কোচে কায়। কপট ভূপতি সব পেচক সম লুকায় ॥ ১
শোকহীন চক্রবাক্-রূপী মুনি দেবগণ। জানা'ন আপন সেবা করি' ফুল বরষণ ॥
গুরু-পদ বন্দনা অনুরাগ ভরে করি'। মুনিগণ সম্মতি যাচিয়া নিলেন হরি ॥ ২
মত্ত মঞ্জু বর-কুঞ্জর ধরি' গতি। চলেন সহজ ভাবে সকল জগতপতি ॥
চলিতেই রঘুবর সমবেত নরনারী। হরষে উদ্বেল কায় উঠিল পুলকে ভরি' ॥ ৩
নমি' দেবে পিতৃগণে তাঁ'রা নিজ পুণ্য স্মরি'। ভাবেন সুকৃতি যদি কিছু সঞ্চয় করি ॥
তবে এই হরধনু কমল-মৃণাল প্রায়। হে গণেশ সিদ্ধিদাতা শ্রীরাম ভাঙ্গুন তা'য় ॥ ৪

দো—স্নেহভরা চ'খে শ্রীরামে নিরখি' আহ্বান' সখিগণ।
বাৎসল্যের বশে সীতার জননী খেদের বচন ক'ন ॥ ২৫৫

চৌ—মোদের হিতৈষী বলি' যা'রা দেয় পরিচয়। তা'রাও কৌতুক চায় এই মোর মনে হয়॥
গুরু গাধীসুতে কেহ বুঝা'য়ে কেন না কয়। এ বালক এর এত হঠ্ করা ভাল নয়॥ ১
দশানন বাণ যাহা না করিল পরশন। দর্প করি' পরাজিত সমবেত রাজগণ॥
সেই ধনু দেয় তুলে এই কুমারের করে। শাবক-মরাল কভু ভূধর তুলিতে পারে॥ ২
বিদেহের বিজ্ঞতা হ'য়েছে সমূলে শেষ। বিধাতার গতি সখি নাহি বুঝি সবিশেষ॥
তখন মধুরে এক সহচরী এই কয়। তেজশীল জনে দেবি লঘু ভাবা ঠিক নয়॥ ৩
কোথায় অগস্ত্য কোথা সীমাহীন পারাবার। তিনি শুষিলেন বারি যশে ভরে সংসার॥
তপন-মণ্ডল লঘু নিরখিলে মনে হয়। উদয়ে তাহা হয় ত্রিলোকের তমঃ ক্ষয়॥ ৪

দো—মন্ত্র ছোট যাহে বিধ হরি হর বশ হন দেব সর্ব্ব।
মহা মত্ত-গজে বশ করে এক অঙ্কুশ অতি খর্ব্ব॥ ২৫৬

চৌ—মদন কুসুমশর শরাসন ল'য়ে করে। সকল ভুবন লোক আপনার বশ করে।
এ বুঝিয়া মহাদেবি ত্যজ' এই সংশয়। ভাঙ্গিবেন ধনু রাম কহিলাম নিশ্চয়॥ ১
সখীর বচন শুনি' মনে এল প্রতীতি। বিষাদ হইল দূর বাড়িল অতীব প্রীতি॥
সেইক্ষণে রঘুবরে নিরখি' বিদেহসুতা। সভয়ে করেন স্তুতি দেবগণে যথা তথা॥ ২
জানা'ন আপন মনে আকুলিত অন্তরে। হে হর ভবানি প্রীতা হও মা আমার 'পরে॥
তোমার যতেক সেবা সে সব সফল ক'রে। ধনুর গুরুতা হর' মোর উপকার তরে॥ ৩
হে বরদায়ক দেব গণাধিপ গণপতি। আজিকার কারণেই সেবিনু তোমারে অতি॥
এ বিপদে বার বার মিনতি শুনি' আমার। করহ ধনুরে প্রভু অতিশয় লঘুভার॥ ৪

দো—ধীরতার সনে চাহি' রাম-পানে স্মরেন যত অমর।
নয়ন-যুগলে প্রেম-বারি ভরে রোমাঞ্চেতে কলেবর॥ ২৫৭

চৌ—রঘুবর-বর-শোভা আঁখি ভরি' নিরখিয়া। স্মরিয়া পিতার পণ ক্ষোভেতে বিদরে হিয়া॥
হা পিতা কি সুকঠোর করিলে হঠের পণ। কিছুমাত্র লাভ হানি না করিলে বিবেচন॥ ১
ভয়েতে সচিব কিছু নাহি কহে বুঝাইয়া। পণ্ডিতগণে দেখি অতি অনুচিত ইহা॥
কঠোর কুলিশ হ'তে কোথা শরাসন হায়। আর কোথা সুকিশোর শ্যামল কোমলকায়॥ ২
হে বিধি কেমনে প্রাণে ধীরতা করি ধারণ। হীরক বিঁধিবে কিগো শিরীষ-কুসুমকণ॥
ভ্রষ্টমতি হেরি এবে এ সভায় সবাকার। এখন হে হরধনু তুমিই গতি আমার॥ ৩
জনগণ-'পরে ফেলি' গুরুভার আপনার। সুকুমার রামে হেরি' হও ধনু লঘুভার॥
সীতার হৃদয়-মাঝে পরিতাপ-স্রোত বয়। নিমেষের একভাগ যুগ সম মনে হয়॥ ৪

দো—পুনঃ রামে চাহি' চা'ন ধরা-পানে চঞ্চল আঁখি হেন।
বিধু-মণ্ডলে কাম-মীন দু'টি খেলিয়া ফিরিছে যেন॥ ২৫৮

চৌ—লাজ-নিশি হেরি' যেন সীতার মুখ-কমল। বচন-ভ্রমরে রোধি' মুদিত ক'রেছে দল॥ *
সে বর-লোচনজল লোচন-কোণেই রয়। পরম কৃপণ-পাশে হেমের যে দশা হয়॥ ১
অতি বড় ব্যাকুলতা-ভরে সীতা কুণ্ঠিতা। রাখেন ধীরয ধরি' প্রত্যয় এই কথা॥
কায় বাক্ মনে যদি সত্য হয় মোর পণ। রামের কমল-পায়ে রত হ'য়ে থাকে মন॥ ২
তবে বিভু ভগবান্ সবার হৃদয়বাসী। নিশ্চয় করিবেন মোরে শ্রীরামের দাসী॥
যা'র সনে অকপট প্রণয় যাহার হয়। সে-ই যে তা'রেই পায় নাহি কোন সংশয়॥ ৩
প্রেম দৃঢ় হ'ল দেহে চাহি' প্রভু-দেহ পানে। করুণা-নিধান রাম জানিলেন সব মনে॥
চাহিয়া সীতার পানে নিরখেন কার্ম্মুকে। গরুড় যেমন চাহে তুচ্ছ অহিশিশু-দিকে॥ ৪

দো—দেখেন লক্ষ্মণ নিরখে'ন রাম হরধনু দুর্জ্জয়।
ব্রহ্মাণ্ড চরণে চাপিয়া কহেন বচন পুলকময়॥ ২৫৯

চৌ—বাসুকি বরাহ কূর্ম্ম আর দিক্-করিগণ। দৃঢ় ধর' ধরণীরে টলে না যেন এখন॥
উদ্যত রাম এবে ভাঙ্গিবারে ধনুখান। আমার আদেশ শুনি' হও সবে সাবধান॥ ১
ধনুর নিকটে যবে শ্রীরাম করেন গতি। নরনারী দেবগণ স্মরে নিজ সুকৃতি॥
সবাকার সন্দেহ আর যত অজ্ঞান। কুটমতি রাজাদের বীরত্বের অভিমান॥ ২
ভৃগুরাম-হৃদিলীন গর্ব্বের প্রবলতা। মুনিঋষি দেবতার ভীরুতার আকুলতা॥
জানকীর সন্তাপ অনুতাপ জনকের। নিদারুণ দুখ-দাব প্রাণে যাহা রাণীদের॥ ৩
প্রকাণ্ড হরের ধনু-তরণী লভিয়া যেন। সবে সমবেত হ'য়ে করি' তাহে আরোহণ॥
রাম-বাহুবল-রূপী সীমাহীন পারাবার। পার হ'তে চাহে কিন্তু কেবা তা'র কর্ণধার॥ ৪

দো—দেখিলেন রাম সমাগত যা'রা বসি' যেন চিত্রিত।
চাহেন তখন জানকীর পানে জানি' বড় ব্যাকুলিত॥ ২৬০

চৌ—দেখেন জনকসুতা অতীব বিকল প্রাণ। এক এক ক্ষণ তাঁ'র যুগসম হয় জ্ঞান॥
জল বিনা পিপাসায় প্রাণ যে ক'রেছে ত্যাগ। তা'র কাছে কিবা আর অমিয়-ভরা তড়াগ॥ ১
শুকাইয়া গেলে ক্ষেত্র কি লাভ বরষা-জল। সময় অতীত হ'লে অনুতাপে কিবা ফল॥
এ কথা ভাবিয়া মনে চাহিলেন সীতা-মুখে। তাঁ'র অনুরাগ হেরি' প্রভু-প্রাণ ভরে সুখে॥ ২
মনের মাঝেই গুরু-চরণে প্রণাম করি'। অতি লঘু ভাবে ধনু লইলেন হাতে করি'॥
তুলিলেন করে যবে বিজলী ঝকিল যেন। অতঃপর হ'ল নভে মণ্ডলাকার-হেন॥ ৩
কখন চড়া'ন গুণ দেন বা গভীর টান। কেহ না বুঝিল দেখে রহেন দণ্ডায়মান॥
ক্ষণ-মাঝে ধনু-মাঝ হ'ল দ্বিধা খণ্ডিত। ভয়ঙ্কর গরজনে ভুবন হ'ল ধ্বনিত॥ ৪

* সীতার বচনরূপী ভ্রমরাকে তাঁহার মুখরূপী কমল যেন বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে; লজ্জা-রূপ রাত্রিকে দেখিয়া সীতার মুখ-কমল মুদিত; ফলে তাঁহার বচনভ্রমর রুদ্ধ।

ছ—ভরিল ভুবন গভীর আরাবে কক্ষ ছাড়ি' অরুণাশ্ব ধায়।
দিক্-গজ ডাকে বসুমতী কাঁপে কূর্ম্ম শেষ সব বিকল কায়॥
মুনি সুরাসুরে শ্রবণ আবরে কি হ'ল ভাবি'ছে বিকল প্রাণে।
ভাঙ্গিলেন রাম হরধনু খান জয়তি জয়তি তুলসী ভণে॥

সো—মহেশের কার্ম্মুক জাহাজ রাম-ভুজবল পারাবারে।
মগ্ন হ'ল সহ সে সমাজ উঠে'ছিল যা'রা তা'র 'পরে'॥ ২৬১

সীতার শ্রীরামকে জয়মাল্যদান

চৌ—দুইভাগ ধনু প্রভু ফেলিলেন ধরা 'পর। উল্লাসে ভরে সমবেত জন-অন্তর॥
কৌশিকী-রূপী সেই পয়োনিধি মহাপূত। অগাধ প্রণয়-নীর যাহাতে পরিপূরিত॥ ১
রাম রাকা শশধরে করিয়া অবলোকন। পুলক রোমাঞ্চ-বীচি করিলেন প্রসারণ॥
গগনে দামামা বাজে অতি মহা নিঃস্বনে। নাচেন অমরবধূ সঙ্গীত-রব সনে॥ ২
ধাতা আদি দেবগণ সিদ্ধ যত মুনিপতি। বাখান করিয়া তাঁ'রে আশীষ দিলেন অতি॥
বরষিত বহু-রং কুসুম ফুলের মাল। কিন্নরগণ গান করেন অতি রসাল॥ ৩
ছাইল ভুবন জয় জয় জয় জয় রবে। ধনুক ভাঙ্গার ধ্বনি ডুবে সেই কলরবে॥
পুলকে মোদিত নরনারী যথা তথা ক'ন। রাম ভেঙেছেন ধনু মহেশের সুভীষণ॥ ৪

দো—বন্দী মাগধ সূতগণ করে কীর্ত্তির বরণন।
দানেতে লুটায় জনগণ হয় গজ বাস মণি ধন॥ ২৬২

চৌ—ঝাঁঝর মুরজ শাঁখ নহবৎ করতাল। ভেরী ঢোল দুন্দুভি অপর বাজন তাল॥
বাজে নানা নিক্কনে সুললিত ঝঙ্কারে। যথা তথা ললনারা মঙ্গল গান করে॥ ১
হরষিত মন রাণী সহচরীগণ সনে। পড়িল বরষা যেন জলাভাবে শুষ্ক ধানে॥
চিন্তা অতীত এবে মোদিত বিদেহ-মন। সন্তরণ-ক্লান্ত যেন ভূমি করে পরশন॥ ২
শরাসন খণ্ডনে শ্রীহত নৃপতি যত। দিবাভাগে দীপ-আভা পরিম্লান যেই মত॥
সীতার প্রাণের সুখ বাণব কি প্রকারে। চাতকী পাইল যেন স্বাতীর পাবন নীরে॥ ৩
করেন লক্ষ্মণ রামে সেইভাবে দরশন। কিশোর চকোর রাকা শশীরে হেরে যেমন॥
শতানন্দ মুনি তবে করেন আদেশ দান। শ্রীরামের দিকে সীতা হইলেন আগুয়ান॥ ৪

দো—চতুরা সুন্দরী সাথে সহচরী গায় মঙ্গলাচার।
শাবক মরাল- ভঙ্গিম গতি দেহ-শোভা সীমাপার॥ ২৬৩

চৌ—সখীগণ-মাঝে সীতা শোভমানা সেইমত। চিত্রের মাঝে মহা-চিত্রের শোভা যুত॥
কোমল কমল-করে জয়মালা সুন্দর। বিশ্ববিজয়-শোভা উপচিত যা'র 'পর॥ ১

সঙ্কোচ-ভরা তনু বড় উৎসাহ মনে। গোপন প্রণয় কা'রো নাহি আসে দরশনে ॥
রামের সমীপে গিয়া রূপ করি' আঁখিগত। রহিলেন সীতা যেন চিত্রের আঁকা-মত ॥ ২
তা' দেখি' চতুরা সখী বুঝা'য়ে তাঁহায় কয়। পরাও গলায় ওই জয়মালা মনোময় ॥
শুনিয়া যুগল করে তুলিয়া ধরেন মালা। পরা'তে শকতি নাই প্রণয়-বিভল বালা ॥ ৩
স-মৃণাল শতদল যেন দুই শোভাধার। ভয়ে ভয়ে দেয় চাঁদে জয়মালা উপহার ॥
সে শোভা নিরখি' মুখে গেয়ে উঠে সখীদল। দুলিল রামের বুকে সীতার বিজয়মাল ॥ ৪

সো—রঘুবর-বুকে জয়মাল ফুল বরষেন দেবগণ।
কুঞ্চিত যতেক ভূপাল রবি হেরি' কুমুদ যেমন ॥ ২৬৪

চৌ—পুরী আর নভোদেশে বিবিধ বাজে বাজন। খলের মলিন মুখ প্রসন্ন সাধুর মন
অমর কিন্নর নর নাগ আর মুনিবর। জয় জয় বলি' দেন শুভাশীষ নিরন্তর ॥ ১
নাচেন গাহেন যত অমর-ললনাগণ। কুসুমাঞ্জলি দেন বার বার বরষণ ॥
যথা তথা দ্বিজদল গা'ন পূত বেদধ্বনি। কীর্ত্তি-গান বন্দিজন গাহিছে সবে বাখানি' ॥
ছড়াইল যশোরাশি ভূ-ত্রিদিব ত্রিভুবনে। বরে'ন জানকী রামে হরধনু খণ্ডনে ॥
নগরের নরনারী সকলে করে আরতি। বিলাইয়া দেয় ধন 'ভুলি' নিজ সঙ্গতি ॥ ৩
প্রণয়-সুষমা সনে দু'য়েতে মিলিল যেন। সীতা-রঘুবর জুটি নয়ন ভুলায় হেন ॥
সখী কহে স্বামি-পদ কর সীতা পরশন। না পারেন সীতা ভয়ে ছুঁইতে পতি-চরণ ॥ ৪

দো—গৌতম-নারী দশা মনে করি' পায়ে না ছুঁয়া'ন কর।
লোকাতীত প্রেম বুঝি' মনে মনে হাসিলেন রঘুবর ॥ ২৬৫

চৌ—সীতা হেরি' নৃপদের মনে জাগে অভিলাষ। ক্রূর মূঢ় কু-তনয় লাল করে মুখাভাষ ॥
রণ-বেশ পরি' হতভাগা যতজন। যেথানে সেথানে মিলি' সুরু করে আস্ফালন ॥ ১
জানকীরে ছিনাইয়া লহ কোন' জন বলে। ধরিয়া বাঁধহ নৃপ-কুমার দোঁহেরে বলে ॥
ভাঙ্গিলেই শরাসন মন-আশা না পূরিবে। আমরা রহিতে সীতা পরিণয় কে করিবে ॥ ২
বিদেহ-নৃপতি যদি সহায়তা কিছু করে। পরাজয় কর রণে দুই ভাই সনে তা'রে ॥
সজ্জন-নৃপ যা'রা তা'রা শুনে' এই কয়। নৃপতি-সমাজে হেরি' লজ্জারও লাজ হয় ॥ ৩
ক্ষমতা প্রতাপ তব বীরতা যত বড়াই। প্রতিষ্ঠা সে ধনুকের সাথে ত গিয়াছে ভাই ॥
সে বীরতা তবে এবে কোথা হ'তে ফিরে' এল। হেন মতি তা'ই বিধি মুখে মসী লাগাইল ॥ ৪

দো—ঈর্ষা মদ ক্রোধ, ছাড়িয়া রামেরে হের ভরি' দু'নয়ন।
লক্ষ্মণ-রোষ- তীব্র অনলে পতঙ্গ হ'য়ো না যেন ॥ ২৬৬

চৌ—গরুড়ের ভাগ যদি কাকে অভিলাষ করে। শশকের হয় লোভ কেশরীর ভাগ 'পরে ॥
কুশল পাইতে চায় অকারণ ক্রোধকারী। সম্পদ-আশা রাখে মহেশ-বিরুদ্ধাচারী ॥ ১

লোভী ও লালসা-পর কমনীয় যশ চায়। কালিমা-বিহীন হ'তে কামীর বাসনা যায় ॥
হরিপদ-বিমুখের পরাগতি-আশা যথা। রাজগণ তোমাদের এ হেন লালসা তথা ॥ ২
সীতা অতি শঙ্কিতা এই কোলাহল শুনি'। সখীরা লইয়া তাঁ'রে যায় যথা মহারাণী ॥
স্মরিতে স্মরিতে সীতা-প্রেম নিজ মন-মাঝে। সহজ গতিতে রাম যা'ন মুনিবর কাছে ॥ ৩
অতীব ভাবিতা সীতা মহিষীগণের সনে। কে জানে এখন কিবা বিধাতার আছে মনে ॥
রাজাদের কথা শুনি' চা'ন শুধু হেথা হোথা। লক্ষ্মণ রাম-ডরে মুখেতে না ক'ন কথা ॥ ৪

দো—চা'ন নৃপগণে অরুণ নয়ন ভ্রূকুটী-কুটিল আঁখি।
উৎসাহ যেন যুবা-হরি মনে মত্ত গজদলে দেখি' ॥ ২৬৭

পরশুরাম-সংবাদ

চৌ—বিভ্রাট নিরখিয়া ভীতা পুরনারীগণ। সবে মিলি' নৃপগণে করে গালি বরষণ ॥
এই অবসরে শুনি' হরধনু খণ্ডিত। আসি' তথা ভৃগুকুল-দিবাকর উপনীত ॥ ১
ত্রাসিত তাঁহারে হেরি' নৃপতিগণের মন। বিহগ লুকায় যথা হ'লে বাজ-আক্রমণ ॥
সুগৌর কলেবরে বিভূতি কি শোভা পায়। বিশাল ললাট-দেশ ত্রিপুণ্ড বিরাজে তা'য় ॥ ২
শিরে জটা শশীসম মনোহর মুখভাব। ক্রোধের কারণে কিছু ধ'রেছে লোহিত ভাব ॥
রোষ-ভরে আঁখি লাল ভ্রূকুটী বিকুঞ্চিত। সহজ চাহনি তবু মনে হয় ক্রোধযুত ॥ ৩
বৃষভের সম অংস উরু ভুজ সুবিশাল। চারু উপবীত মালা শোভে তা'হে মৃগছাল ॥
পরিধান মুনি-বাস দুই তূণ কটি'পর। পরশু বিরাজে কাঁধে করে ধরা ধনু-শর ॥ ৪

দো—বেশেতে শান্ত রূঢ় আচরণ বর্ণনা নাহি আসে।
বীররস যেন ধরিয়া শরীর সমুদিত নৃপ-পাশে ॥ ২৬৮

চৌ—রামের করাল বেশ করিয়া অবলোকন। ত্রাসেতে ব্যাকুল হ'য়ে উঠে যত নৃপ-মন ॥
মুখেতে আনিয়া নিজ পিতৃনাম যে যাহার। আরম্ভিল তাঁ'র পায়ে দণ্ডবৎ নমস্কার ॥ ১
সহজ-চ'খেই তিনি চা'ন যা'র যা'র পানে। তা'র আয়ু এই শেষ সে-ই যেন মনে গণে ॥
জনক আসিয়া তাঁ'রে প্রণাম করার পরে। সীতারে ডাকা'য়ে আনি' প্রণাম করা'ন তাঁরে ॥২
আশীষ দিলেন রাম সখী পুলকিত অতি। সীতারে ফিরা'য়ে ল'য়ে চ'লে গেল দ্রুতগতি ॥
অনন্তর কৌশিকী মিলিলেন ভার্গবে। পদ্ম-পদে দুই ভাই প্রণাম করেন তবে ॥ ৩
দশরথ-সুত দোঁহে রাম আর লক্ষ্মণ। শুনি' ভার্গব দু'য়ে আশীষ-বচন ক'ন ॥
মদনের অহঙ্কার-ঘুচানো রূপ অপার। শ্রীরামের পানে চাহি' নিশ্চল আঁখি তাঁ'র ॥ ৪

দো—সব দেখি' শেষে জনকের প্রতি ক'ন কেন ভীড় এত।
জেনেও শুধান অ-জানের প্রায় দেহে ক্রোধ প্রসারিত ॥ ২৬৯

চৌ—জনক কারণ সব করা'ন তাঁরে শ্রবণ। যা'র তরে নৃপাতগণের হেথা সমাগম ॥
শুনিয়া সকল কথা ওদিকে চাহেন ফিরে'। দেখিলেন দ্বিধা ধনু প'ড়ে আছে ধরা'পরে ॥
অতীব ক্রোধের ভরে সুকঠোর বাণী ক'ন। রে মূঢ় জনক বল্ ধনু ভাঙ্গে কোন্ জন ॥
দেখা তা'রে ত্বরা করি' নহিলে রে মূঢ় আজ। উপাড়িব ততদূর যতদূর তো'র রাজ ॥ ২
পরাণে অতীব ত্রাস উত্তর নাহি মুখে। কুটিল নৃপতিদের প্রাণ ভরে অতি সুখে ॥
দেবতা পন্নগ মুনি নগরের নরনারী। সকলেই চিন্তিত পরাণে তরাস ভারি ॥ ৩
সীতার মাতার প্রাণে দারুণ অনুশোচনা। সমাপিত কাজে বিধি সাধিলেন বিড়ম্বনা ॥
সীতা শুনি' ভৃগুরাম-স্বভাবের কঠোরতা। অর্দ্ধ-নিমেষ তাঁ'র মনে হয় কল্প যথা ॥ ৪

দো—সকলেরে ভীত করি' দরশন জানকীরে ভীতা জানি'।
হরষ বিষাদ- শূন্য পরাণে কহিলেন রঘুমণি ॥ ২৭০

চৌ—মহেশের ধনু প্রভু ভাঙ্গিয়াছে যেই জন। আপনার দাসগণ মাঝে সেই একজন ॥
আদেশ আমায় কেন না করেন মুনিনাথ। এ শুনিয়া ক্রোধী মুনি কহেন ক্রোধের সাথ।
যেইজন সেবা করে দাস হয় সেইজন। করিলে অরির কাজ করিবারে হয় রণ ॥
শুন রাম যে ভাঙ্গিল মহেশের শরাসন। সহস্র-বাহুর প্রায় অরি মম সেইজন * ॥ ২
জন-সমাগম হ'তে হ'ক সে পৃথক্ ত্বরা। নহিলে সমস্ত নৃপ হ'বে আজ প্রাণহারা ॥
মুনি-ভাষে লক্ষ্মণ-মুখে মৃদু হাসি আসে। উত্তর করে তাঁ'রে অপমান-ভরা ভাষে ॥ ৩
বালক-বয়সে বহু ধনু করি খণ্ড খণ্ড। কিন্তু দেব কভু রোষ না করিলে হেন চণ্ড ॥
এ ধনুর 'পরে এত মমতা কিসের হেতু। শুনিয়া কুপিত হ'য়ে ক'ন ভৃগুকুল-কেতু ॥ ৪

দো—রে নৃপ-বালক কাল-বশে তো'র ভাষা নহে সংযত।
ভুবন-বিদিত হরধনু কি সে অপর ধনুর মত ॥ ২৭১

চৌ—হাসি' লক্ষ্মণ ক'ন আমি দেব বুঝি এই। সকল ধনুই এক ইতর বিশেষ নেই ॥
জরাজীর্ণ ধনু ভাঙি' কিবা লাভ কিবা হানি। এরে ত' নূতন বলি' গণিলেন রঘুমণি ॥ ১
ছুঁতেই দু'-খান হ'ল এতে ওঁর নাহি দোষ। অকারণ মুনিবর তোমার এ হেন রোষ ॥
গর্জ্জেন ভৃগুরাম চেয়ে' পরশুর পানে। রে খল স্বভাব মোর পশে নাই তোর' কাণে ॥২
বালক বলিয়া বধ এখনো না করি তোরে। রে মূঢ় শুধুই মুনি বলিয়া ভাবিস্ মোরে ॥
বাল-ব্রহ্মচারী আমি অতি ক্রোধ-পরায়ণ। বিশ্ব-বিদিত ক্ষত্র-কুলান্তক যম সম ॥ ৩
বাহুবলে করিলাম নৃপহীন পৃথিবীরে। কতবার করিলাম দান তা'য় দ্বিজ-করে
সহস্র-বাহুর বাহু যা' হ'তে হ'ল ছেদন। এই সে কুঠার কর্ নৃপ-সুত দরশন ॥ ৪

---

* কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন; ইঁহাকে পরশুরাম বধ করেন।

দো—জননী জনকে যেন বৃথা শোকে ফে'লো না নৃপ-কিশোর।
গর্ভের শিশু নিপাতনকারী এ ঘোর কুঠার মোর ॥ ২৭২

চৌ—হাসি' লক্ষ্মণ মৃদু উত্তর দেন তা'র। নিজেরে ত' বীর বলি' বড় মুনি অহঙ্কার ॥
বার বার ও কুঠার দেখাও তোমার মোরে। পাহাড় উড়া'তে চাও ফুৎকার-বায়ুভরে ॥ ১
সদ্যোজাত কাঁচা ফল কিছু নাহি এইখানে। শুকা'য়ে যা'বে যা' তব অঙ্গুলি প্রদর্শনে ॥
দেখে ও কুঠার আর ওই শরাসন বাণ। তা'তেই ব'লেছি কথা সহ কিছু অভিমান ॥ ২
ভৃগুকুল-জাত বুঝি' উপবীত হেরি' আর। যা' কহিলে সহ্য করি করি' ক্রোধ পরিহার ॥
দেবতা ব্রাহ্মণ গাভী আর হরিভক্ত জন। এ সনে বীরতা নাই মম কুলে কদাচন ॥ ৩
এঁদের হননে পাপ অপযশ পরাজয়ে। সে কারণ মারিলেও পড়িব তোমার পায়ে ॥
কোটি কুলিশ সম কঠোর তব বচন। বৃথা ধনুশর করে কুঠার কর ধারণ ॥ ৪

দো—অস্ত্র দেখি' যদি কহি অনুচিত ক্ষম মহামুনি ধীর।
শুনি' রোষ ভরে ভৃগুকুল-মণি ক'ন কথা গম্ভীর ॥ ২৭৩

চৌ—কৌশিকি দেখ শিশু অতি বড় মন্দমতি। কাল-বশে আপনার কুলের চাহে কু গতি ॥
এ বালক সূর্য্যবংশ-শশাঙ্ক 'পরে কলঙ্ক। শাসন-সীমার বা'র ঘোর মূর্খ ও অশঙ্ক ॥ ১
এখনি নিমেষমাঝে কালের কবলে যা'বে সবারে শুনা'য়ে কহি মোর দোষ নাহি র'বে ॥
যদি বাঁচাইতে চাও কর এরে নিবারণ। বুঝাইয়া বল' মোর বল রোষ কি ভীষণ ॥ ২
লক্ষ্মণ ক'ন মুনি তোমার সুযশ যত। তুমি বিদ্যমানে অন্যে বাখান করিবে কত ॥
আপন মুখেই নিজ কীর্ত্তিমহিমা-গান। বহুবার বহুভাবে করিলে সবারে গান ॥ ৩
তৃপ্ত না হয় যদি আরো কিছু বল' তবে। ক্রোধ চাপি' ঘোর দুখ সহা নাহি ঠিক হ'বে ॥
বীর-ব্রতধারী তুমি ধীর ক্ষোভ-বিরহিত তব মুখে গালি দেব অতিশয় অবিহিত ॥ ৪

দো—রণে বীর শুধু নিজ কাজ করে না প্রচারে আপনায়।
রণ রিপু দুই পাইয়া সমুখে অ-বীর স্বগুণ গায় ॥ ২৭৪

চৌ—কালেরে ত মুনিবর বারবার হেঁকে হেঁকে। আমার মরণ তরে যেন বা আনিছ ডেকে
লক্ষ্মণের এ কঠোর বচন শ্রবণ করি'। ভীষণ কুঠার নিজ ধরিলেন ঠিক করি' ॥ ১
এবে যেন আর মোরে কোন জন নাহি দোষে বধ-যোগ্য এ বালক যেবা হেন কটু ভাষে ॥
শিশু বলি' বহুবার করি এর প্রাণদান। সত্য মরণ-পথে হয় এবে আগুয়ান ॥ ২
কৌশিকী ক'ন ক্ষম অপরাধ লক্ষ্মণের। সাধু কভু না গণেন দোষগুণ বালকের ॥
শাণিত পরশু আমি দয়াহীন ক্রোধময়। গুরুদ্রোহী অপরাধী আমার সমুখে রয় ॥ ৩
সমান উত্তর করে তবু প্রাণে নাহি মারি। শুধু বিশ্বামিত্র তব ব্যবহার মনে করি' ॥
নহিলে কুঠার-ঘায়ে এখনি করি' বিনাশ। লঘুশ্রমে ঋণমুক্ত হ'তাম গুরুর পাশ ॥ ৪

দো—মনে মনে হাসি' কৌশিকী ক'ন ভৃগুরাম অল্প-জ্ঞান।
লৌহ-খাঁড়া এটা ইক্ষু-খণ্ড নয় আজিও হ'ল না জ্ঞান ॥ ২৭৫

চৌ—লক্ষ্মণ ক'ন তব দয়া-ভরা আচরণ। সংসার-মাঝে দেব নাহি জানে কোন্‌জন ॥
জনকজননী-ঋণ শোধিলে ভালই মতে। এবে এই গুরু-ঋণ বড়ই ভাবনা তা'তে ॥ ১
সে ঋণ শোধের তরে এই শির মোর রয়। বহুদিন গত হ'ল বহু সুদ জমা হয় ॥
ডাকুন এখন তবে হিসাবীরে কোনজন। তা'হলে আমার থলি খুলে দিই এইক্ষণ ॥ ২
রূঢ় ভাষা শুনি' মুনি কুঠার ধরেন এঁটে। সমবেত জনগণ হাহাকার করি' উঠে ॥
পরশু তোমার মোরে দেখাও ভার্গব রাম। দ্বিজ বলি' নৃপ-দ্রোহি আমি তব রাখি প্রাণ ॥৩
প্রকৃত বীরেরে কভু রণাঙ্গনে না ভেটিলে। হে বিপ্র-দেবতা তুমি আলয়েই বড় হ'লে ॥
শুনি' সবে চীৎকারি' বলে ইহা অনুচিত। লক্ষ্মণে দেন রাম স্থির হ'তে ইঙ্গিত ॥ ৪

দো—লক্ষ্মণ-উত্তর আহুতি-সমান ভৃগু-কোপ হুতাশন।
বাড়িতেছে হেরি' রঘুকুল-ভানু বারি-প্রায় কথা ক'ন ॥ ২৭৬

চৌ—বালকের প্রতি প্রভু হো'ক তব কৃপা-দৃষ্টি। দুগ্ধ-পোষ্য শিশু 'পরে করিও না রোষ-বৃষ্টি ॥
এ যদি জানিত প্রভু তোমার প্রভাব কত। তবে কি সমানে তর্ক করিত অবুঝ এত ॥ ১
শিশু যদি করে কিছু চপলতা-আচরণ। সুখেতে তাহাতে ভরে গুরু পিতা মাতা মন ॥
শিশু আর দাস বলি' ইহারে করুণা কর। সমদর্শী ধীর জ্ঞানি শীলাধার মুনিবর ॥ ২
রামের কথায় মুনি শান্ত কতক হ'ন। লক্ষ্মণ পুনঃ হাসি' দু' এক বচন ক'ন ॥
আ-চরণ-শির ক্রোধে ভরে পুনঃ হাসি হেরি'। ক'ন রাম তো'র ভাই অতি বড় পাপাচারী ॥ ৩
গৌর শরীর বটে মসী-ভরা হৃদিতল। দুগ্ধ-পোষ্য নয় এর মুখে ভরা হলাহল ॥
স্বভাবেতে ক্রূর নীচ তোর মত নহে মন। শমন-সমান মোরে নাহি করে দরশন ॥ ৪

দো—হাসি' লক্ষ্মণ ক'ন মুনিবর ক্রোধই পাপের মূল।
এরি বশে সবে অন্যায় করি' চলে বিশ্ব-প্রতিকূল ॥ ২৭৭

চৌ—মুনিরাজ মোরে তব অনুচর জ্ঞান করি'। করহ করুণা মোরে এই রোষ পরিহরি' ॥
ক্রোধে পুনঃ এক নাহি হ'বে খণ্ড-শরাসন। হয়ত পীড়িছে পদ আসন কর গ্রহণ ॥ ১
ধনু যদি প্রিয় অতি করা হ'ক প্রতিকার। শিল্পী ডাকা'য়ে এর করা যা'ক্ সংস্কার ॥
লক্ষ্মণ-ভাষে কন বিদেহ সহিত ত্রাস। তুষ্ণীভাব ধর' ভাল নহে অনুচিত ভাষ ॥ ২
পুর-অধিবাসী সবে কম্পিত কলেবর। বড় দুষ্ট লঘু-সুত কহে যত নারীনর ॥
ভৃগুরাম ক্রমাগত শুনিয়া নিডর ভাষ। ক্রোধেতে দহিত কায় হয় তাঁ'র বল হ্রাস ॥ ৩
রামে সাধুবাদ করি' ক'ন তবে ভৃগুরাম। অনুজ বলিয়া তো'র এখনও রাখি প্রাণ ॥
বিষ ভরা স্বর্ণঘট হেরিতে লাগে যেমন। পূত দেহে ঘৃণ্য মন ইহারো দশা তেমন ॥ ৪

দো—শুনি' লক্ষ্মণ হাসেন আবার আঁখি-কোণে চা'ন রাম।
ত্য'জি বিপরীত বাণী সঙ্কোচে গুরুর নিকটে যা'ন ॥ ২৭৮

চৌ—তখন শ্রীরাম জোড় করি' যুগ পাণিতল। অতি মৃদু সবিনয়ে ক'ন বাণী সুশীতল ॥
স্বভাবেই মহাজ্ঞানী মুনিরাজ তুমি নাথ। বালকের কথাতে না কর প্রভু শ্রুতি-পাত ॥১
বোলতা ও বালকের একই রূপ আচরণ। এদের না দেন দোষ সন্তেরা কদাচন ॥
ওর হ'তে হানি তব নাহি হ'ল সংঘটন। তব পদে আমিই সে অপরাধী অভাজন ॥ ২
কৃপা রোষ কিম্বা বধ এবে হ'তে কৃপাধার। দাস-প্রায় মোর 'পরে কর' যাহা করিবার ॥
কহ ত্বরা যে প্রকারে হ'বে ক্রোধ অবসান। এখনি করিব প্রভু তুষ্টি তব বিধান ॥ ৩
মুনি ক'ন রোষ মোর অপগত কিসে হ'বে। এখনো অনুজ তব নেহারে অযথা ভাবে ॥
যদি এ পরশু মোর ওর গলে না দিলাম। বল' তবে বৃথা রোষ দেখা'য়ে কি করিলাম ॥ ৪

দো—গর্ভ বিনাশে নৃপ-মহিষীর শুনিয়া কীর্ত্তি ঘোর।
অটুট কুঠার রহিতে জীবিত হেরিব বৈরী মোর ॥ ২৭৯

চৌ—উঠি'ছে না কর হৃদি দহি'ছে ক্রোধেতে। ক্লান্ত কি নৃপঘাতী এ পরশু এত দিনে ॥
বিধাতা আজিকে বাম স্বভাবের ব্যতিক্রম। কখনো আমার হৃদে কৃপাই বা সে কেমন ॥ ১
দু-সহ গভীর ক্লেশ দয়া আজি দেয় মোরে। শুনিয়া নামা'ন শির লক্ষ্মণ হাসি ভরে ॥
ক'ন কৃপাবায়ু তবু মূর্ত্তির(ই) অনুকূল। কহেন বচন যেন বরষণ হয় ফুল ॥ ২
কৃপাতে যদি হে মুনি দহে তব কলেবর। রক্ষা করেন যেন রোষে পরমেশ্বর ॥
মুনি ক'ন দেখ রাজা এ বালক হঠ্ ভরে। স্থাপন করিতে চায় নিজবাস যমপুরে ॥ ৩
আঁখির সমুখ হ'তে কর' এরে দূরীভূত। দেখিতে বালক কিন্তু অতি মন্দ নৃপ-সুত ॥
লক্ষ্মণ হাসি' ক'ন মনে মনে এই কথা। চক্ষু বুজিলে পরে কোনজন নাহি কোথা ॥ ৪·

দো—ভৃগুপতি তবে অতি রোষ ভরে রাম প্রতি এই ক'ন।
শিখাস্ ধূর্ত্ত জ্ঞান্ ভৃগুরামে ভাঙি' হর-শরাসন ॥ ২৮০

চৌ—ভ্রাতা কয় কটুবাণী সম্মতি তোর তা'য়। মিনতি করিস্ নিজে কর-জোড়ে ছলনায় ॥
হয় মোরে পরিতোষ কর্ করি' সংগ্রাম। আর নয় কর্ ত্যাগ আপনারে বলা রাম ॥ ১
ছল ছাড়ি' শিব-দ্রোহি মোর সনে আয় রণে। নহিলে করিব বধ তোরে অনুজের সনে ॥
কুঠার তুলিয়া ধরি' যত ক'ন ভৃগুরাম। শির অবনত করি' মনেতে হাসেন রাম ॥ ২
লক্ষ্মণের অপরাধ আমার উপরে রোষ। সরল আচারে বহুক্ষেত্রে অনেক দোষ ॥
চক্র নিরখি' সবে তাহার ভজনা করে। বক্র চাঁদেও রাহু কভু গ্রাস নাহি করে ॥ ৩
রাম ক'ন ক্রোধ তব পরিহর' মুনি বীর। করেতে পরশু তব সম্মুখে এই শির ॥
যে প্রকারে রোষ যায় তাহাই করহ স্বামি। আমারে জানিও তব চরণের অনুগামী ॥ ৪

দো—সেবকে প্রভুতে রণ সে কেমন ত্যজ বিপ্রবর রোষ।
বেশ হেরি' শুধু বালকে ব'লেছে নাহি তা'র কোন দোষ ॥ ২৮১

চৌ—নিরখি' তোমারে শর পরশু ধনুকধারী। বালকের এল রোষ তোমা বীর মনে করি
বিদিত তোমার নাম কিন্তু তোমা নাহি চিনে। উত্তর করে তোমা বংশ-স্বভাবগুণে ॥ ১
আসিতে যদ্যপি দেব মুনিঋষিদের মত। চরণের ধূলি ঠিক আপনার শিরে নি'ত ॥
অজ্ঞান-কৃত ভ্রম কর' প্রভু মার্জ্জন। ব্রাহ্মণ-হৃদে দয়া থাকা অতি প্রয়োজন ॥ ২
সমকক্ষ হ'ব আমি আপনার সনে কোথা। বলুন না কোথা পদ আর সে কোথায় মাথা ॥
ছোট এক রাম শুধু এ দাসের পরিচয়। পরশু-সহিত নাম তোমার মহিমাময় ॥ ৩
একমাত্র গুণ-যুত শরাসন এ আমার। তব পূত ধনু গুণ ধরে নব-গুণ* তা'র ॥
সব বিধিতেই মোর তোমার সহিত হার। বিপ্রবর ক্ষমা কর অপরাধ যা' আমার ॥ ৪

দো—মুনি বিপ্রবর বারবার ক'ন ভৃগুরাম প্রতি রাম।
ক'ন ভৃগুপতি রোষ ভরে হাসি' তুই(ও) ভাই সম বাম ॥ ২৮২

চৌ—ব্রাহ্মণ বলি' শুধু জানিস্ আমায় মনে। কেমন ব্রাহ্মণ আমি জানাইব এই 'খনে ॥
শরাসনে হবিঃ শরে জানিস্ আহুতি ব'লে। সর্ব্ব-দাহী হুতাশন মোর ঘোর কোপানলে ॥ ১
তাহাতে সমিধ সব চতুরঙ্গ সেনাদল। পশু যত মহামহা নরপতি অতিবল ॥
এ কুঠারে কাটি' সব বলি করি' অর্পণ। সংগ্রাম যাগ-জপ করিলাম কোটি হেন ॥ ২
আমার প্রভাব তোর অবিদিত এর তরে দ্বিজ বলি' সম্ভাষণ করা মোরে অনাদরে ॥
দর্প বাড়িল অতি ভাঙ্গি' এই শরাসন। স্পর্দ্ধা হেন ক'রেছিস্ বিশ্ব-বিজয় যেন ॥ ৩
রাম ক'ন মুনিবর বিচারি' কহ বচন। তব ক্রোধ অতিরিক্ত অল্প আমার ভ্রম ॥
ছুঁইতেই পুরাতন ধনুক হ'ল দু'খান। কি কারণ আছে মোর করিবার অভিমান ॥ ৪

দো—ব্রাহ্মণ কহি' প্রকৃতই যদি ক'রে থাকি নিরাদর।
এ জগতে তবে বীর কে যাহারে নমিব সহিত ডর ॥ ২৮৩

চৌ—দেবতা দানব নৃপ কিম্বা বীর অগণন। হ'ন সমবল কিম্বা বলাধিক সেই জন ॥
যে করিবে আবাহন আমারে সমর তরে। কাল নিজে আসিলেও যুঝিব পুলক ভরে ॥ ১
ক্ষত্র শরীর ধরি' সমরে যে করে ভয়। কালিমা আপন কুলে আনে সেই পাপাশয় ॥
যথাকথা কহি আমি কুল-গর্ব্ব করা নয়। রাঘবেরা সংগ্রামে কালেও না করে ভয় ॥ ২
বিপ্রকুলের এই প্রভাব মহিমাময়। নির্ভয় হয় যেবা আপনারে করে ভয় ॥
শ্রীরামের অর্থ-ভরা বচন করি' শ্রবণ। খুলে' গেল ভার্গবের বুদ্ধির আবরণ ॥ ৩

---

* শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিকতা।

মুনি ক'ন রমাপতি-ধনু করে লহ রাম। দূর হ'ক সন্দেহ কার্ম্মুকে দেহ টান॥
ধনু দিতে যা'ন মুনি 'ধনু চলি' গেল নিজে। হ'লেন পরশুরাম বিস্মিত মন-মাঝে॥ ৪

দো—বুঝিলেন তবে রামের মহিমা পুলকিত কলেবর।
আনন্দ ধরে না হৃদয়ে তাঁহার ক'ন জুড়ি' দুই কর॥ ২৮৪

চৌ—জয় রঘুকুল-রূপী বনজ-বন-তপন। গহন দনুজকুল দাহকারী হুতাশন॥
জয় জয় দেবগণ দ্বিজ ধেনু হিতকারী। অহঙ্কার মোহ ক্রোধ আর ভ্রম-অপহারী॥ ১
বিনয়-আধার শীল করুণা গুণ-সাগর। জয় জয় কথামৃত-রচনাপটু নাগর॥
ভকতের সুখদাতা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর জয়। জয় হে বয়ান-শোভা সম কোটি মনোময়॥ ২
এক মুখে তব স্তুতি কত বা করিব আর। জয় মহেশ্বর-মন-মানসের সারাৎসার॥
অনুচিত কত কথা কহিয়াছি অজ্ঞানে। ক্ষমা-আয়তন ক্ষমা কর' ভাই দুইজনে॥ ৩
কহি' জয় জয় জয় রাঘবকুল-কেতন। ভৃগুপতি যা'ন চলি' কাননে তপ-কারণ॥
কুটিল নৃপতি যত মনে মনে ভয় পায়। কাপুরুষগণ চুপে' পলা'য়ে কোথা লুকায়॥ ৪

দো—দেবগণ দেন বাজা'য়ে দামামা প্রভু'পরে পড়ে ফুল।
পুরনরনারী হরষিত সবে মিটে মোহময় শূল॥ ২৮৫

দশরথের নিকটে জনকের দূত প্রেরণ

চৌ—অতি ঘোর নির্ঘোষে নানাবিধ বাদ্য বাজে। সবে প্রাণ-বিমোহন মঙ্গল-সাজে সাজে॥
দলে দলে আসি' বিধুমুখী সুলোচনাগণ। মধুভাষে পিকসম কল-গানে হরে মন॥ ১
জনক রাজার সুখ নাহি আসে বর্ণনায়। জনম-কাঙাল যেন রতনের রাশি পায়॥
বিগত সীতার ত্রাস হরষ আসিল প্রাণে। চকোরী যেমন সুখী শশধর আগমনে॥ ২
করেন কৌশিকী পদে বিদেহ-পতি প্রণাম। তোমারি আশীষে প্রভু ধনুক ভাঙ্গেন রাম॥
চিরধন্য করিলেন মোরে ভাই দুইজন। এখন উচিত যাহা কর' তাহা সমাপন॥ ৩
মুনিবর ক'ন শুন জ্ঞানবান্ নররায়। শরাসন-ভঙ্গ 'পরে ছিল এই পরিণয়॥
যেই ভাঙ্গা হ'ল ধনু বিবাহ হ'ল সাধন। দেবতা মানব নাগ বিদিত সকল জন॥ ৪

দো—তবু এবে তুমি কর' সমাপন কুল-গত ব্যবহার।
শুধা'য়ে ব্রাহ্মণ কুল-বৃদ্ধ গুরু বিহিত বেদ-আচার॥ ২৮৬

চৌ—কোশল পুরীতে দূত এখনি কর' প্রেরণ। দশরথ মহারাজে হেথা কর' আনয়ন॥
যে আদেশ তব ক'ন হরষিত মহীপাল। আহ্বান করি' দূতে পাঠা'লেন সেইকাল॥ ১
অতঃপর ডাকা'লেন সব মহাজনগণে। আদরে প্রণাম তাঁ'রা করেন নৃপ-চরণে॥
নৃপ ক'ন দেবালয় বিপণী বাজার আর। সাজাও মোহন সাজে নগরের চারিধার॥ ২

হরষিয়া ফিরে তা'রা ভবনে আপনাপন। অতঃপর ভৃত্যগণে করিলেন আবাহন ॥
আজ্ঞা দেন মণ্ডপ রচিতে বিচিত্রকায়। আদেশ ধরিয়া শিরে হর্ষে তা'রা ফিরে' যায় ॥৩
অনন্তর শিল্পিগণে করিলেন আবাহন। ইহার গঠনে যা'রা অতি বড় বিচক্ষণ ॥
আরম্ভিল কাজ সবে ব্রহ্মারে নতি ক'রে। বিরচিল হৈম স্তম্ভ কদলীতরু-আকারে ॥ ৪

দো—হরিত মণির পল্লব ফল পদ্মরাগের ফুল।
মোহন রচনা নিরখিয়া হয় ব্রহ্মারো মন ভুল ॥ ২৮৭

চৌ—বংশদণ্ড বিরচিল মরকত মণি দিয়া। সরল ও পর্ব্ব-যুত বুঝিবারে হারে হিয়া ॥
নিরমিল অপরূপ স্বর্ণের নাগলতা। * কনকের পাতা কা'র সাধ্য বুঝে কৃত্রিমতা
পরে বিরচিল কারু রতনের বন্ধন। মাঝে মাঝে মুকুতার ঝালর বিগতোপম ॥
মরকত হীরা আদি যত মণি মূল্যবান্। কাটিয়া কুটিয়া করে শতদল নির্ম্মাণ ॥ ২
নানাবিধ মধুকর খগ নানা-রং গড়ে। সমীরের সহযোগে গুঞ্জে কূজন করে ॥
স্তম্ভের শিরে করে দেবরূপ নির্ম্মাণ। মাঙ্গলিক ল'য়ে যেন সবে দণ্ডায়মান ॥ ৩
গজ-মুকুতায় যাহা স্বভাবেই মনোরম। বহুবিধ আলিপনা করে তা'রা বিরচন ॥ ৪

দো—নীলমণি খোদি' অতি মনোহর চূত-পল্লব † করে।
স্বর্ণ মুকুল পান্নার ফল গোছা বাঁধা পাট ‡ ডোরে ॥

চৌ—তোরণের 'পরে মালা রচে অতি মনোহর। সে যেন মদন-করে পাতা ফাঁদ সুন্দর ॥
মঙ্গল ঘট বহু ধ্বজা কত অপরূপ। পতাকা চামর পট বিতরে শোভা অনুপ ॥ ১
কত মন-বিমোহন দীপরাজি মণিময়। সে বিচিত্র বেদিকার বর্ণনা নাহি হয় ॥
বসিবেন যে বেদীতে বৈদেহী বধূবেশে। বর্ণিবে তা'রে হেন মতিমান কবি কে সে ॥ ২
রূপগুণ-পারাধার শ্রীরাম যথায় বর। সে সভা হ'বেই হ'বে ত্রিলোক-উজ্জলকর ॥
নৃপতির ভবনের যেইমত চারু শোভা। নগরীর প্রতিঘরে হেরিবে তেমনি বিভা ॥৩
সেকালে ত্রিহুত যেবা করিয়াছে দরশন। চারিদশ-লোক লঘু করিবে সে বিলোকন ॥
তখন নীচেরো ঘরে যে সম্পদ বিরাজিত'। বাসবের মন তাহা হেরি' হ'ত বিমোহিত ॥ ৪

দো—সশরীরে রমা রহেন যথায় নারীর গোপন-বেশে।
সে পুরীর শোভা কুণ্ঠিত ক'তে দেবীবাণী নাগ শেষে ॥ ২৮৯

চৌ—পহুঁছে বিদেহ-দূত পূত শ্রীরামের পুরে। সুন্দর পুরী হেরি' হরষে পরাণ পুরে ॥
নৃপতি-তোরণ 'পরে বারতা করে প্রেরণ। শুনি' নৃপ দশরথ করিলেন আবাহন ॥ ১
প্রণতি করিয়া লিপি প্রদান করে সে তাঁ'য়। প্রমোদিত নরপতি নিজে লন লিপিকায় ॥
সে লিপি পঠন কালে আসারে লোচন পুরে। কলেবরে পুলকন হরষে হৃদয় ভরে ॥ ২

---

* পাণ। † আম্রপল্লব। ‡ রেশম।

প্রাণে লক্ষ্মণ-রাম প্রিয় লিপি ধরা করে। একভাবে র'ন নৃপ মুখে নাহি কথা সরে ॥
কত পরে ধৈর্য্য ধরি' পড়িলেন লিপিকায়। হরষিত সারা সভা শুনি' শুভ-বারতায় ॥ ৩
ভরত খেলায় রত ভ্রাতা সখাগণ সনে। উপনীত সে সভায় লিপিকার কথা শুনে' ॥
শুধা'লেন প্রেমবশে সঙ্কোচ-ভাব সহ। কোথা হ'তে এল পিতা লিপি ল'য়ে বার্ত্তাবহ ॥৪

দো—কুশলে ত' প্রাণ- প্রিয় দুইভাই কহ র'ন কোন্ দেশ।
শুনি' প্রেমে ভিজা বচন আবার পড়েন লিপি নরেশ ॥ ২৯০

চৌ—পুলকিত দুইভাই বাণী শুনি' লিপিকার। দেহে নাহি ধরে আর ভালবাসা দোঁহাকার ॥
ভরতের সে প্রণয় করি' সন্দর্শন। বিশেষ আনন্দ পা'ন যত সভাসদ্‌গণ ॥ ১
তখন দূতেরে নৃপ বসা'য়ে আপন পাশে। মানস-মোহন হেন কহেন মধুর ভাষে ॥
কহ ভাই আছে তথা কুশলে ত দুইজন। নিজ চ'খে তাহাদের ক'রেছ ত' দরশন ॥ ২
গৌর শ্যামল কায় শর-শরাসন হাতে। বয়সে কিশোর দোঁহে কৌশিকী মুনি সাথে ॥
চেন' যদি বল দেখি কি স্বভাব দোঁহাকার। স্নেহে বশ-হারা রাজা কহেন এ বার বার ॥ ৩
যবে হ'তে মুনি ল'য়ে গেলেন সে দুইজনে। পেলাম বারতা ঠিক তবে হ'তে এত দিনে ॥
বলত জনক দোঁহে চিনিলেন কি প্রকারে। প্রেম-ভরা বাণী শুনি' দূত মৃদু হাস্য করে ॥ ৪

দো—হে নৃপ-ভূষণ ধন্য তোমা সম কেবা এই ধরা 'পর।
বিশ্ব-ভূষণ দুই সুত যাঁ'র লক্ষ্মণ রঘুবর ॥ ২৯১

চৌ—তোমার সে দুই সুত ন'ন শুধাবার তাঁ'রা। পুরুষ-কেশরী দু'য়ে ত্রিলোক-উজল করা ॥
তাঁহাদের যশোভাতি-প্রতাপের তুলনায়। শশধর বিমলিন রবি শীত মনে হয় ॥ ১
কিসে চেনা গেল নাথ কহেন এমন সুতে। চিনিতে কি হয় রবি প্রদীপ ধরিয়া হাতে ॥
সীতা-স্বয়ম্বরে এল শত শত নরপতি। সমবেত হ'ল বীর মহা হ'তে মহা অতি ॥ ২
মহেশের শরাসন কেহ না নাড়িতে পারে। বলবান্ সব বীর এক এক ক'রে হারে ॥
শূরতার অভিমানী ত্রিলোকে আছিল যত। হরধনু সবারেই করিয়াছে দম্ভ-হত ॥ ৩
সুমেরু তুলিতে পারে এমন যে বাণাসুর। পরিক্রম করি সেও চ'লে গেল নিজপুর ॥
যে রাবণ খেলা-ছলে তুলেছিল হর-গিরি। সভামাঝে সেও নিল পরাভব শিরে ধরি' ॥ ৪

দো—রঘুকুল-মণি শ্রীরাম সেখানে শুন মহা নররায়।
ভাঙিলেন ধনু অতি অনায়াসে গজের মৃণাল প্রায় ॥ ২৯২

চৌ—শুনি' রোষে ভৃগুরাম করিলেন আগমন। বহু ভাঁতি দেখা'লেন অরুণ নিজ লোচন ॥
হেরি' শ্রীরামের বল দেন নিজ শরাসনে। অনেক মিনতি করি' যাইলেন চলি' বনে ॥ ১
হে রাজন্ রঘুনাথ যেমন অতুল-বল। লক্ষ্মণ সেইমত তেজের আধারস্থল ॥
কেশরী-কিশোর হেরি' গজরাজ কাঁপে যথা। কম্পিত ভূপগণ তাঁহারে নিরখি' তথা ॥ ২

হে দেব তোমার দুই সুতে করি' দরশন। আমার নয়নে আর লাগে নাক' কোন জন॥
প্রতাপ প্রণয় আর বীররসে ভরপুর। দূতের বচন লাগে সবার অতি মধুর॥ ৩
সভাসদ্‌গণ সহ নৃপতি হরষ মন। করিলেন দূতে উপঢৌকন বরষণ॥
এ বড় অ-নীতি বলি' দূত ঢাকে নিজ কাণ। যথাচার হেরি' তা'র সকলেই প্রীত প্রাণ॥ ৪

দো—দশরথ গিয়া বশিষ্ঠের করে পত্র করেন দান।
গুরুরে শুনান সকল বারতা করি' দূতে আহ্বান॥ ২৯৩

চৌ—সমাচার শুনি' গুরু ক'ন প্রাণ সুখে ভরা। পুত-প্রাণ নর তরে ধরণী সুখেতে ভরা॥
সাগর যদিও সাধ নাহি করে কদাচন। তথাপি তটিনী করে তাহারি পানে গমন॥ ১
তথা আরাধনা বিনা বিত্ত সুখ সমুদায়। ধর্ম্মরত জন-পাশে আপনা আপনি যায়॥
তুমি নিজে গুরু দ্বিজ গো-জাতি অমর-সেবী। সমভাবে পুণ্যযুতা শ্রীমতী কৌশল্যাদেবী॥ ২
তোমা সম পুণ্যবান্ জন এ জগত-মাঝে। হয় নি হবে না কিম্বা জীবিত না কেহ আছে
তোমা হ'তে পুণ্য বল বেশী আর হ'বে কা'র। রাজন্ রামের সম আত্মজ হয় যা'র॥ ৩
মহাবীর সুবিনয়ী সদা ধর্ম্ম-ব্রত ধারী। সুগুণের পারাবার যাহার বালক চারি॥
তোমার হে নৃপবর কল্যাণ সব কালে। সাজাও বাজা'য়ে ডঙ্কা বর-অনুগামি দলে॥ ৪

দো—চল' ত্বরা-গতি গুরু-বাণী শুনি' নমি' যে-আদেশ ক'ন।
মহলে তখন যা'ন নরপতি দেওয়া'য়ে দূতে ভবন॥ ২৯৪

চৌ—রাণী-বাসে সকলেরে আহ্বানি' নরপতি। পাঠ করি' শুনালেন পত্রের বিবৃতি॥
সমাচার শুনি' সব রাণী হর্ষ ভরা মন। অন্য বারতা নিজে নরপতি সব ক'ন॥ ১
প্রেম-পুলকিত প্রাণে বিরাজেন তথা রাণী। শিখিনী শুনিয়া যেন জলদের মৃদুবাণী॥
গুরু-নারী আশীর্ব্বাদ বরষেন হর্ষ ভরে। মাতাগণ নিমগন গভীর পুলক-নীরে॥ ২
সেই অতি প্রিয় লিপি পরস্পরে ল'য়ে হাতে। চাপিয়া আপন বুকে জুড়া'ন হৃদয় তাঁ'তে॥
লক্ষ্মণ শ্রীরামের যশ আর গুণাবলী দশরথ বার বার সবারে শুনা'ন বলি'॥ ৩
মুনির করুণা সব বলিয়া বাহিরে যা'ন রাণীগণ দ্বিজে তবে করা'লেন আহ্বান॥
হরষের ভরে দান দিলেন ব্রাহ্মণগণে। প্রয়াণ করেন তাঁরা আশীর্ব্বাদ-বাণী সনে॥ ৪

সো—যাচকেরে করি' আবাহন বিলা'লেন দ্রব্য কোটি কত।
চিরজীবী হো'ন চারিজন চক্রবর্ত্তী দশরথ-সুত॥ ২৯৫

চৌ—নানা বাস পরি' হেঁন বলিতে বলিতে যায়। হরষে বিপুলতর ঘাত পড়ে দামামায়॥
এই সমাচার যবে লভে জন-সাধারণ। ঘরে ঘরে উৎসব করে তা'রা আয়োজন॥ ১
চতুর্দ্দশ লোক ভ'রে এই মহা উৎসাহ। জনক-সুতার সনে শ্রীরামের উদ্বাহ॥
এ শুভ বারতা শুনি' ডুবে লোক অনুরাগে। পথ ঘর বীথি সব সবে সাজাইতে লাগে॥ ২

যদিও কোশলপুরী স্বভাবেই মনোহরা। শ্রীরামের পুরী সে যে পূত মঙ্গলাধারা ॥
তথাপি আনন্দ 'পরে আনন্দের সমাবেশ। সজ্জিতা হ'ল যেন পরি' শুভ চারুবেশ ॥ ৩
পতাকা বসন ধ্বজ সুচারু চামরাদিতে। ছাইয়া ফে'লিল তা'র মনোহর হাটে পথে ॥
কনক মঙ্গল ঘট তোরণে মণির জাল। মাঙ্গলিক দূর্ব্বা দধি হরিদ্রা অক্ষত মাল ॥ ৪

দো—সাজা'য়ে আপন আপন ভবন করে মঙ্গলাচার।
চারি-রস* দিয়া সিঞ্চিল পথ আলিপনে ভরে দ্বার ॥ ২৯৬

চৌ—যথা তথা দলে দলে জুটিয়া যত ভামিনী। ষোল-শৃঙ্গারে সাজি' রূপেতে জিনি' দামিনী ॥
ইন্দু-বদনা মৃগশাবক-নয়নাগণ। রূপের বিভায় করি' রতি-মান বিমোচন ॥ ১
মঞ্জুল বাণী-যোগে মঙ্গল গান গা'ন। যে-রব শুনিলে ঘুচে কোকিলের মদ মান ॥
নৃপ-মহলের কিবা বর্ণনা করা যায়। বিশ্ব-মোহন যথা মণ্ডপ শোভা পায় ॥ ২
দ্রব্যে অনেকবিধ চারু শুভ প্রপূরিত। দুন্দুভি-আদি ঘোষে সুবিপুল নিনাদিত ॥
বন্দী কোথা কুল-গাথা গায় অতি তার-স্বরে। কোথা দ্বিজ-কণ্ঠে উঠে বেদ-গান সুগভীরে ॥ ৩
শ্রীরাম-জানকী-নাম করি' করি' উচ্চারণ। মঙ্গল-গান গা'ন সুন্দরীনারীগণ ॥
অতি মহা উৎসাহ মহলে না ধরে আর। তাই যেন উপচিত হ'য়ে বহে চারিধার ॥ ৪

দো—নৃপ দশরথ- মহলের শোভা কে কবি কহিতে পারে।
সর্ব্বদেব-শিরো- মণি রাম যথা উদিলেন নরাকারে ॥ ২৯৭

চৌ—নৃপতি ভরতে তবে করিলেন আবাহন। ক'ন গিয়া রথ গজ সাজাও তুরগগণ ॥
ত্বরিত গতিতে চল' বিবাহেতে শ্রীরামের। শ্রবণে পুলকে ভরে প্রাণ ভাই দু'জনের ॥ ১
বাজিশালা-রক্ষিগণে ভরত দিলেন ব'লে। আদেশ পাইয়া তা'রা পুলকিত প্রাণে চলে ॥
যোগ্য আসন আঁটি' সাজাইল তুরগেরে। বহুরং হয়-বর সাজিয়া বিরাজ করে ॥ ২
সব অশ্ব মনোহর গতিশীল চঞ্চল। ধরায় ফেলিছে পদ অয়সে যেন উজ্জল† ॥
ভিন্ন জাতির এত কহিতে না ভাষা আসে। উড়ে যে'তে যেন চায় বেগেতে জিনি' বাতাসে ॥ ৩
ভরতের সমবয়ঃ অপরূপ সুন্দর। আরোহিলা নৃপসুত সেই সব হয়' পর ॥
সকলেই রূপবান্ ভূষণেতে বিভূষিত। কটিতে তূণীর বাঁধা ধনুশর করে ধৃত ॥ ৪

দো—বাছা বাছা সবে যুবা রূপবান্ চতুর বীর সুগুণ
প্রতিজন সাথে দু'জন পদাতি অসিকলা-সুনিপুণ ॥ ২৯৮

চৌ—বীরধর্ম্ম-ব্রতধারী সমরে ধীরযবান্। নগর-বাহিরে বীর সকলে দণ্ডায়মান ॥
ফিরে চঞ্চল হয় নানাবিধ গতি ভরে। মাতিয়া পণব ভেরী বাদ্যের প্রিয় স্বরে ॥ ১

* চন্দন, কেশর, কস্তুরী ও কর্পূর দিয়া প্রস্তুত সুগন্ধ দ্রব্য। † (ঘোড়া সকল) মাটিতে পা ফেলিতেছে যেন জলন্ত লোহার উপর পা ফেলিতেছে মনে হয়।

সারথি এনেছে কত সাজাইয়া স্যন্দনে। পতাকায় ধ্বজে আর মাণিকের আভরণে ॥
শোভিছে চামর চারু কিঙ্কিনী রব করে। দিবাকর-রথশোভা যেন পরাজয় করে ॥ ২
শ্যাম-কর্ণ তুরঙ্গম ছিল যাহা অগণিত। সারথিরা আনি' রথে ক'রে দিল নিয়োজিত ॥
প্রিয়-দরশন পশু সজ্জিত আভূষণে। বিমোহিত করে যাহা বিরাগবানেরও মনে ॥ ৩
জলের(ও) উপরে রথ চলে যথা স্থল' পরে। না ডুবে বাজির খুর অধিক বেগের ভরে ॥
পূর্ণ করি' রথ-সাজ আয়ুধ করি' স্থাপন। অনন্তর সারথিরা ডেকে আনে রথিগণ ॥ ৪

দো—রথে চড়ি' চড়ি' নগর-বাহিরে সবে হয় একত্রিত।
যে কাজে যে যায় সুলক্ষণ তাহে হেরি' সবে হরষিত ॥ ২৯৯

চৌ—হাওদা ঝালর দেওয়া উঠেছে হাতীর 'পরে। সে সাজান' কি প্রকার কহিবারে ভাষা হারে ॥
ঘণ্টিকা গলে পরি' যায় মত্ত গজরাজ। শ্রাবণের ঘনরাজি চলে যেন পরি' সাজ ॥ ১
অপর কতই বিধ যান ছিল অগণন। শিবিকা মানসলোভা সুন্দর সুখাসন ॥
তাহে আরোহণ করি চলিছেন বিপ্রদল। ধৃত কলেবর যেন আগমের ছন্দদল ॥ ২
বন্দী মাগধ সূত গুণের গায়কগণ। যোগ্য যান আরোহণে সকলে করে গমন ॥
অশ্বতর উট বৃষ বহি নানা দ্রব্যভার। কত যে চলিল সাথে কহি' শেষ করা ভার ॥ ৩
কোটি কাহার চলে বাঁক্ কাঁধে ল'য়ে ল'য়ে। কত কি যে যায় তা'য় কে ফুরা'বে ক'য়ে ক'য়ে ॥
ভৃত্যেরা যায় সাথে ছিল তথা যতজন। নিজ নিজ দল বাঁধি' সাজেতে করি' সাজন ॥ ৪

দো—সবার হৃদয়ে অপার হরষ পুলকভরা শরীর।
কবে নিরখিবে নয়ন ভরিয়া লক্ষ্মণ-রঘুবীর ॥ ৩

চৌ—গর্জ্জন করে গজ ঘোর রব ঘণ্টার। রথ-ঘর্ঘর হ্রেষা-পূর্ণিত দিক্ চার
মেঘে নিরাদর করি' দুন্দুভি নির্ঘোষে। পরের কি নিজ-কথা কিছু নাহি কাণে পশে ॥ ১
নৃপতি-তোরণ দেশে বহু জন-সমাগম। পাষাণ পড়িলে গুঁড়া হয় ধূলিকণা সম ॥
প্রাসাদের চূড়ে উঠে' নারী করে দরশন। আরতির তরে থালি করেতে করি' ধারণ ॥ ২
নানা প্রাণ-মনোহর সঙ্গীত করে গান। পরাণে যে সুখ মুখে হয় না তাহা বাখান ॥
সুমন্ত্র দু' রথ হেন কালে করি' সজ্জিত। রবি-হয়-নিন্দক করেন বাজি যোজিত ॥ ৩
আনেন নৃপতি-পাশে দুই রথ মনোরম। শারদা দেবীও তা'রে বাখানিতে অক্ষম ॥
নৃপতির যোগ্য-সাজে এক রথ সজ্জিত। অপর যা' ছিল তাহা তেজোময় বিভূষিত ॥ ৪

দো—সেই দিব্যরথে বশিষ্ঠ মুনিরে বসা'য়ে সুখে নরেশ।
উঠেন অপরে আপনি স্মরিয়া ভবানী গুরু গণেশ ॥ ৩০১

চৌ—মহর্ষি বশিষ্ঠ সনে শোভেন নৃপতি হেন। গুরু বৃহস্পতি সনে দেবেশ বাসব যেন ॥
বেদ-বিধি অনুসারে সারি' সব কুলরীতি। পূর্ণ প্রস্তুত সবে নিরখিয়া নরপতি ॥ ১

শ্রীরামে স্মরণ করি' গুরুর লভি' আদেশ। শঙ্খ ধ্বনিত করি' চলেন তবে নরেশ ॥
বরানুগমন হেরি' অমরেরা প্রীত মন। মঙ্গল-প্রদ ফুল করিলেন বরষণ ॥ ২
করী-বাজি-গর্জ্জনে সমুদিত কোলাহল। আকাশে ও সেনা-মাঝে বাদ্য বাজে অবিরল ॥
অমর-ললনাগণ গা'ন মঙ্গল-গান। সানা'য়ে সরস রাগে তুলে সুললিত তান ॥ ৩
ঘণ্টা-ঘণ্টিকা রব নাহি আসে বর্ণনায়। উঁচে পদাতিগণ লাফ্ দিতে দিতে যায় ॥
অগণন কৌতুক করে নানা কলগান। বিদূষক সুনিপুণ সঙ্গীতে জ্ঞানবান্ ॥ ৪

দো—মৃদঙ্গ নাকাড়া- বাদ্যের তালে কুমার নাচায় হয়।
কাটে নাক' তাল নিরখি' সু-নট বিস্ময়ে চেয়ে' রয় ॥ ৩০২

চৌ—বরানুগমন শোভা নাহি আসে বর্ণনায়। হয় শুভ লক্ষণ সুখপ্রদ সমুদায় ॥
বামে নীলকণ্ঠ পাখী শস্য খুঁটিয়া লয়। সব সুমঙ্গল যেন তাহাতে সূচিত হয় ॥ ১
ডাহিনে বায়স রহে ক্ষেত্র-মাঝে সুন্দর। দরশন পায় সবে নকুলের মনোহর ॥
ত্রিবিধ সমীর বহে অনুকূল দিক পানে। পূর্ণঘট কক্ষে শিশু রহে' বরনারীগণে ॥ ২
পশ্চাতে ফিরে ফিরে শিবা করে দরশন। সমুখে সুরভি গাভী বাছুরে পিয়া'য় স্তন ॥
মৃগযূথ বাম হ'তে ঘুরে' যায় দক্ষিণে। শুভ ভবিষ্যৎ যেন দেখায় সকল জনে ॥ ৩
ক্ষেমঙ্করী* করে যেন সবিশেষ কল্যাণ। সুতরু-উপরে শ্যামা দরশন দেয় দান ॥
পুস্তক হাতে ল'য়ে প্রবীণ ব্রাহ্মণ-দ্বয়। সম্মুখে আসে দধি মৎস্য মঙ্গলময় ॥ ৪

দো—সব(ই) লক্ষণ মঙ্গলময় কল্যাণময় যত।
সার্থক হ'তে যেন একবার হইয়াছে একত্রিত ॥ ৩০৩

চৌ—গুণ-যুত ব্রহ্ম যাঁ'র আত্মজ সুন্দর। সুলভ তাঁহার সব লক্ষণ মনোহর ॥
রাম বর আর বধূ জনক-দুহিতা যথা। জনক ও দশরথ পূত বৈবাহিক তথা ॥ ১
এমন বিবাহে যেন নাচে সব সুলক্ষণ। সার্থক করিলেন বিধাতা সবে এখন ॥
এইভাবে বর-অনুগামিদল চ'লে যায়। গর্জ্জে তুরগ করী ঘাত পড়ে দামামায় ॥ ২
আসেন বারতা পেয়ে' দিবাকর কুল-কেতু। স্রোতস্বিনী পার হ'তে জনক বাঁধান সেতু ॥
মাঝে মাঝে আবাসের গৃহ হ'ল নির্ম্মাণ। সম্পদ রাজে যাহে অমরপুর সমান ॥ ৩
অশন শয়ন বর-আসন মানসহর। যাহাতে সকলে পায় নিজ নিজ রুচি' পর ॥
নিত্য নূতন সুখ করিয়া অবলোকন। বরযাত্রিদল সবে ভুলিল নিজ ভবন ॥ ৪

দো—শুনি' নাগারার মহা দমাদম বরযাত্রী বুঝি' মনে।
আগু বাড়াইয়া আনিতে চলিল চতুরঙ্গ সেনা সনে ॥ ৩০৪

* শঙ্কর চিল।

চৌ—কনক কলসে ল'য়ে প্রাণ-স্নিগ্ধকরী বারি। দুগ্ধ সুপেয় নানা বহু তৈজসে করি'॥
সুধা-সম স্বাদ পক্ক-অন্নে ভরি' সে সকল। কত প্রকারের তাহা বর্ণিয়া নাহি ফল॥ ১
বহু সুরসাল ফল কত দ্রব্য মনোরম। উপঢৌকন তরে করেন নৃপ প্রেরণ॥
কতবিধ মহারত্ন রাশি বস্ত্র ভূষণের। খগ মৃগ হয় গজ যান কত রকমের॥ ২
মাঙ্গলিক দ্রব্যচয় সুরভি পদার্থ কত। পাঠা'লেন উপহার নরপতি কত মত॥
চিপীটক দধি আদি সীমাহীন উপহার। ভারে ভারে ল'য়ে চলে সকলে মিলি' কাহার॥৩
বরযাত্রী নিরখিয়া আবাহনকারিগণ। পাইল পুলক প্রাণে কলেবরে রোমাঞ্চন॥
শোভাযাত্রা সহ হেরি' আবাহনকারিগণে প্রীত বর-অনুগামী দামামায় বাড়ি হানে॥ ৪

বরযাত্রীর জনকপুরে আগমন ও স্বাগতাদি

দো—দু' দলে মিলন- কারণে পুলকে কতক ছুটিয়া চলে।
আনন্দ-সাগর উথলিত যেন নিজ মর্য্যাদা ভুলে'॥ ৩০৫

চৌ—অমর-ললনা ফুল বরষিয়া গান গা'ন। দুন্দুভি বাদ্য রত দেবতা পুলক প্রাণ॥
দশরথনৃপ-আগে রাখে উপঢৌকন। মিনতি জানায় তাঁ'রে প্রেমে হ'য়ে নিমগন॥ ১
আদরে লয়েন সব দশরথ নরপতি। বিতরিয়া পুরস্কার দেন তাহা দীন-প্রতি॥
আদর সৎকার পূজা করিয়া বাড়া'য়ে মান বরযাত্রিগণে ল'য়ে নিরূপিত বাসে যা'ন॥ ২
পথেতে বিছান' তথা বিচিত্র বসন কত। নিরখি' ধনদ-ধনমদ পূর্ণ অপগত॥
অতি মনোহর বাস প্রদান করেন সবে। কোনরূপ ক্লেশ যথা অনুভূত নাহি হ'বে॥ ৩
বুঝি' মনে বরযাত্রী পুরী-মাঝে উপনীত। প্রকাশেন সীতা নিজ মহিমা কতক মত॥
সিদ্ধি-সকলে নিজে মানসে করি' স্মরণ। দশরথে সেবা তরে করেন সবে প্রেরণ॥ ৪

দো—সিদ্ধিরা সবে সীতার আদেশে যা'ন যথা জনবাস*।
সাথে ল'য়ে সব সুখ-সম্পদ ত্রিদিব-ভোগ বিলাস॥ ৩০৬

চৌ—বরযাত্রী নিজ নিজ আবাসে হেরে পুলকে। আবাস পূরিত যত অমর-সুলভ সুখে॥
এ বিভব কি কারণে কেহ কিছু না জানিল। সকলেই জনকেরে এর তরে বাখানিল॥ ১
সীতার মহিমা যত রামের হ'ল গোচর। কারণ বুঝিয়া সুখ উদিল হৃদয় 'পর॥
জনকের আগমন শুনি' ভাই দুইজন। হৃদয়ে ধরে না এত সুখে প্রাণ নিমগন॥ ২
সঙ্কোচে না পারেন কহিতে গুরুর প্রতি। হেরিতে পিতার পদ প্রাণে অভিলাষ অতি॥
কৌশিকী নিরখিয়া অতিশয় নম্রতা। বু'ঝলেন মনে হৃদে জাগিল প্রসন্নতা॥ ৩
প্রীত হ'য়ে দুই ভাইয়ে করিলেন আলিঙ্গন। পুলকিত হ'ল তনু জলে ভরে দু'নয়ন॥
চলিলেন সনে মিলি' দশরথ-জনবাসে। চলে যেন জলাশয় তৃষিতের পরিতোষে॥ ৪

* বরযাত্রীদের আবাস স্থান।

দো—যেমনি নৃপতি হেরিলেন মুনি সাথে সুত দুই জন।
হর্ষে উঠি'যান সুখ-সাগরের তল যেন দেখে ল'ন ॥ ৩০৭

চৌ—মহাপতি দণ্ডবৎ করিলেন মুনিবরে। বার বার পদ-রজঃ ধরিলেন নিজ শিরে ॥
মহারাজে কৌশিকী করিলেন আলিঙ্গন। কুশল শুধান করি' আশীর্ব্বাদ বরষণ ॥ ১
দু'ভাই করেন যবে দণ্ডবৎ নমস্কার। দেখিয়া নৃপতি-প্রাণে পুলক ধরে না আর ॥
হৃদয়ে ধরিয়া সুতে দুঃসহ দুখ যায়। মৃত যেন দেহে প্রাণ ফিরে' পায় পুনরায় ॥ ২
অতঃপর করিলেন প্রণাম বশিষ্ঠ-পায়। ধরেন জড়া'য়ে বুকে প্রেম-ফুল্ল মুনিরায় ॥
দুইজনে পূজিলেন সমবেত ব্রাহ্মণে। লভিলেন আশীর্ব্বাদ যেমন বাসনা মনে ॥ ৩
ভরত অনুজ সনে করিলেন নতি পায়। আদরে হৃদয়ে রাম ধরেন জড়া'য়ে তাঁ'য় ॥
দুইভা'য়ে নিরখিয়া হর্ষিত লক্ষ্মণ। প্রেমে পুলকিত দেহে হয় শুভ-সম্মিলন ॥ ৪

দো—পরিজন জাতি মিত্র পুরবাসী মন্ত্রী যাচক যত।
যথাবিধি সবে মিলিলেন প্রভু বিনীত করুণা-যুত ॥ ৩০৮

চৌ—সুশীতল বরযাত্রী-হৃদি রাম-দরশনে। প্রণয়ের রীতি কিছু নাহি আসে বরণনে ॥
নৃপতি-সমীপে শোভে চারি সু-তনয় হেন। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ধরিল শরীর যেন ॥ ১
'সুতগণ সহ হেরি' দশরথ নরপতি। নগরের নরনারী পুলক-পরাণ অতি ॥
দামামা বাজা'ন দেব বরষিয়া ফুলদল। অপ্সরাগণ নাচে গীত সনে অবিরল ॥ ২
মুনি শতানন্দ যত বিপ্র সচিবগণ। মাগধেরা সূত আর ভাট পণ্ডিতজন ॥
বরযাত্রী সহ ভূপ দশরথে মান দিয়া। করেন প্রতিগমন আজ্ঞা তাঁ'র আদানিয়া ॥ ৩
বরযাত্রী আসিয়াছে কিছু আগে বিবাহের। এ হেতু অধিক বান খেলে পুরে প্রমোদের ॥
ব্রহ্মলাভ-সুখ যত উপভোগ করে লোক। জানায় বিধির পায় দিন রাত দীর্ঘ হো'ক ॥ ৪

দো—শ্রীরাম-জানকী সুষমার সীমা পুণ্য-সীমা রাজা দোঁহে।
যথা তথা মিলি' নরনারী দল পুরজন এই কহে ॥ ৩০৯

চৌ—জনক-সুকৃতি এল' সীতারূপে ধরা'পর। দশরথ-পুণ্য যত রামে পায় কলেবর ॥
মহেশেরে এ দোঁহার সম কেহ না পূজিল। এঁদের সমান ফল আর কেহ না লভিল ॥ ১
জগতে হয় নি কেহ সমান এ দোঁহাকার। নাহিক জীবিত কিম্বা হইবে না কেহ আর ॥
আমাদেরো পরিপূর্ণ সব ভাঁতি পুণ্যরাশি। হ'য়েছি ধরায় এসে জনকপুরীর বাসী ॥ ২
করিয়াছি সীতারাম রূপ দরশন। পুণ্য আমা সবাকার সম করে কে এমন ॥
আবার হেরিব চ'খে রঘুবীর-পরিণয়। করিব আঁখির লাভ ভালমতে সঞ্চয় ॥ ৩
কোকিলভাষিণীগণ এ উহার প্রতি কয়। সুলোচনে এ বিবাহে হ'বে মহা ফলোদয় ॥
বড় শুভাদৃষ্টে বিধি পুরাইল মনোরথে। হ'বেন এ দুইভাই পথিক নয়ন-পথে ॥ ৪

দো—স্নেহে বার বার আনিবেন রাজা জানকী পরম প্রিয়।
আসিবেন ল'য়ে যে'তে দুই ভাই কোটি কাম কমনীয় ॥ ৩১০

চৌ—দুইদলে আত্মীয়তা বিবিধ প্রকারে হ'বে। এমন শ্বশুর ঘর কা'রে ভাল না লাগিবে ॥
সে সময় মোরা যত বিদেহপুরীর বাসী। লক্ষ্মণ-রামে হেরি' সঞ্চিব সুখরাশি ॥ ১
লক্ষ্মণ-রাম সখি এক জুটি যেইমত। র'য়েছে কুমার দুই নৃপ সনে সেইমত ॥
তাঁহাদেরো এক শ্যাম অপর গৌর-কায়। বলাবলি করে তা'রা যা'রা দেখে এল তাঁ'য় ॥ ২
একজন বলে আজ(ই) করিয়াছি দরশন। নিজ করে যেন বিধি ক'রেছেন বিরচন ॥
ভরতের অবয়ব হুবহু রামের মত। সহসা যায় না বুঝা দোঁহার সাদৃশ্য এত ॥ ৩
শত্রুঘ্ন-লক্ষ্মণ দুইজনে সম-কলেবর। চরণ হইতে শির সম কলেবর-ধর ॥
মনে বড় ভাল লাগে মুখে কহা নাহি যায়। ত্রিভুবন-মাঝে এর উপমা নাহিক হায় ॥ ৪

ছ—পণ্ডিত কবি সকলেই বলে অনুপম এঁ'রা তুলসী গা'য়।
বল বিদ্যা শীল শোভার সাগর ইঁহারাই শুধু এঁদের প্রায় ॥
সব পুরনারী আঁচল পশারি' করে এ মিনতি বিধির ঠাঁই।
সকলেরি হো'ক হেথা পরিণয় মঙ্গল সবে আমরা গাই ॥

সো—এ উহারে কহে সব নারী নয়নেতে বারি পুলক কায়।
পূরা'বেন সুখ ত্রিপুরারি সুকৃতি-সাগর দু'নররায় ॥ ৩১১

চৌ—এই ভাবে মনে মনে জল্পনা সবে করে। উৎসাহে হৃদয়েতে অপার পুলক ভরে ॥
সীতা-স্বয়ম্বরে যত আসিলেন নরপতি। চারি ভা'য়ে নিরখিয়া মনে সুখ পা'ন অতি
রামের বিশাল যশ করি' সংকীর্ত্তন। নরপতিগণ যা'ন আলয়ে আপনাপন ॥
এই ভাবে কিছু দিন হইল অতিবাহিত। বরযাত্রী পুরজন সকলেই প্রমোদিত ॥ ২

রাম-সীতা পরিণয় ও বিদায়

আসিল বিবাহদিন সকল মঙ্গল-মূল। অগ্রহায়ণ মাস হিমঋতু অনুকূল ॥
গ্রহ তিথি শুভবার যোগ আর নক্ষত্র। মুহূর্ত্ত শোধিয়া বিধি বিচার করি' একত্র ॥ ৩
পাঠা'ন সে লগ্ন-লিপি নারদের হাত দিয়া। বিদেহ-গণক(ও) তাহা রেখেছিল নির্ণিয়া ॥
এ কথা শ্রবণ করি' জনসাধারণ কয়। বিদেহ-গণক তবে বিধাতার কম নয় ॥ ৪

দো—অতি সুবিমল গোধূলির কাল সব মঙ্গল-মূল।
দ্বিজেরা জানা'ন জনকে বুঝিয়া লক্ষণ অনুকূল ॥ ৩১২

চৌ—পুরোহিত শতানন্দে নরনাথ তবে ক'ন। বিলম্বের কহ আর আছে এবে কি কারণ ॥
শতানন্দ আবাহন করেন সচিবচয়। সাজা'য়ে আনেন তাঁ'রা দ্রব্য মঙ্গলময় ॥ ১

ঢোল শাঁখ দুন্দুভি নানাবিধ রবে বাজে। কলসে সাজায় আর শুভ লক্ষণ-সাজে ॥
রূপবতী সোহাগিনীগণ গীত গা'ন সুখে। বেদ-গান উত্থিত হয় ব্রাহ্মণ-মুখে ॥ ২
এই ভাবে সমাদরে আনয়ন করিবারে। বরযাত্রী-আবাসেতে সবে মিলি' গতি করে ॥
দশরথ নৃপতির নিরখিয়া বৈভব। ইন্দ্র-বিভব মনে হয় হীন-প্রভ সব ॥ ৩
আসি' দিন পদধূলি সময় আগত এবে। শুনিতেই বেজে উঠে দামামা বিপুল রবে ॥
গুরুরে শুধা'য়ে করি' কুলকর্ম্ম সমাপন। সাধু মুনি সাথে যা'ন কোশল-অধিরাজন ॥ ৪

দো—অযোধ্যাপতির ভাগ্য নিরখি' বিধি আদি দেবগণ।
সহস্র বদনে বাখানেন জানি' বিফল নিজ জনম ॥ ৩১৩

চৌ—বৃন্দারকগণ শুভ মুহূর্ত্ত বুঝিয়া মনে। করেন দামামা-নাদ বরষ করি' প্রসূনে ॥
মহেশ্বর চতুর্ম্মুখ আদি যত দেবগণ। দলে দলে বিমানেতে করিলেন আরোহণ ॥ ১
প্রেমে প্রফুল্লিত কায় হৃদে ভরা উৎসাহ। চলেন হেরিতে চ'খে শ্রীরামের উদ্বাহ ॥
নিরখি' জনকপুরী অনুরক্ত সুরগণ। সব(ই) অতি লঘু লাগে ভবন আপনাপন ॥ ২
বিচিত্র মণ্ডপ হেরি' সচকিতে চেয়ে র'ন। যত কিছু তথাকার লোকাতীত বিরচন ॥
নগরের নরনারী সুরূপের ভাণ্ডার। মার্জ্জিত ধার্ম্মিক শীল আর গুণাধার ॥ ৩
সে সবারে নিরখিয়া যত সুর সুরনারী। বিমলিন তারা যথা হেরি' শশী তমোহারী ॥
বিধাতারি সব চেয়ে বিস্ময় অতি হয়। তাঁহার রচনা কিছু দেখিতে না পাওয়া যায় ॥ ৪

দো—মহেশ বুঝা'ন দেবতা নিচয়ে নাহি এতে বিস্ময়।
হৃদয়ে বিচার করি' বুঝ ইহা সীতা-রাম পরিণয় ॥ ৩১৪

চৌ—স্মরিলে যাঁ'দের নাম এ তিনভুবন মাঝে। যত কিছু অমঙ্গল সকলি সমূলে ঘুচে ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ করগত হয় সব। এঁ'রা সেই সীতা-রাম ক'ন উমা-বল্লভ ॥ ১
এই মত মহাদেব দেবগণে বুঝাইয়া। দিলেন বৃষভ তাঁ'র আরো আগে চালাইয়া ॥
যেতেছেন দশরথ দেখিলেন দেবগণ। পুলকিত কলেবর পরম মোদিত মন ॥ ২
সাধুর সমাজ সাথে আর যত দ্বিজগণ। শরীর ধরিয়া সেবা করে সব সুখ যেন ॥
সঙ্গে শোভি'ছেন সেই সুন্দর সুত চারি। বিরাজিত রহে যেন মোক্ষ চার তনু ধরি' ॥ ৩
মরকত আর হেম বরণ হেরি' যুগল। অতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন দেবদল ॥
শ্রীরামে নিরখি' মহা হরষিত দেবগণ। বাখানিয়া নৃপে ফুল করিলেন বরষণ ॥ ৪

দো—নিখুঁত সুন্দর শ্রীরামের রূপ নিরখিয়া বার বার।
পুলকিত তনু সজল লোচন হরের সহ উমার ॥ ৩১৫

চৌ—পিকবর গ্রীবা-দ্যুতি শ্যামল কলেবর। তড়িত-বিনিন্দক বসন মানসহর ॥
নির্ম্মিত উদ্বাহ-কারণে কত ভূষণ। মঙ্গল সব বিধি সব(ই) মন-বিমোহন ॥ ১

শারদ বিমল বিধু সম শোভাময় মুখ। নবীন রাজীব দল গঞ্জি' লোচন যুগ ॥
অলৌকিক সেইরূপ ত্রিদিব সে সুষমায়। মনেতেই লাগে ভাল মুখে নাহি' কহা যায় ॥ ২
সঙ্গে করেন শোভা অনুজেরা সুন্দর। নাচা'তে নাচা'তে যা'ন চঞ্চল হয়-বর ॥
মনোহর গতি-ভঙ্গি দেখান কুমার তা'র। শুনায় কুলের গুণ মাগধ চারণ আর ॥ ৩
যেই বর-বাজি 'পরে রঘুমণি বিরাজিত। নিরখিয়া গতি তা'র খগবর লাজ্জিত ॥
কহিতে না পারা যায় সব(ই) মনোহর হেন। মনোজ তুরগ-রূপ ধরিয়া আগত যেন ॥ ৪

ছ—রামের কারণে যেন মনসিজ বাজিরূপ ধরি' বিরাজ করে।
নিজ বয়ঃ বল রূপ গুণ ভাতি দেখা'য়ে ভুবন-মানস হরে ॥
ঝকম'কে জিনে জড়োয়ার জ্যোতি মাণিক রতন লাগান' কত।
ঘুংঘুর দেওয়া ললিত লাগামে সুর মুনি নর সংজ্ঞা-হত ॥

দো—প্রভু-লীন মনে চলমান্ হয় অপরূপ শোভা ধরে।
তারা-বিজলীতে সাজি' যেন মেঘ নাচায় ময়ূর-বরে ॥ ৩১৬

চৌ—যেই বর-বাজি 'পরে আরোহিত রঘুমণি। বাণীও কারতে শেষ হারেন তা'রে বাখানি' ॥
রাম-রূপে রত মন এতই ভবানীপতি। পঞ্চদশ আঁখি তাঁ'র লাগে এবে প্রিয় অতি ॥ ১
হরি যবে প্রেম-ভরে দেখিলেন শ্রীরামেরে। রমার সহিত রমাপতিরে মোহিত করে ॥
শ্রীরামের শোভা হেরি' প্রসন্ন চতুরানন। মাত্র আট আঁখি জানি' অনুতাপে দহে মন ॥ ২
দেব-সেনাপতি-হৃদে উৎসাহ অতিশয়। বিধাতার দেড়া আঁখি পাওয়া-ফললাভ হয় ॥
শ্রীরামের দিকে চা'ন জ্ঞানবান্ দেবরাজ। গৌতমের শাপ অতি হিতকর লাগে আজ ॥ ৩
দেবগণ সকলেই দেবরাজে ঈর্ষাযুত। পুরন্দর-সম আজি কেহ নহে ভাগ্যযুত ॥
রামে দরশন করি' দেবতা হরষ মন। সবিশেষ প্রীত দুই পক্ষের রাজাগণ ॥ ৪

ছ—হরষিত অতি দু'রাজার দল অতি নির্ঘোষে দামামা বাজে।
বরষেন ফুল মোদিত অমর কহি' জয় জয় রাঘবরাজে ॥
বরযাত্রিগণ আসিছে বুঝিয়া বাজনায় কাণে লাগায় তালা।
সব এয়োদের ডাকা'লেন রাণী সাজাইতে শুভ বরণডালা ॥

দো—সাজাইয়া ডালা অনেক বিধানে দ্রব্য করি' একত্রিত।
স্মিত মুখে চলে করিতে বরণ গজ-গামিনীরা যত ॥

চৌ—সকলেই মৃগ-আঁখি সবে বিধু-নিভাননী। সকলেরি তনুশোভা রতি-মদ বিমোচনী ॥
পরিহিতা চারু-বাস রঙ্গ-বিরঙ্গ কত। সববিধ আভরণে বর-দেহ-আবৃত ॥ ১
সাজাইয়া অঙ্গ সব পরি' সুমঙ্গল সাজ। গান করে কল-রবে কোকিলেরে দিয়ে লাজ ॥
কঙ্কন কিঙ্কিনী নূপুর তুলি'ছে তান ॥ চলন নিরখি' ঘুচে মদন-করীর মান ॥ ২

কত বিধ বাদ্য বাজে বাখান কি হ'বে আর। আকাশে নগরে হয় বিবিধ শুভ-আচার ॥
কমলা ভবানী শচী আর দেবী সরস্বতী। দেবাঙ্গনা যাঁ'রা সদা শুচি আর বুদ্ধিমতী ॥ ৩
নারীর গোপন বেশ সকলে করি' ধারণ। বিদেহের অন্তঃপুরে গিয়া উপনীত হ'ন ॥
মনোহর বাণী যোগে করেন মঙ্গল গান। পুলকেতে মত্ত সবে কেহ নাহি টের পা'ন ॥ ৪

ছ—কে চিনে কাহারে পুলকের ভরে ব্রহ্ম-বরে চলে বরণ তরে।
গান হয় বাজে নাগাড়া মধুরে অতি শোভা ফুল বরষে সুরে ॥
সুখ-প্রস্রবণ- বর দরশন করি' নারী-হৃদে হরষ বয়।
পদ্ম-আঁখি-দলে অম্বু উথলে রোমাঞ্চিত বর-শরীর হয় ॥

দো—যে সুখ সীতার জননীর প্রাণে রামে হেরি' বর-বেশে।
কোটি কল্প ধরি' বলেও ফুরা'তে অক্ষম বাণী শেষে ॥ ৩১৮

চৌ—আজি শুভদিন বুঝি' মুছিয়া নয়ন-জল। বরণ করেন রাণী মনে সুখ টলমল ॥
বেদের বিধান আর কুলের আচার মত। করিলেন মহারাণী শুভ অনুষ্ঠান যত ॥ ১
পাঁচ শব্দ* ধ্বনি পাঁচ† মঙ্গল গান হয়। বসন কতইবিধ বিছাইল পথময় ॥
অর্ঘ্য বরণ-শেষে প্রদান করেন বরে। তখন আসেন রাম উঠি' মণ্ডপ 'পরে ॥ ২
বিরাজেন দশরথ নিজ মণ্ডলি সনে। বিভব নয়নে হেরি' লোকপতি হার মানে ॥
থেকে' থেকে' দেবগণ বৃষ্টি করেন ফুল। শান্তি-পাঠ দ্বিজমুখে সময়ের অনুকূল ॥ ৩
মহা কোলাহল হয় অম্বরে পুরে আর। সাধ্য কা'র কেবা শুনে কোন কথা এ উহার ॥
এইভাবে মণ্ডপে আসিলেন রঘুবর। অর্ঘ্য প্রদানি' তাঁরে' বসায় আসন 'পর ॥ ৪

ছ—বরণ করিয়া বসা'য়ে আসনে বরে হেরি' সুখ পরাণে পায়।
মঙ্গল গায় রতন বসন কতই ভূষণ নারী বিলায় ॥
ব্রহ্মাদি অমর বিপ্র-বেশ ধর দেখেন রঙ্গ করিয়া ছল।
হেরি রঘুকুল- কমল-তপনে বুঝেন জনম হ'ল সফল ॥

দো—ক্ষৌরকার ভাট নটগণ পে'য়ে রামের নিকটে দান।
প্রণতি করিয়া বিতরে আশীষ হরষে পূরিত প্রাণ ॥ ৩১৯

চৌ—বেদ-লোক-সম্মত সারি' সব অনুষ্ঠান। মিলেন জনকরাজ দশরথে প্রীত প্রাণ ॥
দুই মহা-নৃপতির মিলনে যে শোভা ধরে। ব্যর্থ উপমা খুঁজি' লজ্জায় কবি মরে ॥ ১
যখন কোথাও এর উপমা না পাওয়া গেল। এঁদের উপমা এঁরা এই মনে ঠিক হ'ল ॥
হোর' দুই বৈবাহিক দেবতারা ফুল্ল প্রাণ। কুসুম-বরষা করি' আরম্ভিলা যশোগান ॥ ২

* তন্ত্রী, তাল, ঝাঁঝ, দুন্দুভি ও তুরী ধ্বনি রব। † বেদধ্বনি, বন্দিধ্বনি, জয়ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি।

সৃজেন বিধাতা এই জগতেরে যবে হ'তে। দেখেছি শুনেছি বহু পরিণয় তবে হ'তে ॥
সকল বিষয়ে কিন্তু সমান সমাজ-সাজ। সম বৈবাহিক হেন শুধু দেখিলাম আজ ॥ ৩
সত্য সুন্দর এই শুনি' বাণী দেবতার। লোকাতীত প্রীতি হ'ল দু' দল মাঝে প্রসার ॥
পাদক্ষেপ-বাস আর অর্ঘ্য আদর সাথ। দশরথে মণ্ডপে আনেন বিদেহনাথ ॥ ৪

ছ—মণ্ডপের কারু রচনা নিরখি' শোভায় বিমোহে মুনির মন।
আপনার করে বিদেহ আনিয়া সবাকারে দেন রাজ-আসন ॥
ইষ্টের সম পূজি' বশিষ্ঠে আশীর্ব্বাদ ল'ন মিনতি করি' ॥
গাধীসুত-পূজা সময়ের প্রীতি কিরূপ বাখান কেমনে করি ॥

দো—বামদেব আদি ঋষিগণে পূজা করিলেন যথাচার।
দিব্য আসন দেন ফিরে' পা'ন আশীর্ব্বাদ সবাকার ॥৩২০

চৌ—ঈশ্বর বিনা ন'ন অন্য আর কোন জন। এ ভাবে কোশলাধিপে করেন পুনঃ পূজন ॥
কত ধন্য নিজভাগ্য বিভব বাড়িল কত। এ কহিয়া করজোড়ে মিনতি করেন শত ॥ ১
সেই মত পূজিলেন বর-অনুগামিগণে। পূজেন কোশলরাজে যেই মত মান দানে ॥
দিলেন সকল জনে আসন উচিত মত। উৎসাহ একমুখে বর্ণন করি কত ॥ ২
মিনতি বচন-যোগে আর সহ দান মান। বরানুগামীর রাজা করিলেন সম্মান ॥
বিধি হরি মহাদেব দিক্‌পাল দিবাকর। রামের প্রভাব কিবা অবগত যে অমর ॥ ৩
দ্বিজের গোপনবেশ তাঁহারা করি' ধারণ। লভিলেন মহাসুখ লীলা করি' দরশন ॥
পূজেন বিদেহ সবে দেব-সম বুঝি' মনে। পরিচয় বিহনেও বসা'লেন সুখাসনে ॥ ৪

ছ—কে চিনে কাহারে সবাই পাশরে নিজেরে নিজের সবই ভুল।
নিরখিয়া বর হরষ-সাগর সুখ-বান ডাকে ছাপি' দু'কূল ॥
সর্ব্ব-জ্ঞাত রাম দেখেন অমরে পূজেন মানসে দিয়া আসন।
প্রভুর বিনয় স্বভাব নিরখি' প্রমোদিত অতি অমর-মন ॥

দো—শ্রীরামের মুখ চন্দ্রিকা-শোভা লোচন চারু চকোর।
আদরে সকলে সে-সুধা পিয়িয়া প্রমোদ প্রেম-বিভোর ॥ ৩২১

চৌ—লগ্ন আগত দেখি' ডাকেন বশিষ্ঠ মুনি। শতানন্দ উপনীত সে সাদর-ডাক শুনি' ॥
কুমারীরে আনয়ন কর' গিয়া সত্বর। মুনির আদেশ লভি' যা'ন তিনি ত্বরাপর ॥ ১
সীতার জননী যিনি বিদেহের মহারাণী। সখীসহ প্রমোদিতা শুনি' পুরোহিত-বাণী ॥
ডাকি' কুল-বৃদ্ধা আর বিপ্র-গৃহিণী যত। গাহিলেন মঙ্গলগীত কুলরীতি মত ॥ ২
নারী-বেশ ধরি' র'ন যে সুরললনাগণ। স্বভাবে রূপসী সবে ষোড়শী ও অনুপম ॥
নিরখিয়া তাঁহাদের রমণীরা লভে সুখ। প্রাণ হ'তে প্রিয় লাগে না হ'লেও চেনা-মুখ ॥৩

তাঁহাদের উমা রমা শারদার মত জানি'। সম্মান বার বার করেন বিদেহরাণী।
সীতার শৃঙ্গার করি' দল বাঁধি' সখীগণ। মণ্ডপে প্রীতমনে লইয়া করে গমন ॥ ৪

ছ—মহা সমাদরে আনে জানকীরে সাজাইয়া শুভ সাজে ভামিনী।
ষোল বিধ সাজে রূপসীরা সাজে মত্ত কুঞ্জরবর-গামিনী ॥
শুনি' কলগান ঘুচে মুনি-ধ্যান মনোজ-কোকিল সরমে মরে।
নূপুর-শিঞ্জন কলিত কঙ্কন বাজে গমনের ছন্দ 'পরে ॥

দো—রমণীর মাঝে তেমনি শোভেন সহজ-মাধুরী সীতা।
শোভারূপী বামা- মাঝেতে সুষমা যেন নিজে বিরাজিতা ॥ ৩২২

চৌ—জানকীর মধুরিমা বাখান না করা যায়। মতি লঘু সুগভীর মাধুরী-মহিমা হায় ॥
পবিত্রতাময়ী আর রূপের আধারস্থল। সীতা আসি'ছেন হেরি' বর-অনুগামী দল ॥ ১
সকলেই মনে মনে করিল তাঁ'রে প্রণাম। শ্রীরামে নয়নে হেরি' হইল পূরণ কাম ॥
হরষিত দশরথ সহিত তনয়গণ। পরাণে পুলক অতি নাহি হয় বরণন ॥ ২
দেবগণ নতি করি' বৃষ্টি করেন ফুল। মুনির আশীষ-ধ্বনি হয় মঙ্গল-মূল ॥
সঙ্গীত নাগরার কোলাহল অতিশয়। হরষে প্রেমেতে ডুবে' নরনারী সবে র'য় ॥ ৩
আসেন জনকসুতা মণ্ডপে এই ভাবে। শান্তিপাঠ মুনিরাজ করেন মোদিত ভাবে ॥
সময়-উচিত যত ব্যবহার-অনুষ্ঠান। দুই কুল-গুরু মিলি' করিলেন সমাধান ॥ ৪

ছ—কুলাচার করি' প্রমোদিত গুরু পূজেন গণেশ ভবানী দ্বিজে।
সশরীরে দেব ল'ন উপচার দেন আশীর্ব্বাদ হরষে ভিজে' ॥
মধুপর্ক আদি মাঙ্গলিক সব যখনি যা' চাহে মুনির মন।
স্বর্ণ-থালি আর কলসে ভরিয়া তখনি বিতরে সেবকগণ ॥ ১
নিজ কুলরীতি অতি প্রীতমতি দিবাকর নিজে কহেন সবে।
দেবতা-পূজন এ ভাবে সাধিয়া রাজাসন দেন সীতায় তবে ॥
শ্রীরামে সীতায় দিঠি-বিনিময় উভয়ের প্রেম বুঝা না যায়।
বুদ্ধি মন বর- বাণী-অগোচর কেমনে কবি তা' জানা'বে কায় ॥ ২

দো—প্রীত হুতাশন আহুত গ্রহণ করেন শরীর ধরি'।
বিবাহ-বিধান সব ব'লে দেন বেদ দ্বিজ-বেশ ধরি' ॥ ৩২৩

চৌ—বিদেহের মহারাণী সীতার জননী যিনি। তাঁ'র বর্ণনা করি' কি শেষ করিবে বাণী ॥
সুযশ সুকৃতি সুখ আর যত সুন্দরতা। সকলের সমাবেশে সৃজন করেন ধাতা ॥ ১
সময় বুঝিয়া যা'ই ডাকিলেন মুনিবর। সহচরীগণ তাঁ'রে ল'য়ে আসে সত্বর ॥
জনকের বামভাগে মহারাণী সুনয়না। হিমালয়-পাশে যেন গিরিরাণী শোভমানা ॥ ২

মণিময় থাল 'পরে স্বর্ণকলস ধরি'। তাহে পূতমঙ্গল-সুরভি সলিলে ভরি'॥
অতীব মোদিত মনে দু'জনায় রাজা-রাণী। নিজ করে রাম-আগে স্থাপন করেন আনি'॥ ৩
বেদের মঙ্গল বাণী গা'ন যত মুনিবর। নভঃ হ'তে ফুল পড়ে বুঝি' শুভ অবসর॥
বরে নিরখেন নৃপ-দম্পতি অনুরাগে। ধৌত করেন পূত সরসিজ-পদযুগে॥ ৪

ছ—রাজীব-চরণে ধুয়া'ন দু'জনে উপজে বয়ানে প্রেম-পুলকন।
গগনে নগরে জয় জয়কারে বাদ্যগীত-রবে প্লাবন যেমন॥
যে পদ-সরোজ মনোজ-অরাতি হৃদি-করে সদা বিরাজ করে।
যাহার স্মরণে বিমলতা মনে আসে কলি-পাপ পলায় ডরে॥ ১
ছিল পাতকিনী মুনির ঘরণী পরশিয়া যাহে সুগতি পায়।
যে-চরণতল- দ্রব পূতজল হর-শিরে গুণ অমরে গা'য়॥
অলি করি' মনে যোগী মুনিগণে যাহারে সেবিয়া সুগতি লয়॥
সে পদ-কমলে মহাভাগ্য-বলে জনক ধুয়া'ন জয়তি জয়॥ ২
কন্যা-বরের করে কর রাখি' পড়েন মন্ত্র গুরু দু'জন।
পাণির গ্রহণ সমাপিত হেরি' বিধি সুর নর মোদিত মন॥
হরষ হৃদয়ে শরীরে-পুলক সুখ-মুল বরে হেরি' দু'জনে।
কন্যা-দান বেদ- লোকাচার-মতে সাধেন জনক নৃপ-ভূষণে॥ ৩
দেন হিমালয় মহেশে উমায় রমায় সাগর হরিরে যথা।
জনক সীতারে শ্রীরামে সমপি' লভেন কীর্ত্তি নবীন তথা॥
বিদেহ মিনতি কেমনে জানা'ন করিয়াছে শ্যাম বি-দেহ তাঁ'য়।
ঋিধি অনুসারে হোম করা-পরে গাঁঠ-ছড়া বাঁধি' সবে ঘুরায়॥ ৪

দো—বেদ-গান বন্দী- জয়-রব আর বাদ্য মঙ্গল-গান।
শুনি' বরষেন মন্দার ফুল দেবতা হরষ-প্রাণ॥ ৩২৪

চৌ—বধূ-বর প্রদক্ষিণ করিছেন মনোহর। হেরিয়া সফল আঁখি করে যত নারী-নর
যুগল রূপের শোভা বর্ণনা নাহি হয়। যোগ্য উপমা এর কিছু নাই ধরাময়॥ ১
সীতারাম উভয়ের প্রতিরূপ মনোহর। ঝলমল করে চারু মণিময় স্তম্ভ'পর॥
যেন মন্মথ-রতি বহু কলেবর ধরি'। শ্রীরামের পরিণয় নিরখেন আঁখি ভরি'॥ ২
দেখার লালসা পুনঃ সঙ্কোচ কম নয়। তা'ই যেন বারে বারে প্রকাশে লুকা'য়ে যায়
সে মাধুরী নিরখিয়া মগন সবার প্রাণ। বিদেহ-সমান সবে পাশরে আপন জ্ঞান॥ ৩
'করা'লেন'প্রদক্ষিণ প্রমোদিত মুনিগণ। নিষ্ঠা-সহিত সব রীতি হ'ল আচরণ॥
সিন্দুর দেন রাম সীতার ললাট 'পরে। কি সে শোভা ক'য়ে মুখে শেষ কে করিতে পারে॥৪

অরুণ-পরাগ যেন কমলে করি' পূরিত। অমৃত-লোভে অহি চাঁদেরে করে-ভূষিত॥
মহর্ষি বশিষ্ঠ তবে দিলেন অনুশাসন। বর-বধূ একাসনে করা'ন উপবেশন॥ ৫

ছ—একাসনে রাম- জানকীরে হেরি' নৃপ দশরথ মোদিত মন।
নিজ সুকৃতির নব-ফল হেরি' বার বার দেহে ছা'য় পুলকন॥
মহা উৎসাহ সকল ভুবনে হইল বিবাহ সকলে বলে।
এক মুখে এই মহা মঙ্গল বলি' শেষ করা কেমনে চলে॥ ১
বশিষ্ঠ-কথায় বিদেহ তখন করি' আয়োজন বিবাহ-সাজ।
উর্ম্মিলা শ্রুত- কীর্ত্তি ডাকা'ন মাণ্ডবী সেই সভার মাঝ॥
কুশধ্বজ-সুতা প্রথমা-মাণ্ডবী গুণ শীল সুখ শোভা-সদন।
যত ক্রিয়া সব সাধি' প্রীতিভরে ভরতের করে সঁপিতা হ'ন॥ ২
সীতার অনুজা সুন্দরীগণ- মস্তক-মণি বুঝিয়া মনে।
বিধি-অনুসারে লক্ষ্মণ-করে দেন পরিণয় মানের সনে॥
যেই সুলোচনা সুমুখী সকল গুণাধার শ্রুতকীর্ত্তি নাম।
অরাতি-সূদনে দেন মহীপাল উজ্জ্বলরূপ গুণের গ্রাম॥ ৩
হেরি' বধূ বর জুটি পরস্পর সরমে বাহিরে হরষে প্রাণ।
বরষেন ফুল দেব সুখাকুল লোকে করে শোভা পুলকে গান
সুরূপা সুরূপ দয়িতের সাথে সম-মণ্ডপে রাজেন হেন।
জীব-জীবনের চারি দশা নিজ- বিভূতির সনে* মিলিত যেন॥৪

দো—নিজ-নিজ বধূ- সহ সুতগণে প্রীত দশরথ হেরি'।
পেয়ে'ছেন ফল যেন নৃপবর ক্রিয়ার সহিত চারি†॥ ৩২৫

চৌ—শ্রীরামের পরিণয়-ক্রিয়া হ'ল যেই মত। সবারি বিবাহে তথা হ'ল সব আচরিত॥
উপহার কত মত হার মানে বর্ণনা। মণ্ডপ ভ'রে রয় জড়োয়া মাণিক সোণা॥ ১
কতবিধ কম্বল পট্ট-বসন কত। মহার্ঘ সামগ্রী বহু প্রকার গণনাতীত॥
গজ রথ তুরঙ্গম অগণিত দাসদাসী। ভূষণে ভূষিতা ধেনু কামধেনু-সদৃশী॥ ২
কত যে দিলেন দান পরিচয় কোথা হায়। যে দেখে'ছে সেই জানে মুখে নাহি কহা যায়॥
স্তাম্ভিত লোকপাল হেরি' সে বিরাট দান। সকলি অযোধ্যাপতি নিলেন মোদিত প্রাণ॥ ৩

* জীবের চারি দশা :	জাগ্রত-অবস্থা	স্বপ্ন-অবস্থা	সুষুপ্তি-অবস্থা	তুরীয়-অবস্থা।
ঐ ঐ অবস্থার বিভূতি :	বিশ্ব	তৈজস	প্রাজ্ঞ	ব্রহ্ম।
† চারি ক্রিয়া :	যজ্ঞক্রিয়া	শ্রদ্ধাক্রিয়া	যোগক্রিয়া	জ্ঞানক্রিয়া।
ঐ ঐ ক্রিয়ার ফল :	অর্থ	ধর্ম্ম	কাম	মোক্ষ।

ভাই পুনঃ বিতরেন যাহারে যা' লাগে ভাল। অবশেষ যাহা রহে নিজ জনবাসে গেল ॥
জোড় করি' দুই কর তখন বিদেহ ক'ন। সম্মানি' মৃদুভাষে বর-অনুগামিগণ ॥ ৪

ছ—আদরে যতনে বিনয়েতে দানে সম্মানি' যত বরানুগামী।
মহা প্রেমে সব মুনিরে পূজেন পরম পুলকে বিদেহ-স্বামী ॥
শির নত ক'রে তুষিয়া অমরে ক'ন সবে জুড়ি' দু'পাণি-তলে।
দেব সাধুগণ শুধু ভাব লন কি হ'বে সাগরে বিন্দু-জলে ॥ ১
আবার বিদেহ অনুজের সহ করজোড়ে ক'ন কোশলরাজে।
সহ স্নেহভরা বাণী মনোহরা স্বভাব-বিনয়-রসেতে ভিজে ॥
তব সনে কাজ করি' মহারাজ বড় সব দিকে হ'লাম আমি।
রাজ্য অনুচর সহিত সোদর ক্রীতদাস মোরে জানিও স্বামি ॥২
এ বালিকাগণে দাসী গণি' মনে পালিও সতত রাখিয়া পায়।
ক্ষ'ম অপরাধ ধৃষ্টতা-সাথ পাঠাইয়া লিপি আনি তোমায় ॥
কোশল-নৃপতি তখন তেমতি বৈবাহিকে দেন সকল মান।
কহা নাহি যায় দোঁহার বিনয় দোঁহাকার হৃদে প্রেমের বান ॥ ৩
বরষেণ ফুল বৃন্দারক-কুল আবাসে ফিরেন কোশল রায়।
দুন্দুভি জয়- ধ্বনি বেদ-ধ্বনি আকাশে নগরে প্রমোদ ছায় ॥
মুনি-অনুমতি লভি' প্রীত মতি মঙ্গল-গান সখীরা করি'।
ল'য়ে বধূ-বর যায় অতঃপর দেব-গৃহে যত সুরূপা নারী ॥ ৪

দো—নিরখিয়া রামে কুণ্ঠিতা সীতা সঙ্কোচ-হীন মন*।
প্রণয়-পিয়াসী আঁখি দু'টি ফিরে মীন সম ঘন ঘন ॥ ৩২৬

চৌ—কম শ্যাম-কলেবর স্বভাবতঃ সুন্দর। কোটি কাম পরাভব পায় সে মাধুরী 'পর ॥
অলক্ত-লোহিত পদ-শতদল বিমোহন। নিয়ত মধুপ সম রহে যাহে মুনি-মন ॥ ১
পাবন বরণ পীত-অম্বর পরিহিত। নবীন তপন ক্ষণপ্রভা-ভাতি পরাজিত ॥
কল কিঙ্কিনী কটি-সূত্র মানসহর। ভূষণেতে বিভূষিত সুবিশাল ভুজবর ॥ ২
পীত উপবীত চারু কিবা মহাশোভাময়। কর-অঙ্গুরী কারু চিত চুরি ক'রে লয় ॥
বিবাহের বর-বেশে কিবা শোভা অতুলন। আয়ত বুকের 'পরে বিরাজিত আভরণ ॥ ৩
উত্তরী পীতরং উপবীতাকারে ঝুলে। আঁচলা দুটিতে মণি মুকুতা গ্রথিত দুলে ॥
নয়ন কমল চারু কর্ণেতে কুণ্ডল। আননে সকল শোভা করিতেছে ঝলমল ॥ ৪

* সীতা বার বার রামের পানে চাহিতেছেন ও লজ্জা-জড়িত হইতেছেন ; কিন্তু তাঁহার মনে কোন সঙ্কোচ নাই।

ভ্রূকুটি অতুলনীয় নাসিকা মানস হরে। ললাট-তিলকে যেন মাধুরী চির বিহরে ॥
টোপর বিরাজ করে সুন্দর শিরোপরে। মণি-মুকুতায় গাঁথা শুভ বিতরণ করে ॥ ৫

ছ—টোপরে মাণিক গাঁথা মনোহর অবয়ব লয় পরাণ হরি'।
সবে বরে হেরে' হাতে কুটি ছিঁড়ে সুরনারী আর পুরীর নারী ॥
বাস ভূষা মণি বিতরণ করি' মঙ্গল গায় বরণ করে।
ফুল বরষণ করে দেবগণ বন্দী মাগধে যশ বিতরে ॥ ১
দেবতা-সদনে বধূ-বরে আনে সুহাসিনীগণ ফুল্লমতি।
লোকাচার যত করে প্রথামত প্রেমভরে শুভ গাহিয়া গীতি ॥
রামেরে ভবানী জানকীরে বাণী শিখা'লেন দিতে খাওয়া'য়ে গ্রাস।
জনম ধারণ- ফল সবে ল'ন বিলাসে মগন বিদেহ-বাস ॥ ২
আপন করের মণিতে ফলিত রূপ-নিধানের মূরতি দেখি'।
অনড় নয়ন আর ভুজলতা বিরহের ডর-বশে জানকী ॥
বিনোদ প্রমোদ কৌতুক প্রেম বলা নাহি যায় সখীরা জানে।
শেষে সাথে করি' সব সুন্দরী জনবাসে ল'য়ে চলে দু'জনে ॥ ৩
নগরে আকাশে সেই অবকাশে পুলক আশীষ উথলে শুধু।
প্রমোদিত মনে বলে সবে হো'ন চিরজীবী চারি কুমার-বধূ ॥
সিদ্ধ যোগিরাজ দেবতা-সমাজ দামামা বাজা'ন প্রভুরে হেরে।
জয় জয় ভাষি' প্রসূন বরষি' নিজ নিজ ধামে চলেন ফিরে' ॥ ৪

দো—নিজ নিজ বধূ- সহ চারিজন আসেন পিতার পাশ।
শোভা মঙ্গল সুখ ভরি' যেন উথলি' উঠে আবাস ॥ ৩২৭

চৌ—আবার অনেকবিধ হয় ভোজ্য-আয়োজন। জনক পাঠা'ন নিতে বর-অনুগামিগণ
আত্মজগণ সনে যা'ন দশরথ ভূপ। পথেতে বিছান' হয় বসন কত অনুপ ॥ ১
সমাদরে সবাকার করিয়া পদ ধাবন। যোগ্য পিঁড়ীর 'পরে করা'ন উপবেশন ॥
জনক ধুয়া'ন নিজে কোশলেশ-পদদ্বয়। বিনয় প্রণয় তাঁ'র বর্ণনা নাহি হয় ॥২
তার পর দেন রাম-পাদপদ্ম ধুয়াইয়া। হর-হৃদি-পদ্ম-মাঝে থাকে যাহা লুকাইয়া ॥
ভাই তিনজনেরেই সম জানি' শ্রীরামের। জনক আপনি পদ ধুয়া'লেন সকলের ॥ ৩
সবারেই দেন নৃপ যথোচিত সুখাসন। করা'লেন আহ্বান সূপকার লোকজন ॥
সমাদর ভরে পাতা দেওয়া হ'ল সবাকায়। সোণার কাঠিতে বিঁধা পাতা সব মণিময় ॥ ৪

দো—সুরভীর ঘৃত কম সূপোদন পূত সুস্বাদ আর।
ক্ষণেকের মাঝে পরিবেশ করি' গেল চারু সূপকার ॥ ৩২৮

চৌ—পঞ্চ-গ্রাস করি' ভোজ সবে আরম্ভন করে। গালিভরা গান শুনে অতি অনুরাগ ভরে ॥
পক্ব-ওদন আসে কত নানা প্রকারের। সুধার আস্বাদ কেবা বিবরণে সে-সবের ॥ ১
অতি দক্ষ সূপকার করিছে পরিবেশন। ব্যঞ্জন কতবিধ নাম জানে কোন্ জন ॥
চারিবিধ ভোজনের বিধান রয়েছে যত। বলা নাহি যায় এক এক প্রকারের এত ॥ ২
ষড়রসে ভরা সব নানাজাতি ব্যঞ্জন। একই রসের ছিল প্রকারের অগণন ॥
পুরুষের রমণীর ধরিয়া ধরিয়া নাম। সুধামাখা সুর করি' গালি দেয় প্রাণারাম ॥ ৩
সময়ের উপযোগী শুনি' গালি-বর্ষণ। হাসিছেন দশরথ সহ সব জনগণ ॥
সমাপন এই ভাবে ভোজন সকলে করে। আচমন দেওয়া হ'ল অতি সমাদর ভরে ॥ ৪

দো—তাম্বূল দিয়া পূজেন জনক দশরথে লোকজনে।
নৃপকুল-শিরো- ভূষণ ফিরেন জনবাসে প্রীতমনে ॥ ৩২৯

চৌ—নিত নব মঙ্গল-আচার বিদেহ পুরে। দিনরাত যায় যেন আঁখির পলক-ভরে ॥
জাগেন প্রত্যূষে অতি দশরথ নরনাথ। যাচকেরা গায় তাঁ'র যতেক গুণানুবাদ ॥ ১
নিরখি' কুমারগণে সহ নিজ-বনিতায়। কত সুখ মনোমাঝে কিবা তাহা কহা যায় ॥
প্রভাতের ক্রিয়া শেষে গুরুদেব-পাশে যা'ন। মহান্ প্রমোদ আর প্রেমেতে পূরিত প্রাণ ॥ ২
করি' নতি করজোড়ে পূজা করি' সমাপন। অমিয়-সমান বাণী-সহযোগে নৃপ ক'ন ॥
তোমারি করুণাবশে শুন মুনি-অধিরাজ। পূর্ণ হইল যত মনের বাসনা আজ ॥ ৩
ব্রাহ্মণগণে প্রভু এবে করি' আবাহন। সব-ভাবে সজ্জিত হো'ক ধেনু-বিতরণ ॥
অতি সাধুবাদ দিয়া নৃপতির কথা শুনে'। আহ্বান করিলেন যত মুনিঋষিগণে ॥ ৪

দো—নারদ জাবালি বাল্মীকিমুনি মুনি বামদেব আর।
আসেন তখন মুনি ঋষিগণ কৌশিকী তপাধার ॥ ৩৩০

চৌ—করিলেন দশরথ দণ্ডবৎ নমস্কার। করি' পূজা বরাসন দেন সবে বসিবার ॥
চারি লক্ষ বর-ধেনু করিলেন একত্রিত। কামধেনু সম চারু শীল আর গুণযুত ॥ ১
নানা বাস অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করি' সবে। প্রমোদিত নরবর দেন যত মহীদেবে ॥
বিবিধ মিনতি করি' ক'ন নৃপ সবাকায়। জনম লওয়ার ফল আজ(ই) হেথা পাওয়া যায় ॥ ২
বিপ্র-আশীষ লভি' নরেশ প্রসন্ন-মন। অনন্তর যাচকেরে করা'লেন আবাহন ॥
কনক বসন মণি হয় গজ স্যন্দন। রুচি বুঝি' দেন দান রবিকুল-নন্দন ॥ ৩
জয় জয় জয় জয় দিনকর-কুল-রায়। করি' হেন জয়-গান তা'রা সবে চ'লে যায় ॥
রাম-বিবাহের হয় সমারোহ এতমত। বলিয়া করিতে শেষ বাসুকীও পরাজিত ॥ ৪

দো—কৌশিকী-পদে নমি' বারবার ক'ন এই নরনাথ।
এই সব সুখ মুনিরাজ তব কৃপা-আঁখি-প্রসাদাৎ ॥ ৩৩১

চৌ—বিনয় আচার আর জনকের সমাদর : বিভব কতই মতে বাখানেন নরবর ॥
বিদায় যাচেন প্রতি-প্রভাতে কোশলপতি। স্থগিত রাখেন তা'য় জনক দেখা'য়ে প্রীতি ॥ ১
আদর বাড়িয়া চলে নবনব নিতনিত। সহস্র প্রকারে দিনে আত্মীয়তা হয় কত ॥
নগর নিতই ভরা উৎসাহে অনুরাগে। দশরথ-প্রস্থান কাহারো না ভাল লাগে ॥ ২
এই মত বহুদিন অতীত হইয়া যায়। স্নেহ-ডোরে সবে যেন বাঁধে সহ নররায় ॥
কৌশিকী শতানন্দ দু'জনে তখন গিয়া। কহেন জনকরাজে সবিশেষ বুঝাইয়া ॥ ৩
যদিও প্রণয় বশে ছাড়িতে না চায় প্রাণ। তবু দশরথ নৃপে করহ আদেশ দান ॥
ভাল প্রভু বলি' তবে ডাকা'লেন সচিবেরে। মন্ত্রী জয় জীব বলি' আসিয়া প্রণাম করে ॥ ৪

দো—ভিতরে জানাও অযোধ্যার পতি যাইতে করেন মন।
শুনিয়া সচিব দ্বিজ সভাসদ্ স্নেহে হ'ন নিমগন ॥ ৩৩২

চৌ—বরযাত্রী ফিরে যা'বে পুরবাসী এই শুনে'। শুধাইছে এ উহারে এ কথা বিকল প্রাণে ॥
যাওয়ার স্থিরতা শুনি' সকলে উদাস-প্রাণ। প্রদোষে কমল যেন শোভাহীন পরিম্লান ॥ ১
আসা-কালে বরযাত্রী যে-যেখানে থেকে ছিল। সে-সেখানে ভোজনের কতবিধ সিধা গেল ॥
বিবিধ প্রকার ফল পক্ক কত ওদন। ভোজনের দ্রব্য তা'র নাহি হয় বরণন ॥ ২
অগণিত বৃষ 'পরে ভারে ভারে ভারিগণ। পাঠা'ন জনকরাজ' অগণিত সু-শয়ন ॥
লক্ষ বাজি রথ যায় পঞ্চবিংশ-দশশত। পূর্ণভাবে সজ্জিত শোভা তা'র ক'ব কত ॥ ৩
মত্তবারণ দশ সহস্র সাথেতে সাজে। দিক্‌করী যা'রে হেরি' বদন লুকায় লাজে ॥
বসন কনক মণি ভরি' অগণন যান। মহিষ গোধন আর কতই প্রকার দান ॥ ৪

দো—বর্ণনার বা'র এতবিধ দান দিলেন বিদেহপতি।
যাহা হেরি' লাগে লোকপতি-লোক সম্পদ লঘু অতি ॥ ৩৩৩

চৌ—নানাবিধ দ্রব্যসব করি' করি' একত্রিত। জনক অযোধ্যাপুরী পাঠা'লেন এইমত ॥
বরযাত্রী ফিরে যা'বে রাণীরা শুনি' এ কথা। বিকল সামান্যজলে মাছেরা বিকল যথা ॥ ১
বার বার জানকীরে আদরে কোলেতে লন। আশীষ বিলা'ন আর শিখা'ন কত বচন ॥
চিরতরে যেন হও নিজ পতি-সোহাগিনী। চির-আয়ুষ্মতী হও মোদের আশীষ বাণী ॥ ২
গুরুর করিবে সেবা শাশুড়ী শ্বশুরে আর। দেখিয়া পতির রুচি পালিবে আদেশ তাঁ'র ॥
অতীব আদর ভরে যত সহচরীগণ। মৃদুভাষে শিখাইল রমণীর আচরণ ॥ ৩
শিখা'য়ে রমণীধর্ম্ম সকল তনয়াগণে। রাণীগণ বার বার বুকে ল'ন সবজনে ॥
বার বার মাতাগণ কাছে এসে এই ক'ন। বিধাতা সৃজিলা এই নারী জাতি কি কারণ ॥ ৪

দো—এই অবসরে ভ্রাতাগণ সনে রাম রঘুকুল-কেতু।
জনক-ভবনে যা'ন প্রীতমনে বিদায় গ্রহণ হেতু ॥ ৩৩৪

চৌ—স্বভাবতঃ মনোহর এই ভাই চারিজনে। নগর-নিবাসী নরনারী ছুটে দরশনে॥
কেহ বলে চ'লে যেতে চাহেন ইঁহারা আজ। বিদায়ের আয়োজন করিলা বিদেহরাজ॥ ১
লও হেরি' আঁখি ভরি' এই রূপ মনোহর। নৃপতি-তনয় চারি অভ্যাগত প্রিয়বর॥
কে জানে অজানা কোন্ মহান্ সুকৃতি-ফলে। নয়ন-অতিথি করি' হেথা বিধি এনে দিলে॥ ২
অমিয় যেমন পায় মরণ-পথিক জন। জনম-ক্ষুধিত পায় কল্পতরু-দরশন॥
নারকী যেমন পায় শ্রীহরি-চরণামৃত। ইঁহাদের দরশন আমাদের সেইমত॥ ৩
হেরি' রাম-রূপশোভা গেঁথে রাখ' অন্তরে। মনেরে করহ ফণী মূরতিরে ম'ণি ক'রে॥
এইভাবে সবাকার নয়ন সফল করি'। রাজ-অন্তঃপুর মাঝে গেলেন কুমার চারি॥ ৪

দো—রূপের সাগর ভ্রাতাগণে হেরি' উঠে হর্ষ কলরোল।
করেন বরণ শ্বশ্রূমাতাগণ প্রাণে সুখ-হিল্লোল॥ ৩৩৫

চৌ—নিরখিয়া রাম-রূপ অতি অনুরাগ ছা'য়। ভকতি-বিভল হ'য়ে বারবার পড়ে পায়॥
হৃদয়ে ভরিল প্রীতি লাজ-লজ্জা অপগত। প্রাণ ঢালা সেই স্নেহ বরণন হ'বে কত॥ ১
সুরভি-প্রলেপ-যোগে ভ্রাতাসনে শ্রীরামেরে। স্নান সারি' ষড়রস ভোজ্য দেন প্রেম ভরে॥
কহেন শ্রীরাম তবে শুভ অবসর জানি'। বিনয় প্রণয় আর 'সঙ্কোচভরা বাণী॥ ২
অযোধ্যায় মহারাজ চা'ন এবে ফিরে' যে'তে। আমা'সবে পাঠা'লেন সে হেতু বিদায় নি'তে॥
প্রদান' বিদায় মাতা হরষিত অন্তরে। তনয় বলিয়া স্নেহ থাকে যেন সবাকারে॥ ৩
শ্রবণে পশিতে কথা সকলে বিকল দুখে। স্নেহবশে শ্বশ্রূর কথা নাহি সরে মুখে॥
দুহিতাগণেরে বুকে লন অতি প্রেমভরে। করেন মিনতি বহু সঁপিয়া স্বামীর করে। ৪

ছ—শ্রীরামে সীতায় সঁপি' বারে বারে জোড়করে ক'ন মিনতি সনে।
গতি সবাকার বিদিত তোমার কি না জান' তাত আপন মনে॥
আমার রাজার জেন' সবাকার সীতা পরিজন-প্রাণের প্রিয়।
হে তুলসী-পতি শীল স্নেহ হেরি' নিজ দাসী ব'লে চরণে নি'য়ো॥

সো—তুমি চির পূর্ণকাম জ্ঞানী-শিরোমণি ভাবের প্রিয়।
ভক্ত-গুণগ্রাহক রাম দোষ-বিনাশন গুণাশ্রয়॥ ৩৩৬

চৌ—বলিয়া চরণ-যুগ ধরিয়া রহেন রাণী। প্রেম-কর্দ্দমে যেন মজ্জিত তাঁ'র বাণী॥
শুনি' শ্বশ্রূর কথা স্নেহরস-প্লাবিত। করিলেন রাম তাঁ'রে বহু সম্মানিত॥ ১
জোড় করি' করযুগ বিদায় যাচিয়া রাম। করিলেন বার বার সকল জনে প্রণাম॥
আশীষ করিয়া লাভ পুনঃ নত করি' শির অনুজগণের সনে চলিলেন রঘুবীর॥ ২
ললিত মোহনরূপ হৃদয়-মাঝারে আনি'। শিথিল স্নেহের বশে হ'লেন সকল রাণী॥
অবশেষে ধীর ধরি' ডাক দিয়া সুতাগণে। বার বার জড়াইয়া ধরেন জননীগণে॥ ৩

আগাইয়া দিয়া পুনঃ ডাকিয়া মিলেন সবে। সবাকার সে প্রণয় কহিতে না ভাষা হ'বে ॥
বারবার সে মিলন ভেঙে দেয় সখীচয়। বাছুর হইতে যেন ধেনুরে ছাড়া'য়ে লয় ॥ ৪

দো—প্রণয়-বিকল নরনারী সব সখী-সহ নৃপবাস।
নৃপ-পুরে যেন দুখঃ বিরহ আসিয়া গাড়িল বাস ॥ ৩৩৭

চৌ—যে শুক-শারিকা সীতা পালিতেন স্নেহভরে। হেম-পিঞ্জরে রাখি' পড়া'তেন কত তা'রে ॥
তা'রাও ব্যাকুল হ'য়ে বলে কই কোথা সীতা। ধীরতা কেমনে রহে শুনিয়া তা'দের কথা ॥ ১
এই ভাবে খগ মৃগ পীড়িত বিরহ-ভারে। মানবের দশা বল' বলা যায় কি প্রকারে ॥
আসেন বিদেহরাজ হেন কালে ভ্রাতাসনে। উথলিত প্রেম আসে বারি হ'য়ে দু'নয়নে ॥ ২
পরম বিরাগবান্ কহে তাঁ'রে সব জন। সীতায় হেরিয়া তাঁ'রো ধৈর্য্য করে পলায়ন ॥
জ্ঞানের বিরাট বাঁধ কোথায় ভাসিয়া যায়। লয়েন সীতায় বুকে উঠাইয়া নররায় ॥ ৩
তখন বুঝা'ন তাঁ'রে বিজ্ঞ সচিববর। অসময় জানি' মন বাঁধিলেন নরবর ॥
স্নেহেতে জড়া'য়ে কোলে বারবার জানকীরে। সজ্জিত শিবিকায় কহেন আনার তরে ॥ ৪

দো—সারা-পরিবার স্নেহেতে বিকল বুঝি' মনে শুভক্ষণ।
স্মরি' গণপতি করা'ন সীতায় শিবিকায় আরোহণ ॥ ৩৩৮

চৌ—সীতারে প্রবোধ দেন ভূপতি কতই মত। শিখান কুলের রীতি নারী-করণীয় যত।
দাস-দাসী ছিল যা'রা সীতার প্রীতি-ভাজন। হেন বহুজনে সাথে করেন রাজা প্রেরণ ॥ ১
সীতার বিদায় কালে ব্যাকুলিত পুরবাসী। হয় শুভ-লক্ষণ সব-মঙ্গলরাশি ॥
বিপ্র সচিবদল পাত্রমিত্র সাথে ক'রে। চলেন বিদেহরাজ পঁহুছাতে জানকীরে ॥ ২
নানাবিধ বাদ্য বাজে গমনের কালে কত। করে রথে তুরগেরে কুঞ্জরে সজ্জিত ॥
দ্বিজগণে দশরথ করি' তবে আহ্বান। দানে মানে সবাকারে করিলেন পূর্ণকাম ॥ ৩
চরণ কমল-রজ লইয়া আপন শিরে। আশীষ করিয়া লাভ প্রমোদিত অন্তরে ॥
গজাননে স্মরি' মনে করিলেন প্রস্থান। শুভ লক্ষণ হয় সকল শুভ-নিধান ॥ ৪

দো—বরষেণ দেব হরষে কুসুম অপ্সরা করে গান।
বাজা'য়ে নাগারা কোশলের পতি কোশলপুরীতে যা'ন ॥ ৩৩৯

চৌ—সবিনয়ে ফিরা'লেন নৃপ মহাজনগণে। ডাকেন যতনভরে সকল যাচক জনে ॥
দিলেন ভূষণ বাস কুঞ্জর বাজি দান। প্রেম-দানে পুষ্ট করি' করেন বিভববান্ ॥ ১
রঘুকুল-কীর্ত্তি তা'রা বারবার গান করি'। প্রতি-আগমন করে শ্রীরামে হৃদয়ে ধরি' ॥
বারবার দশরথ করিলেন নিবারণ। প্রেম-বশে জনকের ফিরিতে না সরে মন ॥ ২
আরবার ক'ন রাজা কম বাণী মনোহর। বড় দুর আসা হ'ল ফিরে যা'ন নরবর ॥
এত বলি' উত্তরিত' হ'ন ভূমে রথ হ'তে। উথলিত প্রেম-বারিধারা তাঁ'র নয়নেতে ॥ ৩

তখন বিদেহ ক'ন দুই কর জোড় করি'। আপন বচন যেন স্নেহের অমিয়ে ভরি'॥
কিভাবে মিনতি করি' ক'ব কথা মহারাজ। বড়ই আপনি মান বাড়া'লেন মোর আজ॥ ৪

দো—বৈবাহিকে মান সকল প্রকারে দেন কোশলের পতি।
হৃদয়ে ধরে না ছিল এ মিলনে যেই অতুলন প্রীতি॥ ৩৩০

চৌ—জনক করেন সব মুনি-পদে প্রণিপাত। লভিলেন প্রতিদান আশীর্ব্বাদ নরনাথ॥
আদর সহিত শেষে মিলেন চারি জামাতা। গুণের আকর রূপ শীলযুত চারি ভ্রাতা॥ ১
জোড় করি' শতদল-সম দুই পাণিতল। কথা ক'ন প্রেম যেন নিজে আসে ধরাতল।
হে রাম বাখান তব কেমনে করিব আমি। মুনিজন মহেশের মানস-মরাল তুমি॥ ২
যাঁহার কারণে যোগ করেন যতেক যোগী। ক্রোধ মোহ মায়া মদ সকল বিকারত্যাগী।
ব্রহ্ম ব্যাপক যিনি নিরাকার অবিনাশী। চিদানন্দ নির্গুণ সকল গুণের রাশি॥ ৩
বাক্য মন যাঁ'র কভু নাহি পায় পরিচয়। অনুমানে বুঝে সবে তর্ক পায় পরাজয়॥
যাঁহারে বলিয়া নেতি বেদ করে বরণন। ত্রিকালে সমান রসে যিনি বিদ্যমান র'ন॥

দো—আজিকে আমার নয়ন-গোচর সেই সব-সুখমূল।
সব লাভ ভবে পায় যেই জীব হয় ঈশ-অনুকূল॥ ৩৪১

চৌ—সকল প্রকারে মোরে পরম বিভব দিলে। আপন ভকত জানি' আপন করিয়া নিলে॥
হয়েন শতেক শত যদি শেষ সরস্বতী। কোটিকল্প কাল ধরি' চলে ত'ার পরিমিতি॥ ১
তবু মোর ভাগ্য আর তোমার করুণা-গান। গে'য়ে শেষ নাহি হ'বে শুন প্রভু ভগবান্॥
যাহা কিছু কহি আমি সে কেবলি এর বলে। তুমি দয়া কর নাথ বড় অল্প প্রেমে গ'লে॥ ২
বারবার করজোড়ে এই মম নিবেদন। ভুলেও এ মন যেন ছাড়ে না তব চরণ॥
জনকের প্রীতিভরা সুন্দর বাণী শুনি'। প্রসন্ন হ'লেন রাম রঘুকুল-শিরোমণি॥ ৩
করিলেন মান দান চারুভাষে শ্বশুরেরে। জানি' পিতা কৌশিকী বশিষ্ঠ-সমান তাঁ'রে॥
ভরতে মিনতি পুনঃ করিলেন নৃপমণি। স্নেহভরে ভেট করি' দিলেন আশীষ বাণী॥ ৪

দো—মিলি' লক্ষ্মণে শত্রুঘ্নেরে দেন আশীষ নৃপতিবর।
প্রেমে দ্রব হ'য়ে বারবার নতি করিলেন পরস্পর॥ ৩৪২

চৌ—মিনতি বড়াই করি' বিদেহের বারবার। ভ্রাতাগণে ল'য়ে যান শ্রীরাম রঘু-কুমার॥
কৌশিকী-পদ তবে ধরেন জনক গিয়ে। লাগা'ন চরণ ধূলি মাথায় নয়ন দু'য়ে॥ ১
কহেন হে মুনিনাথ তব দরশন-গুণে। অ-পাওয়া থাকে না কিছু বিশ্বাস মোর মনে॥
যে সুখ যে যশোলাভ লোক পতি-বাঞ্ছিত। অথচ ভাবিতে মনে হ'ন অতি কুণ্ঠিত॥ ২
সে সব সুলভ মোর হ'ল এবে মুনিবর। সকল বিধানে তব দরশন-অন্তর॥
করিলেন নতি সহ গুণ-গান কীর্ত্তন। আশীষ করিয়া লাভ করেন প্রতিগমন॥ ৩

চলে বর-অনুগামী সঘনে দামামা বাজে। ছোট বড় সকলেরি মহাসুখ মনোমাঝে॥
শ্রীরামে নিরখি' যত গ্রাম-নরনারী দল। পায় সুখ করি' লাভ নয়ন পাওয়ার ফল॥ ৪

বরযাত্রীর অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ও অযোধ্যায় আনন্দ

দো— বিশ্রাম করি' মাঝে মাঝে সুখ বিতরি' মানবগণে।
অযোধ্যা-নিকটে বর-বধূ সনে আসিলেন শুভদিনে॥ ৩৪৩

চৌ—নাগারায় চোট পড়ে ঢোল বাজে মনোহর। ভেরী শাঁখ রব তুলে ডাকে হয় গজবর॥
ঝাঁঝে তালা দেয় কাণে ডমরু বাজে মধুরে। পরাণ মাতান' তান সানা'য়ে আলাপ করে॥ ১
বরযাত্রী ফিরে আসে শুনি' ইহা পুরজন। রোমাঞ্চিত কলেবর সবে প্রমোদিত মন॥
সাজাইল নিজ নিজ ভবন ও পুরদ্বার। হাট বাট গলিপথ বিপণী বাজার আর॥ ২
নগরের পথ বীথি সুরভিতে সিঞ্চিল। যথা তথা সুনিপুণ-'রে অলিপনা দিল॥
তোরণ পতাকা ধ্বজা মণ্ডপ দিয়া আর। শোভিল বাজার হেন কহার শকতি কা'র॥ ৩
স-ফল গুবাক্ আম কদলীতরু রসাল। বকুল কদম আর রোপণ করে তমাল॥
ফল-ভারে তরুদল ধরণী পরশ করে। তলদেশে মণিময় বেষ্টনী শোভা করে॥ ৪

দো—পূর্ণ কলস কতই প্রকার সাজাইল ঘরে ঘরে।
হেরি' রঘুপতি— নগরীর শোভা অমরে বাখান করে॥ ৩৪৪

চৌ—নৃপ-ভবনের শোভা যেইমত সেইকালে। করি' তাহা দরশন মদনেরো মন টলে॥
মঙ্গল-ছাপ আঁকা মাধুরী মানসহারী। ঋদ্ধি সিদ্ধি সুখ-সম্পদ শোভাধারী॥ ১
হরষোৎসাহ যেন শরীর করি' ধারণ। বিরাজিত ভরি' ভরি' কোশল-রাজ ভবন॥
রাম-সীতা কম-রূপ করিবারে দরশন। লালসা হ'বে না প্রাণে আছে হেন কোন্ জন॥ ২
রূপে লাজ্জিত করি' মদনমোহিনী-মন। দল বাঁধি' বাঁধি' চলে যতেক সধবাগণ॥
সাজা'য়ে বরণ-সাজ মঙ্গল-গান করে। যেন দেবী বীণাপাণি বহুবিধ বেশ ধরে॥ ৩
ভূপতি-ভবনে হয় কোলাহল অতিশয়। সে সময়ে কি যে সুখ বাখানি' তা' কে বা কয়॥
কৌশল্যা অবধি করি' রামের জননী যত। পুলকে বিবশ-প্রাণ দেহ-সুখ বিস্মৃত॥ ৪

দো—গণপতি হর করিয়া পূজন দান দেন দ্বিজগণে।
পেয়ে চারি ফল ফুল্ল যেমতি পরম কাঙাল জনে॥ ৩৪৫

চৌ—মহান্ হরষে সুখে বিবশ জননীগণ। শিথিল শরীর যেন নাহি চলে দু' চরণ॥
রামেরে হেরিতে চ'খে আকুলতা অন্তরে। সাজা'ন সামগ্রী যত রামের বরণ তরে॥ ১
বাজি'ছে বাজন নানা মহাঘোর-ঘটা সনে। সুমিত্রা মাঙ্গল্য সব সাজা'ন হরষ মনে॥
পল্লব দূর্ব্বা দধি হরিদ্রা বিবিধ ফুল। গুবাক্ তাম্বুল আদি যত মঙ্গল-মূল॥ ২

তণ্ডুল অঙ্কুর তুলসীর পল্লব। গোরোচন লাজ আদি শুভ-সাজ ছিল সব॥
চিত্রিত স্বর্ণ ঘট স্বভাবতঃ বিমোহন। মদন-বিহগ নীড় রচিয়া বসিল যেন॥ ৩
সুরভি মাঙ্গল্য কত বর্ণিতে হারে বাণী। শুভ-বেশে সজ্জিতা হইলেন যত রাণী॥
বরণের বহুবিধি সাজাইয়া আয়োজন। মঙ্গল-গান গা'ন প্রমোদ-পূরিত মন॥ ৪

দো—কনক-থালায় মঙ্গল সাজ কমল করেতে ধ'রে।
চলেন পুলকে বরণে জননী শিহরিত কলেবরে॥ ৩৪৬

চৌ—ধূপের ধূঁয়ায় হ'ল অম্বর মসী-হেন। শ্রাবণের ঘন-ঘটা ঘেরিয়া আসিল যেন॥
বরষেন দেবগণ মন্দার-ফুল হার। মন কর্ষণ করে পাঁতি যেন বলাকার॥ ১
মঞ্জুল মণিময় তোরণের 'পরে মালা। ইন্দ্রের চাপ যেন কমনীয় রং ঢালা॥
প্রকাশে সরিয়া যায় প্রাসাদ-চূড়ে ভামিনী। ললিত চপল যেন চমকিছে দামিনী॥ ২
দামামার গরজন জীমূত-গরজোপম। যাচক চাতক যত দর্দ্দুর শিখীসম॥
দেবদল বরষণ করেন সুরভিবারি। সুখ পায় শস্যের সম পুর-নরনারী॥ ৩
সময় বুঝিয়া গুরু করেন আদেশ দান। প্রবেশ করেন পুরে শ্রীরাম কৃপানিধান॥
স্মরণ করিয়া হর ভবরাণী গণরাজ। প্রমোদিত মহীপতি সহিত নিজ সমাজ॥ ৪

দো—শুভ লক্ষণ ফুল-বরষণ নাগারা বাজা'ন সুরে।
দেববালা নাচে প্রমোদে মাতিয়া গাহিয়া মঞ্জু সুরে॥ ৩৪৭

চৌ—মাগধেরা সূতগণ বন্দী নটের দল। গায় যশ যাঁ'র হ'তে ত্রিভুবন উজ্জ্বল॥
সুবিমল বেদগান মিশি' জয়-রব সনে। দশদিক হ'তে শুধু পশে সবাকার কাণে॥ ১
বিপুল বাজন বাজে অগণিত প্রকারের। নভে পুরে সুর-নর-প্রাণে বাণ পুলকের॥
বরযাত্রীর শোভা নাহি হয় বরণন। পরম পুলক সুখ ধরে না হৃদয়ে যেন॥ ২
অযোধ্যাবাসীরা করে দশরথে বন্দনা। রামে দরশন করি' মনের ঘুচে বেদনা॥
মোতি মণি ভূষা বেশ সবে বিতরণ করে। নয়নেতে ভরে জল পুলকন কলেবরে॥ ৩
বরণ করেন সুখে অযোধ্যাপুরীর নারী। পুলকে দেখেন বর রাজার কুমার চারি॥
সরাইয়া মনোহর যবনিকা শিবিকার। পা'ন সুখ বধূগণে নিরখিয়া বারবার॥ ৪

দো—এ ভাবে সবায় সুখ বিতরিয়া আসেন নৃপতি-দ্বারে।
পুলকে জননী করেন বরণ বধূগণ-সহ বরে॥ ৩৪৮

চৌ—বরণ করেন বর-বধূগণে বারবার। সে মহা-হরষ প্রেম কহিতে শকতি কা'র॥
নানাবিধ আভরণ বসন মাণিক কত। অগণিত দ্রব্যাদি হ'ল সব বিতরিত॥ ১
নিজ নিজ বধূসহ নিরখি' তনয়গণে। অপার বিলাস-স্বাদ জননীরা পা'ন মনে॥
বার বার সীতারাম-রূপ করি' দরশন। জনম সফল ভাবি' হয়েন আনন্দ-মন॥ ২

সখীরা সীতার মুখ বারবার নিরখিয়া। করে গান নিজ পুণ্য বিস্তারে বিবরিয়া॥
ঘন ঘন ফুল-বৃষ্টি করেন দেবতাগণ। নেচে গে'য়ে করিছেন নিজ সেবা অর্পণ॥ ৩
সে চারি যুগলে হেরি' প্রাণ-মনোবিমোহন। উপমার পুঁজ বাণী খুঁজিতে নিরত হ'ন॥
কিছু মনে নাহি ধরে সব লঘু মনে হয়। তা' বুঝি' শ্রীরামে চাহি' র'ন মনে করি' লয়॥৪

দো—বেদ-বিধি কুল- রীতি মত দিয়া অর্ঘ্য বিছা'য়ে বাস।
বধূ-সহ সুতে করিয়া বরণ সবে ল'য়ে যা'ন বাস॥৩৪৯

চৌ—স্বাভাবিক শোভাময় ছিল চারি সিংহাসন। নিজ-করে সে সকলে গড়েন যেন মদন॥
বধূ-বরে বসা'লেন সে রাজ-আসন 'পরে। ধুয়া'লেন পদ পূত জলধারে সমাদরে॥ ১
বেদ-বিধি মত ধূপ দীপ উপচার দিয়া। মঙ্গল-নিধি বর-বধূগণে অর্চ্চিয়া॥
আরতি করেন শেষে মিলিয়া সকলজন। ঢুলা'য়ে চামর চারু করেন শিরে ব্যজন॥ ২
দ্রব্য কতইবিধ হইতেছে বিতরিত। মোদিতা জননীগণ বিরাজেন সুশোভিত॥
পরানিধি লাভ করি' যোগী যথা তৃপ্ত মন। অমৃত পে'ল যেন চির-ব্যাধিগ্রস্ত জন॥ ৩
জনম-কাঙাল যেন পরশমণি লভিল। আপনার হারা-আঁখি চির-অন্ধ ফিরে' পে'ল॥
মূকের রসনা 'পরে বসিলেন যেন বাণী। অথবা আসিল যেন বীর মহারণ জিনি'॥ ৪

দো—এ সুখেরো চেয়ে শতকোটি গুণ মাতাদের প্রাণানন্দ।
ভ্রাতাগণ-সনে বধূ নিয়ে ঘরে আসেন রাঘব-চন্দ্র॥৩৫০ (ক)
লোকাচার সব করেন জননী কুণ্ঠিত বধূ-বর।
এ মহা বিনোদ হেরি' মনে মনে হাসেন শ্রীরঘুবর॥ ৩৫০ (খ)

চৌ—মনের বাসনা যত সকলি হ'ল পূরণ। বিধিমতে দেব-পিতৃপূজা হয় এতকারণ॥
যাচেন করিয়া নতি সব-ঠাঁই বরদান। ভাইগণ সনে হো'ক শ্রীরামের কল্যাণ॥ ১
অম্বর হ'তে দেন শুভাশীষ দেবদল। ফুল্ল মায়েরা ল'ন ভরি' ভরি' অঞ্চল॥
দশরথ আবাহন করি' বরযাত্রিগণে। তুষিলেন রথ মণি বসন ভূষণ-দানে॥ ২
আদেশ লভিয়া রাখি' হৃদয়-মাঝারে রাম। ফুল্ল মনেতে যা'ন যে যাহার নিজধাম॥
পুর-নরনারীগণে দেন বাস আভরণ। প্রত্যেক ঘরে ঘরে বাজিতে থাকে বাজন॥ ৩
যাচকেরা যাহা কিছু নিবেদন জানাইল। প্রসন্ন নৃপ-পাশে তাহাই তাহারা পে'ল॥
বাজ্ঞকর আর যত আপনার ভৃত্যগণে। পরিতোষ করিলেন দানে আর মান-দানে॥ ৪

দো—সবে নতি করি' বরষে আশীষ করে নৃপ-গুণ গান।
গুরু ব্রাহ্মণ সহিত তখন অন্দরে নৃপ যা'ন॥ ৩৫১

চৌ—যে আদেশ গুরুদেব বশিষ্ঠ করেন দান। বেদ লোকাচার-মতে তা'ই হয় সমাধান॥
বিপ্রের ভিড় হেরি' রাজার মহিষীগণে। উঠেন আদর ভরে ভাগ্য গণিয়া মনে॥ ১

চরণ ধুয়া'য়ে দিয়ে সবারে করা'ন স্নান। পূজি' নানা বিধি রাজা ভোজন সবে করা'ন ॥
আদরে দানেতে আর ভকতিতে তুষ্ট চিতে। তিরপিত দ্বিজ যা'ন আশীর্ব্বাদ দিতে দিতে ॥ ২
কৌশিকী মুনিবরে বহুবিধি পূজা করি'। ক'ন প্রভু মোর সম ধন্য আর নাহি হেরি ॥
বাখান কতই মতে ভূপতি করেন তাঁ'র। রাণীগণ সনে ল'ন পদধূলি বারবার ॥ ৩
দেন উত্তম স্থান মহল-ভিতরে তাঁ'য়। যাহে নিজে রাণী সনে তাঁ'র সেবা করা যায় ॥
তা'র পর পূজিলেন গুরুপদ-কোকনদে। ভকতি-মগন হ'য়ে মিনতি জানা'ন পদে ॥ ৪

দো—বধূগণ সনে কুমার সকল নৃপতি মহিষী-সাথ।
গুরুপদে নত হন বারবার মুনি দেন আশীর্ব্বাদ ॥ ৩৫২

চৌ—সুত সম্পদ নিজ ধরিয়া তাঁহার আগে। মিনতি করেন রাজা প্রাণভরা অনুরাগে ॥
আপনার ন্যায্য শুধু চেয়ে' ল'ন মুনিবর। বহুবিধ আশীর্ব্বাদ বরষেন নৃপ 'পর ॥ ১
সীতার সহিত রামে হৃদয়ে করি' স্থাপন। নিজ আশ্রমে মুনি করেন প্রতিগমন ॥
আবাহন করি' তবে বিপ্র-রমণীগণে। বিভূষিত করা'লেন চারু বাসে আভরণে ॥ ২
তার পর ডাকাইয়া সধবা-ললনাগণ। রুচিমত পরিধেয় করিলেন বিতরণ ॥
ভৃত্যের পুরস্কার হ'ল সব বিধিমত। দিলেন ভূপতি তা'ই যা'র রুচি যেইমত ॥ ৩
প্রিয় আত্মীয় আর পূজনীয় অভ্যাগতে। সম্মান নরপতি দিলেন উচিত মতে ॥
দেবতারা-দেবীগণ রামের বিবাহ হেরি'। বাখানিয়া উৎসবে কুসুম-বরষা করি' ॥ ৪

দো—নাগারা বাজা'য়ে নিজ নিজ ধামে যা'ন পুলকের ভরে।
শ্রীরামের যশ এ উঁহারে গা'ন হৃদে প্রেম নাহি ধরে ॥৩৫৩

চৌ—সববিধি সবাকার সমাদর-অন্তরে। নৃপতির প্রাণে মহা উৎসাহ উঠে ভ'রে ॥
সকলের শেষে নৃপ আসিয়া নিজ ভবন। নিরখেন সন্তান-সহ যত বধূগণ ॥ ১
স্নেহে গদগদ হ'য়ে আপন কোলে বসা'ন। কে ব'লে বুঝা'বে কত সুখে ভরে তাঁ'র প্রাণ ॥
বধূগণে প্রেমভরে বসাইয়া ক্রোড় 'পর। বার বার প্রীতমনে করেন মহা আদর ॥ ২
স্নেহ-সমারোহ হেরি' রাণীবাস পুলকিত। হরষ সবার প্রাণে হ'য়ে গেল প্রতিষ্ঠিত ॥
তখন কহেন রাজা বিবাহ কেমন হ'ল। শুনি' প্রাণ সবাকার হরষ-সরে ডুবিল ॥ ৩
জনক-রাজার শীল কীর্ত্তি মহিমা-কথা। প্রণয় তাঁহার রীতি সম্পদ গুণ-গাথা ॥
ভাট-সম করিলেন বহু গুণ-কীর্ত্তন। তাঁ'র যশোগান শুনি' রাণীরা মোদিত মন ॥ ৪

দো—সুতগণ সনে স্নান করি' রাজা ডাকা'ন বিপ্র জ্ঞাতি।
করিতে ভোজন বিবিধ প্রকার পাঁচ ঘড়ি হ'ল রাতি ॥ ৩৫৪

চৌ—মঙ্গল-গান করে সুন্দরী সুলোচনী। সুখ-মূল মনোহরা সমাগতা নিশীথিনী ॥
আচমন করি' পাণ সকলে গ্রহণ করে। মাল্য সুরভি মাখি' অপরূপ শোভা ধরে ॥ ১

আদেশ করিয়া লাভ রামে করি' দরশন। নতি করি' নিজ বাসে সকলে করে গমন ॥
যে প্রেম প্রমোদ তথা যে বিনোদ মহানতা। সময় সমাজ আর যতেক মনোহারিতা ॥ ২
নারেন স্ফুরা'তে ব'লে শত বীণাপাণি শেষ। আগম চতুরানন শঙ্কর কি গণেশ ॥
আমি তবে কি প্রকারে বরণন করি তা'য়। ভূমিনাগে* ধরা শিরে ধরিতে বল কোথায় ॥ ৩
সব-ভাবে নৃপ সবে সম্মান করি' দান। মৃদুভাষে মহিষীরে করিলেন আহ্বান ॥
বয়সে বালিকা বধূ এসেছে পরের ঘরে। দেখ' যথা আঁখি-পাতা চ'খে রাখে বুকে পূরে' ॥ ৪

দো—শ্রান্ত বালিকা ঘুমেতে কাতরা শয়ন করাও তা'রে।
বলি' যা'ন নিজে বিরাম-আগারে রাম-পদ হৃদে ধ'রে ॥ ৩৫৫

চৌ—নৃপতি-বচন শুনি' স্বভাবতঃ সুন্দর। বিছা'ন শয়ন রাণী মণিময় মনোহর ॥
দুগ্ধফেন-সম শ্বেত পাতিলেন আস্তরণ। কোমল কলিত নানা অতি চারু-দরশন ॥ ১
চারু উপাধান-শোভা বাখান না করা যায়। মণি মন্দিরে মালা সুরভি মন মাতায় ॥
রতন-প্রদীপ আর চাঁদোয়ার শোভা কত। যেবা দেখে সেই জানে ভাষা রহে মূক-মত ॥ ২
রুচির শয়ন পাতি' রামে মাতা উঠাইয়া। অতীব আদরভরে দেন তাঁ'রে শোয়াইয়া ॥
শ্রীরাম আদেশ দেন বার বার ভ্রাতাগণে। শু'লেন তখন তাঁ'রা নিজ নিজ সু-শয়নে ॥ ৩
নিরখি' শ্যামল মৃদু-মঞ্জুল কলেবর। কহেন জননীগণ প্রেমে ভরা অন্তর ॥
পথেতে যাইতে সেই মায়াবিনী তাড়কায়। কেমনে বধিলে তাত কহ আমা-সবাকায় ॥ ৪

দো—ঘোর নিশাচর বীর-ধুরন্ধর সমরে না গণে কা'রে।
কেমনে মারিলে সে খল মারীচে স-সহায় সুবাহুরে ॥ ৩৫৬

চৌ—বলিহারি যাই তাত মুনির প্রসাদ-বলে। বিভুর কৃপায় বহু বিপদ যাইল চ'লে ॥
দুই ভাইয়ে মুনি-যাগ করি' সংরক্ষণ। গুরুর প্রসাদে বিদ্যা কর সব অর্জ্জন ॥ ১
মুনির ঘরণী পদধূলি পেয়ে ত্রাণ পায়। ভরিল ভুবন তব বিমল যশ-বিভায় ॥
কূর্ম্ম-পীঠ বজ্র আর কঠোর পাথর হ'তে। ভাঙ্গিলে হরের ধনু নৃপতি-সভা মাঝেতে ॥ ২
বিশ্ববিজয়-যশ জানকীরে লাভ ক'রে। ভ্রাতার বিবাহ-শেষে আসিলে আলয়ে ফিরে' ॥
মানব-ক্ষমতাতীত কর্ম্ম তোমার সব। কৌশিকী প্রসাদেই হয় তাহা সম্ভব ॥ ৩
হে তাত নিরখি' তব অমল মুখ-কমল। ধরায় জনম আজ মোদের হ'ল সফল ॥
তব দরশন বিনা যত দিন গেল হায়। আয়ু-মাঝে ধাতা যেন না আনেন গণনায় ॥ ৪

দো—জননীগণেরে তুষেন শ্রীরাম বিনীত বর-কথায়।
হর গুরু দ্বিজ- চরণ স্মরিয়া লীন হন নিদ্রায় ॥ ৩৫৭

* কেঁচো।

চৌ—নিদ্রিত মুখখানি সে ও এত শোভা পায়। কমল শোভিছে যেন দিবসের সন্ধ্যায়॥
ঘরে ঘরে জাগরণ করিছে রমণীগণ। করিতেছে এ উহারে শুভ-গালি বরষণ॥ ১
সখীরে হেরিয়া রাণী ক'ন কর দরশন। পুরীতে রজনী আজ কি শোভা করে ধারণ॥
শাশুড়ীরা শো'ন ল'য়ে সুন্দরী বধূগণে। ফণী যেন শিরোমণি হৃদয়ে রাখে গোপনে॥ ২
পুণ্য-প্রভাতে প্রভু করিলেন নিদ্রা দূর। অরুণ-চূড়েরা* যবে করে রব সুমধুর॥
মাগধ ভাটেরা করে মহিমার কীর্ত্তন। বন্দনা তরে দ্বারে আসে যত পুরজন॥ ৩
বন্দনা করি' দ্বিজ সুর গুরু পিতামাতা। আশীষ করিয়া লাভ প্রমোদিত সব ভ্রাতা॥
মাতারা আদর ভরে চেয়ে র'ন মুখ পানে। তখন বাহিরে সবে যা'ন নৃপতির সনে॥ ৪

দো—শুচি হ'য়ে সব স্বাভাবিক শুচি পুণ্য-সরিতে নে'য়ে।
সন্ধ্যাদির শেষে পিতার নিকটে আসিলেন চারি ভাইয়ে॥ ৩৫৮

চৌ—হেরিয়া তাঁ'দের নৃপ করিলেন আলিঙ্গন। বসিলেন হর্ষে পে'য়ে নৃপতি-অনুশাসন॥
রামে দরশন করি' জুড়ায় সভায় সব। নয়ন সফল হ'ল করি' এই অনুভব॥ ১
বশিষ্ঠ কৌশিকী মুনি আসিলেন তা'র পর। নৃপতি আসন 'পরে বসালেন মনোহর॥
চরণ ধরিয়া পূজা করিলেন সুত-সনে। অনুরাগে দুই গুরু চেয়ে র'ন রাম-পানে॥
বশিষ্ঠ করেন ধর্ম্ম-ইতিহাস বরণন। শুনেন ধরণীপতি সহিত মহিষীগণ॥
মুনিমন-অগোচর কৌশিকী-কীর্ত্তিচয়। মোদিত বশিষ্ঠদেব দেন বহু পরিচয়॥ ৩
মুনি বামদেব ক'ন প্রকৃত এ কথা যত। বিশ্বামিত্র-কীর্ত্তি পূত ত্রিভুবন-বিখ্যাত॥
এ কথা শ্রবণ করি' সকলে হরষ-প্রাণ। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-প্রাণে পুলকের বহে বান॥ ৪

দো—আনন্দ মঙ্গল উৎসবে নিত দিনরাত হেন যায়।
অযোধ্যায় ভরা আনন্দের বান দিন দিন বেড়ে' যায়॥ ৩৫৯

চৌ—শুভদিনে কঙ্কন হাতের হইল খোলা। লাগে মঙ্গল ফুল্ল বিনোদের মহামেলা॥
নিত নব সুখ হেরি' দেব লালায়িত-প্রাণ। কোশলে জনম লাভ বিধি-পাশে বর চা'ন॥ ১
নিত্যই গাধীসুত চ'লে যে'তে ইচ্ছিত। রামের বিনয়ে প্রেমে হয় তাহা নিবারিত॥
প্রতিদিন সাত্ত্বিকী ভাব হেরি' নৃপতির। করেন গুণানুবাদ কৌশিকী মুনি ধীর॥ ২
অবশেষে একদিন বিদায় যাচেন মুনি। হ'ন দণ্ডায়মান সুত সনে নৃপ শুনি'॥
ক'ন নাথ আপনারি এ সকল বৈভব। সুতপরিবার-সহ আমি দেব দাস তব॥ ৩
থাকে যেন ইহাদের 'পরে স্নেহ চিরকাল। দরশন পাই যেন মাঝে মাঝে হে দয়াল॥
এ কথা বলিয়া রাজাসহ সুত সহ রাণী। পড়েন চরণ 'পরে মুখে নাহি আসে বাণী॥ ৪

* মোরগ।

বহুবিধ আশীর্ব্বাদ দিলেন মহর্ষিবর। বুঝা'বে সে প্রীতি-রীতি কেবা হেন গুণধর ॥
প্রেমের সহিত রাম সব ভাইয়ে সাথে ল'য়ে। ফিরেন আদেশ লভি' তাঁ'রে আশু বাড়াইয়ে ॥৫

দো—শ্রীরামের রূপ নৃপের ভকতি বিবাহের মহানন্দ।
বাখান করিতে করিতে চলেন প্রীত গাধিকুল-চন্দ ॥ ৩৬০

চৌ—বামদেব আর রঘুকুল-গুরু মহাজ্ঞানী। মুনি বিশ্বামিত্র-কথা কহেন পুনঃ বাখানি' ॥
মুনির মহিমা শুনি' নরপতি নিজ চিতে। আপন সুকৃতি-কথা লাগিলেন আলোচিতে ॥ ১
নৃপাদেশে যায় সবে আপন আপন ঘরে। সুতগণ-সনে নৃপ আসিলেন অন্তঃপুরে ॥
যথা তথা সবে রাম-বিবাহের গান করে। শ্রীরামের পূত যশে এ তিন ভুবন ভরে ॥ ২
বিবাহ করিয়া রাম আসিলেন যদবধি। হরষ করিল বাস কোশলেতে তদবধি ॥
প্রভু-পরিণয়ে যত হ'ল সুখ-উৎসব। কহিবারে অপারগ শেষ আর বাণী সব ॥ ৩
শ্রীরাম-সীতার যশ বিপুল মঙ্গল-খনি। কবি-জীবনেরে সদা পাবন-কারিণী জানি' ॥
সু-পাবন নিরমল করিতে বাণী আপন। বাখান করিয়া কিছু করিলাম বরণন ॥ ৪

ছ—নিজ বাণী পূত করিবার তরে শ্রীরামের যশ তুলসী গায়।
শ্রীরাম-চরিত অপার সাগর কোন্ কবি পার পাইল তা'য় ॥
উপবীত পরি- ণয়-উৎসব শুনি' যেই জন আদরে গা'বে।
বৈদেহী-রাম- প্রসাদে সে জন সর্ব্বদা সুখ পরাণে পা'বে ॥

শ্রীরাম-চরিতকথা শ্রবণ-কথনের মহিমা

সো—সীতা-রঘুবীর উদ্বাহ প্রেমে যেবা শুনে করে গান।
সদা তা'র র'বে উৎসাহ রঘুমণি-যশ শুভ-ধাম ॥ ৩৬১

কলিযুগের সমস্ত পাপধ্বংসকারী শ্রীরামচরিত-মানসের এই প্রথম সোপান সমাপ্ত হইল ॥

(বালকাণ্ড সমাপ্ত)

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীজানকীবল্লভের জয়

শ্রীরামচরিত মানস

দ্বিতীয় সোপান

অযোধ্যা কাণ্ড

শ্লোক—যাঁ'র চারু অঙ্কোপরে শোভিল ভূধরসুতা মস্তকে ত্রিদিব-স্রোতস্বিনী
বালবিধু ভালে যাঁ'র হলাহল কণ্ঠদেশে অহিরাজ বক্ষের উপর।
বিভূতি-ভূষণ সেই সকল সংহারকারী সর্ব্বেশ্বর দেবতা-অগ্রণী
সর্ব্বগত সদাশিব করুন রক্ষণ মোরে ইন্দু-নিভকান্তি শ্রীশঙ্কর॥ ১

সিংহাসন আরোহণে যাঁ'র প্রসন্নতা নাহি অথবা অরণ্যবাসে নহে মন পরিম্লান।
আনন-কমলশ্রী সে রঘুকুল-মোদন করুন আমারে সদা রুচির কল্যাণ দান॥ ২
নীল নীরজ-শ্যাম কোমল অঙ্গধারী অধিরূঢ়া বামভাগে জানকী সুষমা-খনি।
ধৃত কর চারু ধনু ভীষণ শায়ক আর চরণে প্রণতি তাঁ'র রাম রঘুবংশ-মণি॥ ৩

দো—শ্রীগুরু-চরণ-সরোজের রজে মন-মুকুরেরে মাজি'।
চারিফল দাতা পূত রাম-যশ বর্ণিব আমি আজি॥

চৌ—বিবাহ করিয়া রাম আসিলেন যবে হ'তে। নিত নব মঙ্গল প্রমোদ তখন হ'তে॥
চতুর্দ্দশ লোক-রূপ মহা বিটপীর 'পরে। সুকৃতি-মেঘের হ'তে সুখ-বারি সদা ঝরে॥ ১
ঋদ্ধি সিদ্ধি সম্পদ মনোহর নদী যত। প্লাবন-আকারে সিন্ধু-অযোধ্যায় সমাগত॥
সে সাগরে মণি সব সুজাতির নরনারী। পূর্ণিত সকল ভাবে মহামূল্য মনোহারী॥ ২
নগর-বিভব কিছু মুখে নাহি কহা যায়। বিধাতার কারুকলা-সীমা ব'লে মনে হয়॥
রামচন্দ্র-মুখচন্দ্র কারয়া অবলোকন। সব বিধি সুখে সব পুরবাসী নিমগন॥ ৩
মোদিতা জননী যত সব সখী সহচারী। ফলবতী হেরি' মনোবাসনার বল্লরী॥
শ্রীরামের রূপ গুণ বিনয় স্বভাব-গতি। দেখে' শুনে' প্রমোদিত দশরথ নরপতি॥ ৪

দো—সকলের হৃদে এই অভিলাষ মহেশে মানত করে।
জীবন কালেতে যুবরাজ-পদ দেন নৃপ রঘুবরে॥ ১

রাম-রাজ্যাভিষেকের আয়োজন

চৌ—এক দিন পাত্রমিত্র সহিত নিজ সমাজ। বিরাজিত সভামাঝে রঘুকুল-মহারাজ॥
মূর্ত্তিমান্ পুণ্য যেন দশরথ নরপতি। শুনিয়া শ্রীরাম-যশ মোদিত অন্তরে অতি॥ ১
সামন্ত-নৃপতি রহে তাঁ'র কৃপা-অভিলাষে। লোকপাল(৩) মুখ চেয়ে পূর্ণ করে মন-আশে॥
এ তিন ভুবন মাঝে তিন কালে কোন জন। দশরথ-সম ভাগ্য না লভিল কদাচন॥ ২
সকল শুভের মূল শ্রীরাম যাঁ'র তনয়। যাহা কিছু বল তা'ই অতি লঘু মনে হয়॥
অজানিতে নরপতি করে ল'য়ে দর্পণ। মুকুট করেন সোজা হেরিয়া নিজ আনন॥ ৩
দেখেন কাণের পাশে শ্বেতরং হ'ল কেশ। জরা দেখা দিয়া যেন দেয় এই উপদেশ॥
রামে যুবরাজ-পদে নৃপতি করি' নিয়োগ। জনম-লাভের ফল কেন নাহি কর ভোগ॥ ৪

দো—এ বিচার হৃদে নিশ্চয় করি' সুদিন সুক্ষণ পে'য়ে।
প্রেমে ফুল্লকায় প্রমোদিত মন গুরুরে কহেন গিয়ে॥ ২

চৌ—শুন মুনিরাজ নৃপ করিলেন নিবেদন। সকল বিষয়ে রাম যোগ্য এখন হন॥
সেবক সচিব মম সকল নগরীবাসী। অরাতি কি সখা যত অথবা যা'রা উদাসী॥১
সকলেরি প্রিয় রাম সে মোর প্রিয় যেমন। তব আশীর্ব্বাদ যেন শরীর করে ধারণ॥
হে প্রভু সকল দ্বিজ সহ নিজ পরিবার। আপনারি মত স্নেহ তা'র 'পরে সবাকার॥ ২
গুরুর চরণ-রেণু যেজন মাথায় ধরে। সেজন বিভব সব আপনার বশ করে॥
মোর সম আর কেহ নাহি করে অনুভব। ঐ পূত ধূলি পূজি' আমার যা' কিছু সব॥ ৩
এখন আমার মনে শুধু এই অভিলাষ। জানি তব কৃপাবলে পূর্ণ হ'বে সেই আশ॥
মোদিত মহর্ষি হেরি' স্বাভাবিক রাজ-প্রীতি। কহিলেন কহ কিবা রাজ-আজ্ঞা মহামতি॥৪

দো—হে রাজন্ তব নাম আর যশ পূরায় সকল আশ।
ফলানুগমন করে নৃপমণি তব মন-অভিলাষ॥ ৩

চৌ—প্রাণে করি' অনুভব তুষ্ট গুরু সব ভাঁতি। কহিলেন নৃপবর বচন মধুর অতি।
রামে যুবরাজ-পদে বসাইব মহাত্মন্। কৃপা করি' আজ্ঞা দিলে করি সব আয়োজন॥ ১
জীবিত থাকিতে হয় এই মহা-উৎসব। নয়ন পাওয়ার ফল পায় লোকজন সব॥
সব আশা পূরা'লেন তোমার প্রসাদে হর। একমাত্র এই আশা আছে বাকী হৃদি 'পর॥ ২
এর পরে নাহি খেদ এ শরীর থাক্ যা'ক্। পরে যাহে অনুতাপ না করে এ মনে থাক্॥
মুনিবর নৃপতির শুনি' বাণী মনোহারী। আনন্দ মঙ্গল-মূল আর প্রাণ তৃপ্তিকারী॥ ৩
'ক'ন যে বিমুখ হ'লে অনুতাপে দহে মন। যাঁহার ভজন বিনা না যায় হৃদি-জ্বলন॥
হ'য়েছেন সুত তব সেই ত্রিলোকের স্বামী। সুবিমল ভকতির যিনি সদা অনুগামী॥ ৪

দো—বিলম্ব রাজন্ নাহি কর আর কর সব আয়োজন।
যখনি শ্রীরামে বসা'বে আসনে সেই অতি শুভক্ষণ ॥ ৪

চৌ—প্রমোদিত মহীপতি আসেন ভবনে ফিরে'। সুমন্ত্র সচিবে ভৃত্যে ডাকা'লেন ত্বরা ক'রে ॥
জয় জীব বলি' মন্ত্রী নমিত করেন শির। মঙ্গলময়ী বাণী শুনা'ন নৃপতি ধীর ॥ ১
*পাঁচজনে যদি ইহা করেন অনুমোদন। রামের তিলক দানে হর্ষে কর আয়োজন ॥ ২
এ পরম প্রিয়বাণী শুনি' মন্ত্রী প্রমোদিত। অভিমত বৃক্ষে যেন হইল বারি পতিত ॥
যোড়কর করি' মন্ত্রী বিনয় সহিত ক'ন। কোটিবর্ষ পরমায়ু হ'ক তব হে রাজন্ ॥ ৩
জগ-মঙ্গলকর অতি সৎ-ইচ্ছা এই। ত্বরিতে সাধহ কাজ বিলম্বেতে কাজ নেই ॥
সচিবের বাণী শুনি' নৃপতি প্রসন্ন-মন। বর্দ্ধমানা লতা পায় শাখার অবলম্বন ॥ ৪

দো—কহেন নৃপতি যেমন যেমন আজ্ঞা দেন মুনিবর।
রাম-অভিষেক- কারণে তেমনি আচরিবে সত্বর ॥ ৫

চৌ—হরষেতে ফুল্ল মুনি কহিলেন মৃদুস্বরে। সকল তীর্থের বারি আজ্ঞা কর আনিবারে ॥
ফলমূল নানা ফুল ওষধি ও পল্লব। মঙ্গল-দ্রব্য বহু গণি' নাম দেন সব ॥ ১
চামর বসন মৃগচর্ম্ম বিবিধ ভাঁতি। লোম চীনাংশুক বাস কত অগণিত জাতি ॥
নানা মণি অন্যবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যচয়। রাজ্য-অভিষেক তরে ব্যবহার যাহা হয় ॥ ২
বেদের বিহিত বিধি কহিয়া দিলেন ব'লে। সাজাও সমগ্র পুরী মণ্ডপে ফুলদলে ॥
ফলসহ সহকার গুবাক্ কদলী আর। রোপণ নগরী-পথে কর' জুড়ি' চারিধার ॥ ৩
রচহ মঞ্জু মণি-আলিপনা মনোহর। ব'লে দাও সাজাইতে হাট বাট সত্বর ॥
কুলদেব গণপতি গুরু কর অর্চ্চন। সকল প্রকার সেবা পা'ন যেন ব্রাহ্মণ ॥ ৪

দো—ধ্বজে পতাকায় কলসে তোরণ সাজাও তুরগ গজে।
মুনিবর-বাণী ধরিয়া মাথায় লাগিল যে যা'র কাজে ॥ ৬

চৌ—যাহারে আদেশ, যাহা দেন মুনি-অধীশ্বরে। সে যেন আগেই তাহা রেখেছিল শেষ ক'রে ॥
দ্বিজ সাধু সুরগণে আরাধেন মহারাজ। রাম-কল্যাণে সব করেন মঙ্গল কাজ ॥ ১
রাম-অভিষেক এই মোহন বারতা শুনি'। অযোধ্যায় ঘোররবে উঠে নানা বাদ্যধ্বনি ॥
শ্রীরাম সীতার কায় হয় শুভ-লক্ষণ। শুভ-অবয়বে সব হ'তে থাকে স্পন্দন ॥ ২
মুদিত-পরাণে দোঁহে করিছেন বলাবলি। ভরত আসিছে তা'ই এই শুভ চিহ্নাবলী ॥
বহুদিন গত হ'ল হয় মন উচাটন। প্রিয়-সম্মিলন হ'বে তা'ই শুভ নিদর্শন ॥ ৩
জগতে ভরত সম প্রিয় আর কে আমার। এরি তরে অঙ্গ নাচে তা' ছাড়া কি হ'বে আর ॥
কূর্ম্মের অণ্ডোপরে যথা রহে সদা মন। রামের ভ্রাতার তরে নিশিদিন উচাটন ॥ ৪

দো- -হেন কালে পে'য়ে প্রাণের বারতা মেতে' উঠে পুরী হেন।
চাঁদ বাড়ে দেখি' লহরী-বিলাস পারাবারে খেলে যেন ॥ ৭

চৌ—প্রথম যে এ বারতা অন্তঃপুরে শুনাইল। কত বাস আভরণ পুরস্কার সে লভিল ॥
প্রেমে কায়ে পুলকন মন মাতে অনুরাগে। প্রীত মনে শুভঘট সাজা'তে সকলে লাগে ॥ ১
সুমিত্রা লক্ষ্মণ-মাতা দেন চারু আলিপনা। বহুবিধ মণিময় অতি তা'র গুণপণা ॥
কৌশল্যা জননী-মন মগন আনন্দ-সরে। দান দেন বহু বিপ্রে আদরে আহ্বান ক'রে ॥ ২
পুরী-অধিষ্ঠাত্রী দেবী পূজিলেন সুর নাগ। মানত করেন দিব আরবার বলি-ভাগ ॥
যেমত প্রকারে হয় শ্রীরামের কল্যাণ। করুণা করিয়া সবে কর এই বরদান ॥ ৩
মঙ্গল-গান গা'ন পিকবর-ভাষিণী। ইন্দু-বদনাগণ মৃগ-শিশু লোচনী ॥ ৪

দো—রাম-অভিষেক করিয়া শ্রবণ পুলকিত নরনারী।
লাগে সাজাইতে মঙ্গল-সাজ বিধি প্রীত এ বিচারি' ॥ ৮

চৌ—তখন অযোধ্যাপতি ডাকা'ন মহর্ষিবরে। রামে উপদেশ দিতে মহলে পাঠা'ন তাঁ'রে ॥
আসি'ছেন গুরুদেব বার্ত্তা পেয়ে রঘুবীর। দ্বারে আসি' মুনিপদে নমিত করেন শির ॥ ১
গৃহ মাঝে আনি' অর্ঘ্য সাদরে করি' প্রদান। ষোড়শোপচারে পূজি' করেন সম্মান দান ॥
অনন্তর সীতাসনে করেন পদ ধারণ। কোকনদ-কর জুড়ি' ক'ন রাম এ বচন ॥ ২
সেবকের আবাসেতে প্রভুর চরণ ধূলি। যদিও মঙ্গল-মূল বিনাশে অশুভাবলী ॥
তথাপি আদরে মোরে আপন চরণতলে। উচিত পাঠান' ডেকে' নীতি এই কথা বলে ॥ ৩
প্রভুতা ত্যাজিয়া প্রভু দেখা'লেন যেই স্নেহ। তাহাতে পবিত্র আজ হইল দাসের গৃহ ॥
কি কাজ করিব প্রভু করুন আদেশ দান। প্রভু-সেবাতেই শুধু ভৃত্যের কল্যাণ ॥ ৪

দো—প্রেমে ভিজা বাণী শুনি' মুনি ক'ন প্রশংসিয়া রঘুমণি।
হংস*-বংশ অব- তংস রাম কেন হেন না কহিবে তুমি ॥ ৯

চৌ—শ্রীরামের গুণ শীল স্বভাব কহার পর। প্রেমে পুলকিত কায় কহেন মহর্ষিবর ॥
মহারাজ করি'ছেন অভিষেক-আয়োজন। যুবরাজ-পদ তোমা দিতে তাঁ'র হয় মন ॥ ১
সব সংযম রাম পালন করহ আজ। কুশলে নির্ব্বাহ যাহে হয় এই শুভকাজ ॥
উপদেশ দিয়া গুরু ফিরে' যা'ন নৃপ-পাশে। শুনিয়া রামের মনে এই বিস্ময় আসে ॥ ২
এক(ই) সাথে আসিলাম সব ভাই ধরাতলে। শয়ন ভোজন বালক্রীড়া সব সমকালে ॥
কর্ণবেধ উপবীত পরিণয়-অনুষ্ঠান। এক(ই) সাথে সমারোহে হ'ল সব সমাধান ॥ ৩
অমলিন কুলে এই এক অনুচিত কাজ। ভ্রাতাগণে ফেলি' শুধু বড় হ'বে যুবরাজ ॥
তুলসী জানায় প্রেম-ভরা খেদ এ প্রভুর। করুক ভকত-মন হ'তে কুটিলতা দূর ॥ ৪

---

* সূর্য্য।

দো—সেই অবসরে আসেন লক্ষ্মণ প্রেমে সুখে ভরা প্রাণ।
প্রিয়-সম্ভাষণ করি' প্রভু তাঁ'র করিলেন সম্মান॥ ১০

চৌ—বিবিধ বিধানে নানা বাদ্য বাজে অবিরত। নগরের সে হরষ বর্ণনা হ'বে কত॥
সবে প্রার্থনা করে ভরতের আগমন। করুন আসিয়া ত্বরা সফল নিজ লোচন॥ ১
হাটে বাটে ঘরে পথে যথা তথা লোকজন। শুধাইছে পরস্পরে শুধু এক এ বচন॥
এই শুভলগ্ন কাল ক'টার সময় হ'বে। আমাদের অভিলাষ পুরা'বেন বিধি যবে॥ ২
জানকীরে সাথে করি' কনকের সিংহাসনে। বসিবেন রাম দেখি' শান্তি আসিবে প্রাণে॥
সবাই ত' বলে হেথা কখন আসিবে কাল। ওদিকে করেন জোট দেবতা যত কুচাল॥ ৩
অযোধ্যার এই সুখ তাঁ'দের না প্রাণে সয়। চোরের চাঁদিনী রাত যেমন কুমনে হয়॥
বাণীরে আহ্বান করি' করেন সবে বিনয়। বারবার জড়াইয়া লুটা'য়ে পড়েন পায়॥ ৪

দো—দারুণ বিপদ হেরি' আমাদের কর মাতা তা'ই আজ।
রাজ্য ছাড়ি' যাহে রাম বনে যা'ন হয় দেবতার কাজ॥ ১১

চৌ—বাগ্দেবী দেব-স্তুতি শুনি' ক'ন খেদ-সাথ। হ'তে হ'বে পদ্মবনে আমারে তুষার-রাত॥
এ শুনি' দেবতা পুনঃ ক'ন মিনতির সনে। তিল দোষ তব মাতা না লাগিবে এ কারণে॥ ১
হর্ষ অথবা শোক-অতীত শ্রীভগবান্। তুমি ত' জান' মা সব রামের চরিত-গ্রাম॥
নিজ কর্ম্মবশে জীব দুঃখ সুখ-ভাগ পায়। অতএব দেব-হিতে যাও তুমি অযোধ্যায়॥ ২
বারেবারে পায়ে ধরি' দেবতারা ফেলে লাজে। নিরুপায় যা'ন বুঝি' নীচমতি মনোমাঝে॥
ঊর্দ্ধে নিবাস বটে কার্য্য সব নীচ অতি। পরের বিভব প্রাণে সহিতে নাহি শকতি॥ ৩
আবার ভাবেন মনে মহাকবি এর তরে। আমার শরণ নিতে করিবেন সাধ পরে॥
হরষে অযোধ্যা তবে করেন বাণী গমন। কু-গ্রহ শরীর ধরি' যেন করে আগমন॥ ৪

দো—মন্থরা নামে কৈকেয়ী-দাসী
অপযশ-ঝাঁপি করিয়া ভারতী ফিরা'ন তাহার মতি॥ ১২

চৌ—মন্থরা দেখে পুরী সাজে উৎসব-সাজে। শ্রবণের সুখকর শুভদ বাজনা বাজে॥
সবারে জিজ্ঞাসা করে কেন এই উৎসাহ। রাম-অভিষেক শুনি' হৃদয়ে লাগিল দাহ॥ ১
সেই নীচ কুল-জাতা কুমতি ভাবিল মনে। রজনীর মাঝে বিঘ্ন ঘটিবে এতে কেমনে॥
কুটিলা কিরাতী মধু দেখিয়া ভাবে যেমন। কেমনে সে মধুচক্র করিবে অপহরণ॥ ২
ম্লান-অন্তরে যায় ভরত-মাতা সদন। উদাস কি হেতু হেরি হাসিয়া কেকয়ী ক'ন॥
করে না উত্তর কোন শুধু দীর্ঘশ্বাস লয়। রমণী-স্বভাব মত দুনয়নে ধারা বয়॥ ৩
বড় কথা ক'স তুই রাণী হেসে তা'রে ক'ন। লক্ষ্মণ দেছে শিক্ষা এই লয় মোর মন॥
তথাপি না মুখে কথা কিছু আনে সে পাপিনী। নিঃশ্বাস ফেলে সুধু যেন কাল-ভুজঙ্গিনী॥ ৪

দো—ভয় পেয়ে' তবে রাণী ক'ন কেন কুশলে ত' মহীপাল।
লক্ষ্মণ রাম শত্রুঘ্নের শুনি' কুঁজী-বুকে বিঁধে শাল ॥ ১৩

চৌ—বলে মা আমায় কেহ কেনই বা শিক্ষা দিবে। কাহার বলেতে মুখে বড় কথা বা'র হ'বে ॥
যুবরাজ-পদে যা'রে বসা'বেন মহারাজ। সেই রাম বিনা কা'র কুশল হইবে আজ ॥ ১
আজ বিধি সবদিকে সহায় কৌশল্যা'পরে। এ দেখে' তাহার বুকে গর্ব্ব নাহিক ধরে ॥
নিজেই দেখ না গিয়ে কি শোভা হ'ল এখানে। যা' হেরে দারুণ দুখ হ'য়েছে আমার মনে ॥ ২
বিদেশে রহিল সুত কোন চিন্তা তব নাই। ভাব' মনে স্বামী তব বশীভূত সর্ব্বদাই ॥
তোমার ত' প'ড়ে প'ড়ে ঘুমানই ভাল লাগে। রাজার এ চতুরতা নাহি পড়ে আঁখি-আগে ॥ ৩
প্রিয়কথা শুনি' জানি' মলিন মন্থরা-মন। চুপ কর্ তিরস্কার-ভাষে তা'রে রাণী ক'ন ॥
পুনঃ যদি হেন কথা ক'স করি' গলা জোর। রে ঘর-ভাঙ্গানি জিভ টানিয়া ছেঁড়াব তো'র ॥ ৪

দো—কাণা খোঁড়া আর যত কুঁজো আছে কুটিল কু-চাল জানি।
বিশেষ রমণী আর দাসী বলি' মৃদু হাসিলেন রাণী ॥ ১৪

চৌ—পরে ক'ন শিক্ষা তোরে দিলাম প্রিয়-বাদিনি। স্বপনেও তোর 'পরে কুপিত নহিক আমি ॥
সুমঙ্গল-প্রদ হ'বে সেই শুভদিন মোর। যে দিন প্রকৃত সত্য হ'বে এই কথা তোর ॥ ১
জ্যেষ্ঠই প্রভু আর লঘু অনুচর তা'র। দিনকর-কুলরীতি এই অতি চমৎকার ॥
রাম-অভিষেক যদি প্রকৃত কালই হ'বে। বল্ তোর কিবা চাই তা'ই আমি দিব তবে ॥ ২
স্বাভাবিক ভাবে রাম-সকাশে জননীগণ। সমান তাহার প্রিয় কৌশল্যা মাতা যেমন ॥
বিশেষ আছয়ে টান আমার উপরে তা'র। পরীক্ষা করিয়া তাহা হ'য়েছে দেখা আমার ॥ ৩
কৃপা করি' বিধি যদি জন্ম দেন পুনর্ব্বার। তবে যেন রাম পুত্র হ'ন সীতা বধূ আর ॥
প্রকৃতই রাম মোর প্রাণ হ'তে প্রিয়তর। তা'র অভিষেকে তোর রোষ এ কেমনতর ॥ ৪

দো—দিব্য ভরতের ঠিক সত্য করি' ছাড়িয়া কপট ছল।
আনন্দের দিনে করিস্ রোদন কারণ আমায় বল্ ॥ ১৫

চৌ—একবার বলিতেই পুরাইলে সব আশে। এখন অপর জিভে বলি কিছু তব পাশে ॥
এ পোড়া কপাল মোর ভাঙ্গিবারই যোগ্য বটে। কহিতে যাইয়া ভাল তোমার দুখই ঘটে ॥ ১
সত্য মিথ্যা মিশা'য়ে যে মন-রাখা কথা কয়। সে কথাই তব পাশে ভাল লাগে অতিশয় ॥
আমিও এবার হ'তে মন-রাখা কথা ক'ব। তা' না হ'লে দিনরাত মুখ বুজে চুপ র'ব ॥ ২
বিধাতা পরের বশ ক'রেছে কুরূপা ক'রে। তা'ই পাই এ জনমে যা এসেছি দান ক'রে ॥
হ'ক না যে হয় রাজা তা'তে হানি কি আমার। দাসী বই রাণী আমি হ'ব না ত' কভু আর ॥ ৩
তোমার অ-ভাল আমি চ'খে না পারি দেখিতে। এ স্বভাব-দোষে মোরে হ'বেই ত' জ্বালা পে'তে ॥
ক'রেছিনু সুরু তাই কথা কিছু তব পাশে। হ'য়ে গেছে বড় ভুল ক্ষম দেবি মোর দোষে ॥ ৪

দো—অল্পবুদ্ধি রাণী সে গূঢ় কপট রোচক বচন শুনে'।
দেব-মায়া বশে অরিরে সুহৃদ্ ভাবিলেন নিজ মনে॥ ১৬

চৌ—আদরেতে বারবার কেকয়ী তা'রে শুধান। হরিণী মোহিত যেন শুনি' ব্যাধিনীর গান॥
ভবিতব্য অনুযায়ী বুদ্ধি তাঁ'র ঘুরে' গেল। হরষে দাসীর প্রাণ মনোরথ সিদ্ধ হ'ল॥ ১
শুধাইছ বটে তুমি ভয়ে মোর যায় প্রাণ। সংসার-ভাঙ্গানী ব'লে হ'য়ে গেল মোর নাম॥
বহুভাবে গ'ড়ে ভেঙ্গে জমাইয়ে বিশ্বাস। অযোধ্যাপুরীর শনি কহিল পরে এ ভাষ॥ ২
তুমি যে কহিলে রাণি সীতা রাম প্রিয় তব। রাম তোমা ভালবাসে সব কথা সম্ভব॥
কিন্তু যাহা আগে ছিল চ'লে তা' গিয়েছে এবে। সময় ফিরিলে মিতা অরি হয় এই ভবে॥ ৩
কমল নিকরে করে পালন যে দিবাকরে। জল বিনা সে-ই পুনঃ দহন তাহারে করে॥
সতীন তোমায় চায় মূল সহ উপাড়িতে। প্রতিকার-বেড়া দিয়ে যত্ন কর বিফলিতে॥ ৪

দো—সোহাগের জোরে মন ডরহীন রাজা নিজ বশ ভাব'।
মনেতে মলিন মুখে মধু রাজা সরল স্বভাব তব॥ ১৭

চৌ—রামের জননী অতি গম্ভীর চতুরা আর। সুযোগ বুঝিয়া কাজ করিলা সে উদ্ধার॥
রাজা যে মামার কাছে পাঠাইল ভরতেরে। রামের মায়ের মতে বু'ঝিবে তা' একেবারে॥১
সে জানে সতীন যত সবে তা'র সেবা করে। শুধু ভরতের মা গর্ব্বিতা পতি-জোরে॥
কৌশল্যার কাঁটা তুমি তবু কিবা তা'র মনে। কপটতা-সুচতুরা কেবা বল তাহা জানে॥ ২
সবিশেষ ভালবাসা রাজার তোমার 'পরে। সতীন-স্বভাব বশে চ'খে না দেখিতে পারে॥
রাজারে বশেতে এনে আপনার জালে ফেলে'। রামের তিলক দেওয়া-দিন ঠিক ক'রে দিলে॥ ৩
কুলের প্রথার মত রামকেই টীকা দিক্। সবারি তা' লাগে ভাল আমারো লাগে তা' ঠিক্॥
ভবিষ্যৎ ভেবে শুধু আমার প্রাণেতে ভয়। এর ঘোর প্রতিফল ওরে যেন পে'তে হয়॥ ৪

দো—ভেঙ্গে' গ'ড়ে কোটি কুটিলতা-কথা দিল সে কপট বোধ।
শত সতীনের গল্প শুনায় যাহাতে বাড়ে বিরোধ॥ ১৮

চৌ—ভবিতব্য-বশে প্রাণে বিশ্বাস উপজিল। শপথ সহিত পুনঃ রাণী তা'রে শুধাইল॥
কুঁজী কয় কি শুধাও এখনো না লয় মনে। নিজ ভাল মন্দ ভাল বুঝেও তা' পশুগণে॥ ১
একপক্ষ হ'য়ে গেল হয় সব আয়োজন। খবর আমার কাছে তোমার হ'ল এখন॥
আমার কি চিরকাল তোমার-ই পরি খাই। নাহিক আমার দোষ সত্য বলিতে তা'ই॥ ২
বানাইয়া যদি বলি মিছে ক'রে নানাখান। তবে যেন সাজা তা'র দেন মোরে ভগবান্॥
যদি কাল একবার অভিষেক হ'য়ে গেল। তোমার দুঃখের বীজ জেন' বিধি বুনে' দিল॥ ৩
আঁক কেটে এ তোমারে বলি জোর-গলা ক'রে। দুধের মাছিটি বাছা হ'লে তুমি একেবারে॥
ছেলের সাথেতে যদি দাসীপণা করা যায়। তবেই বাড়ীতে থাক' নহিলে নাহি উপায়॥ ৪

দো—কদ্রু বিনতারে দিয়েছিল ক্লেশ কৌশল্যা তোমায় দেবে।
ভরতে কারায় খাওয়াবে আরাম লক্ষ্মণ নায়েব হ'বে॥ ১৯

চৌ—এসব কঠোর কথা শুনিয়া কেকয়-সুতা। কহিতে নারেন কিছু ত্রাস ভরে কুণ্ঠিতা॥
শরীরেতে ঘাম ছুটে কাঁপেন কদলী প্রায়। দশনে রসনা চাপি' তখন কুঁজী দাঁড়ায়॥ ১
কত কল্পিত কথা রচনা করি' কহিল। ধৈর্য্য ধরহ বলি' প্রবোধ রাণীরে দিল॥
পালটিল রাণী-ভাগ্য কাপট্য লাগিল ভাল। মরাল বকেরে নিজ দরদী বলি' মানিল॥ ২
রাণী বলে মন্থরা প্রকৃত এ কথা তো'র। নিত্যই নাচে এবে দক্ষিণ আঁখি মোর॥
প্রতিরাতে আজকাল দেখি আমি কুস্বপন। বলিতে একথা তোরে রোজ হই বিস্মরণ॥ ৩
কি করিব সহচরি সাদাসিধা মোর প্রাণ। নাহিক আমার কিছু দক্ষিণ-বাম জ্ঞান॥ ৪

দো—নিজ ইচ্ছায় অদ্যাবধি আমি না দিলাম দুখ কা'রে।
না জানি কি পাপে দুঃসহ দুখে বিধাতা ফেলিল মোরে॥ ২০

চৌ—বরং পিতার ঘরে রহিব জীবন-ভোর। সতীনের দাসীপণা স'বে না জীবনে মোর॥
দৈব-বিড়ম্বনা বশে শত্রু করে চিরকাল। বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মরণ অধিক ভাল॥ ১
এইমত রাণী বহু বাণী ক'ন সকরুণে। স্ত্রীলোক-সুলভ মায়া ছড়ায় কুব্জা শুনে'॥
বলে কি ওসব কথা কেন সারা হও ভেবে'। তোমার সোহাগ-সুখ দিনদিন দু'নো হ'বে॥ ২
যে জন করিল সাধ তব অতি অ-কুশল। পরিণামে সে-ই জন পা'বে তা'র প্রতিফল॥
যে দিন হ'তে মা শুনি কু-ফন্দির কথা এই। তবে হ'তে দিনে ক্ষুধা আর রাতে ঘুম নেই॥৩
শুধা'য়েছি গণকেরে সে ব'লেছে দাঁড়ি কেটে'। ভরত হ'বেই রাজা এ কথা না মিছে মোটে॥
কর যদি তবে এক বলিতে পারি উপায়। তোমার সেবার বশ র'য়েছে ত নররায়॥ ৪

দো—কূয়েতে পড়িতে পতি-পো ছাড়িতে পারি বচনেতে তো'র।
নিজ-হিতে কেন না করিব যবে ক'স দুঃখ দেখে মোর॥ ২১

চৌ—কেকয়ীরে করি কুঁজী বলির পশু-সমান। কপটতা-ছুরি হৃদি-পাথরেতে দেয় শা'ণ॥
আপন নিকট-দুখে দেখে না কেকয়ী তথা। বলি-পশু নব তৃণ দেখে' ভুলে' রয় যথা॥ ১
শুনিতে মন্থরা-বাণী কোমল' কঠোর শেষে। পান-তরে আসে যেন গরল মধুতে মিশে'॥
দাসী কহে ঠাকুরুণ সে কথা কি মনে আছে। ব'লেছিলে একদিন এ কথা আমার কাছে॥ ২
রাজার নিকট হ'তে তুমি দু'টি বর পা'বে। সে দু'টি চাহিয়া আজ নিজ বুক জুড়াইবে॥
তনয়েরে সিংহাসন দাও রামে বনবাস। তা'র পরে কর ভোগ সতীনের উল্লাস॥ ৩
ভূপতি আনিবে মুখে রামের শপথ যবে। তখন যাচিবে বর তবে কথা না টলিবে॥
আজ রাত যদি কাটে অকাজ হ'বে তা' জেন'। মোর কথা প্রাণ হ'তে প্রিয়তর ব'লে মে'নো॥৪

দো—কঠোর আঘাত হানিয়া পাপিনী কহে যাও কোপ-ঘরে।
হুঁশিয়ারে কাজ করিবে আদায় সহজে ছে'ড়োনা তা'রে॥ ১২

কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে গমন

চৌ—কুব্জারে ভাবি' রাণী অতি প্রিয় প্রাণাধার। বুদ্ধি-প্রখরতা তা'র প্রশংসিল বারবার॥
তোর সম ভবে মোর হিতকারী কেহ নয়। যেতেছিনু ভেসে' আমি তুই দিলি আশ্রয়॥ ১
পূরা'ন বিধাতা যদি কাল মনোরথ মম। করিয়া রাখিব তো'রে নয়ন-পুতলী সম॥
বহুবিধ মন্থরারে করিয়া আদর দান। ক্রোধাগারে কৈকেয়ী করিল তবে প্রয়াণ॥ ২
বিপদ হইল বীজ বর্ষা ঋতু দাসী আর। কৈকেয়ী-কূটমতি হ'ল ভূমি বীজাধার॥
কপটতা-বারি পেয়ে' বীজ হ'ল উদ্গত। পাতা তা'র দুই বর ফল শেষে দুঃখ যত॥ ৩
কেকয়ী শুইল গিয়ে করি' ক্রোধ-আয়োজন। নিজ কূট বুদ্ধি-দোষে হারাইল রাজ্যধন॥
উৎসব-কোলাহল তখন জুড়ি' নগর। এই দুষ্ট-চাল রয় সকলের অগোচর॥ ৪

দো—পুর-নরনারী প্রমোদিত সবে সাজে মঙ্গল-সাজে।
কেহ বা ঢুকিছে বাহিরিছে কেহ ভীড় নৃপ-দ্বার মাঝে॥ ২৩

চৌ—রাম-বাল্যসখা গণ প্রাণে অতি সুখ পায়। পাঁচ দশ জন মিলে রামের সকাশে যায়॥
আদর করেন প্রভু বুঝি' প্রেম হৃদয়ের। শুধা'ন কুশল-কথা মৃদুভাষে সকলের। ১
প্রিয়সখা-আজ্ঞা পেয়ে করে গৃহে আগমন। পরস্পর মিলে করে রাম-গুণ কীর্ত্তন॥
রঘুনাথ সম আর সংসারে কোন্ জন। পূর্ণভাবে যেবা সদা শীল স্নেহপরায়ণ॥ ২
করমের বশে হ'বে যে-যে যোনিতে যে'তে। ভগবৎ-করুণায় যেন এ পারি লভিতে॥
ভকত আমরা আর রাম প্রভু সবাকার। চিরকাল থাকে যেন এ বন্ধন অবিকার॥ ৩
নগরে সবার প্রাণ এই সাধে নিমগন। কেকয়ী-অন্তর মাঝে কেবল অতি জ্বলন॥
কুসঙ্গে মজিয়া ভবে কেবা নাশ নাহি হয়। সুবুদ্ধি থাকে না কেহ নীচ-সনে যদি রয়॥ ৪

দশরথ-কৈকেয়ী-সংবাদ

দো—সন্ধ্যায় নৃপ হরষিত প্রাণে যা'ন কৈকেয়ী-গৃহ।
নিঠুরতা পাশে করিছে গমন যেন দেহ ধরি' স্নেহ॥ ২৪

চৌ—ক্রোধাগার নাম শুনি' কুঞ্চিত নৃপবর। ডরে নাহি উঠে পদ হ'তে আর অগ্রসর॥
সুরপতি নির্ভয় যাহার বাহুর বলে। নৃপতি-সমাজ যা'র পানে চেয়ে' সদা চলে॥ ১
বনিতার ক্রোধ শুনি' ভয়ে কাঠ সেইজন। বারেক নেহার' কাম-প্রতাপ কত ভীষণ॥
শূল বজ্র অসিঘাত বক্ষ পাতি' যেবা ধরে। রতিপতি-ফুলশরে সে নিহত একেবারে॥ ২

ভয়ভীত মনে নৃপ যা'ন প্রিয়া-সন্নিধানে। দশা হেরে সমুদিত নিদারুণ দুখ প্রাণে ॥
শায়িতা ধরণী 'পরে পরিধান কু-বসন। বিকীর্ণ কক্ষের তলে নানা অঙ্গ-আভরণ ॥ ৩
কুবেশ ধরিলা যাহা কুটমতি-পরায়ণা। ভবিষ্য-বৈধব্য যেন তাহাতে করে সূচনা ॥
নৃপতি নিকটে গিয়া কহিলেন মৃদুভাষে। প্রাণ-প্রিয়া কিবা হেতু আজিকে এমন রোষে ॥৪

ছ—রাণি কি কারণে ক্রোধ তব প্রাণে পরশিতে স্বামী-করেরে ঠেলে।
এমন চাহনি কুপিতা ফণিনী হেরে যথা ক্রূর নয়ন মেলে' ॥
কামনা দু'জিভ বর দাঁতদু'টি লক্ষ্য করি'ছে মরম-স্থল।
তুলসী এ ভণে ভবিতব্য-গুণে কাম-ক্রীড়া রাজা ভাবে কেবল

সো—বারবার রাজা ক'ন পিক-কণ্ঠি সুধামুখি।
রোষ তব কি কারণ খুলি' মোরে কহ দেখি ॥ ২৫

চৌ—প্রিয়তমে মন্দ তব ক'রেছে কি কোন জন। দুই শির কা'র ল'তে কাহারে চাহে শমন ॥
বল' কোন্ কাঙ্গালেরে করিয়া দিব নরেশ। কিম্বা কোন্ নরপতি চ্যুত হ'বে নিজ দেশ ॥ ১
অমর অরাতি হ'লে তা'রেও মারিতে পারি। কোন্ ছার ক্ষুদ্র কীট মানব অথবা নারী
জান'ত' নিতম্বিনি কি তৃষা হৃদে আমার। এ-মন চকোর তব ও বদন-চন্দ্রমার ॥ ২
প্রিয়ে সুত সম্পদ প্রজা সব পরিজন। বেশী কি তোমার পায়ে রেখেছি মম জীবন ॥
কপটতা ক'রে কহি ধারণা যদি তোমার। রামের শপথ ক'রে কহি তবে শতবার ॥ ৩
হাসিয়া যাচহ বর যেবা তব মন চায়। ও কম-বয়ান পুনঃ সাজাও চারুভূষায় ॥
কালাকাল বিচারিয়া দেখ প্রিয়া একবার। ত্বরা করি' কর এই মন্দ বেশ পরিহার ॥ ৪

দো—শপথ শুনিয়া অবসর বুঝি' উঠি' হাসি' পিশাচিনী।
পরে আভরণ মৃগে হেরে' যেন ফাঁদ পাতে কিরাতিনী ॥ ২৬

চৌ—অনন্তর ক'ন নৃপ তাহারে দয়িতা জানি'। সহ প্রেম-পুলকিত মৃদু মঞ্জুল বাণী ॥
প্রেয়সি হ'য়েছে এবে তব মন যাহা লয়। আনন্দ বাজনা বাজে প্রতি ঘরে পুরীময়। ১
আজ রাতি-প্রাতে কাল হ'বে রাম যুবরাজ। পর' অয়ি সুনয়নে শুভ-উৎসব সাজ ॥
ধ্বক্ ক'রে উঠে তা'র এ শুনে কঠোর মন। পাকা ফোড়া যেন হাতে করে কেহ পরশন ॥ ২
হৃদয়-দাহও হেসে' তেমনি গোপন করে। চোরের রমণী যথা সমাজে কাঁদিতে ডরে ॥
না পা'ন হেরিতে সেই কুটিলতা নৃপমণি। রাণীরে যা' শিখাইল কপটতা-শিরোমণি ॥ ৩
যদিও সম্রাট হ'ন অতি নীতি-বিচক্ষণ। রমণী-চরিত তবু অগাধ সাগর সম ॥
অধিক কপট-প্রেম সে করিয়া প্রদর্শন। ফিরা'য়ে নয়ন মুখে হাসি' কহে এ বচন ॥ ৪

কৈকেয়ী ও মন্থরা

দো—চাও বর চাও বল' প্রাণনাথ না দিলে না পেনু তা'য়।
ব'লেছিলে দিবে দু' বর আমারে পা'ব কি বলা না যায়॥ ২৭

চৌ—হাসিয়া কহেন রাজা বুঝিলাম অভিপ্রায়। মান করা বড় ভাল মানিনি লাগে তোমায়॥
গচ্ছিত রাখি' বর কভু না যাচিলে তুমি। ভ্রান্ত-স্বভাব বশে বিস্মৃত তাহা আমি॥ ১
মিছামিছি কেন মোরে দাও আর অপবাদ। দুই কেন চা'র বর চাহ যদি থাকে সাধ॥
রঘুকুল-রীতি এই চ'লে আসে চিরদিন। যা'ক্ প্রাণ বাক্য যেন থাকে চির-অমলিন॥ ২
অসত্যের সম পাপ-সমষ্টিও কভু নয়। হয় কি পর্ব্বত-সম কোটি কুঁচ যদি হয়॥
সত্য বিরাজ করে সব পুণ্যের তলে। মনুও একথা ক'ন পুরাণে আগমে বলে॥ ৩
রামের শপথ মুখে তদুপরে বাহিরায়। সকল সুকৃতি আর স্নেহ-সীমা রঘুরায়॥
কথাটা করিয়া পাকা কুটিলা হাসিয়া বলে। কুমতি-বাজের যেন চোখ কেহ দেয় খুলে'॥ ৪

দো—নৃপতির মন বন মনোহর আনন্দ-বিহগ রাজে।
কিরাতিনী যেন ছাড়িবারে চায় ভীষণ বচন-বাজে॥ ২৮

চৌ—শুন প্রিয়তম মম প্রাণ চায় যেই বর। এক বরে ভরতেরে স্থাপ' যৌবরাজ্য 'পর॥
দ্বিতীয় যে বর চাই করজোড়ে তব পাশ। পূরাও করুণা করি' সেই মম মন-আশ॥ ১
তাপসের বেশ ধরি' সবেতে হ'য়ে উদাসী। চতুর্দ্দশ বর্ষ রাম র'বে হ'য়ে বনবাসী॥
কোমল কৈকেয়ী-বাণী শুনি' নৃপ-শোক তথা। শশী-কর স্পর্শে পায় ব্যথা চক্রবাক্ যথা॥ ২
মুখে না বাহিরে কথা স্তম্ভিত রাজা হেন। বাজ আসি' তিতিরেরে ঝাপট্ মারিল যেন॥
বর্ণহীন মুখ হ'ল নৃপতির একেবারে। অকস্মাৎ বাজ পড়ে যেন তাল-তরু শিরে॥ ৩
শির কর-লগ্ন রহে দুই আঁখি নিমীলিত। মূর্ত্তিমান্ শোক যেন শোক-ভারে প্রপীড়িত॥
আমার মানস-কল্পবৃক্ষে ধরিল ফুল। করিণী করিল তা'য় ফল-কালে নির্ম্মূল॥ ৪
করিলা কৈকেয়ী হায় উজাড় অযোধ্যাপুরী। বিপত্তির দৃঢ় ভিত্তি-স্থাপনা করিল নারী॥ ৫

দো—কি হ'ল কখন্ মরিলাম্ এবে নারী করি' বিশ্বাস।
যোগ-সিদ্ধি-লাভ কালে করে যেন অবিদ্যায় সব নাশ॥ ২৯

চৌ—বিলাপ করেন রাজা এইমত যে সময়। হেরিয়া কুটিলা-প্রাণে ক্রোধের লহর বয়॥
বলে কেন ভরত কি তোমার তনয় নয়। এনেছ কি দাম দিয়ে আমারে করিয়া ক্রয়॥ ১
আমার কথায় যদি এমন লাগিবে তীর। ভাবিয়া বচন তবে কেন না বলিলে বীর॥
এখন জবাব দাও দিবে কিনা দিবে বর। সত্যবাদী রাজা তুমি রঘুকুল-ধুরন্ধর॥ ২
করিলে ত' অঙ্গীকার ভাল তবে না-ই দাও। সত্য হ'তে চ্যুত হ'য়ে ভবে অপযশ বও॥
আস্ফালন ক'রে যবে কহ দিবে বরদান। মনেতে কি ভেবেছিলে চে'য়ে নেব জলপান॥ ৩

দধীচি* বলি† কি শিবি‡ উচ্চারিলা যে বচন। ত্যজিলা শরীর তবু রাখিলা আপন পণ॥
কৈকেয়ীর এই সব কটুবাণী অতিশয়। ক্ষারের প্রলেপ যেন দেয় সারা দেহময়॥ ৩

---

* একবার দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হওয়ায় গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতির অপমান করেন। ইহাতে বৃহস্পতি অসন্তুষ্ট হইয়া অন্যত্র গমন করেন; ফলে দৈত্যগণ স্বর্গে অভিযান করে। ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে তিনি ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে পুরোহিতের পদে বরণ করিতে পরামর্শ দেন। তাহাতে বিশ্বরূপের প্রাপ্ত নারায়ণ-কবচের প্রভাবে দৈত্যরণে ইন্দ্রের জয় হয়। এই দৈত্য-জয় উপলক্ষ করিয়া, বিশ্বরূপের পৌরোহিত্যে ইন্দ্র এক যজ্ঞ করেন। কিন্তু এই যজ্ঞে বিশ্বরূপ গোপনে দৈত্যদিগকেও যজ্ঞ-ভাগ দেন। ইহা অবগত হইয়া ইন্দ্র বিশ্বরূপের শিরশ্ছেদন করেন। ইহাতে ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। ইহাতে বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টার নিদারুণ ক্রোধের উদ্রেক হয়, এবং তিনি এক যজ্ঞ করিয়া বৃত্রাসুরকে সৃজন করেন। ত্বষ্টার আদেশে বৃত্রাসুর স্বর্গ আক্রমণ করিল। ইন্দ্র আবার ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলিলেন, "বৃত্রাসুরের মৃত্যু একমাত্র মুনি দধীচির অস্থি হইতে নির্ম্মিত বজ্রের দ্বারাই হইবে।" ইন্দ্র মুনিবরের নিকট গিয়া সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন। পরহিত-ব্রত মুনি জগতের কল্যাণে, ভগবানের প্রসন্নতার জন্য আপন জীবন সমর্পণ করিতে স্বীকার করিলেন। তাঁহার অস্থি হইতে নির্ম্মিত বজ্রে বৃত্রাসুরের বিনাশ হইল ও স্বর্গরাজ্যে পুনরায় দেবরাজ ইন্দ্রের অধিকার ফিরিয়া আসিল। মহাপ্রাণ দধীচি জগতের হিতে নিজ জীবন উৎসর্গ করিলেন।

† প্রহ্লাদের পৌত্র ও বিরোচনের পুত্র বলি অতি ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি নিজের সর্ব্বস্ব দান করেন। ইহা হইতে "বলিদান" কথার উৎপত্তি। বলিদান অর্থে সর্ব্বস্ব দান। ধর্ম্মের প্রভাবে বলিকে কেহ পরাজিত করিতে পারিতেন না। বলির প্রতাপে দেবতাগণও পরাজিত হইয়াছিলেন। ইহাতে দেব-মাতা অদিতির প্রাণে আঘাত লাগে। তিনি তাঁহার স্বামী মহর্ষি কশ্যপের অনুমতি-ক্রমে এক যজ্ঞ করেন; তাহার ফলে ভগবান্ বিষ্ণু বামন-অবতার গ্রহণ করিয়া তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। এই বামনরূপী ভগবান্ ব্রহ্মচারীর বেশে বলিরাজার যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া মাত্র ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি তাঁহাকে আরও অধিক ভূমি প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বামন মাত্র ঐ ত্রিপাদ ভূমির জন্যই আগ্রহ প্রকাশ করেন। বলির গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও বলি বামনকে ত্রিপাদ-ভূমি দিতে অঙ্গীকার করেন। তখন দেখিতে দেখিতে ভগবানের এক পদে পৃথিবীলোক ও অন্য পদে স্বর্গলোক ছাইয়া গেল। ইহা দেখিয়া বলি ভগবানের লীলা বুঝিতে পারিলেন। ভগবান্ তৃতীয় পদ রাখিবার ভূমির জন্য বলিকে তাগিদ দিতে লাগিলেন। তখন বলি তাঁহার অনন্ত ক্ষমতা চক্ষুগোচর করিবার নিমিত্ত অগ্রে তাঁহাকে তৃতীয় পদ বাহির করিতে বলিলেন। বলিবামাত্র ভগবানের নাভিদেশ হইতে অন্য এক পদ বহির্গত হইল; এবং বলি তৎক্ষণাৎ সেই পদের তলে আপনার মস্তক পাতিয়া দিলেন। তখন ভগবান্ স্বর্গরাজ্য দেবরাজ ইন্দ্রকে অর্পণ করিয়া, বলির জন্য সুতল নামে অন্য এক লোক রচনা করিলেন, এবং তাঁহাকে ইন্দ্র অপেক্ষাও অধিকতর সুখে রাখিবার উদ্দেশ্যে তথায় প্রেরণ করিলেন এবং নিজে তাঁহার দ্বারপাল হইয়া থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

‡ উশীনরের পুত্র, কাশীর রাজা শিবি অতি ধার্ম্মিক ও দাতা ছিলেন। একবার তিনি শত-যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করেন। শত যজ্ঞ পূর্ণ হইতে অবকাশ পাইলে ইন্দ্রত্ব যাইবার ভয়ে দেবরাজ তাহাতে বাধা দিতে মনস্থ করিলেন। তিনি অগ্নিদেবকে পারাবতের রূপ ধারণ করাইয়া নিজে বাজ-পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া, পারাবতকে আক্রমণ করিবার ভাণ করিয়া ধাবিত হইলেন। পারাবত গিয়া মহারাজ শিবির অঙ্কে পতিত হইল। বাজরূপী ইন্দ্র বলিলেন, "মহারাজ! এই পারাবত আমার আহার; ইহাকে আমায় প্রদান করুন" শিবি উত্তর করিলেন, "শরণাগতকে পরিত্যাগ করা, ব্রহ্ম-হত্যা ও গো-হত্যা অপেক্ষাও গর্হিত। শরণাগতকে রক্ষা করাই ধর্ম্ম। ইহার পরিবর্ত্তে তুমি যাহা চাহ লইতে পার"। অবশেষে পারাবতের পরিবর্ত্তে রাজা নিজ শরীর হইতে সম-পরিমাণ মাংস কাটিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। পারাবতকে তুলাদণ্ডের এক দিকে রাখিয়া, শিবি আপনার দেহ হইতে মাংস কাটিয়া উহার অপর দিকে রাখিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই পারাবতের ওজনের সমান আর হয় না। তখন তিনি নিজে তাহাতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম-নিষ্ঠা দেখিয়া চারিদিকে জয় জয় রব উঠিল ও ভগবান্ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে আপনার পরমধাম প্রদান করিলেন।

দো—ধর্ম্ম-প্রতিপাল ধৈর্য্য ধরিয়া খুলিলেন দু'নয়ন।
বড়ই মেরেছে দীর্ঘ শ্বাস ল'য়ে শিরে কর হানি' ক'ন ॥ ৩০

চৌ—দীপ্ত ক্রোধবহ্নি সম দেখা যায় কেকয়ীরে। কে যেন রোষের অসি পিধান-মোচন করে ॥
কুমতি তাহার মুষ্টি নিঠুরতা ধার খর। সে ধার কুব্জার শাণে হইয়াছে খরতর ॥ ১
দেখিলেন রাজা অসি করাল কঠোর অতি। সত্য কি প্রাণ মম গ্রহণ করিতে মতি ॥
কঠিন আপন হৃদি করিয়া নৃপতি ক'ন। যাহে তা'র প্রিয় লাগে এমন মৃদু বচন ॥ ২
প্রেম ও প্রতীতি প্রিয়ে কেমনে পায়ে দলিয়া। এমন কুকথা তব বাহিরিল মুখ দিয়া ॥
শ্রীরাম ভরত দু'য়ে আমার নয়ন-দ্বয়। মহাদেবে সাক্ষী করি' কহি আমি অসংশয় ॥ ৩
অবশ্য প্রভাতে দূত করিব আমি প্রেরণ। শুনিয়া ত্বরিতে ফিরে' আসিবে ভ্রাতা দু'জন ॥
সুদিন নির্ণয় আর করি' আয়োজন সব। ভরতে তিলক দিব করি' বাদ্য-মহোৎসব ॥ ৪

দো—রাজ্যলোভ রামে নাহি এক তিল ভরতে বড়ই প্রীতি।
বড়-ছোট শুধু করিয়া বিচার পেলেছিনু রাজ-নীতি ॥ ৩১

চৌ—রামের শপথ শত করি' অকপটে বলি। কখনো কৌশল্যা কিছু না করিল বলা-বলি ॥
আমিই ক'রেছি তোমা না করিয়া জিজ্ঞাসা। সে কারণে নিষ্ফল হয় মম মন-আশা ॥ ১
ক্রোধ পরিহর' এবে পর' মঙ্গল সাজ। কিছু দিন গেলে হ'বে ভরতই যুবরাজ ॥
একটা কথায় মম দুঃখিত অতি চিত। চাহিলে দ্বিতীয় বর অতিশয় অনুচিত ॥ ২
এখনো দহনে তা'র জ্বলিছে মম হৃদয়। ক্রোধে পরিহাস না এ-ই তব মনে লয় ॥
রোষ ছাড়ি' কহ খুলি কি দোষ করিলা রাম। সকলেই বলে রাম সকল গুণের ধাম ॥ ৩
তুমিও প্রশংসা কর স্নেহ কর অতিশয়। এখন এ কথা শুনি' উপজিল সংশয় ॥
যাহার স্বভাবগুণে শত্রুও অনুকূল। কেমনে ব্যাভার তা'র হ'বে মাতা-প্রতিকূল ॥ ৪

দো—হাসি ক্রোধ ছাড় চাও প্রিয়তমে বিচার করিয়া বর।
যাহে ভরতের দেখি অভিষেক এবে তাই তুমি কর' ॥ ৩২

চৌ—যদিও বা মীন বাঁচে কখনো বারি বিহনে। মণির বিহনে ফণী যদি ক্লেশে বাঁচে প্রাণে ॥
অকপটে বলি আমি না করি কিছু গোপন। তথাপি বিহনে রাম র'বে না মম জীবন ॥ ১
জ্ঞানবতী প্রিয়তমে দেখহ করি' বিচার। রামেরে দেখার 'পরে জীবন রহে আমার ॥
এ কোমল বাণী শুনি' জ্বলে রাণী কুটমতি। অনল মাঝারে যেন দিল কেহ ঘৃতাহুতি ॥ ২
কহিল উপায় কোটি কর তুমি মহারাজ। এখানে তোমার চাল সকলি হ'বে বে-কাজ ॥
হয় বর দাও নহে অপযশ ধর' শিরে। আমার সহে না বেশী ঝঞ্ঝাট বারেবারে ॥ ৩
সাধু রাম আর তুমি অতি সাধু সদাশয়। রামের জননী সাধু সব পাই পরিচয় ॥
আমার ভালর তরে সে যেমন মুখ চায়। করিব তেমনি ভাল প্রাণে যাহা গেঁথে রয় ॥ ৪

দো—মুনি-বেশ ধরি' কাল প্রাতে রাম না যদি বনেতে যায়।
আমার মরণ তোমার কুযশ জেনে' রেখ' নিশ্চয় ॥ ৩৩

চৌ—বলিয়া কুটিলা রাণী সোজা উঠে দাঁড়াইয়া। যেন রোষ-শৈবলিনী সহসা উঠে ফুলিয়া ॥
কলুষ-পাহাড় হ'তে এ নদী প্রকাশ পায়। ক্রোধ-জলে ভরা দেহ চাহিয়া দেখা না যায় ॥১
দু'-বর দু'কূল তা'র দৃঢ়তা তাহার ধারা। দহ তা'হে কুব্জার কুমন্ত্রণা দুঃখ ভরা ॥
নৃপ-রূপী তরুবরে মূলসহ উপাড়িয়া। বিপদ-সাগর পানে ধায় যেন ভাসাইয়া ॥ ২
রাজা বুঝিলেন মনে পরিহাস ইহা নয়। বনিতার ছল ক'রে মরণ নিজে উদয় ॥
ধরেন চরণ ধ'রে বসা'য়ে মিনতি তা'য়। দিনকর-কুলে যেন হ'য়ো না কুঠার-প্রায় ॥ ৩
মাথা নিতে যদি সাধ দিব তাহা এইক্ষণে। রামের বিহনে মোরে দহিয়া মেরো' না প্রাণে ॥
যেমন তেমন ক'রে রাখহ রামেরে মোর। নহিলে জনম ভ'রে দহিবে হৃদয় তো'র ॥ ৪

দো—অসাধ্য নিরখি' ব্যাধি নরনাথ পরম আর্ত্তি ভরে।
রাম রঘুনাথ করি' মাথা খুঁড়ি' পড়েন ধরণী 'পরে ॥ ৩৪

চৌ—বিকল ধরণীপতি শ্লথ হ'ল অঙ্গ যত। করিণী মন্দারতরু করে যেন উৎপাটিত ॥
শুষ্ক হইল কণ্ঠ মুখে না কিছু বচন। ছট্‌ফট্ করে মীন বিহনে বারি যেমন ॥ ১
তদুপরে কটুভাষা কঠোর কেকয়ী বলে। ক্ষতের উপরে যেন ঢালে কেহ হলাহলে ॥
বলে, যদি শেষ কালে এই তব মনে ছিল। তা হ'লে কিসের বলে চাও চাও বলা হ'ল ॥ ২
একসাথে দুই কাজ হয় কিহে কোন কালে। হাস্য-পরিহাস সনে রেগে ফুলাইবে গালে ॥
দাতা ব'লে নেবে নাম চাই করা কৃপণতা। বীরত্ব করিতে গেলে নিরাপদ-আশা কোথা ॥৩
হয় নিজ পণ ছাড়' নয় ছাড়' ক্রন্দন। অনাথা অবলা-মত উতল কেন রোদন ॥
শরীর বনিতা সুত আলয় ঐশ্বর্য্য ধরা। সত্যপরায়ণ-পাশে তৃণসম তুচ্ছ তা'রা ॥ ৪

দো—মর্ম্মভেদী বাণী শুনি' রাজা ক'ন নাই কিছু দোষ তো'র।
পিশাচে এখন পেয়ে' তো'রে দিয়ে বলাইছে কাল মোর ॥ ৩৫

চৌ—ভরত কখনো ভুলে' চায় না ক' সিংহাসন। দৈবে কূট বুদ্ধি তো'র হৃদয়ে পাতে আসন ॥
এ সকলি অশংসয় মম পাপ-পরিণাম। দুঃসময় সমাগতে বিধাতাও হ'ন বাম ॥ ১
আবার অযোধ্যাপুরী হ'বে অতি শোভাময়। গুণধাম রাম-যশে হইবে মহিমাময় ॥
তিন্ ভাই শ্রীরামের করিবে পদ-সেবন। রামের মহিমা-ব্যাপ্ত হ'বে পুনঃ ত্রিভুবন ॥ ২
শুধু তো'র অপযশ মোর ঐ অনুশোচনা। মরণেও না মিটিবে কভু দূর হইবে না ॥
এবে যাহা ভাল লাগে কর্ তাহা আচরণ। আঁখির আড়ালে ব'স্ মুখ করি' আবরণ ॥ ৩
জোড়-করে বলি তো'রে যতক্ষণ রহে প্রাণ। অন্য কথা তো'র যেন আর নাহি শুনে কাণ ॥
করিতেই অনুতাপ হ'বে শেষে হতভাগি। মারিয়া ফেলিলি তুই গাভীরে তাঁতের লাগি' ॥৪

দো—পাড়লা ভূপাল বলি' কোটিবার কেন সর্ব্বনাশ হেন।
বাক্-হীন মুখ শঠতা-নিপুণা শ্মশান জাগায় যেন ॥ ৩৬

চৌ—রাম রাম শুধু মুখে ব্যাকুলিত মহীপতি। পক্ষ-বিহনে যেন বিহগ বে-হাল অতি ॥
হৃদয়ে প্রার্থনা তাঁর যেন নিশা না পোহায়। এই মর্ম্মভেদী বাণী রাম-কাণে নাহি যায় ॥ ১
উদয় হ'য়ো না রঘুকুল-গুরু ভগবান্। অযোধ্যার দশা হেরি' পীড়া পা'বে তব প্রাণ ॥
নৃপতির প্রীতি আর কেকয়ীর কঠিনতা। এ দুইয়েই সীমা করি' গড়িল যেন বিধাতা ॥ ২
বিলাপে বিলাপে নিশি ক্রমে ভোর হ'য়ে এল। বীণা বেণু সুললিতে তোরণে বেজে উঠিল ॥
ভাট গায় কীর্ত্তিগাথা গায়কেরা গায় গান। শুনি' দশরথ-প্রাণে বিঁধে যেন খরবাণ ॥ ৩
নৃপতির কাছে লাগে মঙ্গলাচার যত। সহগামিনীর চ'খে আভরণ যেই মত ॥
শ্রীরাম-দর্শন-লাভ উৎসাহে কোন' জন। শয়ন সে রজনীতে না করিল পরশন ॥ ৪

দো—রাজদ্বারে ভিড় সচিব সেবক কহে সূর্য্যোদয় দেখি'।
এখনো অবধি' অযোধ্যার পতি না জাগিলা আজ একি ॥ ৩৭

চৌ—জাগেন প্রভাতে অতি প্রতিদিন নৃপবর। আজ এত দেরী লাগে অতীব বিস্ময়কর ॥
যাও যাও মহামন্ত্রি রাজারে জাগাও গি'। করি আমা সবে কাজ রাজার আদেশ পেয়ে ॥১
সচিব সুমন্ত্র তবে যা'ন রাজ-অন্তঃপুরে। ভয়ানক লাগে পুরী পরাণ শিহরে ডরে ॥
গিলিতে আসি'ছে যেন নয়নে না দেখা যায়। বিষাদ বিপদ যেন আবাস বাঁধে তথায় ॥ ২
শুধা'লেও কেহ নাহি করে কোন উত্তর। তথা যা'ন র'ন যথা কেকয়ী ও নৃপবর ॥
জয়জীব বলি' নমি' করিলা উপবেশন। শুকা'য়ে গেলেন করি' নৃপদশা দরশন ॥ ৩
বিকল ভাবনা-ভরে বিবর্ণ ভূমিতে প'ড়ে। বৃন্ত-খসা পদ্ম যেন লুটায় ধরণী 'পরে ॥
সভীত সচিব মুখে কোন কথা উপজে না। কৈকেয়ী কহে তবে অশুভা শুভ-বিহীনা ॥ ৪

দো—রাজার নয়নে ঘুম নাই রাতে কারণ জানেন বিভু।
রাম রাম করি' করিলেন ভোর মর্ম্ম না ক'ন তবু ॥ ৩৮

শ্রীরাম-কৈকেয়ীসংবাদ

চৌ—রামেরে রাজার পাশে কর ত্বরা আনয়ন। শুধাইও ফিরে এসে যত কিছু বিবরণ ॥
সুমন্ত্র গেলেন চলি' রাজার বাসনা জানি'। বুঝিলেন চাল কিছু চেলেছে কুটিলা রাণী ॥ ১
বিকল ভাবনা-ভারে পথে না চরণ চলে। ভাবেন কি কথা রাজা ক'বেন শ্রীরাম এলে ॥
কোন মতে স্থির হ'য়ে ফিরিয়া আসেন দ্বারে। শুধায় সকলে মর্ম্ম-আহত দেখিয়া তাঁ'রে ॥ ২
সকলেরে কোন মতে দিয়া কিছু উত্তর। গেলেন যথায় ভানুকুল-টীকা রঘুবর ॥
করিতে হেরিয়া রাম আগমন সচিবেরে। পিতার সমান গণি' আদর দিলেন তাঁ'রে ॥ ৩

চাহিয়া শ্রীরাম পানে কহি' নৃপ-আবাহন। লইয়া গেলেন সাথে রাঘবকুল কেতন ॥
রামের সচিব সনে যাওয়া-ভঙ্গি ভাল নয়। নিরখিয়া জনগণ ম্লান মুখে সবে রয় ॥ ৪

দো—যাইয়া দেখেন শ্রীরাম রাজার অতি বিসদৃশ সাজ।
সিংহীরে হেরি' ত্রাসে প'ড়ে আছে যেন বৃদ্ধ গজরাজ ॥ ৩৯

চৌ—শুকা'য়েছে ওষ্ঠাধর জ্বলিতেছে সারা অঙ্গ। অতি দীন মণিহারা হইয়া যেন ভুজঙ্গ ॥
নিকটেতে ক্রোধ ভরা রাণী করি' বিলোকন। মনে হয় মৃত্যু যেন গণনা করি'ছে ক্ষণ ॥ ১
কোমল স্বভাববান্ শ্রীরাম করুণাময়। প্রথম দেখেন দুখ না জানেন কিসে হয় ॥
বিচার করিয়া কাল ধৈর্য্য হৃদয়ে ধরি'। শুধা'ন কেকয়ী মায়ে বচনেতে মধু ভরি' ॥ ২
পিতাজীর দুখ কিবা কহ মা মোরে কারণ। করি তাহা যাহে দুখ হয় আশু নিবারণ ॥
রাণী বলে শুন রাম সকল হেতু ইহার। তোমার উপরে স্নেহ অধিক অতি রাজার ॥ ৩
বলিয়াছিলেন মোরে দিবেন দুইটী বর। চাহিলাম তা'ই যাহে তুষ্ট মম অন্তর ॥
সে শুনি' রাজার প্রাণে চিন্তা হ'ল উদয়। তোমায় সঙ্কোচ তাঁ'র অপগত নাহি হয় ॥ ৪

দো—হেথা সুত-প্রীতি ওদিকে বচন ঠেকেন দায়ে নরেশ।
পার' ত' আশীষ ধরি' নিজ শিরে কর দূর ঘোর ক্লেশ ॥ ৪০

চৌ—অবহেলে কটুবাণী কহি'ছে রাণী এমন। কুটিলতা নিজে তা'হে পরাণে লভে বেদন ॥
জিভ যেন শরাসন বাক্য শর অগণিত। নৃপতিই যেন লক্ষ্য তা'র মহা মনোমত ॥ ১
কঠোরতা নিজে যেন ধরি' বীর-কলেবর। বিশিখ-চালন-বিদ্যা অর্জ্জনে তৎপর ॥
রামেরে সকল কথা এমন সহজে কয়। নিঠুরতা দেহ ধরি' যেন বা বসিয়া রয় ॥ ২
সহজ-আনন্দধাম ভানুকুল-দিবাকর। গোপন হাসিতে ভরি' আপনার অন্তর ॥
সর্ব্বদোষ পরিশূন্য বলেন হেন বচন। মৃদু মঞ্জুল যাহা যেন বাক্-বিভূষণ ॥ ৩
অবধান কর মাতা সেই সুত ভাগ্যবান্। পিতামাতা আজ্ঞা যেবা শিরোপরে দেয় স্থান ॥
তাঁহাদের পরিতুষ্ট যেবা করে সব ভাবে। দুর্ল্লভ মাতা হেন তনয় সকল ভবে ॥ ৪

দো—সব রূপে হিত বনেতে আমার মুনিগণে পা'ব তথা।
তাহাতে আবার পিতার আদেশ তব সম্মতি মাতা ॥ ৪১

চৌ—ভরত পাইবে রাজ প্রাণ-প্রিয় যেইজন। বিধাতা সকল ভাবে আজ অনুকূল হ'ন ॥
বনে যদি নাহি যাই সাধিতে এমন কাজে। প্রথম হইবে নাম আমার মূঢ়ের মাঝে ॥ ১
মন্দার ছাড়ি' যেবা এরণ্ডের সেবা করে। সুধা করি' পরিহার বিষের কামনা করে ॥
বিচার করিয়া মাতা দেখ আপনার মনে। নাহি ভুলে এ সুযোগ কখনো তেমনও জনে ॥ ২
কেবল বিশেষ দুখে হয় মোর প্রাণ দুখী। সে কেবল মহারাজে এতই বিকল দেখি' ॥
এত ক্ষুদ্র কথা 'পরে এত দুখ জনকের। এই শুধু প্রত্যয় নাহি আনে এ মনের ॥ ৩

মহারাজ-ধৈর্য্যগুণ সাগর সম অগাধ। নিশ্চয় মোর হ'ল কোন বড় অপরাধ ॥
সে কারণে নিজ মুখে তিনি কিছু নাহি ক'ন। আমার শপথ মাতা সত্য কর বরণন ॥ ৪

দো—বক্র ভাবিলা কুটিলা রামের সহজ বাণী সরল।
বক্রগতিতে চলে জলৌকা যদিও সমান জল ॥ ৪২

চৌ—হৃষ্ট রাণী হ'ল মনে শ্রীরামের বাক্য শুনি'। কপট দেখা'য়ে স্নেহ কহিলা তখন বাণী ॥
শপথ তোমার রাম আর মম ভরতের। যদি আর কিছু জানি কি কারণ এ দুখের ॥ ১
তুমি বৎস অপরাধ-যোগ্য নহ কদাচন। মাতা পিতা ভ্রাতাগণে সুখ দাও অনুখণ ॥
যা কিছু কহিছ রাম সে সকলি সত্য অতি। পিতামাতা-বাণী সদা পালনে তোমার রতি ॥ ২
পিতারে বুঝা'য়ে বল মিনতি করি তোমারে। এ বৃদ্ধ-দশায় যাহে কুযশ না লাগে তাঁ'রে ॥
যে পুণ্যে তোমার মত মিলিয়াছে সুসন্তান। উচিত নহেক করা সে পুণ্যের অসম্মান ॥ ৩
কেকয়ী-কুমুখ হ'তে সুকথা তেমনি লাগে। গয়া আদি তীর্থ যথা মগধ-প্রদেশ ভাগে ॥
মাতৃবাণী রাম প্রাণে লাগে তথা মনোময়। সলিল গঙ্গায় পড়ি' যেমন পাবন হয় ॥ ৪

শ্রীরাম-দশরথ সংবাদ

দো—মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল রাম-রাম বলি' নৃপতি ফিরেন পাশ।
রাম-আগমন কহেন সচিব বিনয়-পূরিত ভাষ ॥ ৪৩

চৌ—নৃপতি শুনিলা যবে বার্ত্তা রাম-আগমন। ধৈর্য্য ধরিয়া আঁখি করিলেন উন্মীলন ॥
অতীব যতনে নৃপে বসা'লেন উঠাইয়া ॥ দেখিলেন রাম তাঁ'র চরণে পড়েন গিয়া ॥ ১
স্নেহেতে বিকল হ'য়ে লন জড়াইয়া বুকে। হারামণি যেন ফণী ফিরে' পায় মন-সুখে ॥
শ্রীরামের পানে চেয়ে রহিলেন নররায়। আঁখি হ'তে অশ্রুধার-প্রবাহ বহিয়া যায় ॥ ২
ব্যাকুল শোকেতে মুখে কোন কথা নাহি আর। কেবলি ধরেন বুকে জড়াইয়া বার বার ॥
জানান মিনতি এই বিধাতা চরণ 'পর। কানন-মাঝারে যেন নাহি যা'ন রঘুবর ॥ ৩
মহেশে স্মরিয়া মনে কাতর পরাণে ক'ন। শুন মোর এ মিনতি ওহে প্রভু পঞ্চানন ॥
আশুতোষ তুমি নাথ চাহিতেই দাও দান। দীন ভক্ত জানি' দেব বিপদে করহ ত্রাণ ॥ ৪

দো—সবাকার হৃদে তুমিই প্রেরক রামের এ মতি দেহ।
শীল স্নেহ ত্যজি' যেন বাক্য মোর ঠেলিয়া থাকে সে গেহ ॥ ৪৪

চৌ—হ'ক অপযশ ভবে সুযশ হউক নাশ। নরকেই পড়ি আমি কিম্বা হ'ক স্বর্গবাস ॥
যতেক দু-সহ দুখ সব হ'বে প্রাণারাম। নয়ন-আড়াল যেন কখনো না হন রাম ॥ ১
এ কথা ভাবেন মনে মুখে কিছু নাহি ক'ন। অশথ পাতার মত কম্পিত তাঁ'র প্রাণ ॥
স্নেহেতে বিবশ বুঝি' রঘুনাথ জনকেরে। করি' অনুমান পুনঃ কি ক'বেন মাতা পরে ॥ ২

স্থান কাল অবসর করিয়া অনুসরণ। বিচার করিয়া অতি বিনীত বচন ক'ন ॥
পিতঃ কিছু বলি তোমা জানি মম ধৃষ্টতা। কৃপা করি' কর ক্ষমা অনুচিত চপলতা ॥ ৩
এই পরিতাপ পিতা সহ' অতি তুচ্ছ-তরে। আগে হ'তে এ বারতা কেহ না জানা'ল মোরে ॥
আপনার দশা হেরি' জননীরে শুধা'লাম ॥ সব বিবরণ শুনি' অতি প্রীতি লভিলাম ॥ ৪

দো—এ শুভ সময়ে স্নেহ-বশে শোক কর পিতা পরিহার।
হরষিত মনে করহ আদেশ পুলকে ক'ন কুমার ॥ ৪৫

চৌ—ধন্য জনম লাভ করে সে জগতী-তলে। যা'র আচরণ শুনি' সুখে পিতৃ মন গলে ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ করতলগত তা'র। জনক জননী-পাশে প্রাণ-সম যে কুমার ॥ ১
পালিয়া তোমার আজ্ঞা সফল করি' জনম। ত্বরায় আসিব ফিরে' আদেশ দেহ এখন ॥
বিদায় লইয়া আসি জননী-নিকট হ'তে। ফিরে' এসে' পদে নমি' তখন যাব' বনেতে ॥ ২
এত বলি' তথা হ'তে চলে যান রঘুবর। শোকেতে আকুল হ'য়ে না দেন নৃপ উত্তর ॥
অপ্রিয় কথা এই ছড়া'ল নগরময়। বৃশ্চিক-বিষ যেন শরীরে ছড়া'য়ে যায় ॥ ৩
বারতা শুনিয়া সব আকুলিত নরনারী। বিটপী ব্রততী যেন ঘোর দাবানল হেরি' ॥
যে যেখানে ইহা শুনে শিরে করাঘাত করে। বড়ই বিষাদ জাগে ধৈর্য্য ধরিতে নারে ॥ ৪

দো—শুকায় বদন আসার নয়নে শোক না হৃদয়ে ধরে।
ডঙ্কা বাজা'য়ে শোক-সেনা যেন নামিল কোশল পুরে ॥ ৪৬

চৌ—সর্ব্বসিদ্ধি হওয়া-পথে বাদ সাধে বিধাতায়। যেখানে সেখানে সবে কেকয়ীরে গালি দেয় ॥
এ পাপীয়সীর মনে এ কি কুট বুদ্ধি এল'। ছাওয়া ঘর-'পরে সে যে অনল রাখিয়া দিল ॥ ১
উপাড়িয়া আঁখি নিজে পরে চাহে দেখিবারে। গরল চাখিতে সাধ ফেলে দিয়ে অমিয়েরে ॥
কুটিলা কঠোর অতি কুমতি হতভাগিনী। রঘুকুল-বেণুবনে যেন বহ্নি-রূপা শনি ॥ ২
পাতার উপরে বসি' বিটপে করে ছেদন। সুখের মাঝারে শোক সাজা'য়ে করে রক্ষণ ॥
চিরকাল রাম এর ছিলেন প্রাণের সম। কিবা সে কারণ যাহে কুটিলতা এল' হেন ॥ ৩
সত্যই বলে কবি নারীর চরিত-নিধি। অগাধ অবোধ্য আর ভেদ ভরা সববিধি ॥
যদিবা আপন ছায়া কভু হাতে ধরা যায়। তথাপি রমণী-গতি জানা নাহি যায় হায় ॥ ৪

দো—অনলে না জ্বলে কি আছে এমন সাগরে ডুবে' না যায়।
প্রবলা অবলা কি করিতে নারে কা'রে কাল নাহি খায় ॥ ৪৭

চৌ—কি শুনা'য়ে বিধি শেষে কি কথা শুনা'য়ে দিল। কি দেখা'য়ে কিবা এবে দেখা'তে সে ইচ্ছিল ॥
একজন বলে রাজা করে বড় অন্যায়। কূটমতি কেকয়ীরে না ভাবিয়া বর দেয় ॥ ১
হঠতার বশে হ'ল সকল দুখ-ভাজন। অবলা-বিবশ হ'য়ে গেল গুণ জ্ঞান যেন ॥
ধরম-মর্য্যাদাবিদ্ অন্য যেবা বিজ্ঞজন। তিনি এতে নৃপ-দোষ নাহি দেন কদাচন ॥ ২

হরিশ্চন্দ্র-উপাখ্যান* শিবি† দধীচির‡ কথা। একে অন্যজনে ক'ন বাখানিয়া সেই গাথা ॥
কেহ বলে ভরতের এ কুচক্রে আছে সায়। কেহ বা এ কথা শুনে' রহে উদাসীন-প্রায় ॥ ৩
কেহ কাণে দিয়া হাত দাঁত দিয়া জিভ কাটি'। বলে এটা একেবারে মিথ্যা-রটনা খাঁটি ॥
তোমার সুকৃতি সব যা'বে এতে বুঝে নিও। ভরতের কাছে রাম প্রাণের সমান প্রিয় ॥ ৪

দো—ছড়া'ক্ চাঁদিনী অনল-কণিকা হো'ক সুধা বিষ-তুল।
স্বপনে ভরত না করিবে তবু কিছু রাম-প্রতিকূল ॥ ৪৮

চৌ—কেহ বা সকল দোষ দেয় বিধাতার 'পরে। সুধা দেখাইয়া যেবা গরল প্রদান করে ॥
উদ্বেগে ভরে পুরী সবে শোকে অভিভূত। দুঃ-সহ দহন হৃদে উৎসাহ অপগত ॥ ১
ব্রাহ্মণী কুলমান্য যত বয়োবৃদ্ধাগণ। আর যাঁ'রা কেকয়ীর অতীব প্রীতিভাজন ॥
বাখানিয়া সুস্বভাব দেন সবে উপদেশ। উপদেশ শর সম হৃদয়ে করে প্রবেশ ॥ ২
ভরত-ও রাম সম আদরের তব নয়। বলিতে সদা এ কথা বিদিত জগতময় ॥
এসেছ রামের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ ক'রে। কোন্ অপরাধে আজ পাঠাও বনেতে তা'রে ॥৩
কখনো করোনি তুমি সতীনের বিদ্বেষ। তা'র সনে তব প্রীতি জানে তাহা সব দেশ ॥
কৌশল্যা অহিত তব তবে এবেঁ কি সাধিল। সকল পুরীতে যাহে এই বজ্রপাত হ'ল ॥ ৪

দো—সীতা কি ছাড়িবে দয়িতের সাথ লক্ষ্মণ র'বে ঘর।
রাজ্য ভরত ল'বে রাম-বিনা বাঁচিবেন নৃপবর ॥ ৪৯

---

* **হরিশ্চন্দ্র :**—অযোধ্যাপতি হরিশ্চন্দ্র অতি সত্যনিষ্ঠ ও দাতা ছিলেন। তাঁহার দান ও সত্যনিষ্ঠার মহিমা চারিদিকে কীর্ত্তিত ছিল। একদিন দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় স্বয়ং বশিষ্ঠদেব বলিলেন, হরিশ্চন্দ্রের মত দানবীর কখনও হয় নাই, কিম্বা হইবেও না। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রেরণায় মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মনে হরিশ্চন্দ্রকে পরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প উদিত হইল। স্বপ্নে হরিশ্চন্দ্রের আত্মাকে আপনার নিকটে আনয়ন করিয়া তাঁহার দ্বারা সর্ব্বস্ব দানের ও তৎসঙ্গে প্রভূত স্বর্ণমুদ্রা দানেরও অঙ্গীকার করাইয়া লন। জাগরিত হইয়া হরিশ্চন্দ্র মনে মনে স্থির করিলেন, যদিও এ সঙ্কল্প স্বপ্নে হইয়াছে, তথাপি তিনি তাহা পূর্ণ করিবেন। সেই দিন হইতে তিনি আপনাকে বিশ্বামিত্রের প্রতিনিধি মনে করিয়া রাজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন ও তাঁহার সন্ধানে লোক পাঠাইলেন।

বিশ্বামিত্র আসিয়া সমস্ত রাজত্ব আপনার হাতে লইলেন। তখনও স্বর্ণমুদ্রা দিতে বাকী আছে বলিয়া, হরিশ্চন্দ্র, রাণী শৈব্যা ও পুত্র রোহিতাশ্বকে সঙ্গে লইয়া ভিখারীর বেশে পদব্রজে কাশীধামে গমন করিলেন। তথায় শৈব্যা ও রোহিতাশ্বকে এক ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয় মুদ্রার অর্দ্ধেক সংগ্রহ করিয়া বিশ্বামিত্রকে অর্পণ করিলেন ও বাকী অর্দ্ধেকের জন্য আপনাকে এক চণ্ডালের নিকট বিক্রয় করিয়া তাহাও বিশ্বামিত্রকে প্রদান করিলেন, ও শ্মশানঘাটে ঐ চণ্ডালের হইয়া শবদাহের মূল্য আদায় ও শবের বস্ত্রাদি আহরণ করিয়া তাহার দাসত্ব করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে একদিন সর্পাঘাতে রোহিতাশ্বের মৃত্যু হইল এবং রাণী শৈব্যাকেই পুত্রের মৃতদেহ বহন করিয়া শ্মশানে আনয়ন করিতে হইল। হরিশ্চন্দ্র রাণীকে চিনিলেন; কিন্তু তথাপি শবদাহের মূল্য না দিয়া পুত্রের মৃতদেহ দাহ করিতে দিলেন না। যখন রাণী মূল্যের পরিবর্ত্তে আপনার পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া দিতে উদ্যত হইলেন, তখন ভগবান্ ধর্ম্মরাজ, দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া রাজার ইচ্ছানুসারে সমগ্র প্রজার সহিত তাঁহাদের স্বর্গে লইয়া গেলেন।

† শিবির উপাখ্যানের জন্য ২১ নং দোহার ৪ নং চৌপাইয়ের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

‡ দধীচির উপাখ্যানের জন্য ২১ নং দোহার ৪ নং চৌপাইয়ের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

চৌ—ক্রোধ পরিহার কর এ সব করি' বিচার। শোক আর কলঙ্কের হ'য়ো না যেন আগার ॥
অবশ্য ভরতে কর রাজ্যের যুবরাজ। রামের কাননে গিয়া আছে কহ কিবা কাজ ॥১
সিংহাসনে ন'ন রাম লালায়িত কদাচন। ধর্ম্মের ধুরন্ধর বিষয়ে বিগত-মন ॥
রাজগৃহ ত্যজি' গুরু-ভবনে থাকুন রাম। নৃপ-পাশে এ দ্বিতীয় বর চাহ অভিরাম ॥ ২
মোদের এ উপদেশে যদি নাহি লাগে মন। তব মন-আশ তবে পূরিবে না কদাচন ॥
আর যদি ইহা শুধু হয় তব পরিহাস। তবে তা'ও সকলেরে জানাও করি' প্রকাশ ॥ ৩
রাম-সম সন্তান কাননে যা'বার মত। শুনে' কি বলিবে তোমা রাজ্যের লোক যত ॥
উঠ ত্বরা হও এবে সে উপায়ে তৎপর। যাহাতে কলঙ্ক শোক দূর হয় সত্বর ॥ ৪

ছ—যাহে হয় শোক কলঙ্ক দূরিত সে উপায় করি' রাখহ কুল।
ফিরাও রামেরে বনে যাওয়া হ'তে আর যেন কোন না হয় ভুল ॥
ভানু বিনা দিন প্রাণ বিনা কায় শশী বিনা হয় যামিনী যথা।
বুঝিবে হৃদয়ে অযোধ্যা ভামিনি তুলসীর-প্রভু বিহনে তথা ॥

সো—সখীগণে হেন শিক্ষা দিল শুনিতে মধুর হিতের বাণী।
তবু কিছু কাণে নাহি নিল কুটিলা কুঁজীর শিষ্যা রাণী ॥ ৫০

চৌ—দুঃসহ রোষে রুক্ষা মুখে না উত্তর আনে। ক্ষুধিতা বাঘিনী যেন নেহারে মৃগের পানে ॥
এ রোগ অসাধ্য বুঝি' সবে যায় পরিত্যাগি'। বলিতে বলিতে তা'রে মন্দমতি হতভাগী ॥ ১
রাজ্য করিতেছিল দৈব বিগাড়ে এরে। করিল এমন কাজ কেহ যাহা নাহি করে ॥
এরূপে বিলাপ করে যত পুর-নারীনর। কোটি গালি দেয় সবে এই মন্দমতি 'পর ॥২
জ্বলে ভীম দুখ-স্বরে ফেলি' মর্ম্মভেদী শ্বাস। বলে রামচন্দ্র-বিনা এ জীবনে কিবা আশ ॥
বিপুল বিয়োগ-খেদে ব্যাকুল প্রজার দল। জলচর-দশা যথা শুকাইয়া গেলে জল ॥ ৩
সকল পুরুষ নারী বিষাদে অতি কাতর। প্রভু রাম যা'ন নিজ মাতার পদ-গোচর ॥
প্রসন্ন আনন হৃদে উৎসাহ অতুলন। নৃপ-নিবারণ ত্রাস অপগত এইক্ষণ ॥ ৪

দো—নব-গজেন্দ্র শ্রীরামের মন রাজ্য যেন আলান।
বনে যাওয়া শুনি' বাঁধন ঘুচিল বুঝি' পুলকিত প্রাণ ॥ ৫১

শ্রীরাম-কৌশল্যা সংবাদ

চৌ—রঘু-কুল-বিভূষণ দুই হাত জোড় ক'রে। মায়ের চরণে মাথা ছুঁয়া'ন পুলক ভরে ॥
আশীষ দিলেন মাতা শ্রীরামেরে বুকে ল'য়ে। বস্ত্র ভূষণ নানা দেন সবে বিলাইয়ে ॥ ১
মুখ-চুম্বন তাঁ'র করিলেন বারবার। পুলকন কলেবরে নয়নে স্নেহের ধার ॥
কোলেতে বসায়ে পুনঃ লন তাঁ'রে বক্ষ 'পরে। উরঃজে জননী-স্নেহ প্রেম-সুধারস ঝরে ॥ ২

রাণীর সে ভালবাসা কিছু নাহি কহা যায় কাঙ্গাল পলকে যেন কুবের-পদবী পায় ॥
আদরে সুন্দর মুখ করিয়া অবলোকন। মধুরতা-ভরা বাণী বলেন মাতা তখন ॥ ৩
কহ তাত বলিহারী মাতা তব এই কয়। কখন্ সে শুভ-ক্ষণ সুখ মঙ্গলময় ॥
আমার সুকৃতি শীল সুখ-সীমা যে কখন্। জনম সফলকরী পূর্ণতম মহা ক্ষণ ॥ ৪

দো—নর নারী যা'র রহে প্রতীক্ষায় অতি আকুলতা ভরে।
তৃষিত চাতক যেমন শারদ স্বাতী-জলধারা তরে ॥ ৫২

চৌ—যাও তাত অবিলম্বে স্নান কর সমাপন। যাহা অভিলাষ কিছু মধুর কর ভোজন।
তার পর ক'রো গতি তব জনকের পায়। হ'য়েছে বিলম্ব বড় মাতা বলিহারী যায় ॥ ১
শুনিয়া জননী-বাণী অতিশয় অনুকূল। যেন স্নেহ-কল্পতরু-ঝরা কমনীয় ফুল ॥
সুখ-মকরন্দ ভরা রাজশ্রীর মূলাধার। রাম-মন ভৃঙ্গ তবু নাহি ভুলে লোভে তা'র ॥ ২
ধর্ম্মের গতি বুঝি' সেই ধর্ম্ম-ধুরন্ধর। কহেন জননী-প্রতি মৃদুবাণী সুন্দর ॥
কাননের রাজ্য মোরে দিলেন মা মহারাজ। গিয়া যথা হ'বে মোর সব বিধি মহা কাজ ॥ ৩
জননি আদেশ দাও প্রতীত অন্তরে মোরে। বন-গমনেতে যাহে আমোদ ও শুভ ভরে ॥
বৎসলতা-বশে ভুলে' যেন ভয় করিও না। আনন্দ-সলিল শুধু তোমার করুণা-কণা ॥ ৪

দো—কাননে রহিয়া বর্ষ চারি দশ পালিয়া পিতা-বচন।
পুনঃ আসি' তব চরণ হেরিব করিও না ম্লান মন ॥ ৫৩

চৌ—শ্রীরঘুবরের সেই বিনীত মধুর কথা। জননী-হৃদয়ে বাজে তীক্ষ্ণ শায়ক যথা ॥
শুনি' সে শীতল বাণী ভয়ে মুখ শুকাইল। বরষার জল যেন জবাসা* পরে পড়িল ॥ ১
সে প্রাণে বিষাদ কত বচনে না কহা যায়। কেশরী-নিনাদ যেন হরিণী শুনিতে পায় ॥
বারিতে ভরিল আঁখি তনু কাঁপে থর থর। বরষার ফেন খেয়ে মীন হয় যেইতর ॥ ২
ধৈর্য্য ধরিয়া শেষে চাহিয়া তনয়-মুখে। গদগদ-ভাষে ক'ন জননী অতীব দুখে ॥
প্রাণের সমান প্রিয় তুমি তাত জনকের। তব আচরণে প্রাণে খেলে বান পুলকের ॥ ৩
রাজ্য দিবার তরে দেখা'লেন শুভক্ষণ। কোন্ অপরাধে এবে কহি'ছেন যেতে বন ॥
সকলি আমারে রাম বিবরণ খুলে বল'। রবিকুল-কমলের দাবানল কেবা হ'ল ॥ ৪

দো—রাম-পানে চাহি' সচিব-তনয় কারণ বিবরি' বলে।
শুনি' সব কথা মূক-সম মাতা যে দশা বলা না চলে ॥ ৫৪

চৌ—রাখিতে শকতি নাই যাও বলা নাহি যায়। দু-টানায় প'ড়ে মন নিদারুণ দুখ পায় ॥
কি লিখিতে কি লিখিলা রাহু শশধর-স্থানে। বিধাতার গতি বাম সব কালে সব জনে ॥ ১

* জবাসা একরূপ ঘাস। ইহার বিশেষত্ব এই যে, বর্ষার জল পড়িলে ইহা মরিয়া যায়।

মমতা ধরম দুই মনে করে আশ্রয়। ছুঁচো ধ'রে ভুজগের যেই মত দশা হয় ॥
নিবারণ করি যদি সুতে করি' অনুরোধ। ধর্ম্মের হানি আর অনুজ-সনে বিরোধ ॥ ২
কাননে যাইতে দিলে তাহাতেও অতি হানি। সঙ্কটে চিন্তায় বিকল-পরাণ রাণী ॥
বুদ্ধিশীলা রাণী নারী-ধর্ম্ম বুঝিয়া মনে। শ্রীরাম ভরত-সম সুত জানি' প্রাণে ॥ ৩
সরল-স্বভাবা রাম-জননী কোশল-সুতা। অতি ধীর ধরি' প্রাণে কহিলেন এই কথা ॥
ভালই ক'রেছ রাম প্রশংসা করি তোমার। পিতার আদেশ মানা সকল ধরম-সার ॥ ৪

দো—রাজ্য দিব বলি' পাঠা'লেন বনে তাহে নাহি দুখ-লেশ।
তোমা বিনা ভূপ ভরত প্রজার হইবে বিপুল ক্লেশ ॥ ৫৫

চৌ—কেবলি পিতার যদি এ হেন আদেশ হয়। তবে মায়ে বড় মানি' বনে যাওয়া ঠিক নয় ॥
কিন্তু যদি এই আজ্ঞা পিতা মাতা দু'জনার। শত অযোধ্যার সম কানন তবে তোমার ॥ ১
বনদেব হ'বে পিতা মাতা হ'বে বনদেবী। পশুপাখী সরোরুহ-চরণ হইবে সেবী ॥
শেষে ত' রাজার তরে বনবাস(ই) প্রয়োজন। সুকুমার বয়ঃ বলি' শুধু দুখে ভরে মন ॥ ২
কাননের বড় ভাগ্য অভাগা অযোধ্যাপুর। রঘুকুল-তিলকে যে কোল হ'তে করে দূর ॥
যদি আমি বলি পুত্র মাতারেও সাথে লহ। ছলে করি নিবারণ হ'বে তব সন্দেহ ॥ ৩
তুমি প্রিয় সবাকার না না তুমি প্রিয়তম। সবারি প্রাণের প্রাণ জীবন জীবন-ধন ॥
সেই তুমি মার কাছে আজ্ঞা চাও যে'তে বনে। আর মাতা শোক করে তাহার বচনে মনে ॥ ৪

দো—এ কথা ভাবিয়া মায়া বাড়াইয়া জেদের কথা না বলি।
মা ব'লে যখন কর সম্ভাষণ যেও নাক' যেন ভুলি ॥৫৬

চৌ—দেব পিতৃগণ তোমা রক্ষা করুন তথা। পল্লব নয়নে রাখে আবরণ করি' যথা ॥
বনবাস বারি প্রিয় পরিজন জলচর। করুণা-আকর তুমি আর ধর্ম্ম-ধুরন্ধর ॥ ১
এ কথা রাখিয়া মনে কর প্রভু সে উপায়। সবে প্রাণে বেঁচে' আছে এসে দেখ পুনরায় ॥
অনাথ করিয়া পুরী আত্মীয় স্বজনগণে। আমারে বালাই দিয়ে মন-সুখে যাও বনে ॥ ২
সবাকার পুণ্যফল আজ হ'ল পূর্ণ ক্ষয়। করাল সময় মোর বিপরীত এবে হয় ॥
বিলাপ করিয়া বহু পড়েন চরণ 'পরে। দুর্ভাগী শিরোমণি জ্ঞান করি' আপনারে ॥ ৩
ব্যাপিল হৃদয় মাঝে দাব-দাহ নিদারুণ। বলা নাহি যায় কত সে বিলাপ সকরুণ ॥
তুলিয়া মাতারে রাম ধরেন হৃদয় 'পরে। অনেক প্রবোধ দেন কোমল বচনে তাঁ'রে ॥ ৪

জানকী-শ্রীরাম সংবাদ

দো—পাইয়া বারতা হেন অবসরে আকুলি' উঠিলা সীতা।
নমি' শ্বশ্রূর চরণ-যুগলে বসেন নোয়া'য়ে মাথা ॥ ৫৭

চৌ—মৃদুভাষে আশীষ দিলেন শাশুড়ী তাঁ'রে। সুকুমারী দেখি' প্রাণ কেঁদে উঠে হাহাকারে ॥
নমিত-বদনে বসি' অতি চিন্তান্বিতা সীতা। অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী পূত পতি-প্রেম যুতা ॥ ১
জীবন-নাথের সাথে বনে যে'তে প্রাণ চায়। কোন্ সুকৃতির ফলে সে সাধ পূরিবে হায় ॥
দেহ প্রাণ দুই-ই কিম্বা প্রাণ শুধু সাথে যা'বে। বিধাতার কিবা ইচ্ছা কে তাহা জানিতে পা'বে ॥২
সুচারু চরণ-নখে খুঁটিতে রত ধরণী। কবি ক'ন উত্থিত তা'হে যে মধুর ধ্বনি ॥
সে ভাষায় হেন প্রেমে নূপুর করে বিনয়। জানকী-চরণ ছাড়া হ'তে যেন নাহি হয় ॥ ৩
অশ্রু-প্রবাহ-ভিজা মনোহর দু'নয়ন। নিরখি' তাঁহার দশা শ্রীরাম-জননী ক'ন।
শুন তাত সুকুমারী সীতা অতি মনোরমা। শ্বশ্রূ শ্বশুর আর পরিজন-প্রাণোপমা ॥ ৪

দো—জনক জনক ভূপ-শিরোমণি শ্বশুর রঘু-প্রবর।
পতি রঘুকুল- কুমুদের বিধু গুণ ও রূপ-আকর ॥ ৫৮

চৌ—রূপ গুণ বিনয়ের আধার এমন প্রিয়। ভাগ্য বলে লভিলাম সুতবধূ কমনীয় ॥
নয়ন-পুতলী করি' প্রীতি করি' বর্দ্ধন। সীতা-সনে নিজ প্রাণ ক'রে রাখি সংযোজন ॥ ১
স্নেহ-বারি সিঞ্চনে করিনু প্রতিপালন। কল্প-লতার সম করিয়া কত যতন ॥
ফুল ফল হওয়া-কালে বিধাতা হ'লেন বাম। ভাবিয়া না পাই কূল কিবা হ'বে পরিণাম ॥ ২
পালঙ্ক হিন্দোল-অঙ্ক ছাড়ি' ভ্রমে একক্ষণ। কঠিন ধরায় পদ না দেয় সীতা কখন ॥
সঞ্জীবনী-লতা সম পালিলাম আগুলিয়া। সরা'তে দীপের বাতি না দিলাম তা'রে দিয়া ॥৩
সেই সীতা তব সনে এবে যেতে চাহে বন। বল' রঘুনাথ তব অভিমত কি এখন ॥
চন্দ্রকিরণ-রসে রসিকা চকোরী হেন। দিনকর-কর পানে চাহিতে পারিবে কেন ॥ ৪

দো—কেশরী কুঞ্জর চরে নিশাচর দুষ্ট পশু ভরা বন।
সঞ্জীবনী-লতা বিষ-বাটিকায় শোভা পায় কি কখন ॥ ৫৯

চৌ—সৃজন করিলা ধাতা কানন ভূমির তরে। বিষয়ের সুখ জ্ঞানহীনা ভীল কিরাতীরে ॥
প্রস্তর-কীট সম কঠিন স্বভাববতী। কাননে তা'দের ক্লেশ নাহি হয় এক রতি ॥ ১
অথবা তাপস-নারী পারেন রহিতে বন। করেন তপের তরে যাঁ'রা ভোগ বরজন ॥
জানকী কাননে বাস করিবেন কি প্রকার। বানরের ছবি হেরে' পরাণ শিহরে যাঁ'র ॥ ২
নন্দন-সরোবর-বনজ-বন-বিলাসী। হংস-কুমারী হ'বে পূতিগন্ধ কুণ্ডবাসী ॥
এ সব বিচার করি' যা' তোমার আজ্ঞা হয়। সেই মত জানকীরে ব'লে দিব নিশ্চয় ॥ ৩
মাতা ক'ন সীতা যদি মোর সনে গৃহে র'ন। তাহ'লে আমার বহু'রহে অবলম্বন ॥
জননীর প্রিয়বাণী শ্রীরাম করি' শ্রবণ। মিনতি প্রণয়-সুধা মাখা প্রাণ-বিমোহন ॥ ৪

দো—প্রিয়-কথা বলি' বিবেকেতে ভরা তুষিলেন জননীরে।
কাননের গুণ দোষ কহি' তবে প্রবোধেন জানকীরে ॥ ৬০

চৌ—জননী-সমীপে কথা কহিতে কুণ্ঠিত মন। সময় বিচারি' পুনঃ সীতারে বচন ক'ন॥
নৃপতি-কুমারি মোর বাণী কর প্রণিধান আর কিছু মনে যেন না করিও অনুমান॥ ১
নিজ কল্যাণ আর মোর ভাল যদি চাও। আমার নিষেধ শুনি' গৃহেতেই তুমি রও॥
মোর কথা শুনা আর শ্বশ্রূর সেবা হ'বে। ভবনে থাকায় তুমি সব কল্যাণ পা'বে॥ ২
যত্ন সহিত সেবা শাশুড়ী ও শ্বশুরের। ধর্ম্ম নাহিক আর অপর অধিক এর॥
আকুল স্নেহের বশে হ'য়ে আত্ম-বিস্মরণ। যখনি মা করিবেন আমারে মনে স্মরণ॥ ৩
তখনি মধুর-ভাষে কহিয়া পুরাণ-কথা। বুঝা'য়ে ঘুচা'য়ো শুভে তাঁহার হৃদয়-ব্যথা॥
অকপট সত্য বলি শতেক শপথ ক'রে। শুধু ছেড়ে' যাই তোমা সুমুখি মায়ের তরে॥ ৪

দো—বিনা ক্লেশে পা'বে ধর্ম্মের ফল গুরু শ্রুতি-সম্মত।
জেদ ক'রে দুখ সকলেই পা'ন গালব* নহুষ† মত॥ ৬১

চৌ—পিতৃবাণী পূর্ণ করি' আসিও গো সত্বর। অয়ি জ্ঞান-পরায়ণে ফিরিয়া আসিব ঘর॥
ক'টা দিন কেটে' যে'তে বেশী দেরী নাহি হ'বে। আমার বচন মনে গ্রহণ করহ ভেবে'॥ ১

---

* **গালব :**—গালব মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য, এবং অতিশয় গুরুভক্ত ছিলেন। একবার ধর্ম্মরাজ বিশ্বামিত্রকে পরীক্ষা করিবার জন্য, তাঁহার শত্রু বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হন, ও ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিশ্বামিত্র অতিথিরূপে সমাগত শত্রু বশিষ্ঠ-রূপী ধর্ম্মরাজের কথায় আহার্য্য আনয়ন করিলে, ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া অন্তর্হিত হন; ইহাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে আহার্য্য লইয়া উপবাসে শতবর্ষ দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। এই সময়ে গালব তাঁহার বিলক্ষণ সেবা করেন। বিশ্বামিত্রের আচরণে প্রীত হইয়া ধর্ম্মরাজ যখন তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া সম্ভাষণ করেন, তখন বিশ্বামিত্র গালবের উপর প্রসন্ন হইয়া, তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে জানিয়া, তাঁহাকে যথেচ্ছা গমনের অনুমতি দেন। তখন গালব বিশ্বামিত্রকে গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। প্রথমে বিশ্বামিত্র গুরুদক্ষিণা লইতে স্বীকার করেন না। ইহাতে গালব এত পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন যে, বিশ্বামিত্র বিরক্ত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে আট শত শ্যামকর্ণ অশ্ব গুরুদক্ষিণার স্বরূপ চাহিয়া বসেন। ইহাতে গালবকে বড়ই বিব্রতে পড়িতে হয়। পরে অনেক কষ্টে গালব ঐ গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু ইহা হইতে অতিশয় হঠ, বা জিদ্ করার কুফল সকলে বুঝিতে পারিলেন; এবং তখন হইতে হঠ করার জন্য গালবের নাম প্রসিদ্ধ হইল।

† **নহুষ :**—রাজা অম্বরীষের পুত্রের নাম ছিল নহুষ। তিনি বড় প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য ইন্দ্রকে যখন ব্রহ্মহত্যার পাতক স্পর্শ করে, ফলে তাঁহাকে স্বর্গচ্যুত হইতে হয়, তখন সকলে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন দেখিয়া নহুষকে স্বর্গরাজ্য-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করান। নহুষ স্বর্গরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। স্বর্গ-সিংহাসন লাভ করিয়া নহুষের মত নরপতিরও মনে দারুণ অহঙ্কারের উদ্রেক হয়, ও তিনি দেবী শচীর নিকট আপনার দাবী জানাইয়া অনুচিত প্রস্তাব করেন। বহুদিন পর্য্যন্ত শচীদেবী ইহার কোন উত্তর দেন না। শেষে নহুষের অত্যাচার সীমা অতিক্রম করিবার মত হইল, দেবগুরু বৃহস্পতির পরামর্শ অনুসারে শচীদেবী তাহার নিকট এই বার্ত্তা পাঠাইলেন যে, যদি তিনি সপ্তর্ষি-বাহিত যানে আরোহণ করিয়া তাঁহার নিকট আগমন করেন, তবে তিনি তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতে পারেন। কাম ও ঐশ্বর্য্যে নহুষ এমনি আত্মবিস্মৃত হন যে, তিনি সপ্তর্ষিমণ্ডলকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদের আপনার পাল্কীতে লাগাইয়া দেন। তাঁহারা এ কাজ ত কখনও করেন নাই; অধিকন্তু চলিবার সময় তাঁহাদের পায়ের চাপে যাহাতে জীবজন্তু দলিত না হয়, সে জন্য সকলে ধীরে ধীরে গমন করিতেছিলেন, ইহা নহুষের সহ্য হইতেছিল না। নহুষ তাঁহাদিগকে "সর্প" "সর্প", অর্থাৎ, "চল" "চল" বলিয়া উঠিলেন,—"তুই বার বার 'সর্প' 'সর্প', বলিতেছিস্, অতএব তুই 'সর্প হইয়া যা'।" এই অভিসম্পাতে নহুষ তৎক্ষণাৎ সর্পাকার ধারণ করিয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন। অনন্তর নহুষ মহর্ষি অগস্ত্যের শরণাপন্ন হন। অগস্ত্য কহিলেন, "যে কেহ তোমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারিবেন, তাঁহারই দ্বারা তোমার মুক্তি হইবে।" দ্বাপরে বনবাসের সময় সর্পরূপী নহুষ ভীমসেনকে ধরেন; তখন যুধিষ্ঠির নহুষের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ায় ভীম ও নহুষ দুই জনেই মুক্তি পান।

প্রণয়ের বশে যদি হঠ্ কর' সাথে যে'তে। পরিণামে দুখ তবে তোমারেই হ'বে পে'তে ॥
কানন কঠোর অতি মহাক্লেশ প্রদায়ক। তাপ হিম বারি বায়ু সব(ই) তথা ভয়ানক ॥ ২
কুশ-কণ্টকে ভরা কঙ্কর পথ-ময়। পদে পদত্রাণ বিনা পদব্রজে যে'তে হয় ॥
মঞ্জু চরণ তব কোমল কমল-তুল। দুরতিক্রম্য পথ ধরাধর-সঙ্কুল ॥ ৩
নদ নদী কন্দর খাদ পথে সমুদায়। দুস্তর দুর্গম চ'খে দেখা নাহি যায় ॥
ব্যাঘ্র সিংহ ভালুক সর্প পূর্ণ বন। সাহস গরজ শুনি' করে চির পলায়ন ॥ ৪

দো—শয়ন ধরায় বল্কল বাস ভক্ষ্য কন্দ মূল।
তাও কি সে সব সব দিন পা'বে সব(ই) কাল-অনুকূল ॥ ৬২

চৌ—মানব-খাদক তথা ফিরে কত নিশাচর। কোটিবিধ বেশধারী কপট-আকার ধর ॥
পাহাড়ের জলবায়ু স্বাস্থ্যে নাহিক সয়। বনের বিপদ কত বর্ণনা নাহি হয় ॥ ১
করাল বিহগ অহি-সঙ্কুল ঘোর বন। রাক্ষস যত নর রমণী করে হরণ ॥
বনের কথায় বীর যেবা সেও ডরে প্রাণে। তুমি ত স্বভাবে ভীরু অয়ি মৃগ-সুলোচনে ॥ ২
মরাল-গামিনি নহ বন-যোগ্যা কদাচন। শুনি' অপবাদ মোর দিবে সব জনগণ ॥
মানসের সুধা-সরে হ'ল যে প্রতিপালিতা। লবণ-সাগরে সেই মরালী র'বে জীবিতা ॥ ৩
নবীন রসাল-বনে যে পিক্ সুখে বিহরে। মরু-কণ্টক বনে সে কি কভু শোভা ধরে ॥
এ সব বিচারি' মনে গৃহে কর অবস্থান। চন্দ্রবদনি বন অতি ভয়ানক স্থান ॥ ৪

দো—হিতকামী গুরু স্বামি-উপদেশ শিরে ধরি' যে না মানে।
হয় নিশ্চয় অহিত তাহার অনুতাপ ভরে প্রাণে ॥ ৬৩

চৌ—শুনি' দয়িতের বাণী প্রাণ-মন-বিমোহন। আসারে ভরিল সীতা-ললিত যুগ-লোচন ॥
এ শীতল উপদেশ তেমনি দহিল তাঁ'কে। শারদ চাঁদিনী নিশি যথা দহে চক্রবাকে ॥ ১
উত্তর নাহি আসে বিকল জানকী অতি। ছাড়িয়া যাইতে চা'ন পূত প্রেমময় পতি ॥
প্রাণপণে সম্বরি' উদ্গত আঁখি-বারি। ধরণী-কুমারী ক'ন ধৈর্য্য ধারণ করি' ॥ ২
ধরি শ্বশ্রূর পদ ক'ন জুড়ি' করদ্বয়। ক্ষমহ জননি মোর এই অতি অবিনয় ॥
দিলেন আমারে স্বামী সেই মহা উপদেশ। যে উপায়-বলে হ'বে মম হিত সবিশেষ ॥ ৩
তথাপি আপন মনে দেখিনু করি' বিচার। স্বামীর বিয়োগ-সম দুখ ভবে নাহি আর ॥ ৪

দো—হে জীবননাথ করুণা-সাগর সুখদ সুজান কম।
তোমা বিনা প্রভু রঘুকুল-বিধু অমরা নরক-সম ॥ ৬৪

চৌ—মাতাপিতা সহোদরা সহোদর প্রাণাধার। সুহৃদ্ আত্মীয় যত আর প্রিয় পরিবার ॥
শ্বশ্রূ শ্বশুর গুরু বন্ধু স্বজনগণ। সুশীল সুরূপ সুত সুখে ভরে যেবা মন ॥ ১

যতদূর প্রেমপ্রীতি স্নেহ বিরাজিত রয়। পতি বিনা সব তা'রা ভানু হ'তে জ্বালাময় ॥
দেহ ধন ধাম পুরী কিবা সসাগরা ভূমি। স্বামীর বিহনে সব শোকের আবাস-ভূমি ॥ ২
রোগ সম লাগে ভোগ ভার হয় আভরণ। সংসার হয় বোধ যমের যাতনা যেন ॥
তোমার বিহনে প্রভু নিখিল ভুবনময়। আমার নিকটে আর কিছুই সুখদ নয় ॥ ৩
প্রাণ বিনা দেহ যথা স্রোতস্বিনী বিনা বারি। সেই মত প্রাণনাথ পুরুষ বিহনে নারী ॥
হে প্রভু সকল সুখ থাকায় তোমার সনে। চাহি' ও শারদবিধু-বিমল মুখের পানে ॥ ৪

দো—খগ মৃগ সাথী কানন নগর বল্কল চারু বাস।
সঙ্গ তোমার সুরপুরী সম কুটির সুখ-আবাস ॥ ৬৫

চৌ—বনদেবী বনদেব শ্বশ্রূ শ্বশুর সম। উদার হৃদয় ল'য়ে রক্ষক হ'বে মম ॥
শয়ন বিছা'ব ল'য়ে কুশ-কিশলয় দল। প্রভু-সঙ্গেতে হ'বে তাহাই অতি কোমল ॥ ১
কন্দ ফল মূল যত অমিয় সম আহার। ধরাধর হ'বে শত অট্টালিকা অযোধ্যার ॥
ক্ষণেক্ষণে প্রভু পদ-কমল করি' লোকন। দিনে চক্রবাকী সম মোদিত রহিবে মন ॥ ২
কাননের ক্লেশ প্রভু কহিলে কতই মত। ভয় দুখ ভয়ানক সন্তাপ আদি শত ॥
তোমার বিয়োগ-দুখ একক্ষণ পল-ভর। সব মিলিলেও নাহি হ'বে তথা দুঃখকর ॥ ৩
হে সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি একথা বিচারি' প্রভু। সাথে লও মোরে যেন ছাড়িয়া যে'য়োনা কভু
অধিক মিনতি আর কি করিব তব স্বামি। করুণার আয়তন অন্তরের অন্তর্যামী ॥ ৪

দো—অযোধ্যায় যদি রাখ' ততদিন জে'ন নাহি র'বে প্রাণ।
দীননাথ সুখ- দায়ক সুন্দর বিনয় স্নেহ-নিধান ॥ ৬৬

চৌ—পথেতে চলিতে মোর তিল ক্লেশ নাহি হ'বে। অনুখণ ও চরণ পানে আঁখি চেয়ে' র'বে ॥
সকল প্রকারে তব সেবা করি' প্রিয়তম। হরণ করিব তব যতেক পথের শ্রম ॥ ১
ধুয়াইয়া পদযুগ বসিয়া বিটপি-ছায়। ব্যজন করিয়া মনে মহাসুখ পা'ব তা'য় ॥
শ্রমজল-ভরা হেরি' ওই শ্যাম-কলেবর। তখন কোথায় র'বে দুঃখের অবসর ॥ ২ ॥
সমতল ধরাতলে পাতি' তৃণ পল্লব। রজনী করিব ভোর সেবি' পদ-পল্লব ॥
ও কম-মূরতি করি' বারবার দরশন। তপ্ত সমীর মোরে না করিবে পরশন ॥ ৩
রহিলে তোমার সাথে আঁখি তুলে' চায় কেবা। কেশরী-বধূর পানে চাহিবে শশক শিবা ॥
আমি সুকুমারী তুমি উপযোগী কাননের। তপস্যা উচিত তব আর মোর আরামের ॥ ৪

দো—শুনে'ও কঠোর বচন এমন হৃদয় যদি না ফাটে।
তব অদরশ- সন্তাপ তবে সহিতে পারিব বটে ॥ ৬৭

শ্রীরাম-কৌশল্যা-সীতা সংবাদ

চৌ—এই কথা বলি' সীতা হ'লেন বিকল অতি। কথায় বিয়োগ(ও) তাঁ'র সহিতে নাহি শকতি॥
এ দশা নিরখি' মনে বুঝিলেন প্রভু রাম। জোর ক'রে রেখে' গেলে দেহে নাহি র'বে প্রাণ॥১
কহিলেন কৃপাময় দিনকরকুল-নাথ। ত্যজ খেদ চল তবে কাননে আমার সাথ॥
বিষাদের অবসর এক তিল নাহি আজ। ত্বরা বন-গমনের সমাধা করহ সাজ॥ ২
বুঝাইয়া দয়িতারে প্রিয়বাণী উচ্চারিয়া। পাইলেন আশীর্ব্বাদ মার পায়ে প্রণমিয়া॥
মাতা ক'ন প্রজা-ক্লেশ ত্বরায় ঘুচা'য়ো এসে। নিঠুরা জননী যেন তোমারে না ভুলে' বসে॥ ৩
বিধাতা এ দশা মোর কভু কি হে পালটিবে। মনোহর এ যুগলে আঁখি পুনঃ নিরখিবে॥
কবে তাত হ'বে মম সে সুদিন শুভক্ষণ। করিব ও চাঁদমুখ এ জীবনে দরশন॥ ৪

দো—বারবার কহি' বৎস তাত লাল রঘুপতি রঘুবর।
ক'ন কবে পুনঃ বুকে ল'য়ে সুখে হেরিব ও কলেবর॥ ৬৮

চৌ—করি' দরশন মায়ে অতীব স্নেহ-কাতর। বচন না আসে মুখে খেদ এত হৃদি'পর॥
জননীরে রাম বহু প্রবোধ-বচন ক'ন। সে স্নেহ সে সময়ের নাহি হয় বর্ণন॥ ১
পরশি' শ্বশ্রূ-পদ সহিত বিনয়-বাণী। জানকী কহেন মাতা বড় অভাগিনী আমি॥
সেবার সময় বনে বিধি-বশে যেতে হয়। মনের যতেক সাধ অ-পূরিত সব রয়॥ ২
ছাড়' মা হৃদয়-খেদ কৃপা যেন নাহি যায়। মোর কিছু নাহি দোষ কর্ম্ম কঠিন হায়॥
সীতার বচন শুনি' আকুল-পরাণ মাতা। বিবরণ কিবা হ'বে কতই সে ব্যাকুলতা॥ ৩
বারবার জানকীরে বক্ষে তুলিয়া ল'ন। শুভাশীষ উপদেশ ধৈর্য্য ধরিয়া ক'ন।
ভাগ্য সোহাগ যেন অচল রহে তোমার। জাহ্নবী যমুনায় যতদিন জলধার॥ ৪

দো—সীতারে শ্বশ্রূ শিক্ষা আশীষ দিলেন বহু প্রকার।
উঠেন জানকী প্রণমি' চরণে মহাপ্রেমে বারবার॥ ৬৯

শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সংবাদ

চৌ—যেমনি এ সমাচার গেল লক্ষ্মণ-কাণে। ছুটিলেন ম্লান মুখে আকুল হইয়া প্রাণে॥
চ'খে জল শিহরিত কম্পিত কলেবর। পড়েন অধীর হ'য়ে রামের চরণ 'পর॥ ১
চাহিয়া রহেন স্থির মুখেতে নাহিক কথা। বারির নিকাশ-পরে মীন দীন হয় যথা॥
কেবলি ভাবনা মনে হে বিধাতা এ কি হ'ল। মোদের সুকৃতি যত সকলি কি ফুরাইল॥ ২
মোর প্রতি কি আদেশ করিবেন রঘুনাথ। রাখিবেন ভবনে কি ল'বেন আপন সাথ॥
জুড়ি' দুই পাণি রাম করিলেন দরশন। সকল বাঁধন ছিঁড়ে' দাঁড়াইয়া লক্ষ্মণ॥ ৩
কহেন তখন রাম সব নীতি-সুচতুর। শীল স্নেহ-ভরা বাণী সরলতা-ভরপুর॥
উৎসাহ সুখ-পরিণাম বুঝি' মনোমাঝে। প্রণয়ের বশ হ'য়ে অধীর কি হ'তে আছে॥ ৪

দো—পিতামাতা গুরু স্বামী-উপদেশ স্বতঃ যে ধরে মাথায়।
ধরায় আসার লাভ-ভাগী হয় নহে জন্ম মিছা যায় ॥ ৭০

চৌ—এ কথা ধরিয়া প্রাণে শুন মম উপদেশ। জনক-জননী-পদ সেবা কর সবিশেষ ॥
ভবনে ভরত রিপুসূদন কেহই নাই। স্থবির জনক-তরে মোর দুখ সদা তাই ॥ ১
যদি আমি যাই বনে তোমারে লইয়া সাথ। সকল দিকেতে তবে কোশল হ'বে অনাথ ॥
জনক জননী গুরু আর প্রজা পরিবার। পড়িবে সবার 'পরে দুঃসহ দুখ-ভার ॥ ২
রহি' গৃহে সব বিধি কর সবে পরিতোষ। তা' না হ'লে সব দিকে হইবে বড়ই দোষ ॥
রাজ্যে যাহার দুখী রহে প্রিয় প্রজাগণ। স্থির সেই নরপতি নরকগতি-ভাজন ॥ ৩
গৃহেতে থাকহ ভাই এই নীতি অনুসরি'। ব্যাকুল লক্ষ্মণ অতি এ কথা শ্রবণ করি' ॥
তুষারের হিম-কর-পরশে কমল-প্রায়। শীতল বচনে প্রাণ তেমনি শুকা'য়ে যায় ॥ ৪

দো—অভিভূত মুখে না আসে উত্তর অধীরে ধরেন পায়।
ক'ন' দাস আমি তুমি নাথ প্রভু ত্যজিলে যা'ব কোথায় ॥ ৭১

চৌ—দিলে ত' আমায় প্রভু উপদেশ অতুলন। অসাধ্য বলিয়া মানে অযোগ্য আমার মন ॥
ধীরতা স্বভাব যা'র আর ধর্ম্ম-ধুরধারী। নীতি আর শাস্ত্রে সেই নরবর অধিকারী ॥ ১
আমি ত' বালক তব স্নেহে তো প্রতিপালিত। মরাল কি মন্দার মরুরে করে চালিত ॥
কিবা গুরু পিতা মাতা কাহাকেও নাহি জানি। অকপটে কহি প্রত্যয় কর রঘুমণি ॥ ২
স্নেহের সুবাদ রয় যতদূর এ জগতে। প্রীতি বিশ্বাস যাহা বেদ গায় নানা মতে ॥
সে সকলি যাহা কিছু শুধু এক মোর তুমি। দীনের শরণ দেব সবার অন্তরযামী ॥ ৩
কীর্ত্তি বিভূতি গতি ভালবাসে যেই জন। ধর্ম্ম নীতির কথা তা'রে ক'রো বর্ণন ॥
কায় মন বচনে যে ও চরণে রত রয়। তা'রে পরিহার করা এ কি প্রভু ভাল হয় ॥ ৪

লক্ষ্মণ-সুমিত্রা সংবাদ

দো—করুণা-সাগর শুনি' অনুজের বচন বিনীত স্বরে।
বুঝি' স্নেহ-বশে ভয়-ভীত মন বুঝা'ন হৃদয়ে ধ'রে ॥ ৭২

চৌ—জননী-সদনে গিয়া বিদায় যাচহ ভাই। ত্বরায় আসিয়া ফিরে' চল কাননেতে যাই ॥
লক্ষ্মণ-প্রাণে তবে উল্লাস অতিশয়। মহালাভ উপজিল অপগত মহাভয় ॥ ১
জননী-সদনে যা'ন হরষিত অন্তর। অন্ধ আবার যেন পাইল নয়ন-বর ॥
যাইয়া মাতার পদে নামিত করেন শির। মনেতে জানকীসহ রাখি' রাম রঘুবীর ॥ ২
শুধা'ন কারণ মাতা বিরস বদন হেরে'। লক্ষ্মণ সব কথা কহেন বিশেষ ক'রে ॥
কঠোর বারতা শুনি' শুকাইল হৃদিতল। কুরঙ্গী নেহারে যেন চারিদিকে দাবানল ॥ ৩
লক্ষ্মণ-মনে ভয় বিপদ ঘটিল আজ। এই মমতার বশে হইবে বড় অকাজ ॥
বিদায় কামনা-কালে অতি কুণ্ঠিত মন। আদেশ কি সাথে যে'তে পাইব না ভগবন্ ॥ ৪

দো—সুমিত্রা বুঝিয়া রাম-সীতা রূপ সু-শীল স্বভাব মনে।
নৃপ-স্নেহ হেরি' মাথা খুঁড়ি' ক'ন পাপিনী কু-ঘাত হানে॥ ৭৩

চৌ—ধৈর্য্য ধরিলা তবু কুসময় জানি' এরে। কহেন সুমিত্রা বাণী স্বাভাবিক প্রেম-ভরে॥
বিদেহ-কুমারী সীতা তব মাতা সুনিশ্চয়। শ্রীরাম জনক আর সব বিধি স্নেহময়॥ ১
সেথাই কোশলপুরী রামের যথা নিবাস। সেখানেই দিনমান তপন যথা প্রকাশ॥
প্রকৃতই যদি বনে যা'ন রাম সীতা আর। নাহিক কিছুই কাজ এ পুরে থাকি তোমার॥ ২
জনক জননী ভ্রাতা দেবতা ও গুরুদেবে। প্রাণের সমান সেবা করিতে উচিত সবে॥
পরাণের(ও) প্রিয় রাম প্রাণের(ও) জীবন-ধন। স্বার্থ-রহিত সখা সবাকার সেইজন॥ ৩
পূজনীয় অতিপ্রিয় আছেন যত ভুবনে। মাননীয় তাঁ'রা সবে রামের সুবাদ-গুণে॥
এ বিচার করি' মনে যাও বনে অবিচল। ধরায় জনম লাভ আপন কর সফল॥ ৪

দো—যাই বলিহারী মোর সনে তুমি বড়ই সুকৃতিবান্।
অকপটে যদি পে'য়ে থাকে তব মন রাম-পদে স্থান॥ ৭৪

চৌ—ধরা মাঝে সেই নারী প্রকৃতই পুত্রবতী। রঘুপতি-পায়ে যা'র তনয়ের হয় মতি॥
নহে রাম-ভক্তিহীন সন্তান যদি হয়। সে তনয় হ'তে পুত্রহীনা ভাল নিশ্চয়॥ ১
তোমারি সুকৃতি-বলে রামের বন-গমন। অপর ইহার আর নাহিক কোন কারণ॥
সব-পুণ্যের এই সকলের বড় ফল। সহজ-প্রণয় সীতা রামের চরণ-তল॥ ২
রাগ রোষ দ্বেষ আর মদ মোহ আদি যত। হইও না এ সবের স্বপনেও বশীভূত॥
সকল বিকার ত্যাগ করি' নির্ম্মল মনে। করিবে তাঁহার সেবা কায় মন বাক্ সনে॥ ৩
জনক জননী রাম-জানকী সাথে যাহার। আরাম কানন মাঝে সকল প্রকার তা'র॥
বন মাঝে রাম যাহে না পা'ন তিলেক ক্লেশ। তাহাই করিবে পুত্র এই মম উপদেশ॥ ৪

ছ—উপদেশ তাত তোমারে এই রাম সীতা সুখ যাহাতে পা'ন।
পিতা মাতা পুরী প্রিয় পরিবার সুখ-স্মৃতি বনে ভুলিয়া যা'ন॥
তুলসী এ ভণে শিখা'য়ে লক্ষ্মণে সম্মতি দেন আশীষ আর।
রতি অবিরল হউক অমল দোঁহা-পদে নিত নব তোমার॥

সো—জননী-চরণে করি' নতি যা'ন ভয়ে দ্রুত পদ ফেলে'।
পলায় কুরগ যেই ভাঁতি জাল ছিঁড়ে' ভাগ্যের বলে॥ ৭৫

শ্রীরামের দশরথ-সমীপে বিদায় গ্রহণ

চৌ—লক্ষ্মণ উপনীত যথায় জানকীনাথ। প্রমোদিত অন্তর পাইয়া প্রিয়ের সাথ॥
বন্দি' জানকী-রাম শ্রীচরণ সুন্দর। সঙ্গে আসেন তথা যথা র'ন নৃপবর॥ ১
কহিতেছে এ-উহারে পুরবাসী নরনারী। পূর্ণ-প্রায় কাজ খুব বিধাতা দিল বিগাড়ি'॥
কৃশকায় ক্ষুণ্নমন বিমলিন মুখাবলী। এমন আকুল যেন হৃত-মধু যত অলি॥ ২

মৰ্দ্দি'ছে করে কর মাথা কুটে অনুতাপে। পক্ষ বিহনে যথা খগে সন্তাপ ব্যাপে ॥
বহুজন-সমাগম-সঙ্কুল দরবার। বর্ণনা নাহি হয় সে বিষাদ কি অপার ॥ ৩
কহি' নৃপে রামচন্দ্র ক'রেছেন আগমন। সচিব উঠা'য়ে তাঁ'রে করা'ন উপবেশন ॥
দরশন করি' দুই তনয়ে সীতার সনে। নৃপতি ব্যাকুল হ'য়ে উঠিলেন নিজ মনে ॥ ৪

দো—আকুলিত সীতা- সনে দুই সুত পানে হেরি' বারেবারে।
স্নেহবশে রাজা বারবার বুকে ধরিলেন দোঁহাকারে ॥ ৭৬

চৌ—বিকল ভূপতি-বর কথা নাহি বাহিরায়। শোক-উপজাত দাহে অন্তর জ্ব'লে যায় ॥
চরণে লুটা'য়ে শির অতি অনুরাগ ভরে। উঠিলেন রঘুবীর বিদায়-গ্রহণ তরে ॥ ১
দেহ পিতা শুভাশীষ আদেশ করহ দান। সুখের সময়ে এই কেন বিষময় প্রাণ ॥
প্রিয়-প্রেম বশে হ'লে কার্য্যে ত্রুটি-প্রমাদ। যশোনাশ হ'বে ভবে আর হ'বে অপবাদ ॥ ২
এ শুনি' বাৎসল্য বশে উঠিয়া অযোধ্যানাথ। কহিলেন শ্রীরামেরে বসা'য়ে ধরিয়া হাত ॥ ৩
শুন তাত মুনিগণ ক'ন সবে তোমা-প্রতি। রাম হ'ন চরাচর-অখিলের অধিপতি ॥
শুভ ও অমঙ্গল করমের অনুসারে। ভগবান্ দেন ফল.হৃদয়ে বিচার ক'রে ॥
যে যেমন কর্ম্ম করে পায় ফল সেইমত। নিগমের নীতি এই এই কহে লোক যত ॥ ৪

দো--হেথা অপরাধ করে একজন অপরে ভুঞ্জে ফল।
অতি বিচিত্র বিধাতার গতি গতির কে পায় তল ৭৭

চৌ—শ্রীরামে রাখার তরে দশরথ নৃপবর। অকপটে করিলেন উপায় কতইতর ॥
যবে ধর্ম্ম-ধুরন্ধর ধীর মতিমান্ রাম-। পানে চে'য়ে বুঝিলেন থাকিতে নাহিক চা'ন
তখন সীতারে নৃপ হৃদয়ে করি' ধারণ। অতি হিত-উপদেশ দিলেন তাঁ'রে রাজন্ ॥
বনের দারুণ ক্লেশ শুনা'লেন বর্ণিয়া। গুরুজন-পাশে থাকা-সুখ দেন বুঝাইয়া ॥ ২
রাম-পদে জানকীর মন ভরা অনুরাগে। বন ভয়ানক আর গৃহ ভাল নাহি লাগে ॥
কাননেতে বিপদের গভীরতা বিস্তারে। সকল জনেই বহু বুঝা'লেন জানকীরে ॥ ৩
সচিব রমণী গুরু বশিষ্ঠ-গৃহিণী জ্ঞানী। স্নেহভরা সুকোমল কহিলেন মৃদুবাণী ॥
তোমারে ত' বনবাস নাহি দিল কোনজন। তুমি কর যাহা গুরু শ্বশ্রূ শ্বশুর ক'ন ॥ ৪

দো—শীতল মঙ্গল মধুর বচন সীতারে ভাল না লাগে।
শারদ চাঁদিনী- পাতে চক্রবাকী- আকুলতা যথা জাগে ॥ ৭৮

চৌ—উত্তর নাহি দেন সীতা সঙ্কোচ ভরে। তা' দেখি' কেকয়ী উঠে মুখখানা লাল ক'রে ॥
মুনির ভূষণ বাস তৈজস সব আনি'। সম্মুখে রাখি' বলে শ্রীরামে মধুর বাণী ॥ ১
রাজার প্রাণের সম তুমি রঘুনন্দন। শীল স্নেহ না ছাড়িবে ভীরু রাজা কদাচন ॥
যদিও সুকৃতি যশ পরলোকে হয় নাশ। তবু তোমা বনে দিতে ভাষা না হ'বে প্রকাশ ॥২

এই সব বুঝি' মনে কর যাহা ভাল হয়। মাতার বচনে রাম-প্রাণে সুখ-হাওয়া বয় ॥
ওদিকে শায়ক-সম এ কথা নৃপেরে বাজে। ভাবেন অভাগা প্রাণ এখনো না কায়া ত্যজে ॥৩
ব্যাকুলিত জনগণ মূর্চ্ছিত নরপতি। কি করা বিহিত কা'রো বুঝিতে না জাগে মতি ॥
শ্রীরাম ত্বরিতে মুনি-বেশ করি' পরিধান। করেন জনক মায়ে নতি করি' প্রস্থান ॥ ৪

দো—বন-গমনের সাজ-সজ্জা করি' বনিতা ভ্রাতা-সমেত।
নমি' দ্বিজ গুরু- পদ যা'ন প্রভু সবারে করি' অচেত ॥ ৭৯

শ্রীরামের বন-গমন

চৌ—বাহির হইয়া গুরু-ভবনে গেলেন রাম। দেখিলেন প্রজাসব বিরহেতে দহমান্ ॥
প্রিয়-কথা কহি' রাম বুঝাইয়া সবাকারে। আহ্বান করিলেন ব্রাহ্মণ-সকলেরে ॥ ১
দেওয়া'ন গুরুরে কহি' বরষ তব ভোজন। আদরে বিনয়ে দানে করেন মানে তোষণ ॥
করিলেন যাচকেরে দানে মানে সন্তোষ। করেন প্রণয় দিয়া বন্ধুরে পরিতোষ ॥ ২
দাস দাসিদিগে করি' আহ্বান তা'র পর। সঁপিয়া গুরুর করে ক'ন করি' জোড়কর ॥
হে প্রভু পালন আর রক্ষণ ইহাদের। জনক জননী-সম হয় যেন সকলের ॥ ৩
বারবার জোড় করি' আপন যুগল পাণি। সকলের প্রতি রাম ক'ন এই মৃদুবাণী ॥
তাঁ'রি হ'বে সববিধি করা মোর প্রিয়কাজ। যাঁহার প্রয়াসে সুখে রহিবেন মহারাজ ॥ ৪

দো—আমার বিরহে মাতা সব যেন দুখে নাহি হ'ন দীন।
করিবেন সবে তাহার উপায় হে পুরবাসি প্রবীণ ॥ ৮০

চৌ—এই ভাবে সকলেরে বুঝা'লেন গুণধাম। করিলেন সুখে গুরু-কমল-পায়ে প্রণাম ॥
গণেশ ভবানী ভব-ঈশ্বরে মনে স্মরি'। চলিলেন রঘুনাথ শুভাশীষ লাভ করি' ॥ ১
রামের গমনে পুরে জাগিল ঘোর বিষাদ। শুনা নাহি যায় কাণে সে পুরীর আর্ত্তনাদ ॥
লঙ্কায় কু-শকুন অযোধ্যায় অতি শোক। পুলকে বিষাদে বশ হারায় অমরলোক ॥ ২
মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া নৃপ জাগরিত সেই ক্ষণ। সুমন্ত্রে আহ্বান করি' এ বাণী তাঁহারে ক'ন ॥
কাননে গেলেন রাম প্রাণ মোর নাহি গেল। না জানি কিসের সুখে শরীরে তবু রহিল ॥ ৩
এর হ'তে কোন্ ব্যথা সমধিক বলবান্। যে-ব্যথা পাইয়া তবে বর্জ্জিবে তনু প্রাণ ॥
পুনরায় ধৈর্য্য ধরি' কহিলেন নরনাথ। সখা তুমি রথ ল'য়ে নিজে যাও তা'র সাথ ॥ ৪

দো—অতি সুকুমার কুমার দু'জন বৈদেহী সুকুমারী।
রথে করি' বন দেখা'য়ে ফিরা'য়ে এন' গতে দিন চারি ॥ ৮১

চৌ—চির সত্যসন্ধ রাম দৃঢ়ব্রত পরায়ণ। ধীর দুই ভ্রাতা যদি না করেন আগমন ॥
তা' হ'লে মিনতি করি' ব'লো জুড়ি' দুইকর। জানকীরে যাহে ফিরে' পাঠান শ্রীরঘুবর ॥ ১

কানন নিরখি' যবে পা'বেন পরাণে ভয়। আমার শিখান' কথা ব'লো তাঁ'রে সে সময় ॥
বলিও শ্বশুর শ্বশ্রূ দিলেন ক'য়ে বিশেষ। তুমি পুত্রি ফিরে' চল কাননে বড়ই ক্লেশ ॥ ২
কখনো পিতার কাছে কভু বা কাছে তাঁ'দের। তেমনি রহিবে রুচি হ'বে যেই প্রকারের ॥
এমনি বিবিধ ক'রো উপায়ের উদ্ভাবন। যদ্যপি ফিরেন হ'বে প্রাণের অবলম্বন ॥ ৩
নহিলে হইবে মোর মৃত্যুই পরিণাম। কিছু বশে নাহি রহে বিধাতা হইলে বাম ॥
সীতা রাম লক্ষ্মণে আনিয়া দেখাও মোরে। এ বলিয়া পড়িলেন নৃপতি মূর্চ্ছা-ঘোরে ॥ ৪

দো—নৃপতি-আদেশ লভি' নতি করি' ত্বরিত জুড়িয়া রথে।
যা'ন যথা র'ন স-সীতা দু'ভাই নগর-বাহির পথে ॥ ৮২

চৌ—সচিব যাইয়া তথা শুনা'য়ে রামে বচন। মিনতি করিয়া রথে করিলেন উত্তোলন ॥
রথে আরোহণ করি' দুই ভাই সীতা সনে। চলিলেন অযোধ্যায় প্রণতি করিয়া মনে ॥ ১
রামের গমনে হেরি' অযোধ্যাপুরী অনাথ। ব্যাকুল হইয়া সবে চলিল তাঁ'দের সাথ ॥
বহুবিধি বুঝা'লেন করুণার আয়তন। ফিরিয়া আবার তা'রা করে প্রতিবর্ত্তন ॥ ২
কোশলপুরীরে লাগে ভয়াবহ অতিশয়। অমাঘোর কালনিশা যেন তথা ছেয়ে রয় ॥
ভয়াল প্রাণীর সম তথাকার নরনারী। ভয়ে শিহরিয়া উঠে একে অন্যজনে হেরি' ॥ ৩
ভবন শ্মশান যেন পরিজন যেন ভূত। সুত জন বান্ধব সবে যেন যমদূত ॥
পাদপ ব্রততী যত বাগিচা মাঝে শুকায়। সরিৎ তড়াগ পানে আঁখি মেলা নাহি যায় ॥ ৪

দো—কোটি গজ হয় কেলি-কুরঙ্গম পালিত জন্তু যত।
পিক্ চক্রবাক্ সারিকা সারস মরাল চকোর শত ॥ ৮৩

চৌ—রামের বিরহ-শোকে বিকল দাঁড়া'য়ে রয়। থাকা দেখে' চিত্রের আঁকা ব'লে মনে হয় ॥
পুরী যেন ফলে ভরা আছিল কানন সম। নরনারী অগণিত বিহগ কুরগোপম ॥ ১.
বিধাতা কিরাতী-রূপা কেকয়ীরে নিরমিল। চারিদিকে দুঃসহ দাবানল জ্বেলে' দিল ॥
এ বিরহ-হুতাশন সহিতে না পেরে' হায়। জনগণ ব্যাকুলিত হইয়ে পলা'য়ে যায় ॥ ২
সকলেই মনে মনে করিল ইহা বিচার। শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বিনা সুখ নাহি আর ॥
যথায় র'বেন রাম রহিবে তথা সমাজ। রঘুবীর বিনা কিছু কোশলেতে নাহি কাজ ॥ ৩
সঙ্গে চলিল হেন দৃঢ় সবে করি' মন। সুর-দুর্ল্লভ সুখ-গৃহ করি' বর্জ্জন ॥
রাম-পদপঙ্কজ মধুর লাগে যাহারে। বশ কি বিষয়-ভোগ তাহারে করিতে পারে ॥ ৪

দো—আবাল স্থবির ত্যজিয়া ভবন সবাই লইল সাথ।
তমসার তীরে প্রথম দিবস যাপিলেন রঘুনাথ ॥ ৮৪

চৌ—প্রজাগণে প্রেমাতুর নিরখিয়া রঘুনাথ। সদয়-হৃদয়ে তাঁ'র হ'ল ঘোর দুখ-পাত ॥
করুণার আয়তন প্রভু রাম রঘুপতি। অপরের দুখে দুখ পান অতি ত্বরাগতি ॥ ১

প্রেমভরা মনোহর কহিয়া কোমল বাণী। বহুবিধি প্রজাগণে বুঝা'লেন সীতাজানি॥
ধর্ম্মের উপদেশ দিলেন অনেক ক'রে। প্রেমাতুর প্রজাগণ ফিরিয়াও নাহি ফিরে॥ ২
সেই শীল ভালবাসা কভু নাহি ছাড়া যায়। এ হেন বিপাকে রাম পড়িলেন দু'টানায়॥
শ্রম আর চিন্তাভারে প্রজাগণ নিদ্রিত। কিছু দেব-মায়াতেও ছিল মতি অভিভূত॥ ৩
যখন প্রহর দুই রজনী অতিবাহিত। সচিবের প্রতি রাম কহিলেন প্রীতিযুত॥
এমন চালান্ রথ চিহ্ন যেন নাহি পায়। এ হ'তে অপর তাত নাহিক কোন উপায়॥ ৪

দো—শিব-পদে নমি' লক্ষ্মণ রাম জানকী চড়েন যান।
এ-ধার ও-ধার চিহ্ন মুছিয়া সচিব রথ চালান্॥ ৮৫

চৌ—প্রভাত হইল নিশি জাগিল প্রজার দল। শ্রীরাম জানকী নাই পড়ে ঘোর কোলাহল॥
কেহ নাহি পায় খোঁজ রথ গেল কোন্‌দিকে। রাম রাম করি' ছুটাছুটি করে চারিদিকে॥ ১
অতল পয়োধি-নীরে ডুবিল যেন জাহাজ। বিকল-পরাণ যাহে বণিক-জনসমাজ॥
একে অন্যজনে এই ভাবে দেয় উপদেশ। ত্যজিলেন রাম বুঝি' হ'বে আমাদের ক্লেশ॥২
নিজেদের নিন্দা করে মীনগণ সুখ্যাতি *। মোদের জীবনে ধিক্ হারাইয়ে রঘুপতি॥
প্রিয় বিরহের দুখ যদি বা বিধি রচিল। তবে কেন যাচকের মরণ নাহিক দিল॥ ৩
এইবিধি নানাবিধি সকলে করি' বিলাপ। ফিরিল অযোধ্যাপুরে ল'য়ে পূর্ণ পরিতাপ॥
বিষম বিরহ কা'র শকতি করে বাখান। গণা-ক'টা দিন † তরে সকলে রাখিল প্রাণ॥ ৪

দো—রাম-দরশন- আশায় নিয়ম ব্রতে লাগে নরনারী।
চক্রবাক্ আর কমল যেমন দীন বিনা তম-অরি॥ ৮৬

শৃঙ্গবেরপুরে আগমন ও নিষাদের সেবা

চৌ—মহামন্ত্রী আর সীতা-সনে ভাই দুইজন। শৃঙ্গবের পুরে আসি' করিলেন উত্তরণ॥
নিরখি' জাহ্নবী রাম নামিলেন হ'তে রথ। বিশেষ হরষ ভরে করিলেন দণ্ডবৎ॥ ১
সচিব লক্ষ্মণ সীতা করেন সবে প্রণাম। সবাকার সনে অতি মোদিত-মানস রাম॥
আনন্দ মঙ্গল-মূল সববিধি সুরধুনী। হারিণী সকল খেদ সব সুখ-প্রদায়িনী॥ ২
কাহিনী প্রসঙ্গ কোটি শ্রীরাম করি' কথন। গঙ্গার লহর ভঙ্গ করি'ছেন দরশন॥
করেন সচিব ভ্রাতা দয়িতারে কীর্ত্তিত। ধরেন এ সুরনদী কি মহিমা অতুলিত॥ ৩
মজ্জনে পথশ্রম হইল অপহরণ। পূতবারি করি' পান হইল মোদিত মন॥
মহা শ্রম চিরতরে দূরিত স্মরণে যাঁর। তাঁ'র পরিশ্রম যত লৌকিক ব্যবহার॥ ৪

সো—শুদ্ধ সৎ-চিৎ- আনন্দ-সাগর দিবাকরকুল-কেতু।
মানব-সমান এ লীলা তাঁহার ভব-পারাবার সেতু॥ ৮৭

* জল বিহনে মৎস্যগণ প্রাণে বাঁচিতে পারে না; কিন্তু রাম বিহনে আমাদের জীবন ত যাইতেছে না। † চৌদ্দ বৎসর।

চৌ—এ বারতা পায় যবে গুহক নিষাদরাজ। পুলকে একত্র করে আপন জন-সমাজ॥
ল'য়ে ফল কন্দ-আদি-নানাবিধ উপহার। মিলিবারে চলে প্রাণে হরষ ধরি' অপার॥ ১
দণ্ডবৎ করি' নতি রাখি' ভেট সম্মুখে। প্রভু-দরশন করে সবে অতি মন-সুখে॥
হইয়া আপন হারা স্বাভাবিক স্নেহ-বশে। শুধা'ন কুশল তাঁ'রে আদরে বসা'য়ে পাশে॥ ২
কুশল চরণ তব দরশন গুহ বলে। আজ হ'তে আসিলাম ভাগ্যবানের দলে॥
হে দেব এ গৃহ ধন রাজ্য সব তোমার। আমি ত' সেবক নীচ সহ মম পরিবার॥ ৩
এবে কৃপা করি' পুরে কর পদ-অর্পণ। দাসের সৌভাগ্য যেন সবে করে কীর্ত্তন॥
রাম কন তব ভাষে নাহি সখা মিথ্যা-লেশ। কিন্তু মোর 'পরে অন্য র'য়েছে পিতা-আদেশ॥৪

দো—বর্ষ চারিদশ মুনি-ব্রত বেশ আহার কাননে বাস।
হৃদয়ে আঘাত পায় গুহ শুনি' অনুচিত গ্রামে বাস॥ ৮৮

চৌ—শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা-রূপ দরশন করি'। প্রেমভরে বলাবলি করে গ্রাম-নরনারী॥
কেমন সে পিতা সখি আর সে মাতা কেমন। এমন বালকগণে পাঠাইল যাঁরা বন॥ ১
একজন বলে ভাল ক'রেছেন নৃপবর। বিধি দিল আঁখি-লাভ-ফললাভে অবসর॥
মনে মনে অনুমান করিয়া নিষাদপতি। বুঝিল অশোক তবে মনোহর হ'বে অতি॥ ২
দেখাইল রঘুবরে তরুতল-বাসস্থান। সুন্দর সববিধি ক'ন রাম প্রীত প্রাণ॥
বন্দি' চরণ ঘরে ফিরে সব পুরজন। সন্ধ্যা করিতে যা'ন রাম রঘুনন্দন॥ ৩
আহরণ করি' গুহ কুশ কিশলয়দল। রচনা করিল চারু শয়ন অতি কোমল॥
মধুর কোমল পূত ফল মূল আহরিয়া। পত্র-মঞ্জুষা ভরি' সলিল দিল রাখিয়া॥ ৪

দো—সীতা সুমন্ত্র অনুজের সনে খে'য়ে ফল মূল কন্দ।
শয়ন গ্রহণ করেন অনুজ সেবেন পদারবিন্দ॥ ৮৯

লক্ষ্মণ-নিষাদ সংবাদ

চৌ—প্রভু নিদ্রিত বুঝি' উঠিলেন লক্ষ্মণ। সুমধুর মৃদুভাষে সচিবে শুইতে ক'ন॥
তথা হ'তে কিছু দূরে ধনুশর ল'য়ে হাতে বসিলেন বীরাসনে আপনি প্রহরা দিতে॥ ১
বিশ্বাসী প্রহরীরে গুহ করি' আহ্বান। করিয়া দিল স্থাপিত জনেজনে নানাস্থান॥
নিজে লক্ষ্মণ-পাশে করিল উপবেশন। কটিতে কৃপাণ বাঁধা করে শর শরাসন॥ ২
ধরায় শায়িত প্রভু নিরীক্ষণ করি' গুহ বিষাদে প্রেমের বশে প্রাণে পায় দাব-দাহ॥
শিহরণ কলেবরে নয়নেতে জল বহে। প্রণয়-পূরিত ভাষে লক্ষ্মণ-প্রতি কহে॥ ৩
ভূপতির অন্তঃপুর সববিধি মনোহর। অমরাও লাজ পায় গৃহ হেন সুন্দর॥
মঞ্জু নিদাঘাবাস রতন মণি খচিত। যেন তাহা রতিপতি-নিজকর-বিরচিত॥ ৪

দো—বিচিত্র পূর্ণিত ভোগ-দ্রব্যে ভরা বাসিত কুসুম-বাসে।
মঞ্জু শয়ন মণি-দীপ-যথা তথা সব সুখ বাসে॥ ৯০

চৌ—নানাবিধ আস্তরণ উপাধান মনোহর। দুগ্ধফেন সম মৃদু নির্ম্মল সুন্দর॥
করিতেন যথা রাম-জানকী নিশি যাপন। রূপের বিভায় হরি' মনোজ রতির মন॥ ১
সেই সীতারাম আজ শায়িত তৃণ-শয়নে। শ্রান্ত ও বর-তনু বিনা অঙ্গ-আচ্ছাদনে॥
জনক-জননী যত পরিজন পুরবাসী। বান্ধব শীলযুত সেবক সকল দাসী॥ ২
শুশ্রূষা করিতেন প্রাণের সমান যাঁ'র। ধরাতল-শায়ী সেই প্রভু রাম গুণাধার॥
প্রভাব জগত-জোড়া জনক যাঁহার পিতা। শ্বশুর কোশলপতি দশরথ ইন্দ্র-মিতা॥ ৩
রঘুনাথ পতি যাঁ'র তেমন সীতা যখন। ধরণী-শায়িতা বিধি কা'রে বাম নাহ হ'ন॥
কাননের যোগ্য কি গো সীতা রাম কৃপাময়। কর্ম্মই শেষ কথা লোক সব সার কয়॥ ৪

দো—বড় কুটিলতা করিল কেকয়ী কুটিলা মন্দমতি।
সুখের সময়ে পা'ন দুখ যাহে জানকী ও রঘুপতি॥ ৯১

চৌ—হইল সে ভানুকুল-কুঠারের সমতুল। করিল সকল ভবে সে কুমতি দুখাকুল॥
শ্রীরাম-জানকী দোঁহে নিরখি' ধরা-শয়নে। নিষাদ-অধিপ মহা দুঃখ লভিল মনে॥ ১
বিরতি ভকতি জ্ঞান রসেতে পরিপূরণ। মধুর কোমল বাণী লক্ষ্মণ তবে ক'ন॥
কেহ কা'রে সুখ দুঃখ দিতে কি পারে কখন। আপন করম ফল ভোগ করে সব জন॥ ২
মিলন বিরহ ভোগ মন্দ অথবা ভাল। হিতাহিত মধ্যভাব ভ্রমজাত চিরকাল॥
যতদূর ভব-জাল জনম মরণ রয়। বিপদ-বিভব কাল কর্ম্ম বিগত নয়॥ ৩
ধরণী ভবন ধন পুরী আর পরিজন। ত্রিদিব ও নরকের ভেদাভেদ যতক্ষণ॥
দৃশ্য যাহা শ্রব্য যাহা যাহার বিচার হয়। মোহই তাহার মূল ঠিক পরমার্থ নয়॥ ৪

দো—স্বপনে নৃপতি ভিখারী কাঙাল কাঙাল দেবেশ যথা।
লাভ হানি কিছু নাহি জাগরণে বুঝিবে জগত তথা॥ ৯২

চৌ—এ বিচার রাখি' মনে করিবে না কভু রোষ। মিছামিছি কোন জন-উপরে না দিবে দোষ।
মোহ-শর্ব্বরী যোগে সকলে ঘুমে মগন। দেখি'ছে তাহার ঘোরে বিচিত্র কত স্বপন॥ ১
এই ভব-যামিনীতে কেবল জাগেন যোগী। পরম-আত্মায় রত মায়া-প্রপঞ্চ ত্যাগী॥
তখনি জানিবে জীব ক'রে ভবে জাগরণ। বিষয়-বিলাসে যবে বিগত তাহার মন॥ ২
বিবেক-উদয়ে যার মোহ-ভ্রম দূরে চ'লে। তবে হয় অনুরাগ রঘুনাথ-পদতলে॥
পরম ধরম এই কহি সখা সুগোপনে। রামের চরণে প্রেম কায় মন বাণী সনে॥ ৩
রামই পরম ধর্ম্ম পরাবস্তু পুরাতন। অবিগত আদিহীন অতীন্দ্রিয় অনুপম॥
সকল বিকারহীন পরিশূন্য সব ভেদ। নিত নেতি বলি' তাঁ'রে নিরূপণ করে বেদ॥ ৪

দো—ভকত ধরণী ধেনু ব্রাহ্মণ দেব-হিতে দয়াময়।
করি'ছেন লীলা নররূপ ধরি' শুনে' ভব হয় ক্ষয়॥ ৯৩

চৌ—মনে এ বুঝিয়া সখা মোহ কর পরিহার ॥ সীতারাম-পদতলে রত রহ অনিবার
রঘুনাথ গুণগানে হ'ল নিশি অবসান। জগ-সুখ-শুভ দাতা করিলেন গাত্রোত্থান।
সকল শৌচ-শেষে করেন অবগাহন। বটক্ষীর কৃপাময় করা'লেন আনয়ন ॥
অনুজের সনে শিরে করিলেন জটাভার। হেরি' সুমন্ত্র-চ'খে উথলিত জল-ধার ॥ ২
হৃদয়ে দারুণ দাহ মুখ-ছাঁদ বিমলিন। করজোড়ে ক'ন এই বচন অতীব দীন ॥
মহারাজ দশরথ আদেশ দেছেন নাথ। রথ ল'য়ে যাইবারে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সাথ ॥ ৩
করা'য়ে গঙ্গায় স্নান দেখা'য়ে তাঁ'দের বন দুই ভা'য়ে ল'য়ে ত্বরা করিতে প্রতিগমন ॥
সব সংশয় সব সঙ্কোচ দুর করি'। সীতারাম লক্ষ্মণে অনিবারে ত্বরা করি' ॥ ৪

দো—নৃপ-অভিলায এই প্রভু এবে আদেশ তব যেমন।
সবিনয়ে পদে ধরিয়া করেন বালক-সম রোদন ॥ ৯৪

চৌ—কহিলেন কৃপা করি' কর তাত সে উপায়। অনাথ কোশলপুরী হ'তে যেন নাহি পায় ॥
সচিবে তুলিয়া রাম প্রবোধ দিলেন কত। ধরমের বিধি কিবা আছে তব অবিদিত ॥ ১
শিবি* কি দধীচি † কিম্বা হরিশ্চন্দ্র ‡ মানবেশ। সহিলেন ধর্ম্মতরে কতই অশেষ ক্লেশ ॥
মহাজ্ঞানী রন্তিদেব ॥ আর বলি § নরপতি। কতই সঙ্কট সহি' ধর্ম্মে রাখেন মতি ॥ ২

* ২১ নং দোহার ৪ নং চৌপাইয়ের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। † ২১ নং দোহার ৪ নং চৌপাইয়ের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
‡ ৪৭ নং দোহার ৩ নং চৌপাইয়ের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

॥ **রন্তিদেব** :—ইনি মহারাজ সঙ্কৃতির পুত্র। ইঁহার মত দাতা বিরল। ইনি সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। যখন যৎসামান্য যাহা পাইতেন, তাহাই সপরিবারে আহার করিয়া দিনাতিপাত করিতেন। একবার এমন হইয়াছিল যে, একাদিক্রমে আটচল্লিশ দিন তাঁহাদের অন্নজল কিছুই মিলে নাই। উনপঞ্চাশৎ দিবস ভোজন করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রন্তিদেব তাঁহাকে আহার্য্যের নিজের অংশ দিয়া সৎকার করিলেন। তাঁহাকে বিদায় করিয়া পুনরায় ভোজন করিতে উদ্যত হইবেন, এমন সময় একজন শূদ্র অতিথি আসিলেন। সে সময় তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র ক্ষুৎপিপাসায় অতীব কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন; তথাপি অতিথিকে ভগবান্‌স্বরূপ জানিয়া, প্রসন্ন মনে তাঁহাকে আহারে পরিতৃপ্ত করিলেন। ইহার পর আর অতি অল্পমাত্র আহার্য্য অবশিষ্ট রহিল। তাঁহারা তাহাই গ্রহণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় একপাল কুকুর সঙ্গে এক চণ্ডাল আসিয়া উপস্থিত হইল, ও জানাইল যে সে অতি ক্ষুধার্ত্ত; আহারদানে প্রাণরক্ষা করিতে রাজাকে কাতর প্রার্থনা জানাইল। রাজা রন্তিদেব "শ্ব-পতয়ে নমঃ" বলিয়া স-কুকুর চণ্ডালকে নমস্কার করিলেন, ও যাহা কিছু আহার্য্য অবশিষ্ট ছিল, তাহাই প্রদান করিলেন। ইহার পর তাঁহাদের নিকট মাত্র পানীয় জল অবশিষ্ট। তাহাই পান করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে এক কসাই কাতরে চীৎকার করিতে করিতে জানাইল, তৃষ্ণায় তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহা শুনিয়া রাজার অন্তরে এই ভাবের উদয় হইল, কি, হে ভগবান্! আমি ব্রহ্মলোক চাহি না, যোগসিদ্ধি চাহি না, এমন কি মুক্তিও চাহি না; হে প্রভু! কৃপা করিয়া আমায় এই বর দিন, যেন আমি সকল দুঃখীরই অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রাণের দুঃখ অনুভব করিতে পারি, ও তাহারা যেন সেই দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সুখী হয়। মনে মনে এই ভাবের সহিত রন্তিদেব অতি প্রেম সহকারে কসাইকে জল পান করিতে দিলেন। তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব আদি দেবগণ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু রন্তিদেব ভোজনের অতিরিক্ত কোন পদার্থ ভিক্ষা করিলেন না। তখন তাঁহাদের কৃপায় রাজার মন হইতে সমস্ত মায়া নিমেষে অপসৃত হইয়া, বিশুদ্ধ আত্ম-স্বরূপে চিত্ত স্থির হইয়া গেল।

§ ২১ নং দোহার ৪ নং চৌপাইয়ের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

আগম নিগম আর পুরাণে করে বাখান। সত্যের মত আর ধর্ম্ম নাহিক আন ॥
সুলভে ধরম হেন লভিয়াছি ভাগ্য-বশ। বরজিলে ত্রিভুবনে ছে'য়ে যা'বে অপযশ ॥ ৩
প্রতিষ্ঠাবানেরা যদি এই অপযশ পায়। কোটি মরণ সম দারুণ দহন তা'য় ॥
হে তাত তোমারে আর কি কহিব অতিশয়। কথার(ই) উত্তর দিলে পাপ-ভাগী হ'তে হয় ॥ ৪

দো—পিতা-পায়ে কোটি নমি' কর-জোড়ে বিনয়ে ক'বেন হেন।
কোনই ভাবনা আমার কারণে না করেন তিনি যেন ॥ ৯৫

চৌ—আপনিও পিতা সম মম অতি হিতকারী। এ মিনতি করি তাত দুই কর জোড় করি' ॥
সকল প্রকারে ইহা করণীয় আপনার। দুখ নাহি পা'ন পিতা ভাবনা করি' আমার ॥ ১
শ্রীরামে সচিবে শুনি' হেন কথোপকথন পরিবার সনে গুহ বিষাদে হ'ল মগন ॥
অনন্তর লক্ষ্মণ ক'ন কিছু কটুবাণী। নিষেধ করেন রাম বড় অনুচিত জানি' ॥ ২
সঙ্কোচ সনে রাম শপথ দিয়া আপন। করেন লক্ষ্মণ-কথা কহিতে নৃপে বারণ ॥
নৃপতি-আদেশ মত কহেন সচিব তবে। সীতার কানন মাঝে অসহ-কষ্ট হ'বে ॥ ৩
যেমন করিয়া হয় সীতার প্রতিগমন। অবশ্যই করণীয় হে রাম তব এখন ॥
নহে অবলম্বনহীন হ'য়ে একেবারে। মরিবেন রাজা যথা জল বিনা মীন মরে ॥ ৪

দো—পিতার নিকটে শ্বশুরের কাছে যখন রুচি যেমন।
এ বিপদ কালে মন-সুখে সীতা রবে'ন তথা তখন ॥ ৯৬

চৌ—যে মিনতি-সনে নৃপ দিলেন কহি' আমায়। সে দীনতা সে বাৎসল্য মুখে নাহি কহা যায়
পিতার সন্দেশ শুনি' তখন কৃপানিধান। জানকীরে বুঝা'লেন করিয়া কোটি বিধান ॥ ১
শ্বশ্রূ শ্বশুর গুরু আর প্রিয় পরিবার। ফিরে' গেলে সকলের ঘুচিবে হৃদয়-ভার ॥
স্বামীর বচন শুনি' জানকী তখন ক'ন। শুনহ বচন মম প্রাণাধিক প্রিয়তম ॥ ২
হে প্রভু করুণাময় পরম বিবেকবান্। কায়া বিনা ছায়া করে কি প্রকারে অবস্থান ॥
কিরণ কি দিনকরে ছাড়িয়া থাকিতে পারে চাঁদিনী চাঁদেরে ত্যজি' কহ থাকে কি প্রকারে ॥ ৩
পতিরে প্রণয়-ভরা মিনতি শুনা'য়ে সীতা। সচিবের প্রতি ক'ন বচন অতি বিনীতা ॥
জনক শ্বশুর সম তুমি দেব হিতকারী। কথার উপর কথা কহি অনুচিত ভারী ॥ ৪

দো—বিপদের কালে সুমুখে থাকায় মন্দ ভে'ব না তাত।
আর্য্যসুত-পদ বিহনে ব্যর্থ আত্মীয়তা ভবে যত ॥ ৯৭

চৌ—পিতার বিলাস সুখ-বিভব হেরে'ছি কত। যাঁ'র পাদপীঠে নৃপ-মুকুট হইত নত ॥
সুখের আগার হেন আমার পিতা-ভবন। পতির বিহনে মোর তৃপ্ত নহেক মন ॥ ১
নরপতি-শিরোমণি শ্বশুর কোশলমণি। চতুর্দ্দশ লোকে ছায় যাঁহার খ্যাতির বাণী ॥
ছুটে' এসে দেবরাজ দেন যাঁ'রে আলিঙ্গন। সিংহাসন-অর্দ্ধভাগে যাঁহারে দেন আসন ॥ ২

এমন শ্বশুর আর অযোধ্যা ভবন তাঁ'র। শ্বশ্রূ জননী-সমা অতি প্রিয় পরিবার ॥
থাকিতেও রঘুপতি-পদ্মপদ-পরাগ। বিহনে স্বপনে নাহি এ সকলে অনুরাগ ॥ ৩
দুর্গম হো'ক্ পথ পর্ব্বত-সঙ্কুল। অতল তড়াগ নদী হরি করী সমাকুল ॥
কোল ও কিরাত খগ মৃগ ভরা বনভূমি। স্বামী-সনে সে সকলি সুখময় গণি আমি ॥ ৪

দো—পদে ধরি' মোর হ'য়ে নিবেদন শ্বশ্রূ শ্বশুর-পাশে।
করিবেন যেন না ভাবেন অতি সুখে আছি বনবাসে ॥ ৯৮

চৌ—অগ্রগণ্য বীর ধরি' শরাসন শরাধার। সুপ্রিয় দেবর আর দয়িত সাথে আমার ॥
নাহি মোর পথশ্রম দুখ নাহি লাগে মোরে ভুলেও ভাবনা যেন না করেন মোর তরে ॥ ১
সচিব শুনিয়া এই শীতল জানকী-বাণী। পরাণে ব্যথিত যথা মণিহারা হ'য়ে ফণি ॥
দৃষ্টি-রোধিত আঁখি শব্দ পশে না কাণে। মুখে নাহি আসে ভাষা এত আকুলতা প্রাণে ॥২
শ্রীরাম করেন তাঁ'রে কতই প্রবোধ দান। ধৈর্য্য না মানে মন শান্ত না হয় প্রাণ ॥
ফি'রিতে যুক্তি যত দেখান সচিব-বর। সবারি শ্রীরঘুনাথ দেন যথা-উত্তর ॥ ৩
ঠেলিতে শকতি নাই শ্রীরাম-অনুশাসন। কঠিন করম-গতি নিরুপায় হ'ল মন ॥
অবশেষে নমি' রাম লক্ষ্মণ সীতা-পায়ে। ফিরেন বণিক যথা মূলধন হারা হ'য়ে ॥ ৪

দো—রথ ফিরে হয় রাম-পানে চাহি' বারবার রব করে।
নিরখি' নিষাদ বিষাদের বশে মাথা খুঁড়ে খেদ ভরে ॥ ৯৯

চৌ—যাহার বিরহে পশু বিকল-পরাণ হেন। জনক জননী প্রজা প্রাণে বাঁচিবেন কেন ॥
সচিবে দৃঢ়তা সনে ফিরা'লেন রঘুবীর। অতঃপর আসিলেন নিজে সুরধুনী-তীর ॥ ১

পাটনীর ভক্তি ঃ শ্রীরামের গঙ্গা-উত্তরণ

তরণী আনিতে রাম কহিলেন পাটনীরে। সে কহে মরম তব জানা আছে ভাল ক'রে ॥
সকলেই এই কয় তোমার চরণ-ধূল। মানুষ করার নাকি শিকড়ের সমতুল ॥ ২
লাগিতে পাথরে হ'ল নারী মহা সুন্দর। কাঠ ত' পাথর হ'তে নহে কিছু দৃঢ়তর ॥
তরীও তেমনি যদি মুনিনারী হ'য়ে যায়। তরী মোর উবে যা'বে প্রাণ রাখা হ'বে দায় ॥ ৩
এই তরী দিয়ে পুষি মোর সারা পরিবার। এ ছাড়া দ্বিতীয় পেশা কিছু জানা নাহি আর ॥
যদি প্রভু পরপারে নেহাৎ-ই যে'তে হয়। তাহ'লে গোড়ায় দাও পা ধুয়া'তে দয়াময় ॥ ৪

ছ—কমল চরণ করি' প্রক্ষালন তরীতে বসা'ব চাহিনা কড়ি।
এই শুধু রাম মম মনস্কাম পিতার শপথ চরণে পড়ি ॥
এতে যদি তীর মারে ছোটবীর ও পা না ধুয়া'য়ে তথাপি প্রভু
দিয়া তরীখান হে তুলসী-প্রাণ পার তোমা নাহি করিব কভু ॥

সো—পাটনীর বাণী শুনি' বিপরীত ভাষা ভকতি ভরা।
হাসিলেন রঘুমণি মুখপানে চাহি' অনুজ দারা॥ ১০০

চৌ—মৃদু হাসি' কৃপাময় পাটনীর প্রতি ক'ন। নৌকা বাঁচা'য়ে কর যাহা তব চায় মন॥
আনয়ন করি' জল ত্বরা পা ধুয়া'য়ে নাও। হ'তেছে বিলম্ব বড় এবে পার ক'রে দাও॥ ১
বারেক যাঁহার নাম করিলে হৃদে স্মরণ। অপার ভবের বারি করে নরে উত্তরণ॥
যাঁহার ত্রিপাদ হ'তে ত্রিভুবন ক্ষুদ্রতর। পাটনীরে সে কৃপাল অনুরোধ-তৎপর॥ ২
প্রভু-অনুরোধ শুনি' সুরধুনী বিস্মিতা। হেরিয়া চরণ-নখে প্রাণে অতি পুলকিতা *॥
তুষ্ট পাটনী লভি' শ্রীরামের অনুমতি। কাষ্ঠ-বাসন ভরি' বারি আনে দ্রুতগতি॥ ৩
পুলকে উথলে প্রাণ ডগমগ অনুরাগে। চরণ-সরোজযুগ ধুয়ায় বড় সোহাগে॥
অমর বরষি' ফুল করিলেন জয়গান। পুঞ্জীভূত পুণ্যও নহেক ইহা-সমান॥ ৪

দো—চরণ ধুয়া'য়ে জলপান করি' নিজে সহ পরিবার।
পিতৃ-পুরুষে পার করি' করে হরষে প্রভুরে পার॥ ১০১

চৌ—গুহ লক্ষ্মণ আর জনক-সুতার সাথে। নামিয়া দাঁড়ান রাম গঙ্গার বালুকাতে॥
পাটনী প্রণাম করে করিয়া অবতরণ। কিছু দেওয়া নাহি হ'ল ভাবিয়া সঙ্কোচ মন॥১
পতি-মতিবিচক্ষণা জনক-দুহিতা ত্বরা। খুলেন হরষে মণি-অঙ্গুরী মনোহরা॥
কহিলেন দয়াময় লহ পার-করা কড়ি। পাটনী আকুল হ'য়ে লুটায় চরণে পড়ি'॥ ২
বলে নাথ এ দাসের কি না আজ পাওয়া হ'ল। দারিদ্র্যের দাবানল বলুষ দুখ মিটিল॥
বহুদিন হ'তে এই শরীর খাটা'য়ে খাই। এতদিনে বিধি-দেওয়া শ্রেষ্ঠ মজুরী পাই॥ ৩
হে নাথ হে দীননাথ শ্রীচরণ-অনুগ্রহে। এ দীন এখন তব পাশে কিছু নাহি চাহে॥
ফিরিবার কালে যাহা দিবে পরমাত্মন্। সে প্রসাদ প্রেমভরে করিব শিরে ধারণ॥ ৪

দো—বহু অনুরোধ করিলেন সবে পাটনী কিছু না লয়।
দিলেন বিদায় বিমল ভকতি- বর দিয়া দয়াময়॥ ১০২

চৌ—অনন্তর স্নান শেষ করিয়া শ্রীরঘুনাথ। পার্থিব শিব পূজি' নমেন ভকতি সাথ॥
বিনয়ে কহেন সীতা দুই-কর করি' জোড়। পূরে যেন হে জননি মনের কামনা মোর॥ ১
স্বামী ও দেবর সনে কুশলে ফিরি আবার পারি যেন করিবারে জননি পূজা তোমার॥
ভকতি-পূরিত শুনি' সীতার মিনতি-বাণী। গঙ্গার পূত জল হ'তে উঠে এই বাণী॥ ২
হে রঘুকুলের মণি শ্রীরামের প্রিয়তমা। কোন জন নাহি জানে জগতে তব মহিমা॥
লোকপাল হ'য়ে যায় তব কৃপা আঁখি ভরে সব সিদ্ধি তব সেবা করে নিত জোড়করে॥ ৩

* রামের অনুরোধ শুনিয়া গঙ্গা বিস্মিত হইলেন; ভাবিলেন ইনিই কি সেই নারায়ণ,—যাঁহার চরণ হইতে তাঁহার উৎপত্তি। অনন্তর রামের পদ-নখের পানে চাহিতে তাঁহার অন্তর পুলকিত হইল; তিনি সে চরণ চিনিতে পারিলেন।

আমারে মিনতি করি' যে বচন শুনাইলে। তোমারি করুণা সে ত' মোরে অতি মান দিলে
তবু দেবি করিবারে সফল আপন বাণী। তোমারে আশীষ দান করি প্রিয়া-রঘুমণি ॥ ৪

দো—দয়িত দেবর সহিত কুশলে কোশলে আসিবে ফিরে'।
পূরিবে তোমার সকল কামনা যশ র'বে জগ ভ'রে ॥ ১০৩

চৌ—গঙ্গার বাণী শুনি' সব মঙ্গল-মূল। মোদিতা জানকী জানি' ভগবতী অনুকূল ॥
গুহেরে তখন প্রভু ক'ন সখা যাও গৃহে। শুনিয়া শুকা'ল মুখ হৃদয় ভরিল দাহে ॥ ১
দীনভাবে গুহ কহে জোড় করি' দুইকর। মিনতি শুনহ এই সেবকের রঘুবর ॥
থাকিয়া প্রভুর সাথে করি' পথ প্রদর্শন। চারি দিন তরে শুধু করি সেবা ও চরণ ॥ ২
করিবেন অবস্থান গিয়া যে বন-ভিতরে। পর্ণ-কুটির তথা বিরচিব তব তরে ॥
হ'বে তব যে আদেশ তখন আমারে প্রভু। দোহাই তোমার কথা কহিব না তাহে কভু ॥৩
গুহকের অকপট প্রেম করি' দরশন। লইলেন সাথে গুহ-হৃদয়েতে পুলকন ॥
তখন নিষাদরাজ ডাকিয়া আত্মীয়গণে। বিদায় করেন সবে অতি পরিতোষ সনে ॥ ৪

দো- -গণপতি হরে করিয়া স্মরণ নতি করি' সুরধুনী।
অনুজ গুহক সীতা সনে বনে চলিলেন রঘুমণি ॥ ১০৪

প্রয়াগে আগমন ; ভরদ্বাজ-সংবাদ

চৌ—সে রজনী তরুতলে হইল অতিবাহিত। লক্ষ্মণ গুহ হ'তে হ'ল সব আয়োজিত ॥
প্রভাতে প্রভাত-কাজ করি' সব সমাপন। প্রয়াগ-তীর্থরাজ করিলেন দরশন ॥ ১
সে রাজার মন্ত্রী সত্য শ্রদ্ধা তা'র প্রিয়নারী। শ্রীবেণীমাধব-সম মিত্র অতি হিতকারী ॥
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ পূরিত ধনভাণ্ডার। পুণ্য-প্রদেশই তা'র রাজ্য সব সুখাধার ॥ ২
ক্ষেত্র* অগম গড় সুদৃঢ় ও মনোরম। স্বপনেও নাহি তথা প্রতিপক্ষ একজন ॥
অখণ্ড প্রয়াগ তা'র ভীম চমূ মহাবল। রণধীর অন্তক কলুষের সেনাদল ॥ ৩
সঙ্গম সে নৃপের মহিমার সিংহাসন। ছত্র অক্ষয় বট মুনিমন-বিমোহন ॥
সুরধুনী-যমুনার ঊর্ম্মি যেন চামর। দর্শন মাত্রে যাহা দরিদ্রতা দুখ-হর ॥ ৪

দো—সেবেন পুণিত সাধু পুণ্যবান্ পূর্ণ হয় মনস্কাম।
নিগম পুরাণ বন্দী তাহার গায় পূত গুণগ্রাম ॥ ১০৫

চৌ—কলুষনিবহ গজ-কেশরী-সম নিধনে। প্রয়াগ-মহিমা বল' কাহার শকতি ভণে ॥
এ হেন তীর্থরাজ করি' চ'খে দরশন। সুখের সাগরে সুখ-সাগর গমন-মন ॥ ১
প্রয়াগ-মহিমা রাম কহিলেন বিবরিয়া। শ্রীমুখে লক্ষ্মণ সীতা সহচরে কীর্ত্তিয়া ॥
প্রণাম করিয়া করি' দরশন বন বাগ। কীর্ত্তন করি' গুণ সহ অতি অনুরাগ ॥ ২

* প্রয়াগ-ক্ষেত্র।

এই ভাবে আসি' রাম বেণী* করি' দর্শন। যাহার স্মরণে হয় মঙ্গল অগণন ॥
বিহিত বিধানে পূজা করি' তীর্থ-দেবতারে। আনন্দে করিয়া স্নান পূজিলেন মহেশেরে ॥ ৩
আসিলেন তা'র পর ভরদ্বাজ-মুনি-দ্বারে। করিতে প্রণাম মুনি লইলেন বুকে ক'রে ॥
বরণন নাহি হয় মুনির পুলক কত। ব্রহ্ম লাভের সুখ হয় যেন অনুভূত ॥ ৪

দো—দিলেন আশীষ মুনি-অধীশ্বর হরষ হৃদে এ জানি'।
সব পুণ্যফল লোচন-গোচর করিলেন বিধি আনি' ॥ ১০৬

চৌ—কুশল প্রশ্ন করি' করিলা আসন দান। পূজিয়া প্রেমের সনে করিলেন প্রীত-প্রাণ ॥
কন্দ ফল মূল আর অঙ্কুর মনোরম। আনিয়া দিলেন মুনি সকল অমৃতোপম ॥ ১
গুহক লক্ষ্মণ সীতা সহ রঘুপতি রাম। অতিশয় তৃপ্তিতে সেই ফল মূল খা'ন ॥
অপগত পরিশ্রম প্রীত রাম রঘুমণি। ভরদ্বাজ মুনি ক'ন তখন মৃদুল বাণী ॥ ২
সফল আজিকে সব তপ যাগ তীর্থ ত্যাগ। সফল আজিকে সব জপ যোগ ও বিরাগ ॥
এতদিনে সার্থক আমার যত সাধন। তোমার হে রঘুমণি পে'য়ে আজি দরশন ॥ ৩
নাহি আর শ্রেষ্ঠতর লাভ সুখ এ জীবনে। তব দরশনে আশা পরিপূর্ণ এতদিনে ॥
এখন করুণা করি' দেহ শুধু এই বর। সহজ-প্রণয় হয় যেন পদ্ম-পদ 'পর ॥ ৪

দো—সব কপটতা ত্যজি' যত দিন তব দাস নাহি হয়।
কোটি প্রতিকার করিলেও তবু স্বপনে পা'বার নয় ॥ ১০৭

চৌ—শুনিয়া মুনির বাণী প্রেম ভাব-সিঞ্চিত। আনন্দ-পূরিত রাম প্রাণ তবু কুণ্ঠিত ॥
তখন শ্রীরঘুবর মুনিরাজ-যশোগান। শুনা'লেন সবজনে কোটি করি' বাখান ॥ ১
কহিলেন মুনীশ্বর সে-ই সব গুণাধার। সে-ই বড় ভবে যেবা আদর লভে তোমার ॥
দেখান বিনয় রাম মুনি হেন পরস্পর। মন-মাঝে সুখ পান বচনের অগোচর ॥ ২
এ বারতা করি' লাভ প্রয়াগের অধিবাসী। সিদ্ধ তাপস যোগী মুনি বটু† ও উদাসী ॥
ভরদ্বাজ-আশ্রমে করিলেন আগমন। দশরথ-আত্মজে করিবারে দরশন ॥ ৩
প্রণাম করেন রাম অ-বিশেষে সবজনে। নয়ন সফল করি' সকলে মোদিত মনে ॥
পরম আনন্দ লভি' করেন আশীষ দান। ফিরিয়া আসেন করি' কম রূপ-শোভা গান ॥ ৪

দো—রজনী যাপন করিয়া প্রভাতে প্রয়াগে করিয়া স্নান।
মুনিরে নমিয়া সীতা ভ্রাতা গুহ সহ যা'ন প্রীত প্রাণ ॥ ১০৮

চৌ—প্রেমভরে রঘুমণি কহিলেন মুনিবরে। কহ প্রভু যা'ব এবে মোরা কোন্ পথ ধ'রে ॥
মনে মনে হাসি' মুনি রামে দেন উত্তর। সুগম সকল পথ তব তরে রঘুবর ॥ ১

* ত্রিবেণী। † ব্রহ্মচারী।

করেন যাইতে সাথে শিষ্যেরে আহ্বান। অর্দ্ধশত আসে ধে'য়ে শুনি' উৎফুল্ল প্রাণ ॥
শ্রীরামের 'পরে প্রেম সীমাহীন সবাকার। সকলেই বলে পথ জানিত আছে আমার ॥ ২
সঙ্গে দিলেন মুনি ব্রহ্মচারী চারিজন। বহু জন্ম ধরি' পুণ্য করে যা'রা অর্জ্জন ॥
করিয়া প্রণাম মুনি-আজ্ঞা লাভের পরে। চলিলেন রঘুনাথ প্রমোদিত অন্তরে ॥ ৩
গ্রামের নিকট দিয়া করেন যবে গমন। নরনারী ছুটে আসে করিবারে দরশন ॥
চরিতার্থ হয় নর-জন্মলাভ-ফল পায়। খেদ ভরে ফিরে মন তাঁহাদের সাথে যায় ॥ ৪

দো—বিনয়ে বিদায় পায় বটুগণ ফিরে তা'রা পূর্ণকাম।
করেন উতরি' যমুনায় স্নান নিজ তনু-সম শ্যাম ॥ ১০৯

তাপস প্রকরণ

চৌ—বার্ত্তা শুনি' যমুনার তীরবাসী নরনারী। দৌড়ায় নিজনিজ কাজ সব পরিহরি' ॥
লক্ষ্মণ সীতা রাম-রূপ করি' দরশন। বাখান করিছে সবে ভাগ্য আপনাপন ॥ ১
প্রবল লালসা করে বিরাজ সবার মনে। শুধাইতে নাম গ্রাম অথচ সঙ্কোচ প্রাণে ॥
তা' সবার মাঝে যেবা সুচতুর বৃদ্ধ ছিল। বিচার-সহায় করি' শুধু রামে সে চিনিল ॥ ২
সে তখন সবাকারে বলে রাম-বিবরণ। জনক-আদেশ লভি' গমন করেন বন ॥
শুনিয়া বিষাদ ভরে সবে করে হায়হায়। কহে তা'রা ভাল কাজ না করে রাণী রাজায় ॥৩
তাপস আসেন এক তথা সেই অবসর। সুন্দর লঘু-বয়ঃ তেজোময় কলেবর ॥
কবি-অজানিত গতি বিরাগীর বেশধর। কায়মনোবাক্যে রাম-পদে অনুরাগ-পর ॥ ৪

দো—ইষ্টদেবে চিনি' সজল নয়ন রোমাঞ্চভরা বয়ান।
পড়েন ধরণী দণ্ড-সমান না হয় দশা বাখান ॥ ১১০

চৌ—ধরেন হৃদয়ে রাম হরষিয়া প্রেমভরে। পরম কাঙাল স্পর্শমণি যেন লাভ করে ॥
প্রেম পরমার্থ দু'য়ে শরীর করি' ধারণ। যেন আলিঙ্গন করে বলে এই লোকজন ॥ ১
তা'র পর লক্ষ্মণ-পদতলে পড়ে গিয়া। অনুরাগ-ভরে তা'রে লইলেন উঠাইয়া ॥
পরিশেষে লয় শিরে জানকীর পদধূলি। জননী আশীষ দেন আপন তনয় বলি' ॥ ২
নিষাদ করিল তাঁ'রে প্রণাম দণ্ড মত। রামের ভকত হেরি' মিলেন হরষ-যুত ॥
নয়ন যুগলে রূপ-পীযূষ করেন পান। ক্ষুধাতুর সু-অশন লাভে যথা প্রীতপ্রাণ ॥ ৩
কেমন সে পিতামাতা কহিতেছে নারীগণ। এমন বালকগণে যাহারা পাঠায় বন ॥
হেরি' রাম লক্ষ্মণ সীতা-রূপ মনোহর। স্নেহেতে বিকল-প্রাণ যতেক রমণী নর ॥ ৪

দোঃ—অবশেষে রাম অনেক বিধানে বুঝা'লেন গুহকেরে।
শ্রীরাম-আদেশ ধরিয়া মাথায় ভবনে গুহক ফিরে ॥ ১১১

যমুনাকে প্রণাম ; বনবাসীদের ভক্তি

চৌ—সীতা রাম লক্ষ্মণ জোড়করে তৎপরে। নমিলেন পুনরায় উদ্দেশে যমুনারে ॥
যমুনা-মহিমাগাথা করিতে করিতে গান। ফুল্লতা-ভরা প্রাণে স-সীতা দু'ভাই যা'ন ॥ ১
পথেতে চলিতে মিলে পথিক কতই জন। প্রেমভরে কহে দুই ভাইয়ে করি' দরশন ॥
তোমাদের দেহে নৃপ-লক্ষণ নিরখিয়া। বিষম ভাবনা-ভারে ভারযুত এই হিয়া ॥ ২
রাজা তবু পদব্রজে কর পথ অতিক্রম। সন্দেহ হয় তাহে জ্যোতিষ সকলি ভ্রম ॥
শৈল কাননে ভরা দুর্গম পথ ভারি। তাহে তোমাদের সাথে সুকুমারী এক নারী ॥ ৩
নয়নে না যায় দেখা হরি করী ভরা বন। অনুমতি হ'লে মোরা সঙ্গে করি গমন ॥
যথায় তোমরা যা'বে ততদুর সাথে গিয়া। চরণে প্রণাম করি' আসিব পুনঃ ফিরিয়া ॥ ৪

দো—এমনি শুধায় পুলক-শরীরে আধ-আঁখি প্রেমবশে।
করুণা-সাগর ফিরাইয়া দেন বিনীত কোমল ভাষে ॥ ১১২

চৌ—রামের গমন-পথে পড়ে যে নগর গ্রাম। সে সবারে হিংসা করে নাগপুরী সুরধাম ॥
এ সবে বসা'ল কোন্ পুণ্যবান্ শুভক্ষণে। ধন্য অতি রমণীয় হ'ল রাম-দরশনে ॥ ১
যে যে ভূমি মাড়াইয়া রামের চরণ যায়। অমরাবতীও তা'র সমতুল নহে হায় ॥
বড় পুণ্যবান্ যত সে পথের পার্শ্ববাসী। তা' সবারে ধন্য মানে সুরপুর-অধিবাসী ॥ ২
লক্ষ্মণ সীতা সনে সেই নবঘন শ্যাম। দরশন করে যেবা নয়ন ভরিয়া রাম ॥
যে নদী তড়াগে রাম করেন অবগাহন। দেবনদী সরোবর করে গুণ-কীর্ত্তন ॥ ৩
যে বিটপী তলদেশে করেন উপবেশন। কল্পতরুও তা'রে শতবার ধন্য ক'ন ॥
শ্রীরামের পদরজ পরশ করিয়া ক্ষিতি। করেন নিজেরে জ্ঞান চির মহাভাগ্যবতী ॥ ৪

দো—ছায়া দেয় ঘন ছড়া'ন কুসুম হিংসি' দেবতাগণ।
চলেন শ্রীরাম হেরিতে হেরিতে খগ মৃগ গিরি বন ॥ ১১৩

চৌ—লক্ষ্মণ সীতা সনে যবে রাম রঘুবর। গ্রাম-সন্নিধান দিয়া প্রস্থান-তৎপর ॥
বৃদ্ধ বাল নারী যুবা সমাচার লাভ করি'। আসে অতি ত্বরাগতি গৃহকাজ পরিহরি' ॥ ১
নিরখিয়া তাঁহাদের বিমোহন রূপভাতি। নয়ন-লাভের ফল পে'য়ে সুখ পায় অতি ॥
জলেতে নয়ন ভরে শিহর আসে শরীরে। তন্ময় হ'য়ে রয় চে'য়ে সেই দুই বীরে ॥ ২
কি দশা তা'দের তবে কে করিবে বর্ণন। কাঙাল লভিল চিন্তামণি যেন অগণন ॥
একজন অপরেরে ডাকিয়া বলে কেবল। এ সময়ে লও শুধু নয়ন পাওয়ার ফল ॥ ৩
অনুরাগ ভরে কেহ করি' রামে দরশন। অপলকে তাঁ'রে চে'য়ে সঙ্গে করে গমন ॥
কেহ আঁখি-পথ দিয়া তাঁহারে হৃদয়ে আনি'। শিথিল হইয়া রয় মন কলেবর বাণী ॥ ৪

দো—বট-ছায়া হেরি' কেহ বা বিছায় কোমল তৃণ ও পাতে।
কহে ক্ষণ বসি' আজ(ই) যে'য়ো প্রভু অথবা কালিকে প্রাতে ॥ ১১৪

চৌ—কেহ বা কলসে ভরি' বারি করে আনয়ন। সবিনয়ে বলে নাথ কর শুধু আচমন ॥
প্রিয়ভাষা শুনি' তাঁ'র হেরি' অনুরাগ অতি। পরম করুণাময় সুশীল জানকীপতি ॥ ১
বুঝি' আপনার মনে শ্রান্ত স্ব বনিতারে। করিলেন বট-ছায়ে বিশ্রাম ক্ষণতরে ॥
প্রমোদিত নরনারী শোভা করি' দরশন। অনুপম রূপ-বিভা নয়ন মনোমোহন ॥ ২
রামচন্দ্র-মুখচন্দ্র-পানে চকোরের মত। চারিদিকে অপলকে সবে নিরীক্ষণ-রত ॥
তমাল-তরুর রং তনু-শোভা মনোহর। কোটি মনসিজ-মন-বিমোহন কলেবর ॥ ৩
দামিনী-বরণ বড় ভাল লাগে লক্ষ্মণে। নখ হ'তে শিখাবধি রূপ-বিভা হরে মনে ॥
কটিতে শায়কাধার মুনি-বেশ পরিধান। কমল-করেতে শোভা করে শরাসন-বাণ ॥ ৪

দো—জটার মুকুট সুন্দর শিরে ভুজ আঁখি সুবিশাল।
শরতের রাকা- শশী মুখ'পরে শোভে স্বেদ-কণ জাল ॥ ১১৫

চৌ—মনোহর যুগলের নাহি হয় বরণন। অল্প আমার মতি ' রূপভাতি অতুলন ॥
লক্ষ্মণ রাম আর সুন্দরতা জানকীর। চিত মন বুদ্ধি সনে দেখে সবে হ'য়ে স্থির ॥ ১
প্রেম-পিপাসায় হ'ল নিশ্চল নরনারী। মৃগ মৃগী যেই মত প্রদীপের শিখা হেরি' ॥
সীতার সমীপে গিয়া গ্রামের রমণীগণ। অতি স্নেহে-সঙ্কোচে করে তাঁ'রে সম্বোধন ॥ ২
বার বার পড়ে তাঁ'র চরণ-কমল 'পরে। অকপট মৃদুবাণী কহে সরলতা ভরে ॥
রাজবালা নিবেদন করি তব শ্রীচরণে। রমণী-স্বভাব বশে কুণ্ঠিতা সম্বোধনে ॥ ৩
মার্জ্জনা ক'রো দেবি আমাদের অভিনয়। জ্ঞানহীনা বলি' যেন করিও না দোষাশ্রয় ॥
সহজ-সুরূপ এই যুগল নৃপ-কুমার। মরকত হেম যাঁ'র রূপ করে অনুকার ॥ ৪

দো—শ্যাম সুগৌর কিশোরোত্তম সুন্দরতা শোভা-কূপ।
শারদ-যামিনী- কান্ত বদন কমল-আঁখি অনুপ ॥ ১১৬

চৌ—লজ্জিত কোটি কাম যাঁহাদের রূপ দেখি'। কে হ'ন তোমার তাঁ'রা কহ দেবি সুধামুখি
শুনি' এই মঞ্জুল অতি স্নেহমাখা কথা। কুণ্ঠিতা সীতা লাজে অন্তরে হরষিতা ॥ ১
প্রশ্ন-কারিণী পানে চে'য়ে আঁখি ধরা নত দুই সঙ্কোচ* ভরে প্রাণ হ'ল কুণ্ঠিত ॥
বালমৃগ-সম-আঁখি সরম-জড়িত বাণী। কহেন মধুর ভাষে বচন পিক-ভাষিণী ॥ ২
স্বাভাবিক মনোহর গৌর বরণ যেই। লক্ষ্মণ নাম তাঁ'র আমার দেবর সেই ॥
তা'র পর বিধুমুখ ঢাকি' নিজ অঞ্চলে। প্রিয়তম পানে চাহি' বাঁকাইয়া ভ্রূ-যুগলে ॥ ৩

* না বলিলে গ্রামবাসিনীগণের দুঃখ-জনিত সঙ্কোচ, ও বলিলে লজ্জা-জনিত সঙ্কোচ।

খঞ্জন-বঙ্কিম-নয়নের ভঙ্গিতে। উনিই আমার স্বামী জানা'লেন ইঙ্গিতে
গ্রাম্য-বধূরা শুনি' এমনি মোদিত মন। কাঙাল লুটিল যেন কুবের-বিভবধন ॥ ৪

দো—জানকী-চরণে পড়ি' প্রেমভরে আশীষ প্রদান করে।
সদা সোহাগিনী রহ যত দিন বসুধা বাসুকী ধরে ॥ ১১৭

চৌ—পার্ব্বতী-সম হও দয়িতের প্রিয়তমা। হে দেবি মোদের 'পরে যায় না যেন করুণা ॥
বার বার করজোড়ে করিল বহু মিনতি। ফিরিবার কালে যদি এই পথে হয় গতি ॥ ১
কিঙ্করী ভাবি' মনে দিও তবে দরশন। প্রণয়-পিপাসাতুরা করি' সবে বিলোকন ॥
মধুর বচনে সীতা করিলেন সন্তোষ। কুমুদেরে কৌমুদী করে যথা পরিতোষ ॥ ২
হেন কালে লক্ষ্মণ বুঝিয়া রামের মত। মধুর বচনে সবে শুধা'ন গমন-পথ ॥
বাণী শুনি' দুঃখিত হ'ল সব নরনারী। কলেবরে শিহরণ লোচনে বিরহ-বারি ॥ ৩
প্রমোদ ফুরা'য়ে গেল উদাস হইল মন। দিয়া নিধি বিধি যেন করিল অপহরণ ॥
কর্ম্মের গতি বুঝি' রহিল ধীরজ ধ'রে। নির্ণি' সুগম পথ দিল বরণন ক'রে ॥ ৪

দো—লক্ষ্মণ সীতা , সহ রাম তবে গমন করেন বন।
ফিরা'য়ে সবারে প্রিয়ভাষে শুধু হরিয়া সবার মন ॥ ১১৮

চৌ—অনুতাপ-ভরে ফিরে সকলে ভবন-পানে। দৈবের দোষ দেয় আপন-আপন মনে
এ-উহার প্রতি কয় অতিশয় মন-খেদে। বিধাতার দশা এই সব কাজে বাদ সাধে ॥ ১
নিষ্ঠুর ডরহীন কাহারেও নাহি ডরে। কলঙ্কী রোগ-ভরা* যে করিল শশধরে ॥
কল্প-পাদপে তরু পয়োনিধি করে ক্ষার। সেই বিধি পাঠাইল বিপিনে নৃপ-কুমার ॥ ২
এমন জনেরে দিল কাননে আবাস যদি। বৃথাই ধরায় ভোগ-বিলাস সৃজিল বিধি ॥
এরা যবে ভ্রমে পথে ব্যতিরেকে পদ-ত্রাণ। ব্যর্থ বিধির রচা যতেক বাহন যান ॥ ৩
কুশ-পাতা পাতি' এরা করিলে ধরা-শয়ন। রচিল কা'দের তরে তবে বিধি সু-শয়ন ॥
তরুতল-বাস যদি এদের বিধি লিখিল। বৃথা শ্রম করি' তবে শ্বেত সৌধ নির্ম্মিল ॥ ৪

দো—যদি মুনি-বাস জটাভাব ধরে এই বর-সুকুমার।
বৃথাই তা'হলে বসন ভূষণ বিরচন বিধাতার ॥ ১১৯

চৌ—এরা যদি মুনি-মত কন্দ ফল মূল খা'বে। সুধা আদি ভোজ্য যত জগতে কে তবে পা'বে ॥
অন্য জনে বলে এরা সহজ-মাধুরীভরা। স্বতঃ প্রকাশিত নহে ধাতার সৃজন করা ॥ ১
শ্রবণ-নয়ন-মন-গোচর ধাতার ক্রিয়া। যতদূর নিগমেতে বর্ণিল বিবরিয়া ॥
চতুর্দ্দশ লোক-মাঝে দেখ ক'রে অন্বেষণ। এমন পুরুষ কোথা রমণী কোথা এমন ॥ ২

---

*ক্ষয়বৃদ্ধিশীল।

ইঁহাদের হেরি' বিধি-মানস হ'ল মোহিত। তুলনার উপযোগী সৃজনে হইল রত ॥
করিল অনেক শ্রম এক না পূরিল আশ। এই দ্বেষে লুকাইয়া রাখে আনি' বনবাস ॥ ৩
অপরে কহিল আমি অতশত নাহি জানি। দরশন-ফলে নিজে ধন্য বলিয়া মানি ॥
সেই বড় পুণ্যবান্ এই লয় মোর মন। যে দেখেছে যে দেখিছে যে করিবে দরশন ॥৪

দো—কহি' কহি' প্রিয়- বচন এমন প্রেমাশ্রু লোচনে ভরে।
এ দুর্গম পথে যা'বেন কেমনে সুকুমার কলেবরে ॥ ১২০

চৌ—বিকল স্নেহের বশে নারীগণ অতিশয়। চক্রবাকী বিমলিন প্রদোষে যেমন হয় ॥
কোমল কমল-পদ মার্গ কঠিন জানি'। ব্যথিত-হৃদয় ল'য়ে কহে সবে বর-বাণী ॥ ১
পরশন করি' ওই কোমল চরণতল। কুঞ্চিত ক্ষিতি-যথা মোদের হৃদয়-দল ॥
হেন কম-কলেবরে বনে পাঠা'লেন যদি। কেন না কুসুমময় করিলেন পথ বিধি ॥ ২
ভিক্ষা মাগিলে যদি বিধি পাশে পাওয়া যায়। আঁখিতে আবরি' সখি রাখিবারে সাধ যায় ॥
এ সময়ে যেই নারীনর হেথা না আসিল। নয়নে জানকী রাম হেরিতে নাহিক পে'ল ॥ ৩
তা'রা আসি' কহে শুনি' সে রূপের বিবরণ। গমন করেন তাঁ'রা কতদূর এতক্ষণ ॥
যে পারিল ছুটে' গিয়ে দরশন লাভ ক'রে। জনম সফল করি' হরষিত হ'য়ে ফিরে ॥ ৪

দো—না পারিল যা'রা হাতে হাতে চাপি' অনুতাপ করে কত।
যথা যথা যা'ন রাম লোকে হয় প্রেমবশ এই মত ॥ ১২১

চৌ—নিরখিয়া ভানুকুল-কুমুদের শশধরে। প্রতি গ্রামে এইমত ভাসে সবে সুখ-সরে ॥
যাহাদেরি হয় কিছু বারতা শ্রুতিগোচর। তাহারাই দেয় দোষ নৃপতি-রাণীর 'পর ॥ ১
কেহ বলে নরপতি অতিশয় সজ্জন। সফল মোদের আঁখি করার এ আয়োজন ॥
নরনারী এ উহার সাথে কয় পরস্পর। অনাবিল প্রেমভরা বর-বাণী সুন্দর ॥ ২
বলে সখি ধন্য তাঁ'রা যাঁ'রা এঁ'র পিতামাতা। ধন্য সে নগরী হয় আগমন হ'তে যথা ॥
সে দেশ সে ধরাধর ধন্য বন সেই গ্রাম। যেখানে যেখানে যা'ন ধন্য শত সেই ধাম ॥ ৩
সব সুখ পা'ন তাঁ'রে বিরিঞ্চি পাঠা'য়ে ভবে। যাঁ'র প্রিয়তম রাম রঘুমণি সব ভাবে ॥
পন্থি-রাম-লক্ষ্মণের সুন্দর বিবরণ। কাননে-পথেতে লোক-মুখে ফিরে অনুক্ষণ ॥ ৪

দো—ভানুকুল-ভানু পথে সবে হেন সুখ করি' বিতরণ।
দেখিতে দেখিতে কাননেতে যা'ন সহ সীতা লক্ষ্মণ ॥ ১২২

চৌ—আগে যা'ন রঘুমণি পশ্চাতে লক্ষ্মণ। তাপসের বেশ পরা শোভা মন-বিমোহন ॥
দু'জনের মাঝে সীতা শোভমানা সেইমত। ব্রহ্ম জীবের মাঝে মায়া যথা বিরাজিত ॥ ১
আমার যেমন লাগে খুলিয়া এবার কই। মধুঋতু কাম-মাঝে যথা রতি মনোময়ী ॥
হৃদয় আলোড়ি' পুনঃ উপমা করি কথন। বুধ শশধর-মাঝে রোহিণী শোভে যেমন ॥ ২

প্রভু-পদরেখা-সারি-মাঝে সীতা সযতনে। মাটীতে নয়ন রাখি' পা ফেলেন ভীত মনে* ॥
রাম-সীতা-পদরেখা করি' পরিবর্জ্জন। ডাহিনে রাখিয়া পথ ধরি' যা'ন লক্ষ্মণ ॥ ৩
রাম লক্ষ্মণ সীতা-মাঝে প্রীতি মনোহর। বচন-বাচন যাঁ'র বাক্যের অগোচর ॥
রূপের মাধুরী হেরি' খগ মৃগ বিমোহিত। হরিলা পথিক-রাম পশুপক্ষীর (ও) চিত ॥ ৪

দো—সীতা-সহ প্রিয়- পথিক দু'ভাই যে যে করে দরশন।
দুর্গম ভব- পথ সুখে তা'রা উত্তরে বিনা শ্রম ॥ ১২৩

চৌ—এখন-ও স্বপনে-ও যাহার হৃদয়-মাঝ। লক্ষ্মণ সীতা রাম বসেন পথিক-রাজ ॥
যে পথ বিরল মুনি কখনো কদাচ পা'ন। সে পথ সে ঠিক পায় পে'তে রাম-পরাধাম ॥ ১
বুঝিয়া সীতারে রাম শ্রান্ত নিরতিশয়। নিরখি' নিকটে বট তা'র কাছে জলাশয় ॥
কন্দ ফল মূল খা'ন করিয়া উপবেশন। চলেন আবার করি' প্রভাতে অবগাহন ॥ ২

শ্রীরাম-বাল্মীকি সংবাদ

নিরখিয়া গিরি বন সরোবর প্রাণারাম। বাল্মীকি-আশ্রমে উপনীত প্রভু রাম ॥
দেখিলেন আশ্রম অতিশয় সুন্দর। মঞ্জু বিপিন গিরি পূতবারি মনোহর ॥ ৩
সরোবরে সরোজিনী গাছে গাছে ভরা ফুল। মধুতে মাতাল হ'য়ে গুঞ্জে ভ্রমরাকুল ॥
খগ মৃগ অগণিত কোলাহল-পরায়ণ। বৈর-রহিত হ'য়ে চরি'ছে মোদিত মন ॥ ৪

দো—পূত সুন্দর আশ্রম হেরি' মানস হরষে ভরে।
রাম-আগমন শুনি' মুনিবর আসেন স্বগত তরে ॥ ১২৪

চৌ—দণ্ডবৎ নমিলেন শ্রীরাম মুনির পায়। শুভাশীষ বিপ্রবর আদরে দিলেন তাঁ'য় ॥
জুড়াইয়া গেল আঁখি রাম-রূপ দরশনে। আনিলেন আশ্রমে যথোচিত সম্মানে ॥ ১
মুনিবর লাভ করি' অতিথি প্রাণের প্রিয়। আনা'লেন সযতনে ফলমূল উপাদেয় ॥
সীতারাম লক্ষ্মণ খা'ন ফল প্রীতি ভরে। আশ্রম দেন তবে তাঁ'দের আরাম তরে ॥ ২
নেত্র-গোচর করি' মূরতি সুমঙ্গল। বাল্মীকিমুনি-মন পুলকেতে টলমল ॥
তখন শ্রীরঘুনাথ জুড়িয়া কমল কর। কহেন বচন মৃদু শ্রবণের সুখকর ॥ ৩
ত্রিকাল-দরশী তুমি ওহে মুনি-অধীশ্বর। বিশ্ব তোমার কাছে বদরী হাতের 'পর ॥
এত বলি' প্রভু সব করিলেন বরণন। যে যে ভাবে কৈকেয়ী তাঁহারে দিলেন বন ॥ ৪

দো—পিতার আদেশ জননীর হিত ভরতের সিংহাসন।
তার পর দাসে দরশ তোমার এ সবি পুণ্য মম ॥ ১২৫

চৌ—তোমার চরণ পেয়ে দরশন মুনিরাজ। সব সুকৃত মম সফল হইল আজ ॥
এখন যথায় প্রভু তব অনুমতি যে'তে। উদ্বেগ মুনিগণ না পা'ন আমার হ'তে ॥ ১

* পাছে রামের পদচিহ্ন মাড়াইয়া ফেলেন।

যে জন হইতে ক্লেশ তাপস মুনির হয়। নৃপ অনল বিনা দহে ইহা নিশ্চয়॥
সব মঙ্গল-মূল ব্রাহ্মণের পরিতোষ। কোটিকুল করে ছার মহীদেব বিপ্র-রোষ॥ ২
এ সব বিচার করি' দেহ বলি' সেই ঠাঁই। সীতা লক্ষ্মণ সনে এখন তথায় যাই॥
সেথায় রচনা করি' পর্ণশালা মনোময়। কিছুকাল তরে বাস করি গিয়া কৃপাময়॥ ৩
সহজ সরল শুনি' রঘুবর-বরবাণী। সাধু সাধু সাধু বলি' উঠিলেন মুনি জ্ঞানী॥
এ কথা কেন না হ'বে তব মুখে উচ্চারণ। সব কালে কর তুমি শ্রুতি-পরিরক্ষণ॥ ৪

ছ—নিগমের মান- রক্ষক রাম সীতা মায়া তুমি ভবের ধব।
জগত সৃজন পালন হরণ- বিধায়িনী যিনি কৃপায় তব॥
দশশত শির অধীশ অহির লক্ষ্মণ তিনি নিখিল-ধনী।
অমরের তরে নৃপ-কলেবরে চ'লেছ দলিতে রক্ষঃ-অনী॥

সো—রঘুমণি স্বরূপ তোমার বাক্য-অগোচর বুদ্ধি-পরে।
অবিগত অকথ অপার বেদ নেতি নেতি নিত করে॥ ১২৬

চৌ—দৃশ্য এ চরাচর দর্শক তুমি তা'র। শ্রীহরি চতুরানন নাচাও মহেশে আর
তাঁ'রাও মরম তব নাহি পা'ন যদি প্রভু। তখন তোমারে আর চিনিবে হে কেবা কভু॥ ১
যাহারে জানাও তুমি সে তোমা জানিতে পারে। তোমারে দেখিলে রূপ তোমারি ধারণ করে॥
তোমারি কৃপার ভরে তোমা রঘুনন্দন। ভকত তোমার চিনে ভক্ত-হিয়া-চন্দন॥ ২
চিৎ ও আনন্দময় তুমি কলেবরধারী। বিগত বিকার শুধু জানে যেবা অধিকারী॥
সন্ত ও দেব-কাজে শরীর ধারণ তব। প্রাকৃত নৃপের মত করি'ছ কহি'ছ সব॥ ৩
দেখিয়া শুনিয়া রাম মানবলীলা তোমার। মূর্খ মোহেতে মজে জ্ঞানীর সুখ অপার॥
যা' করি'ছ যা' কহি'ছ সকলি উচিতমত। ধ'রেছ যেমন বেশ সেইভাবে নাচিবে ত'॥ ৪

দো—শুধাও আমায় রহিবে কোথায় শুধা'তে সরমে মরি।
দেখাইব ঠাঁই কোথা তুমি নাই কহ যদি কৃপা করি'॥ ১২৭

চৌ—শুনিয়া মুনির বাণী প্রেমেতে-পরিপূরিত। কুণ্ঠিত রঘুমণি মন-মাঝে প্রমোদিত॥
মহামুনি বাল্মীকি হাসিয়া তখন ক'ন। সুমধুর মনোহর অমিয়-মাখা বচন॥ ১
শুন রাম এইবার বলি তব নিকেতন। সীতা-লক্ষ্মণ সনে র'বে যথা অনুক্ষণ॥
যাহার শ্রবণযুগ মহা পারাবার-সম। নানা নদনদী-মত তব গুণকথা কম॥ ২
আপতিত অবিরত তথাপি নহে পূরণ। তাহার হৃদয় তব মনোহর নিকেতন॥
আপন নয়নে যেবা রাখিল চাতক ক'রে। পিপাসিত রহে তব দরশ-জলদ তরে॥ ৩
তুচ্ছ করিয়া সর-সিন্ধু-স্রোতের জল। বিন্দু রূপের জলে জুড়ায় হৃদয়-তল॥
তাহার হৃদয় তব নিবাস সুখদায়ক। রহ তথা ভ্রাতা সীতা সহিত রঘুনায়ক॥ ৪

দো—তোমার মহিমা- মানস-সলিলে রসনা মরালী যা'র।
গুণগান-মোতি খুঁটি'ছে কেবল রহ অন্তরে তা'র ॥ ১২৮

চৌ—প্রভুর প্রসাদ পূত সুন্দর সুবাসিত। ঘ্রাণ-তরে যা'র নাসা রহে নিত লালায়িত ॥
তোমারে নিবেদি' তবে ভোজ্য করে ভোজন। প্রভুর প্রসাদ(ই) শুধু যাহার পট-ভূষণ ॥ ১
দেব গুরু দ্বিজ হেরি' করে যেবা প্রণিপাত। সবিনয় প্রীতিসহ চরণে নো'য়ায় মাথ ॥
যা'র কর রঘুবর তব পদ পূজা করে। রাম(ই) ভরসা যা'র অপরে না প্রাণে ধরে ॥ ২
চরণ যাহার ধায় রাম-তীরথের পানে। হে রাম নিবাস হো'ক তেমন জনের প্রাণে ॥
পরামন্ত্র জপ নিত করে নাম যে তোমার। তোমার-ই পূজা করে সহ নিজ পরিবার ॥ ৩
অনেক প্রকারে করে তর্পণ হোম-ক্রিয়া। যে দেয় অনেক দান বিপ্র-ভোজ করাইয়া ॥
তোমার হ'তেও যেবা গুরুদেবে মনে করে। সকল ভাবেতে তাঁ'র সম্মান সেবা করে ॥ ৪

দো—এ সব সাধিয়া যাচে ফল শুধু রতি রাম-শ্রীচরণে।
তাহার মানস- মন্দিরে থাক' সীতা তুমি দুইজনে ॥ ১২৯

চৌ—কাম ক্রোধ মদ মান নাহিক যাহার মোহ। লোভ নাই ক্ষোভ নাই না রাগ নাহিক দ্রোহ ॥
দম্ভ কি মায়া নাহি কপটতা কা'রো সাথ। তাহার হৃদয়-মাঝে থাক' তুমি রঘুনাথ ॥ ১
সকলের প্রিয় হিত সবাকার করে যেই। দুখ সুখ খ্যাতি গালি কিছুতে টলন নেই ॥
সত্য ও প্রিয়ভাষা যে বলে করি' বিচার। জাগরণে কিবা ঘুমে শরণ সদা তোমার ॥ ২
তুমি বিনা যা'র আর অন্য নাহিক গতি। তাহার মনের মাঝে থাক' তুমি রঘুপতি ॥
পরনারী যা'র পাশে গর্ভধারিণী সম ॥ অপরের ধন যা'র বিষ হ'তে বিষোপম ॥ ৩
পর-সম্পদ হেরি' হরষ যে প্রাণে পায়। পরের বিপদে যা'র প্রাণ করে হায় হায়
যাহার নিকটে তুমি হও চির প্রাণারাম। তাহারি হৃদয় শুভ মন্দির তব রাম ॥ ৪

দো—স্বামী বান্ধব পিতা মাতা গুরু তাত সব যা'র তুমি।
সীতা-সনে নিত কর নিজধাম তাহার মানস ভূমি ॥ ১৩০

চৌ—বরজিয়া দোষে করে সবার গুণ গ্রহণ। সঙ্কট সহে ধেনু বিপ্র-হিত কারণ ॥
নীতিতে নিপুণ বলি' জগতে যাহার নাম। তাহারি রুচির মন তোমার আপন ধাম ॥ ১
দোষ যত আপনার গুণ যে তোমার ভাবে। ভরসা তোমারি 'পরে যে রাখে সকল ভাবে ॥
রামের ভকতে যা'র প্রিয়তম লাগে মনে। তাহার হৃদয়ে বাস কর বৈদেহী সনে ॥ ২
জাত পাত বৈভব পরিবার প্রিয়জন। ধর্ম্ম আপন খ্যাতি আবাস সুখ-সদন ॥
সবে ছাড়ি' যেবা রাখে তোমারে হৃদয়ে ধ'রে। রঘুরায় রহ তা'র হৃদয়ের অন্তরে ॥ ৩
মোক্ষ নিরয় আর স্বর্গ সব সমান। নয়নে কেবল হেরে রূপ ধরা ধনুবাণ ॥
বচনে কায়ায় মনে তোমার যে চিরদাস। তাহারি হৃদয়ে রাম কর বাস বার-মাস ॥ ৪

দো—কখনো কিছুতে কাম নাহি যা'র তোমাতে সহজ স্নেহ।
থাক' অবিরল তা'রি মনে প্রভু সেই তব নিজ গেহ ॥ ১৩১

চৌ—এই ভাবে মুনিবর দেখা'লেন নিকেতন। প্রেম-ভরা কথা শুনি' তৃপ্ত রামের মন ॥
অতঃপর ক'ন শুন তপনকুল-নায়ক। কহি এবে আশ্রম তোমার সুখদায়ক ॥ ১
চিত্রকূট গিরি 'পরে নিবাস করহ গিয়া। সকল সুবিধা তথা পা'বে দেখি বিচারিয়া ॥
শোভাময় ধরাধর তথা চারু বনতল। কেশরী বিহগ মৃগ করীর বিহার স্থল ॥ ২
পুরাণের বিখ্যাত পুণিত প্রবাহ ধায়। অত্রি-প্রিয়া অনুসয়া আনিলেন তপে যা'য় ॥
গঙ্গার ধারা সেই নাম তা'র মন্দাকিনী। সকল পাতক-শিশু ভক্ষণে পিশাচিনী ॥ ৩

শ্রীরামের চিত্রকূটে অবস্থান

নিবাস করেন অত্রি আদি বহু মুনিবর। আচরে'ন যোগ জপ কর্ষেন কলেবর ॥
যাও রাম সার্থক কর শ্রম সকলের। পরম গৌরব লাভ হ'ক সেই ভূধরের ॥ ৪

দো—অমিত মহিমা করিলেন মুনি চিত্রকূটের গান।
আসি' তথা বর- সরিতে করেন দুই ভাই সীতা স্নান ॥ ১৩২

চৌ—অতি উত্তম ঘাট লক্ষ্মণে রাম ক'ন। এখন বাসের কোথা করি বল আয়োজন ॥
লক্ষ্মণ দেখিলেন তটিনীর উত্তরে। ধনুর আকারে পয়ঃ-প্রণালী বিরাজ করে ॥ ১
নদী সে ধনুর জ্যা শর শম দম দান। কলির কলুষচয় হিংস্র পশু-সমান ॥
চিত্রকূট গিরি যেন অচল শিকারী-প্রায়। বিনাশে সমুখ হ'তে লক্ষ্য না বৃথা যায় ॥ ২
হেন কহি' লক্ষ্মণ দেখা'লেন সেই স্থান। দরশন করি' তা'য় রঘুবর প্রীত-প্রাণ ॥
জানিলা দেবতা যবে স্থান রাম-মনোনীত। বিশ্বকর্ম্মায় ল'য়ে হইলেন উপনীত ॥ ৩
'কোল ভীল রূপ ধরি' করিলেন আগমন। রচিলেন পর্ণশাল প্রাণ মন-বিমোহন ॥
বর্ণনা নাহি হয় মঞ্জুল দুই শাল। একটি ললিত লঘু অপর শালা বিশাল ॥ ৪

দো—বৈদেহী প্রভু সহ লক্ষ্মণ রুচির কুটিরে র'ন।
মুনি'-বেশে রতি ঋতুরাজ সনে বিরাজে যেন মদন ॥ ১৩৩

চৌ—বৃন্দারকগণ নাগ কিন্নর দিক্‌পাল। চিত্রকূট গিরি 'পরে আসিলেন সেইকাল
সবারেই রঘুবীর করিলেন প্রণমন। করেন সফল আঁখি ফুল্ল অমরগণ ॥ ১
বরষি' কুসুমরাজি কহেন অমরদল। সনাথ আজিকে প্রভু হইল সুর সকল ॥
দুঃসহ দুখ-গাথা শুনা'য়ে মিনতি ক'রে। আপন আপন লোকে ফিরেন পুলক ভরে ॥ ২
ক'রেছেন অবস্থান রাম আসি' চিত্রকূটে। শুনি' শুনি' এ বারতা কত-শত মুনি জুটে ॥
প্রমোদিত মুনিগণ আসেন নিরখি' রাম। করিলেন দণ্ডবৎ সকল জনে প্রণাম ॥ ৩

মুনিগণ শ্রীরামেরে বক্ষে জড়া'য়ে ধ'রে। বরষেণ আশীর্ব্বাদ সফল হ'বার তরে ॥
হেরি' রূপ শোভাগার সীতারাম লক্ষ্মণে। সকল সাধন হ'ল সফল ভাবেন মনে ॥ ৪

দো—করেন বিদায় মুনি সবাকায় দিয়া যথামত মান।
নিজ নিজ বাসে মুনিরা ফিরিয়া সাধনে সঁপেন প্রাণ ॥ ১৩৪

চৌ—কোল ভীল কিরাতেরা লভিয়া এ সমাচার। নব-নিধি পেল' যেন পুলক হেন অপার ॥
পত্র-আধার ভরি' ল'য়ে কন্দ মূল ফল। স্বর্ণ লুটিতে যেন চলিল কাঙাল দল ॥ ১
তাহাদের মাঝে যেবা এঁদের হেরে'ছে আগে। পথেতে তাহারে অন্যে জিজ্ঞাসে অনুরাগে ॥
কহিয়া শুনিয়া পথে শ্রীরামের শোভা-গ্রাম। আসি' সবে দরশন করে রঘুবর রাম ॥ ২
মিনতি জানায় পায়ে উপহার রাখি' আগে। প্রভু-পানে চেয়ে রয় প্রাণ-ভরা অনুরাগে ॥
চিত্র-পুত্তলী যেন যথা তথা খাড়া রয়। রোমাঞ্চিত কলেবর দু'নয়নে বান বয় ॥ ৩
প্রেমেতে মগন সবে বুঝিলেন রঘুমণি। কহিলেন সম্মান সহযোগে প্রিয়বাণী ॥
বার বার উচ্চারি' মিনতি-ভরা বচন। জোড়করে সবে মিলি' জানাইল নিবেদন ॥ ৪

দো—এখন আমরা হেরি' ও চরণ সনাথ সকলে অতি।
সবার ভাগ্যে হেথা আগমন তোমার কোশলপতি ॥ ১৩৫

চৌ—ধন্য গিরি ধন্য বন ধন্য পথ ধরাতল। যথায় যথায় নাথ রাখিলে পদ-কমল ॥
ধন্য বিহগ মৃগ গহন কাননচারী। সফল-জনম সবে তোমা দরশন করি' ॥ ১
আমরাও অতি ধন্য মহা ধন্য পরিবার। লভিলাম দরশন নয়ন ভরি' তোমার ॥
অতি উত্তম স্থান করিয়াছ নির্ব্বাচন। সব ঋতুতেই র'বে অতীব প্রসন্ন মন ॥ ২
সকল প্রকারে সেবা করিব মোরা নিয়ত। কেশরী কুঞ্জর অহি ব্যাঘ্র করি' নিহত ॥
বন্ধুর বন গিরি কন্দর খাদচয়। পথ-সাথে আছে সব আমাদের পরিচয় ॥ ৩
সকল স্থানেই মোরা শিকারে লইয়া যা'ব। জলাশয় নির্ঝর নদ নদী দেখাইব ॥
সহ পরিবার মোরা ভৃত্য তোমার প্রভু। আদেশ করিতে যেন কুণ্ঠা না আসে কভু ॥ ৪

দো—বেদ-অগোচর মুনি-মন বা'র করুণার আয়তন।
কিরাতের কথা শুনেন যেমতি জনক বাল-বচন ॥ ১৩৬

চৌ—প্রিয়তম প্রভু শুধু রাম এ জগতময়। জানিতে বাসনা যা'র লউক সে পরিচয় ॥
তখন তুষেন রাম বনচর সকলেরে। কহিয়া বচন মৃদু সাতিশয় প্রেমভরে ॥ ১
বিদায় লভিয়া যায় অবনত করি' শির। ঘরে ফিরে কহি' শুনি' গুণগান-রঘুবীর ॥
এইভাবে জানকীর সনে ভাই দুইজন। সুর-মুনি-সুখদাতা নিবাস করেন বন ॥ ২
যবে হ'তে বনে বাস করেন রঘুনায়ক। তবে হ'তে হয় বন সকল-সুখপ্রদায়ক ॥
ফলে ফুলে ভরা তরু বন করে ঝলমল। পাদপে জড়া'য়ে রচে কুঞ্জ ব্রততীদল ॥ ৩

সুন্দর স্বভাবতঃ কল্প-পাদপ সম। নন্দন-বন ত্যজি' আসেন দেবতা যেন॥
কুঞ্জে মঞ্জুতর মধুকর করে গান। ত্রিবিধ অনিল বহে মাতা'য়ে সবার প্রাণ॥

দো—নীলকণ্ঠ পিক্ চক্রবাক্ শুক চাতক কত চকোর।
বিহগেরা রব করে শ্রবণের সুখ-প্রদ চিতচোর॥ ১৩৭

চৌ—পশুরাজ করী কপি শূকর কুরগ যত। বিগত-বৈর সবে বিচরে তথা নিয়ত॥
শিকারের সন্ধানে করিতে পরিভ্রমণ। শ্রীরামের শোভা হেরি' বিমোহিত পশুগণ॥ ১
জগত মাঝারে যত বিরাজিত দেব-বন। শ্রীরামের বন হেরি' করে শোভা কীর্ত্তন॥
সুরনদী সরস্বতী দিবাকর-আত্মজা*। নর্ম্মদা গোদাবরী পূত শৈবলিনী যা'॥ ২
সাগর সরিৎ সব নদনদী অগণন। মন্দাকিনীর গুণ করে গান অনুখণ॥
অস্ত উদয়াচল আর গিরি কৈলাশ। মন্দর মেরু যথা সকল দেবের বাস॥ ৩
হিমালয় গিরিবর আদি করি' যত আর। চিত্রকূটের করে সবে জয়জয়কার॥
বিন্ধ্য ফুল্ল-মন সুখ তা'হে নাহি ধরে। বিনাশ্রম গৌরব পায় অতি একেবারে॥ ৪

দো—চিত্রকূটের খগ মৃগ লতা তরুবর তৃণ-জাতি।
পুণ্যবান্ সব ধন্য সকলে কহে দেব দিবারাতি॥ ১৩৮

চৌ—আঁখিযুত জীব যত রঘুনাথে নিরখিয়া। জনম সফল করি' করে শোকহীন্ হিয়া॥
পরশি' চরণ-রজ অচরেরা সুখ পায়। পাইতে পরম-পদ অধিকারী হ'য়ে যায়॥ ১
সে কানন ধরাধর স্বাভাবিক শোভা ধরে। মঙ্গলময় অতি পুণিতে পাবন করে॥
যেখানে করেন বাস রাম সব-সুখাগার। কি ভাবে মহিমা-গাথা কহা যা'বে তথাকার॥ ২
ত্যজি' ক্ষীর-পারাবার পুরী করি' বর্জ্জন। যথায় আসিয়া রাম সীতা লক্ষ্মণ র'ন॥
কহিতে নারেন কত সুষমা সে বন ধরে। হ'লেও বাসুকী কোটি সমবেত একাধারে॥ ৩
কি প্রকারে আমি তাহা করিব বা বরণন। ক্ষুদ্র কূর্ম্ম গিরি তুলিতে পারে কথন্॥
লক্ষ্মণ সেবা-পর কায়মন-বাক-সনে। সে শীল সে প্রেম-ভাব বর্ণিবে কোন্ জনে॥ ৪

দো—পলে পলে হেরি' সীতারাম-পদ বুঝি' নিজোপরে স্নেহ।
স্বপনেও মনে নাহি লক্ষ্মণের ভাই মাতা পিতা গেহ॥ ১৩৯

চৌ—পাশরিয়া পুরী-স্মৃতি ভুলি' গৃহ পরিজনে। অতি সুখে র'ন সীতা শ্রীরঘুনাথের সনে॥
ক্ষণে ক্ষণে প্রিয়-বিধুবদন দরশ করি'। তথা প্রমোদিতা যথা চকোর খগ-কুমারী॥ ১
পতির প্রণয় নিত-বর্দ্ধিত নিরখিয়া। দিনে চক্রবাকী সম হরষিত সীতা-হিয়া॥
রত জানকীর মন রামের চরণযুগে। সহস্র অযোধ্যা-সম বন তাঁ'র প্রিয় লাগে॥ ২

*যমুনা।

পর্ণশাল লাগে প্রিয় দয়িতের পে'য়ে সঙ্গ। কুটুম্ব-সমান লাগে কুরগ প্রিয় বিহঙ্গ ॥
শ্বশ্রূ শ্বশুর সম মুনিজায়া মুনিবর। কন্দ ফল মূল লাগে সুধা-সম মনোহর ॥ ৩
নাথ-সাথে কুশ-পাতে বিরচিত যে শয়ন। মদন-শয়ন শত সমান সুখ-কারণ ॥
জীব হয় লোক-পাল যাঁ'র ঈক্ষণ-ভরে। মোহিতে শকতি কোথা বিষয়-বিলাস তাঁ'রে ॥ ৪

দো—রামে স্মরি' তৃণ- সমান ভকতে করে ভোগ বরজন।
রাম-প্রিয়া জগ- জননী জানকী চমৎকার কি এমন ॥ ১৪০

চৌ—যাহাতে লভেন সুখ জানকী ও লক্ষ্মণ। সেই কাজ সেই কথা শ্রীরামের সবক্ষণ ॥
পুরাতন কথা আর কাহিনী কহেন যত। শুনেন লক্ষ্মণ সীতা অতি পুলকিত চিত ॥ ১
যখনি রামের মনে পড়ে কথা অযোধ্যার। তখনি উথলি' উঠে লোচনেতে জল-ভার ॥
জনক জননী ভ্রাতা পুর-পরিজন স্মরি'। ভরতের ভালবাসা শীল সেবা মনে করি' ॥ ২
করুণার পারাবার প্রভু দুখ-যুত মন। করেন কু-কাল স্মরি' নিজে পুনঃ সম্বরণ ॥
তাঁহারে কাতর হেরি' কাতর লক্ষ্মণ সীতা। মানবের অনুকার করে তা'র ছায়া যথা ॥ ৩
দয়িতা অনুজ-দশা হেরি' রঘুনন্দন। ধীর মহা কৃপাময় ভকত-হৃদি চন্দন ॥
করেন আরম্ভ তবে কোন কিছু পূত-কথা। শুনি' সুখ পা'ন মনে লক্ষ্মণ আর সীতা ॥ ৪

দো—সীতা লক্ষ্মণ- সঙ্গেতে রাম কুটিরে শোভেন তথা।
শচী জয়ন্ত- সহিত বাসব অমরাপুরীতে যথা ॥ ১৪১

চৌ—নয়ন-গোলকে যথা পক্ষ্ম করে আবরণ। রাম সীতা-লক্ষ্মণে রাখেন করি' তেমন ॥
লক্ষ্মণ সীতা সেবা করেন শ্রীরঘুবীরে। অবিবেকী নর যথা শরীরে যতন করে ॥ ১
খগ মৃগ সুর নর তাপসের হিতকারী। বনে হেন প্রভু র'ন সুখেতে পরাণ ভরি' ॥
কহিলাম রাম-বনগমনের ইতিহাস। শুন সুমন্ত্র আসে কি ভাবে নৃপের পাশ ॥ ২

সুমন্ত্রের অযোধ্যা প্রত্যাগমন

প্রভু রামে পহুঁছা'য়ে নিষাদ আসিল ফিরে'। আসিয়া হেরিল তথা রথ সহ সচিবেরে ॥
সচিব বিকল প্রাণ অতীব হেরি' নিষাদ। বর্ণন কেবা করে হ'ল তাঁ'র যে বিষাদ ॥ ৩
হা রাম হা রাম সীতা লক্ষ্মণ ব'লে কেঁদে। পড়েন ধরণীতলে অতীব ব্যাকুল-হৃদে ॥
দক্ষিণ দিকে চে'য়ে বাজি করে হ্রেষারব। পাখা বিনা পাখী যথা করে প্রাণভেদী রব ॥ ৪

দো—তৃণ নাহি খায় পিয়ে না সলিল দু'নয়নে বারি ঝরে।
অশ্বের দশা হেরি' নিষাদের বিষাদে পরাণ ভরে ॥ ১৪২

চৌ—ধৈর্য্য ধারণ করি' নিষাদ তখন কয়। বিষাদ করহ ত্যাগ এবে মন্ত্রিমহাশয় ॥
পণ্ডিত তুমি আর পরমার্থে জ্ঞানবান্। বিধাতা বিরূপ হেরি' ধীরতায় ভরা' প্রাণ ॥ ১

কহিয়া কতই কথা সহিত মৃদুবচন। বহু ক্লেশে রথ আনি' করায় উপবেশন॥
এতই শিথিল শোকে রথ না চালান' যায়। রামের বিরহে প্রাণে দারুণ বেদনা হায়॥ ২
কেবল লাফায় ঘোড়া পথে রথ নাহি টানে। বন্য পশুরে যেন জোড়া হ'ল রথ-সনে॥
হোচট খাইয়া পড়ে রামের বিরহ-ভারে। কভু পাছে চে'য়ে দেখে বিকল দুখের ভরে॥ ৩
যদি কেহ লক্ষ্মণ সীতা রাম নাম করে। হ্রেষারব ক'রে উঠে তা'র পানে চে'য়ে ফেরে॥
ঘোড়ার বিরহ-দশা কহা যা'বে কি প্রকারে। মণি বিনা ফণি যথা আকুলি বিকুলি করে॥ ৪

দো—নিষাদ গভীর বিষাদ-বিকল নিরখি' মন্ত্রী-হয়।
চারি সু-সেবকে ডাকা'য়ে তখন সাথেতে যাইতে কয়॥ ১৪৩

চৌ—সচিবে বিদায় করি' গুহক ফিরে তখন। তাহার প্রাণের ব্যথা কিসে হয় বরণন॥
চারিজনে রথ ল'য়ে অযোধ্যা গমন করে। তাহারাও পলে পলে মগ্ন হয় খেদ-সরে॥ ১
অতি দীন হ'য়ে দুখে সুমন্ত্র করে বিচার। রঘুপতি-হীন প্রাণে থাক্ শত ধিক্কার॥
ছাড়িতেই হইবে ত' অধম এ কলেবরে। রাম-তরে ছাড়ি' কেন যশোলাভ নাহি করে॥ ২
অপযশ আর পাপ-ভাজন হইল প্রাণ। কি কারণে কায়া হ'তে নাহি করে তিরোধান॥
নীচ মন হারাইল বড় শুভ অবসর। এখনো ত' দুইখণ্ড হয় না ক' কলেবর॥ ৩
করে-করে নিপীড়িয়া মাথা খুঁড়ে অনুতাপে। রতন হারা'লে যথা কৃপণের শোক ব্যাপে॥
কিম্বা মহাবীর বলি' নিজেরে করি' ঘোষণ। রণাঙ্গন ছাড়ি' যদি কেহ করে পলায়ন॥ ৪

দো—বিবেকী বিপ্র বেদবেত্তা যেন আচারী সুজাতি যেই।
মদিরা-সেবনে অনুতাপে দহে সচিবের দশা সেই॥ ১৪৪

চৌ—উত্তম কুলবতী জ্ঞানবতী নারী যথা। কায়মন বাণী-সনে পতির চরণরতা॥
ভাগ্য-বশেতে রহে স্বামী করি' বর্জ্জন। সচিব-হৃদয়মাঝে দাহ তথা সুভীষণ॥ ১
নয়নে সলিল ভরা দরশন আবৃত। শ্রবণে পশে না বাণী ব্যথিত ভ্রান্ত চিত॥
ওষ্ঠ-পুট রসহীন মুখভাব পরিম্লান। চৌদ্দ বরষ-আশে কায়া নাহি ত্যজে প্রাণ॥ ২
বিবর্ণ আকার হেন নয়নে না দেখা যায়। জনকজননী-ঘাতী তাঁ'রে যেন মনে হয়॥
বিয়োগ-জনিত খেদ মনোমাঝে তথা ব্যাপে। যমালয়-পথে পাপী দহে যথা পরিতাপে॥ ৩
মুখে না বাহিরে কথা অনুতাপে দহে মন। অযোধ্যায় ফিরে' গিয়ে' কি করিব দরশন॥
যে হেরিবে এই রথ জানকীপতি-বিহীন। চাহিতে আমার পানে সে-ই মনে হ'বে দীন॥৪

দো—ছুটে' এসে' যবে শুধা'বে আমারে ব্যাকুল রমণী নর।
হৃদয়ে কুলিশ ধরিয়া তখন সবে দিব উত্তর॥ ১৪৫

চৌ—শুধা'বেন যবে দীনা দুখিতা জননীগণ। কি কহিব তাঁহাদের বিধাতা আমি তখন।
শুধা'বেন যবে আসি' সুমিত্রা লক্ষ্মণ-মাতা। কহিব তাঁহারে কোন্ শ্রবণ-সুখ বারতা॥ ১

রামের জননী যবে আসিবেন হেন ধে'য়ে। বৎসাতুরা ধেনু আসে যেমন ব্যাকুল হ'য়ে ॥
শুধা'লে কি এ উত্তর তাঁহারে করিব দান। লক্ষ্মণ সীতা সনে কাননে গেলেন রাম ॥ ২
এক উত্তর শুধু সবাকার সম্বোধনে। এই সুখ ভাগ্যে এবে অযোধ্যা প্রতিগমনে ॥
প্রাণ নির্ভর যাঁ'র রাম-দরশন 'পরে। শুধা'বেন যবে সেই দুখ-দীন নরবরে ॥ ৩
কোন্ মুখ ল'য়ে তাঁ'রে দিব এই উত্তর। কুশলে কুমারদ্বয়ে রাখিয়া ফিরিনু ঘর ॥
শুনিতেই সীতা রাম লক্ষ্মণের সন্দেশ। তৃণ-সম কলেবর ত্যজিবেন কোশলেশ ॥ ৪

দো—সলিল-বিয়োগে পঙ্ক-সমান ফাটিল না এ হৃদয়।
যাতনা-শরীর* দিল বিধি মোরে এ প্রতীতি মনে লয় ॥ ১৪৬

চৌ—পথ মাঝে এই ভাবে কত অনুতাপ ক'রে। আগমন করে রথ তমসার তট 'পরে ॥
নিষাদে বিনয়ভরে বিদায় দিলা তখন। বিষাদে বিকল হ'য়ে ফিরে নমি' চারিজন ॥ ১
প্রবেশ করিতে পুরী সঙ্কোচ এইমত। যেন গুরু ব্রাহ্মণ ধেনু বা করিলা হত ॥
পাদপের তলে বসি' করিলা দিন যাপন। প্রদোষ হইল যবে তখন মিলিল ক্ষণ ॥ ২
রজনীর তমঃ-ঘোরে পুরীতে করে প্রবেশ। নীরবে ভবনে আসে রথ রাখি' দ্বার-দেশ ॥
যা'রা যা'রা সমাচার শুনিল শ্রবণ যুগে। নৃপতি-তোরণে রথ হেরিতে ছুটিল আগে। ৩
চিনিতে পারিয়া রথ ম্লান হেরে' দুই হয়। তাপেতে করকা সম গ'লে কায়া ক্ষীণ হয় ॥
নগরের নরনারী কাতর তা'রি সমান। সলিল বিহনে মীন যেমন কাতর-প্রাণ ॥ ৪

দশরথ-সুমন্ত্র সংবাদ ; দশরথ-মরণ

দো—মন্ত্রী-আগমন শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল মহল হেন।
পুরী ভয়ানক মনে হ'লে ভূত- প্রেতের আবাস যেন† ॥ ১৪৭

চৌ—অতিশয় আর্তিভরে শুধা'ন মহিষীগণ। উত্তর নাহি আসে রুদ্ধ মুখে বচন ॥
শ্রবণে পশে না কথা লোচনে দরশ নেই। যা'রে পা'ন তা'রে শুধু রাজা কোথা প্রশ্ন এই ॥ ১
দাসীগণ সচিবের হেন আকুলতা হেরে'। কৌশল্যার অন্তঃপুরে ল'য়ে গেল সচিবেরে ॥
সুমন্ত্র দেখেন গিয়া দশরথ মহারাজে। অমৃত হৃত হ'য়ে চন্দ্র যথা বিরাজে ॥ ২
আসন শয়ন আর আভরণ হ'য়ে হীন। পতিত ধরণীতলে সাতিশয় বিমলিন ॥
দীর্ঘ-নিশ্বাস সনে করেন বিলাপ হেন। স্বর্গ-স্খলিত হ'য়ে যযাতি কাতর যেন ॥ ৩
পলে পলে নৃপতির বিষাদে ভরে হৃদয়। সম্পাতি প'ড়ে যেন দহিত পক্ষদ্বয় ॥
রাম রাম প্রিয় রাম এই কথা বারবার। কভু লক্ষ্মণ রাম জানকি কোথা আমার ॥ ৪

দো—নিরখি' সচিব জয় জীব বলি' করেন দণ্ড-প্রণাম।
শুনিয়া উঠেন আকুলি' নৃপতি মন্ত্রি কও কোথা রাম ॥ ১৪৮

---

* পাপী নরক-ভোগের শরীর। † বাড়ী ভূত-প্রেতের আবাস মনে হ'লে যেমন ভয়ানক লাগে, সেই মত।

চৌ—সুমন্ত্রেরে নরপতি করিলেন আলিঙ্গন। আধার লভিল যেন মজ্জমান কোন জন ॥
নিকটে বসা'য়ে তাঁ'রে সহ স্নেহ সুবিমল। শুধা'লেন নৃপবর নয়নেতে ভরা জল ॥ ১
রামের কুশল কহ হে সখা হে প্রিয়বর। কোথা লক্ষ্মণ সীতা কোথা রাম রঘুবর ॥
এনেছ ফিরা'য়ে না কি করিল বনে গমন। শুনি' বারি-উদ্বেল সচিবের দু'নয়ন ॥ ২
বিকল হইয়ে শোকে পুনঃ ক'ন নৃপমণি। রাম-সীতা লক্ষ্মণ-বারতা কহ ত' শুনি ॥
শ্রীরামের রূপ গুণ বিনয় স্বভাব আর। আলোচনা করি' শোক করি'ছেন বারবার ॥ ৩
রাজটীকা দিব বলি' পাঠা'য়ে দিলাম বন। শুনি' সুখ-দুখ হীন তথাপি রামের মন ॥
হারা'য়ে তনয়ে হেন তথাপি না গেল প্রাণ। এত বড় পাপী আর কেবা আছে মো'-সমান ॥ ৪

দো—লক্ষ্মণ সীতা রাম যথা সখা তথা ল'য়ে চল মোরে।
নহে ত পরাণ র'বে নাক দেহে কহি এ শপথ ক'রে ॥ ১৪৯

চৌ—সচিবেরে বারবার জিজ্ঞাসেন মানবেশ। প্রিয়তম সুতদের বারতা কহ বিশেষ ॥
প্রিয় সখা ত্বরা কর আয়োজন সে উপায়। সীতা রাম লক্ষ্মণে নয়ন নেহারে যা'য় ॥ ১
সচিব ধীরতা-সনে কহেন কোমল বাণী। মহারাজ আপনি ত' পরম পণ্ডিত জ্ঞানী ॥
আপনি সু-বীর আর ধীরগণ-ধুরন্ধর। করিলেন কত সেবা সদা সাধু দ্বিজবর ॥ ২
জন্ম মরণ আর সব দুঃখ-সুখ ভোগ। হানি লাভ প্রিয়জন-মিলন কিবা বিয়োগ ॥
কর্ম্ম কালের বশে হইবেই সে প্রকার। দিবস রজনী যথা আসিবেই বারবার ॥ ৩
জ্ঞানহীন সুখে সুখী দুঃখে রোদন করে। জ্ঞানবান্ দু'য়ে সম বুঝে নিজ অন্তরে ॥
বিবেকে বিচারি' প্রভু ধৈর্য্য কর' ধারণ। হে সবার হিতকারি শোক কর বরজন ॥ ৪

দো—প্রথম আবাস তমসা পুলিনে দ্বিতীয় গঙ্গাতীর।
স্নান জলপান করিয়া রহেন সীতা সনে দুই বীর ॥ ১৫০

চৌ—সেবিল নিষাদ তাঁ'রে করিয়া কত যতন। শৃঙ্গবেরপুরে রাত্তি করিলা অতিবাহন ॥
রজনী প্রভাত হ'লে আনাইয়া বট-ক্ষীর। মাথার উপরে জটা করিলেন রঘুবীর ॥ ১
রাম-সখা গুহ তবে করে তরী আনয়ন। সীতারে উঠা'য়ে নিজে করিলেন আরোহণ ॥
তা'রপর লক্ষ্মণ ধনুশর সাজাইয়া। উঠেন তরণী 'পরে রামাদেশ আরাধিয়া ॥ ২
দরশন করি' মোরে শোকের ভারে অধীর। মধুর বচন ক'ন ধীর ধরি' রঘুবীর ॥
হে তাত পিতার পদে নতি নিবেদন ক'রে। বারবার প'ড়ো তাঁর কমল চরণ 'পরে ॥ ৩
কহিও মিনতি সনে তাঁহার চরণে ধ'রে। হে পিতা ভাবনা কিছু না করিও মোর তরে ॥
কানন পথেতে মোর যত কিছু মঙ্গল। পুণ্যে তোমার পিতা কৃপায় তব কেবল ॥ ৪

ছং—তব কৃপা-গুণে গহন কাননে নিশিদিন সুখ ল'ব অপার।
পালিয়া আদেশ কুশল হেরিতে আসিব চরণে ফিরে' আবার ॥

জননীগণেরে পরিতোষ ক'রে পায়ে ধরি' ধরি' মিনতি ভরে।
ক'রো নিবেদন করিতে যতন কোশল-নৃপতি-কুশল তরে॥

সো—গুরুদেবে কহিও সন্দেশ বারবার পদে করিয়া নতি।
দেন যেন সবে উপদেশ না করেন খেদ কোশলপতি॥ ১৫১

চৌ—পুরজনে পরিজনে অনুরোধ জানাইয়ে। আমার মিনতি দিও তাঁ'সবায় শুনাইয়ে॥
হবেন তিনিই মম হিতকারী সবমতে। সুখে রহিবেন পিতা যে জনের প্রয়াসেতে॥ ১
ভরত আসিলে তা'রে শুনা'য়ো মম বচন। রাজপদ লভি' নীতি নাহি করে বরজন॥
কায় মন বাণী সনে পালন করে প্রজার। মাতাগণে সম জানি' সেবা করে সবাকার॥ ২
কর্ত্তব্য ভ্রাতার প্রতি যেন সে করে পালন। সেবা করে পিতামাতা আর সাধু সজ্জন॥
হে তাত তেমনি করি' পিতারে রেখ' যতনে। না আসে আমার তরে কোন খেদ যেন মনে॥৩
লক্ষ্মণ কহে কিছু এরূপর কটুবাণী। তা' নিবারি' অনুরোধ করিলেন রঘুমণি॥
আপন শপথ দিয়া কহিলেন বারবার। না তুলিতে তব কাণে বালকের ব্যবহার॥ ৪

দো—নতি করি' সীতা কথা আরম্ভিয়া শিথিল হ'লেন স্নেহে।
স্তব্ধ বচন লোচন সজল রোমাঞ্চ আসিল দেহে॥ ১৫২

চৌ—হেন কালে রঘুবর-সম্মতি লাভ করি'। পরপার-পানে গুহ চালাইয়া দিল তরী॥
এই ভাবে রঘুনাথ গেলেন বনে চলিয়া। কুলিশ করিয়া প্রাণ হেরিলাম দাঁড়াইয়া॥ ১
আপন দুখের কথা কেমনে কহিব আর। ফিরিলাম দেহ ল'য়ে দিতে রাম-সমাচার॥
এ কথা বলার পরে রোধিল সচিব-বাণী। মুহ্যমান্ হ'ন শোকে বশেতে হানির গ্লানি॥ ২
সচিব-বচন কাণে পশিতেই নৃপবর। দারুণ দহন-দাহে পড়িলেন ধরা 'পর।
ছটফট যাতনায় মোহে আকুলিত মন। প্রথম-বরষা-জল পেয়ে কম্প মীন সম॥ ৩
উঠেন বিলাপ করি' কাঁদিয়া মহিষীগণ। কেমনে বিপদ মহা করা যায় বরণন॥
দুঃখও দুখ পায় বিলাপ শ্রবণ করি'। ধৈর্য্যের ধীরতাও পলায়ন করে ডরি'॥ ৪

দো—মহলেতে শুনি' রোদনের রোল কোলাহল অযোধ্যায়।
খগ-নিবসিত বনে যেন রাতে অশনি পড়িল হায়॥ ১৫৩

চৌ—কণ্ঠা-আগত প্রাণ দশরথ মহীপাল। মাণিক হারা'য়ে যেন ব্যাকুল হ'য়েছে ব্যাল॥
বিকল ইন্দ্রিয় যত হইল নিরতিশয়। সরোবরে সরসিজ বারি বিনা যথা হয়॥ ১
কৌশল্যা দরশ করি' নৃপতিরে পরিম্লান। বুঝিলেন মনে অস্তে রবিকুল-রবি যা'ন॥
ধৈর্য্যে হৃদয় বাঁধি' রামের মাতা তখন। সময়ের অনুকূল কহিলেন সু-বচন॥ ২
হে নাথ বুঝিয়া দেখ করিয়া মনে বিচার। রামের বিরহ-দুখ বারিধি সম অপার॥
কোশল অর্ণবপোত তুমি তা'র কর্ণধার। যাত্রী আরোহী যত প্রিয়জন পরিবার॥ ৩

তুমি যদি ধীর হও তবে সবে পার পা'বে। নহে সারা পরিবার অতলে ডুবিয়া যা'বে॥
প্রিয়তম যদি হৃদে ধর' মোর মিনতিরে। লক্ষ্মণ সীতা রামে আবার পাইবে ফিরে'॥ ৪

দো—নয়ন মেলিয়া চাহেন নৃপতি মৃদু প্রিয়া-বাণী শুনে'।
শীতল সলিল সিঞ্চিল যেন যাতনা-কাতর মীনে॥ ১৫৪

চৌ—ধৈর্য্য ধরিয়া উঠি' বসিলেন নরপাল। কহেন সচিব বল' শ্রীরাম কোথা দয়াল॥
কোথা লক্ষ্মণ কোথা রঘুমণি প্রিয়তম। জনক-দুহিতা কোথা প্রিয় সুত-বধূ মম॥ ১
ব্যাকুলতা-ভরে রাজা বিলাপেন বারবার। যুগ সম লাগে নাহি পোহায় রজনী আর॥
অন্ধতাপস-শাপ উদিল মনে তখন। কৌশল্যা-সকাশে সব করিলেন বর্ণন॥ ২
অতীব বিকল প্রাণ কহিতে সে ইতিহাস। কহেন রামের বিনা ধিক্ এ জীবন-আশ॥
সে দেহ ধারণ করি' হ'বে কোন্ উপকার। প্রেম-ব্রত যে দেহে না পালন হ'ল আমার॥ ৩
হায় রঘুকুলানন্দ হায় প্রাণ-প্রিয়তম। তোমার বিহনে বহু দিন রহে প্রাণ মম॥
হা লক্ষ্মণ হা জানকি হায় হায় রঘুবর। হায় পিতা-চিতরূপী চাতকের জলধর॥ ৪

দো—কহি' রাম রাম পুনঃ কহি' রাম রাম রাম কহি' রাম।
রামের বিরহে তনু বরজিয়া নৃপ যা'ন সুরধাম॥ ১৫৫

বশিষ্ঠ মুনির ভরতকে আনিতে দূত প্রেরণ

চৌ—লভিলেন দশরথ জীবন মরণ ফল। ছাইল অকহ-লোকে যশের ভাতি অমল॥
বাঁচিলেন রামমুখ-শশধর দরশনে। মরণ বরণ করি' জুড়া'লেন রাম বিনে॥ ১
রূপ বল শীল তেজ বিনয় বাখান ক'রে। রোদন করেন যত রাণী আকুলতা ভরে॥
প্রাণ ভেদী স্বরে করি' বিলাপ কত প্রকার। আছাড়িয়া ধরাতলে পড়িছেন বারবার॥ ২
কাতরে বিলাপ করে দাস আর দাসীগণ। প্রতি ঘরে ক্রন্দন করে পুরবাসিগণ॥
অস্তে গেল রে আজ ভানুকুল-দিবাকর। ধর্ম্মের পরিসীমা রূপগুণ-অধীশ্বর॥ ৩
কেকয়-সুতারে সবে করে গালি-বর্ষণ। নয়ন-বিহীন যেবা করিল জগতজন॥
বিলাপেতে এই ভাবে রজনী প্রভাত হয়। তখন আসিলা যত মহাজ্ঞানী মুনিচয়॥ ৪

দো—বশিষ্ঠ তখন কাল-অনুকূল কহি' বহু ইতিহাস।
সবাকার শোক নিবারেন নিজ বিজ্ঞান করি' প্রকাশ॥ ১৫৬

চৌ—রাখিলেন নৃপ-দেহ তৈলেতে ভরি' তরী। দিলেন আদেশ এই দূতে আবাহন করি'॥
অতি দ্রুত যাও এবে ভরতের সন্নিধানে। রাজার মরণ কথা না কহিও কোনজনে॥ ১
গিয়া শুধু এইটুকু কহিবে তুমি তাঁহায়। আহ্বান করি' গুরু পাঠা'লেন দু'জনায়॥
মুনির আদেশ শুনি' ছুটে দূত বেগ ভরে। গতি-বেগে পরাজিত করি' বর-তুরগেরে॥ ২

যবে হ'তে অযোধ্যায় সূত্রপাত অনর্থের। তবে হ'তে কুলক্ষণ হ'তে থাকে ভরতের ॥
নিশি যোগে দেখিতেন ভয়ানক দুঃস্বপন। কোটি বিধ কু-কল্পনা হ'ত করি' জাগরণ ॥ ৩
ভোজন করা'য়ে দ্বিজে দিতেন দৈনিক দান। হর-অভিষেক হ'ত নানামতে সমাধান ॥
মহেশে মানত করি' যাচিতেন এ সদাই। কুশলে রহুন পিতামাতা পরিজন ভাই ॥ ৪

ভরত-শত্রুঘ্নের অযোধ্যা প্রত্যাগমন

দো—চিন্তা যুত হেন ভরতের মন দূত পহুঁছিল পুরী।
গুরুর আদেশ পশিতেই কাণে চলেন গণেশে স্মরি' ॥ ১৫৭

চৌ—প্রভঞ্জন-বেগে করি' তুরগে পরিচালিত। লঙ্ঘি' কানন গিরি নদী হ'ন প্রধাবিত ॥
কিছু ভাল নাহি লাগে উদ্বেগ হৃদে হেন। এমন করিছে প্রাণ উড়ে যে'তে চায় যেন ॥ ১
এক এক বর্ষ সম এক এক পল লাগে। এই ভাবে উপনীত ভরত নগর-আগে ॥
নগরে প্রবেশ-কালে হ'তে থাকে কুলক্ষণ। কুস্থানে কুভাবে কাক কা-কা করে অনুক্ষণ ॥ ২
গর্দ্দভ শিবাকুল করে রব প্রতিকূল। শুনি' শুনি' ভরতের হৃদয়েতে বাজে শূল ॥
সরিৎ কানন বাগ শোভাহীন অতিশয়। নগর বড়ই যেন ভয়াবহ মনে হয় ॥ ৩
খগ মৃগ গজ হয় চ'খে দেখা নাহি যায়। শ্রীরাম-বিয়োগ-রোগ-কবলিত সমুদায় ॥
নগরের নরনারী মজ্জিত দুখার্ণবে। হারা'য়ে ব'সেছে যেন নিজ সম্পদ সবে ॥ ৪

দো—চাহে পুরজন নাহি কহে কিছু চ'লে যায় মাথা নু'য়ে।
কুশল শুধা'তে নাহিক শকতি ভরতের খেদে ভয়ে ॥ ১৫৮

চৌ—চে'য়ে দেখা নাহি যায় হাট বাট পানে আর। আগুন লেগে'ছে যেন অযোধ্যার সবধার ॥
তনয় আসিছে জানি' কেকয়-নৃপতিসুতা। রবিকুল-সরোরুহ-কৌমুদী হরষিতা ॥ ১
সাজা'য়ে বরণ-সাজ মোদিতা আসিল ধে'য়ে। দ্বারেতে ভেটিয়া সুতে আলয়ে চলিল ল'য়ে ॥
ভরত দেখেন দুখী পরিবার পরিজনে। তুষার বিনাশ যেন ক'রেছে কমলবনে ॥ ২
দাবানল জ্বালি' যথা কিরাতীর ফুল্ল মন। সেই মত কৈকেয়ী হরষিতা মনে মন ॥
তনয়ে বিষাদময় উদাস দরশ করি'। শুধাইল কুশল ত' আমার পিতার পুরী ॥ ৩
ভরত শুনা'ন তা'রে সকল কুশল-কথা। তা'রপর ক'ন কহ কুশল সকল হেথা ॥
কহিলেন কোথা পিতা কোথা বা সকল মাতা। কোথায় জানকী রাম লক্ষ্মণ প্রিয় ভ্রাতা ॥ ৪

দো—শুনি' স্নেহময় তনয়-বচন কপট-অশ্রু আনি'।
ভরত-শ্রবণে মনে শূল হানি' পাপিনী কহিল বাণী ॥ ১৫৯

চৌ—সব আয়োজন তাত করিয়াছিনু পূরণ। মন্থরা-সহায়ে সব হ'য়েছিল সুসাধন ॥
মাঝখান হ'তে ধাতা বিগাড়িল কিছু কাজ। প্রয়াণ অমরলোকে করিলেন মহারাজ ॥ ১

শুনিয়া ভরত-প্রাণ বিবশ বিষাদ-ভরে। কেশরী-নিনাদ শুনি' যেমন করী শিহরে ॥
হা পিতা হা পিতা-রবে করি' ঘোর আর্ত্তনাদ। পড়িলেন ধরাতলে পূরিত অতি বিষাদ ॥ ২
অন্তিম কালে পিতা নারিনু তোমা হেরিতে। না গেলে সঁপিয়া দিয়া আমারে রামের হাতে
ধীর ধরি' উঠিলেন করি' নিজে সম্বরণ। কহিলেন কহ মাতা মৃত্যুর কি কারণ ॥ ৩
শুনি' তনয়ের বাণী কেকয়ী তখন বলে। মরম চিরিয়া যেন ভরে তাহে হলাহলে ॥
আদ্য হইতে খুলি' আপন কুকাজ যত। কুটিলা কঠোরা কহে অতি পুলকিত চিত ॥ ৪

দো—ভুলেন ভরম পিতার মরণ রাম-বনবাস শুনি'।
স্তম্ভিত র'ন বাক্-হারা হ'য়ে নিজে অপরাধী জানি' ॥ ১৬০

চৌ—সুতেরে ব্যাকুল হেরি' প্রবোধ প্রদানোদ্যোগে। ভরতের হৃদিক্ষতে ক্ষার-সম যেন লাগে ॥
রাণী কয় রাজা তাত শোক করা যোগ্য ন'ন। ভুঞ্জিলেন বহু করি' পুণ্য যশঃ অর্জ্জন ॥ ১
জনম-লাভের ফল লভিয়া সব জীবনে। অন্তে করিলা গতি অমরপতি-ভবনে ॥
এ বিচার করি' মনে পরিহার কর শোক। সমাজ সহিত কর পালন সকল লোক ॥ ২
শিহরেন নৃপসুত শুনিয়া বচন হেন। যাতনা-দায়ক ক্ষতে অঙ্গার লাগে যেন ॥
পরাণে দৃঢ়তা ধরি' ল'য়ে এক দীর্ঘশ্বাস। কহেন পাপিনী হ'তে হ'ল সব কুল-নাশ ॥ ৩
এমনি কু-অভিসন্ধি ছিল যদি অন্তরে। জনম হ'তেই তবে বধিলে না কেন মোরে ॥
তরু ছেদি' পল্লবে কর বারি সিঞ্চন। মৎস্য বাঁচা'তে বারি ক'রে দিল নিষ্কাশন ॥ ৪

দো—পে'নু রবিকুল পিতা দশরথ রাম লক্ষ্মণ ভ্রাতা।
বিধির উপরে নাহি খাটে কিছু মাতা হ'লে মোর মাতা* ॥ ১৬১

কুটিলে কুমতি প্রাণে দিলে ঠাঁই যে সময়। শতধা হইয়া নাহি যাইল তব হৃদয় ॥
এ বর যাচিলে যবে কাঁদিল না প্রাণ দুখে। জিভ নাহি খ'সে গেল কীট না পড়িল মুখে ॥ ১
প্রত্যয় তোমা 'পরে আসিল কিসে রাজার। হরণ করিলা বিধি অন্তিমে মতি তাঁ'র ॥
নারীর মনের গতি বিধির(ও) জ্ঞানের বা'র। সব কপটতা পাপ অপরাধ-ভাণ্ডার ॥ ২
সরল ধরম-রত শীলবান্ মহীপতি। কি জানা তাঁহার ছিল নারীর চরিত-গতি ॥
কে এমন জীব পশু রহে এ জগতময়। প্রিয় রঘুনাথ যা'র প্রাণ-সম প্রিয় নয় ॥ ৩
সেই রঘুপতি রামে তোমার না ভাল লাগে। কে তুমি করিয়া ঠিক বল তা' আমার আগে।
যে-হও সে-হও মুখে কালিমা করি' লেপন। মোর আঁখি হ'তে স'রে করগে উপবেশন ॥ ৪

দো—রাম-বিরোধীর হৃদি হ'তে মোরে বিধাতা করে সৃজন।
বৃথা কহি তোমা মো'-সম পাতকী আছে আর কোন্ জন ॥ ১৬২

* হে মাতা! তুমিই আমার গর্ভধারিণী হইলে। (সে কারণে তোমাকে আর কি বলিব)।

ভরত-কৌশল্যা সংবাদ ও দশরথের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া

চৌ—কেকয়ীর কুটিলতা শত্রুঘ্ন শ্রবণ ক'রে। নিরুপায় তবু কায় জ্বলে ঘোর ক্রোধ ভরে ॥
হেন কালে মন্থরা আসি' তথা উপনীত। বসন ভূষণে বহু সজ্জিত বিভূষিত ॥ ১
হেরি' ক্রোধ ভ'রে উঠে লক্ষ্মণানুজ মনে। জ্বলিত অনলে যথা ঘৃতাহুতি অর্পণে ॥
রোষারুণ চ'খে পদ আঘাতে ককুদ 'পরে। আর্ত্তনাদ করি' পড়ে ভূমি পানে মুখ ক'রে ॥ ২
দীর্ণ ললাট হ'ল চূর্ণ ককুদ আর। দলিত রদন তা'র বদনে শোণিত-ধার ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে বলে কি দোষ আমার হ'ল। কি ফল পেলাম আমি করিতে যাইয়া ভাল ॥ ৩
অরি-নিসূদন কথা শুনি' খল জানি' মনে। কর্ষিয়া ল'য়ে যা'ন তা'রে কেশ কর্ষণে ॥
ভরত করুণানিধি মুক্ত করিয়া তা'রে। যাইলেন দু' ভ্রাতায় রাম-জননীর ঘরে ॥ ৪

সো—মলিন বসন বিরস বিকল দুখ-ভারে কৃশকায়।
কনক কল্প- ব্রততীরে যথা তুষারে বিনাশে হায় ॥ ১৬৩

চৌ—ভরতে পড়িতে চ'খে ধাবিত কৌশল্যা মাতা। মূরছি' ঘূর্ণিত শিরে ধরাতলে নিপতিতা ॥
ভরত বিকল অতি করি' দশা দরশন। দেহ-বোধ পাশরিয়া চরণে পতিত হ'ন ॥ ১
ক'ন মা মা পিতা কোথা দে' মা তাঁ'রে দেখাইয়ে। কোথায় জানকী রাম লক্ষ্মণ দুই ভাইয়ে ॥
কিবা হেতু কৈকেয়ী ধরাতলে জনমিল। জনমিল যদি কেন পুত্রহীনা না হইল ॥ ২
যে নারী জনম দিল আমা-সম অভাজন। কুল-কলঙ্ক প্রিয়-দ্রোহী ও গ্লানি-ভাজন ॥
ত্রিলোকে আছে বা কেবা মো'-সম অভাগা আর। জননি এ হেন গতি' হইল কারণে যা'র ॥ ৩
দেবলোকে পিতা আর বনবাসে রঘুস্বামী। সকল অনর্থ-হেতু কেতুর সমান আমি ॥
ধিক্ মোরে বেণুবনে হ'লাম পাবক-প্রায়। দু-সহ দাহন-দুখ-দোষভাগী হ'তে হায় ॥ ৪

দো—ভরতের মৃদু বাণী শুনি' মাতা উঠেন সম্বরিয়া।
তুলিয়া ভরতে ধরিলেন বুকে আঁখি-বারি বিমোচিয়া ॥ ১৬৪

চৌ—সরলতাময়ী মাতা অতীব প্রীতির ভরে। ধরিলেন বুকে যেন শ্রীরাম আসিলা ফিরে ॥
তখন ধরেন বুকে লক্ষ্মণ-সহোদরে। শোক আর স্নেহ চাপা নাহি রহে অন্তরে ॥ ১
তাঁ'র আচরণ হেরি' কহিল সকল জন। শ্রীরামের জননীর কেন না হ'বে এমন ॥
বসা'ন ভরতে মাতা আপনার ক্রোড় 'পরে। মুছিয়া নয়ন মৃদুবাণী ক'ন স্নেহ-ভরে ॥ ২
মাতা যায় বলিহারী ধৈর্য্য কর ধারণ। অসময় বুঝি' শোক কর এবে বর্জ্জন ॥
কাল করমের গতি অদম্য জানি' প্রাণে। হানি কি গ্লানির কথা আনিও না নিজ মনে ॥ ৩
স্বপনেও দোষ তাত দিও না কাহারো 'পরে। বিধাতা সকল বিধি বিরূপ এমন মোরে ॥
এ দুখ দিয়াও প্রাণ রাখিলা যখন মোর। তখন কে জানে বল কি তাঁ'র বাসনা ঘোর ॥ ৪

দো—পিতার আদেশে বসন ভূষণ ত্যজে তাত রঘুবীর।
হরষ বিষাদ- পরিশূন্য মনে পরে বল্কল চীর ॥ ১৬৫

চৌ—বদনে প্রসন্ন ভাব মনে নাহি রাগ রোষ। সকলেরে সবভাবে করিয়া সে পরিতোষ॥
যায় বনে সীতা শুনি' সেও তা'র সাথ নিল। পতিপদ-পরায়ণা কিছুতেই না রহিল॥ ১
এ কথা পশিতে কাণে লক্ষ্মণও চলে সাথ। কোনো বাধা নাহি মানে কত কন রঘুনাথ॥
তখন শ্রীরঘুপতি সবারে করি' প্রণাম। লক্ষ্মণ সীতা সনে যান চলি' গুণধাম॥ ২
এই ভাবে লক্ষ্মণ সীতা রাম বনে যা'ন। না যাইনু সাথে নিজে না পাঠানু মোর প্রাণ॥
সকলি ঘটিল এই নয়নের সম্মুখে। অভাগা জীবন তবু নাহি ত্যজে কায়া দুখে॥ ৩
লজ্জা হ'ল না মনে আপনার আচরণে। জঠরে ধরিনু আমি রাম-হেন সন্তানে॥
বাঁচন-মরণ ভাল বুঝেছিল নররায়। হৃদয় কঠোর মোর শত কুলিশের প্রায়॥ ৪

দো—শুনিয়া ভরত পুরবাসী সহ এ খেদ রাম-মাতার।
কাতরে বিলাপে হ'ল রাজপুরী শোকের যেন আগার॥ ১৬৬

চৌ—কাঁদেন ব্যাকুল হ'য়ে ভরত রিপুসূদন। কৌশল্যা করেন দোঁহে আপন বুকে ধারণ॥
বিবেক-পূরিত বাণী কহিয়া বহু প্রকার। বুঝা'লেন ভরতেরে সান্ত্বনা-তরে তাঁ'র॥ ১
ভরত তখন ধীর ধরি' রাম জননীরে। নিগম পুরাণ-কথা কহেন অনেক ক'রে॥
ছল-কপটতা হীন পূতনির্ম্মল বাণী। কহেন ভরত জোড় করিয়া যুগল পাণি॥ ২
যে পাতক হয় সুতে মাতাপিতা বিনাশিলে। গো-গৃহ কি দ্বিজবাস অনলেতে পুড়াইলে॥
বালক রমণী-বধে হয় যে পাপ-সঞ্চার। প্রদানিলে হলাহল সখা-প্রতি কি রাজার॥ ৩
কায় মন বাণী-যোগে সম্ভবে যে সব পাপ। অথবা কবির মতে যত হয় উপ-পাপ॥
হে বিধি সে সব পাপ লাগে যেন নিশ্চয়। এ কাজে যদি মা কভু মোর সম্মতি রয়॥ ৪

দো—হরি হর-পদ ত্যজিয়া যাহারা পূজে ভূতগণ ঘোর।
দিন্ বিধি মোরে সেই গতি যদি থাকে মাতা মত মোর॥ ১৬৭

চৌ—যে বেদ বিক্রয় করে ধরমে করে দোহন। পরনিন্দা করে পর-পাতক করে রটন॥
কপট কুটিল দ্বন্দ্ব-প্রিয় ক্রোধ-পর যেই। বেদ-বিধি-নিন্দক সখ্য কা'রো সনে নেই॥ ১
লম্পট লোভযুত লালসা-ভরা আচার। পরধন পরনারী 'পরে মন রহে' যা'র॥
তাহাদের সম মাতা হউক কুগতি ঘোর। এ কুকাজে যদি কভু কিছু মত থাকে মোর॥ ২
অনুরাগ ভরে সাধু সঙ্গে যে নহে লীন। পরমার্থ-পথে যেবা মতিহীন ভাগ্যহীন॥
নরদেহ লভি' যেবা হরি না ভজনা করে। হরিহর-যশোগান ভাল নাহি লাগে যা'রে॥ ৩
বেদ পথ পরিহরি' বাম পথ ধরি' চলে। যে ঠগ দেখা'য়ে বেশ সকল জগতে ছলে॥
দেন যেন হর মোরে তা'দের কুগতি আজ। মোর জ্ঞাতসারে যদি হ'য়ে থাকে এই কাজ॥ ৪

দো—শুনিয়া জননী ভরতের এই সত্য সরল বাণী।
ক'ন তুমি তাত রামের ভকত সদা কায় মন বাণী॥ ১৬৮

চৌ—শ্রীরাম তোমার পাশে আপন প্রাণের প্রাণ। প্রাণের হ'তেও প্রিয় ভাবেন তোমায় রাম॥
বিধু যদি ক্ষরে বিষ হিম হয় অগ্নিময়। জল 'পরে বীতরাগ জলচর যদি হয়॥ ১
যদি হইলেও জ্ঞান মোহ নহে নির্ম্মূল। তবু তুমি শ্রীরামের না হইবে প্রতিকূল॥
তব সম্মতি আছে যদি কেহ ইহা বলে। সে সুখ সুগতি কভু লভিবে না কোন কালে॥ ২
এ কথা কহিয়া মাতা ল'ন তাঁ'রে বুকে করি'। পয়োধরে স্নেহ-ক্ষীর নয়নে উথলে বারি॥
বিবিধ প্রকার হেন বিলাপে বিলাপে হায়। বসিয়া বসিয়া সারা রজনী পোহা'য়ে যায়॥ ৩
বশিষ্ঠ ও বামদেব হইলেন উপনীত। মহাজন মন্ত্রিগণ সবে হ'ন একত্রিত॥
ভরতেরে মুনিবর তখন করি' বিশেষ। কাল-অনুকূল বহু দেন ধর্ম্ম-উপদেশ॥ ৪

দো—ধৈর্য্য হৃদয়ে ধর তাত এবে কর আজিকার কাজ।
উঠিলা ভরত গুরুর বচনে ক'ন সবে কর সাজ॥ ১৬৯

চৌ—নৃপ-দেহ বেদ-বিধি-বিহিত হইল স্নাত। বিমান পরম দিব্য হ'ল ত্বরা বিরচিত॥
ভরত জননীগণে নিবারেন পদে ধরি'। রাম-দরশন-আশে র'ন তাঁ'রা প্রাণ ধরি'॥
অগুরু চন্দন এল ভরি' ভরি' বহু ভার। মনোহর সুবাসিত দ্রব্য কত অপার॥
রচিত হইল চিতা সরযূর তট-'পর। সুরপুর গমনের সিঁড়ি যেন সুন্দর॥ ২
সকলে দাহন-ক্রিয়া এইভাবে সমাপিল। বিধিমতে স্নান করি' তিল-অঞ্জলি দিল॥
নিগম পুরাণ হ'তে করি' সব নিরূপণ। ভরত দশাহ-ক্রিয়া করিলেন সমাপন॥ ৩
যথায় যেমন মুনি আদেশ করিলা দান। তথায় সহস্র ভাবে হ'ল সব সমাধান॥
সবাকারে দান দিয়া শেষেতে শুদ্ধ হ'ন। বিবিধ বাহন বাজি গজ ও নানা গোধন॥ ৪

দো—রাজাসন ভূষা অন্ন বসন ধরণী অর্থ ধাম।
দিলেন ভরত দ্বিজগণ হ'ন গ্রহণে পূর্ণ-কাম॥ ১৭০

বশিষ্ঠ-ভরত সংবাদ

চৌ—ভরত জনক-তরে করিলেন ক্রিয়া যথা। কোটি মুখ অপারগ কহিতে স্বরূপ-কথা॥
শুভদিন নির্ণিয়া আসিলেন মুনিরাজ। করিলেন আহ্বান সচিব জন-সমাজ॥ ১
রাজসভা মাঝে সবে করেন উপবেশন। ভরতে রিপু-সদনে করা'লেন আবাহন॥
ভরতে বশিষ্ঠদেব বসা'য়ে পাশে আপন। নীতি ও ধরমময় উপদেশ-কথা ক'ন॥ ২
কেকয়ী করিল যেই কুটিলের ব্যবহার। কহিলেন সেই কথা প্রথমে করি' প্রসার॥
তা'রপর বাখানেন নৃপে সত্য-গত প্রাণ। বরজি' শরীর যিনি রাখেন ধরম-মান॥ ৩
কহিতে কহিতে রাম-স্বভাব গুণ ও শীল। পুলকিত মুনিবর নয়নে ভরে সলিল॥
অবশেষে লক্ষ্মণ সীতা-প্রেম বাখানিতে। শোক স্নেহ উথলিল জ্ঞানী মুনি তাঁ'রো চিতে॥ ৪

দো—ভাবী অতিশয় প্রবল ভরত খেদে ক'ন মুনিনাথ।
লাভ হানি যশ জীবন মরণ সকলি বিধির হাত॥ ১৭১

চৌ—এ কথা থাকিলে মনে কাহারে বা দিবে দোষ। কাহার 'পরে বা কেহ করিবে অযথা রোষ॥
হে তাত বিচার করি' দেখহ আপন মন। শোক-উপযোগী ন'ন দশরথ কদাচন॥ ১
শোক সেই বিপ্র ত'রে বেদজ্ঞান নাহি যা'র। নিজ ধর্ম্ম ত্যজি' যেবা বিষয় করে আধার॥
শোক সে রাজার তরে নাহি যা'র নীতিজ্ঞান। যেজন প্রজারে প্রিয় না জানে প্রাণ-সমান॥ ২
সেই বৈশ্য তরে শোক অর্থ পে'য়ে যে কৃপণ। যে নহে অতিথি-পর শিবভক্তি-পরায়ণ॥
সেই শূদ্র তরে শোক যেবা বিপ্র-অপমানী। বাচাল সম্মান-প্রিয় নিজজ্ঞান-অভিমানী॥ ৩
শোক সে রমণী তরে যে পতি-বঞ্চনা করে। কুটিলা কলহ-প্রিয়া রহে স্বেচ্ছাচার-ভরে॥
যেই-ব্রহ্মচারী নিজ ব্রত করে পরিহার। গুরু-উপদেশ মত নহে যা'র ব্যবহার॥ ৪

দো—শোক সে গৃহীর মোহ-বশে যেবা কর্ম্মপথ করে ত্যাগ।
সন্ন্যাসী যেবা মায়ায় জড়িত বিবেক চ্যুত-বিরাগ॥ ১৭২

চৌ—সেই বাণপ্রস্থী নর হে ভরত শোক-যোগ্য। তপ দিয়া বিসর্জ্জন ভাল যা'র লাগে ভোগ্য॥
পর-নিন্দাকারী যেবা অকারণে ক্রোধে ভরে। জনক জননী গুরু বিরোধ বান্ধবে করে॥ ১
শোক তা'র তরে যেবা পর-অপকারী হয়। আপন দেহই সার অতিশয় নিরদয়॥
সকল বিষয়ে শোক তাহারি করিবে অতি। ছলনা ছাড়িয়া যেবা না করে হরি-ভকতি॥ ২
শোক-যোগ্য কভু ন'ন কোশলের অধিপতি। চতুর্দ্দশ-লোকে যাঁ'র বিদিত প্রভাব-খ্যাতি॥
হয়নি নাহিক কিম্বা কখনো হ'বে না আর। ছিলেন ভরত যথা পূজ্য পিতা তোমার॥ ৩
দিক্পাল হরি হর বাসব চতুরানন। সবাই করেন দশরথ-গুণ কীর্ত্তন॥ ৪

দো—কহ তাত কেবা কোন্ ভাষা ল'য়ে গাহিবে মহিমা তাঁ'র।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন ও তব- সম পূত সুত যাঁ'র॥ ১৭৩

চৌ—সকল প্রকারে নৃপ ছিলা অতি ভাগ্যযুত। তাঁহার কারণে শোক করা অতি অসঙ্গত॥
শুনি' বুঝি' এ সকল শোক কর পরিহার। ধরি' শিরে রাজাদেশ কার্য্য কর রাজার॥ ১
নরপতি রাজ-পদ তোমারে করিলা দান। পালিয়া বচন তাঁ'র উচিত রাখা সে মান॥
যে বচন শিরে ধরি' শ্রীরাম গেলেন বন। করেন সে বাণী তরে নিজে দেহ বর্জ্জন॥ ২
নহে প্রাণ ছিল নৃপে বচন প্রিয় কেবল। কর' তাত তুমি সেই জনক-বাণী সফল॥
রাজার আদেশ পাল' ধরিয়া মাথার 'পর। এরি 'পরে সব শুভ করে তব নির্ভর॥ ৩
ভৃগুরাম পিতাদেশ রক্ষিলা ভাল মতে। বধিলা জননী সাক্ষী আজো আছে ত্রিজগতে॥
যযাতি* তনয় দিলা আপনার যৌবন। হ'ল না কুযশ পাপ-আদেশ করি' পালন॥ ৪

* যযাতি :—যযাতি রাজা নহুষের পুত্র। ইঁহার দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা নামে দুই পত্নী ছিল। দেবযানী দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা এবং শর্ম্মিষ্ঠা দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা। বিবাহ হইবার পূর্ব্বে দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার মধ্যে কলহ হওয়ার ফলে শুক্রাচার্য্য বৃষপর্ব্বার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন জানিতে পারিয়া বৃষপর্ব্বা শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসীরূপে নিয়োজিত করিয়া গুরুকে প্রসন্ন করেন। যযাতির

দো—ত্যজি হিতাহিত- বিচার পালন যেবা পিতা-বাণী করে।
সে সুখ সুযশ- ভাজন হইয়া নিবসে অমরাপুরে ॥ ১৭৪

চৌ—অবশ্য উচিত পালা নৃপতি-বাণী তোমার। করহ পালন প্রজা শোক কর পরিহার ॥
দেবলোকে নরনাথ লভিবেন পরিতোষ। পুণ্য যশ হ'বে তব লাগিবে না এতে দোষ ॥
বেদের বিদিত ইহা জানিত সবার ভবে। দিবেন জনক যা'রে সেই সুত রাজা হ'বে ॥
রাজ্য করহ এবে পরিহার কর গ্লানি। ধর মোর এই কথা হিতকর মনে জানি' ॥ ২
শ্রীরাম জানকী শুনি' হ'বেন প্রফুল্ল-চিত। পণ্ডিত কেহ এরে না কহিবে অনুচিত ॥
মহিষী কৌশল্যা হ'তে যতেক জননীগণ। হ'বেন প্রজার সুখে সকলেই প্রীত-মন ॥ ৩
যে-প্রীতি তোমাতে-রামে যে জন তাহা জানিবে। সকল প্রকারে ভাল তোমারেই সে বলিবে
শ্রীরাম আসিলে ফিরে' রাজ্য ক'রো অর্পণ। তখন সপ্রেমে তাঁ'র করিও সেবা চরণ ॥ ৪

দো—মন্ত্রী জোড়করে কহেন পালহ গুরুদেবাদেশ যাহা।
শ্রীরাম ফিরিলে যা' হয় উচিত তখন করিও তাহা ॥ ১৭৫

চৌ—কৌশল্যা মহিষী ক'ন প্রাণেতে ধীরতা আনি। গুরুর আদেশ সুত সুপথ্য-সমান মানি' ॥
হিতকর জ্ঞান করি' কর তা'হে অনুরাগ। বুঝিয়া কালের গতি উচিত বিষাদ ত্যাগ ॥ ১
মহারাজ দেবলোকে শ্রীরাম কানন মাঝে এ প্রকার কাতরতা তাত না তোমার সাজে ॥
পরিজন প্রজাগণ সচিব প্রজা সকল। এখন তুমিই সুত সবার ভরসা-স্থল ॥ ২
বুঝিয়া বিধাতা বাম কঠোর সময় এবে। বলিহারী যায় মাতা ধৈর্য্য ধরিতে হ'বে ॥
গুরুদেব-আজ্ঞা শির পাতিয়া কর গ্রহণ। পালি' প্রজা পরিজন-দুঃখ কর হরণ ॥ ৩

সহিত যখন দেবযানীর বিবাহ হইল, তখন তাঁহার নিকট এই অঙ্গীকার করাইয়া লওয়া হইয়াছিল যে, যযাতি শর্ম্মিষ্ঠাকে দাসীভাবেই নিজ সংসারে স্থান দিবেন,—কখনও পত্নীভাবে দেখিবেন না। কিন্তু যযাতি সে অঙ্গীকার রক্ষা করিতে পারেন নাই দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে তাঁহার দুই পুত্র, ও শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। দেবযানী যখন এই কথা জানিতে পারিলেন, তখন ক্রোধান্বিত হইয়া পিতা শুক্রাচার্য্যের নিকট চলিয়া যান। দেবযানীকে সান্ত্বনা করিয়া ফিরাইয়া আনিতে যযাতিও শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে উপনীত হইলেন। শুক্রাচার্য্য সব বৃত্তান্ত শুনিয়া, তাঁহাকে জরাগ্রস্ত হইবার অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ যযাতি জরায় আক্রান্ত হইলেন।

অনেক অনুনয় বিনয় করার ফলে শুক্রাচার্য্য মাত্র এই করুণা প্রকাশ করিলেন যে, যদি তাঁহার পুত্রদের মধ্যে কেহ আপনার যৌবন অর্পণ করিয়া তাঁহার বার্দ্ধক্য বরণ করেন, তবেই তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইতে পারে। তখন যযাতি সকল পুত্রকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ যৌবনের পরিবর্ত্তে পিতার জরা গ্রহণ করিতে প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র পুরু ব্যতীত অপর সকলেই ইহাকে অধর্ম্ম বলিয়া অস্বীকার করিলেন। পিতার আজ্ঞায় পুরু আপন যৌবনের বিনিময়ে যযাতির জরা গ্রহণ করিলেন। পুত্রের যৌবন গ্রহণ করিয়া বহুদিন যাবৎ যযাতি ভোগবিলাসে রত রহিলেন, তথাপি তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। ইহা দেখিয়া ভোগের উপর তাঁহার অতি বিরক্তি আসিল। তিনি বলিলেন, বিষয় ভোগ করিয়া ত কেহই শান্তি পাইতে পারে না, কামনার নাশ হইলে তবে শান্তি আসে। তিনি পুরুকে যৌবন ফিরাইয়া দিলেন এবং তাঁহার পিতৃ আজ্ঞা পালনের পুরস্কারস্বরূপ নিজ সিংহাসন অর্পণ করিয়া তপস্যার জন্য বনে গমন করিলেন; ও অন্তিমে সদ্গতি লাভ করেন।

গুরুদেব-বাক্য আর সচিব-অভিনন্দন। শুনেন ভরত-হিয়া-হিত যেন চন্দন *॥
আর বার শুনিলেন মাতার মৃদুল বাণী। কোমলতা ভরপুর সরলতা স্নেহ-খনি॥ ৪

ছঃ—সরল জননী- বাণী মনোহরা শুনি' ভরতের মতি বিকল।
হৃদি-জাত নব বিরহাঙ্কুরে সিঞ্চিল ঝরি' নয়ন জল॥
সবে সেইক্ষণে দশা ঈক্ষণে আপনা হারা'য় শোকের স্রোতে।
তুলসী এ কয় সব প্রজাময় করে জয় জয় শ্রীরঘুনাথে॥

সো—ভরত জুড়িয়া যুগপাণি ধৈর্য্য-অবতার ধীরে তবে।
অমিয়ে ভিজা'য়ে যেন বাণী উচিত উত্তর দেন সবে॥ ১৭৬

চৌ—মনোহর উপদেশ গুরুদেব দেন যাহা। মন্ত্রী প্রজা সকলেরি অতি মনোমত তাহা॥
আদেশ দিলেন মাতা বুঝি' যাহা যথোচিত। অবশ্যই শিরে ধরি' পালন তাহা উচিত॥ ১
জনক জননী গুরু স্বামী সুহৃদের বাণী। উচিত মোদিত মনে মানা তাহা শুভ জানি'॥
উচিত কি অনুচিত করিলে ইহা বিচার। ধরম বিনাশ পায় শিরে চাপে পাপ-ভার॥ ২
দিলেন ত' গুরুদেব সে সরল উপদেশ। করিলে যা' আচরণ মোর শুভ সবিশেষ॥
যদিও এ উপদেশ বুঝিলাম ভাল মতে। তথাপি পরাণ নাহি পরিতোষ লভে এতে॥ ৩
এখন ও শ্রীচরণে এই মম নিবেদন। দিন শিক্ষা যাহা পারি করিতে অনুসরণ॥
উত্তর দেওয়া-দোষ ক্ষমা কর নিজগুণে। দুখিতের দোষগুণ সাধুগণ নাহি গণে॥ ৪

দো—জনক স্বরগে সীতারাম বনে ক'ন মোরে কর রাজ।
বুঝেন এতেই মোর হিত হ'বে তথা এতে বড় কাজ॥ ১৭৭

চৌ—আমার ত হিত শুধু সেবায় সীতা-রমণ। করে মাতা-কুটিলতা সে হিত অপহরণ॥
নিজ মনে অনুমান করিয়া দেখিনু এই। অপর উপায় কোন আমার হিতের নেই॥ ১
রাম লক্ষ্মণ সীতা বিনা পদ-দরশন। শোক-রাশি রাজ্য শুধু তা'রে কে করে গণন॥
যেমন বসন বিনা ব্যর্থ ভূষণ-ভার। বিরাগ বিহনে যথা বিফল ব্রহ্ম-বিচার॥ ২
রোগযুত দেহ ল'য়ে ব্যর্থ সকল ভোগ। শ্রীহরি-ভকতি বিনা ব্যর্থ জপ ও যোগ॥
যেমন জীবন বিনা ব্যর্থ রম্য শরীর। তেমনি সকলি ব্যর্থ মোর বিনা রঘুবীর॥ ৩
করুন আদেশ দান রামের চরণে যাই। এক ইহা ছাড়া মোর কিছুতেই হিত নাই॥
আমারে করিয়া রাজা চাহেন আপন হিত। এ-ও শুধু আপনার মোহেরি বশেতে প্রীত॥ ৪

দো—কেকয়ী-তনয় কুটিল হৃদয় নিলাজ রাম-বিমুখ।
সে হীন-শাসিত রাজ্য হইতে মোহে সবে চা'ন সুখ॥ ১৭৮

* ভরত গুরুদেবের বচন আর মন্ত্রীর অভিনন্দন শুনিলেন; এই বাণী তাঁহার হৃদয়ের পক্ষে চন্দনের ন্যায় হিতকারী (শীতলকারী) ছিল।

চৌ—প্রকৃতই কহি আমি প্রতীতি করুন সবে। ধর্ম্মশীল নরপতি প্রয়োজন অতি এবে॥
হঠ বশে প্রদানিলে আমারে রাজত্ব-ভার। ধরা যা'বে রসাতলে নাহি সন্দেহ তা'র॥ ১
আমার সমান আর কে আছে পাপ-আবাস। সীতারাম যা'র তরে লভিলেন বনবাস॥
মহারাজ দানিলেন বনবাস শ্রীরামেরে। বিয়োগে করিলা গতি আপনি অমরপুরে॥ ২
আর দুষ্ট এ অভাগা অনর্থ আদি কারণ। সজ্ঞানে শুনি'ছে কথা করিয়া উপবেশন॥
রঘুবর রাম-হীন পুরী দরশন করি'। জগতের উপহাস সহি তবু প্রাণ ধরি॥ ৩
হেতু এর নাহি মন রাম-বিষয়ের রসে। ভূমি আর ভোগ-রস লালসায় সদা রসে॥
কত আর ক'ব এই হৃদয়ের কঠিনতা। নিন্দি' কুলিশে যেবা লাভ করে শ্রেষ্ঠতা॥ ৪

দো—কারণের হ'তে কার্য্য কঠিন ইথে নাহি দোষ মোর।
অশনি অস্থি লৌহ পাথর হ'তেও বহু কঠোর॥ ১৭৯

দো—কৈকেয়ী-গর্ভজাত দেহে অনুরাগবান্। নিপট পামর এই ভাগ্যহত মোর প্রাণ॥
প্রিয়-বিরহও যবে মোর প্রাণ-প্রিয় লাগে। নিশ্চয় আরো বহু দেখিব শুনিব আগে॥ ১
লক্ষ্মণ সীতা রামে পাঠা'য়ে দিয়াছে বন। ত্রিদিবে পাঠা'য়ে করে পতি হিত আচরণ॥
লইল বৈধব্য নিজ আর লোক-অপযশ। করে সারা প্রজাগণে সন্তাপ শোক-বশ॥ ২
আমারে করিল দান সুযশ সুখ সু-রাজ। করিয়াছে কৈকেয়ী সবাকার পূর্ণ কাজ॥
এ হ'তেও হিত মোর কি আর হ'বে এখন ইহারো উপরে প্রভু অভিষেক হ'তে ক'ন॥ ৩
কেকয়ী-জঠর হ'তে জনমি জগত-মাঝ। কিছু অনুচিত নহে মোর তরে এই কাজ॥
আমার সবই হিত সাধিলা যখন ধাতা। পাঁচজন ও প্রজার কেন এই সহায়তা॥ ৪

দো—গ্রহ-কবলিত বায়ু রোগী তা'য় কেটেছে বিছায় আর।
হেন জনে সুরা করান' সেবন এ কেমন উপচার॥ ১৮০

চৌ—কৈকেয়ী-তনয়ের উপযোগী ভবে যাহা। সকলি দিয়াছে মোরে চতুর বিধাতা তাহা॥
রামের অনুজ আর দশরথ আত্মজ। হওয়া-গৌরব বৃথা আমারে প্রদানে অজ॥ ১
সকলের অনুরোধ ধরিতে তিলক ভালে। রাজাদেশ শুভকর একথা জানে সকলে॥
কতজনে কি ভাবে বা উত্তর দেওয়া যায়। বলুন হরষ-মনে যাঁ'র যাহা প্রাণ চায়॥ ২
কুমাতা কেকয়ী আর মোরে করি' বর্জ্জন। বলুন একাজ ভাল কহিবে তা' কোন্ জন॥
চরাচরময়ী ধরা-মাঝে আমা বিনা আর। কেবা আছে সীতারাম প্রাণ-সম নহে যা'র॥ ৩
হানির চরমে লাভ সবাকার মনে হয়। আমারি কুদিন আর কারো কিছু দোষ নয়॥
সংশয়শীল আর প্রেম-বশ সব জন। অনুচিত কিছু নহে আপনারা যাহা ক'ন॥ ৪

দো—রাম-মাতা অতি সরল পরাণ বড় স্নেহ মোর 'পরে।
আমার দৈন্য হেরিয়া কহেন স্বভাব-স্নেহের ভরে॥ ১৮১

চৌ—বিবেক-সাগর গুরু জানে তা' জগত জন। বিশ্ব যাঁহার পাশে করের বদরী সম ॥
তিনিও কহেন মোরে বসিবারে রাজাসনে। বিধাতা বিমুখ হ'লে বিমুখ সকল জনে ॥ ১
জগ-মাঝে পরিহরি' সীতা আর সীতাপতি। কেহ না কহিবে মোর নাহি ইথে সম্মতি ॥
শুনিব সহিব তাহে হইয়া হরষময়। পঙ্ক তথায় শেষে যথায় সলিল রয় ॥ ২
প্রাণে ডর নাহি ভবে সবে কু কহিবে মোরে। হৃদয়-মাঝারে নাহি খেদ পরলোক-তরে ॥
দুঃসহ দাবানল শুধু এক প্রাণে রয়। মোর তরে দুখ পা'ন সীতা রাম দয়াময় ॥ ৩
জীবন-লাভের ফল পায় ভাল লক্ষ্মণ। সব ত্যজি' শ্রীরামের চরণে লাগা'ল মন ॥
আমার জনম শুধু রাম-বনবাস তরে। কি ফল অভাগা মোর মিছা অনুতাপ ক'রে ॥ ৪

দো—আপন দারুণ দৈন্যের কথা কহি নতি করি' সবে।
রঘুনাথ-পদ দরশন বিনা হৃদি-জ্বালা নাহি যাবে ॥ ১৮২

চৌ—অপর উপায় আর নাহি হেরে মোর প্রাণ। রাম বিনা দুখ মোর কেবা করে প্রণিধান
শুধু এ স্থিরতা রয় এখন আমার মনে। প্রভাত হ'লেই যা'ব প্রভু রাম-শ্রীচরণে ॥ ১
যদিও পাতকী আমি আর ঘোর অপরাধী। আমারি কারণে যত সমাগত এ উপাধি ॥
তথাপি সমুখে মোরে শরণে দেখিয়া রাম। সব ক্ষমি' কৃপা ঠিক করিবেন গুণধাম ॥ ২
বিনয় সঙ্কোচ শীল সরলতা পরিসীমা-। সদন করুণা-স্নেহ রামের নাহি উপমা ॥
কভু না করেন রাম অরাতির(ও) অমঙ্গল। আমি ত' বালক দাস হইলেও অসরল ॥ ৩
ইহাতে সকলে মোর কল্যাণ করি' জ্ঞান। আশীষ ও অনুমতি সুভাষে করুন দান ॥
যাহে মোর স্তুতি শুনি' মোরে নিজ দাস জানি'। আবার ফিরিয়া রাম আসেন এ রাজধানী ॥ ৪

দো—যদিও জনম কু-মাতা হইতে শঠ অপরাধী হায় ॥
এ ভরসা প্রাণে আপনার জানি' নাহি ঠেলিবেন পায় ॥ ১৮৩

অযোধ্যাবাসীর সহিত ভরত-শত্রুঘ্নের চিত্রকূট গমনের আয়োজন

চৌ—শ্রীরামের প্রেম-রসে যেন অভিসিঞ্চিত। ভরতের এ বচন লাগে সবে অমৃত ॥
বিরহের হলাহলে দগ্ধ সবার মন। স-বীজ শুনিয়া মন্ত্র করে যেন জাগরণ ॥ ১
জননী সচিব গুরু নরনারী সমুদায়। স্নেহ-ভরে সকলেই অতীব বিকল-কায় ॥
ভরতের সাধুবাদ করেন শতেক বার। শ্রীরাম-ভকতি যেন তোমাতে ধরে আকার ॥ ২
হে তাত তোমার কেন না হ'বে এ বাণী কম। প্রিয়তম রঘুনাথ তোমার প্রাণের সম ॥
আপন মূঢ়তা-বশে যে জন অতি পামর। জননীর কুটিলতা আরোপিবে তোমা'পর ॥ ৩
কোটি পুরুষ সনে শত কল্পকাল ধরি'। নিরয়-নিবাস মাঝে রহিবে আবাস করি' ॥
বিষধর-পাপ দোষ মণি না করে গ্রহণ। দহে দুখ-দরিদ্রতা গরল করে হরণ ॥ ৪

দো—অবশ্যই চল যথা বনে রাম ভরত সু-মন্ত্র দিলে।
শোকের সাগরে মজ্জমান সবে হাত ধরি' উঠাইলে ॥ ১৮৪

চৌ—বড় কম সবাকার প্রমোদিত প্রাণ নয়। জলদের নাদে যথা চাতক ময়ূর হয় ॥
প্রভাতে গমন স্থির বুঝিয়া সভার জন। সকলেরি প্রাণ-প্রিয় কুমার ভরত হন ॥ ১
বন্দিয়া মুনি-পদ ভরতেরে নতি ক'রে। সকলে বিদায় ল'য়ে চলে যে যাহার ঘরে ॥
ভরত-জীবন ধন্য জগতে সকলে বলে। তাঁহার বিনয় প্রেম বাখান করিয়া চলে ॥ ২
বড় কাজ সিদ্ধ হ'ল কহে সবে এ উহারে যাত্রার আয়োজন সকলেই সুরু করে ॥
গৃহ-রক্ষণে রহ যাহারেই বলা যায়। গল-নিপীড়নে যেন তাহারি পরাণ যায় ॥ ৩
কেহ বলে রহিবারে কাহারেও বলিও না। জগতে জনম লাভ-ফল পে'তে কে চাহে না ॥ ৪

দো—গৃহ নিজ-জন সে সুখ বিভব হ'ক নাশ এইক্ষণে।
রামের চরণে যাইতে যাহা না সাথ দেয় প্রীত মনে ॥ ১৮৫

চৌ—প্রতি ঘরে সজ্জিত হ'তে থাকে সব যান। প্রভাতে হইবে যাওয়া ভাবিয়া হরষ-প্রাণ ॥
ভরত আলয়ে ফিরে' বিচার করেন মন। নগর তুরগ গজ রাজকোষ কি ভবন ॥ ১
যা' কিছু বিভব তা'র রঘুনাথ অধিপতি। অযতন-ভরে ছাড়ি' সকলেই যাই যদি ॥
তরে পরিণামে মোর নাহি শুভ নিশ্চয়। প্রভু-দ্রোহ সব পাপ হইতে চরম হয় ॥ ২
যে করে প্রভুর হিত তা'রেই সেবক বলে। দিলেও তাহার 'পরে কোটি দোষ নানা ছলে ॥
এ বিচারি' আহ্বানি' শ্রেষ্ঠ সেবকগণ। টলে না আপন ধর্ম্মে স্বপ্নে যে কদাচন ॥ ৩
দিয়া ধর্ম্ম-উপদেশ সবে ভেদ বুঝাইয়া। যে কাজের যোগ্য যেবা তাহারে সে ভার দিয়া ॥
সকল ব্যবস্থা করি' রাখি' রক্ষকগণে। ভরত তখন যা'ন রাম-মাতা শ্রীচরণে ॥ ৪

দো—মাতা সকলেরে কাতর বুঝিয়া ভরত স্নেহ-সুজান।
দিলেন আদেশ রচিতে সাজা'তে নানা সুখাসন যান ॥ ১৮৬

চৌ—চক্রবাকী'চক্রবাক্ সম পুরনারী-নর। রজনী-প্রভাত তরে হৃদয় দুখ-কাতর
জাগরণে বিভাবরী হইল অতিবাহিত। করিলেন আবাহন ভরত সচিবে যত ॥ ১
কহিলেন সাথে লও অভিষেক তরে সাজ। কাননেই রামে রাজ অর্পিবেন মুনিরাজ ॥
ত্বরা চল শুনিতেই বন্দে সচিবগণ। ত্বরিতে সাজা'ল রথ তুরঙ্গ করিগণ ॥ ২
মুনিরাজ অরুন্ধতী অগ্নিহোত্রী দ্রব্য সনে। চলিলেন সব-আগে রথোপরে আরোহণে ॥
তার পর দ্বিজগণ তপস্যা-তেজ-নিধান। আরোহণ করি' যা'ন বিবিধ বাহন যান ॥ ৩
সজ্জিত বহু যানে পুরবাসী জনগণ। চিত্রকূট-অভিমুখে করিল সবে গমন ॥
শিবিকা মানসহরা নাহি আসে বর্ণনায়। সকল রাণীরা যা'ন আরোহণ করি' তা'য় ॥ ৪

দো—যোগ্য দাস 'পরে সঁপিয়া নগর সাদরে পাঠা'য়ে সবে।
সীতা রাম পদ স্মরিয়া চলেন ভরত দু' ভাই তবে ॥ ১৮৭

সকলের চিত্রকূট গমন

চৌ—রাম-দরশন তরে চলে সব নরনারী। যেন করী করিণীরা চলি'ছে নিরখি' বারি ॥
সীতারাম বনে র'ন বুঝিয়া হৃদয়-মাঝে। ভরত অনুজ সনে চলি'ছেন পদব্রজে ॥ ১
ভরতের প্রেম হেরি' মগ্ন সবার মন। উত্তরি' চলে করি' রথ গজ বরজন ॥
কাছে গিয়া ডুলী রাখি' ভরতের সন্নিধানে। রামের জননী ক'ন মৃদুবাণী সম্বোধনে ॥ ২
ম'রে যাই আহা তাত রথে কর আরোহণ। নহে প্রিয়-পরিবার দুখে হ'বে নিমগন ॥
তুমি পায়ে হেঁটে' গেলে সকলে যা'বে তেমন। শোকে তব কৃশ-তনু সহিতে নারিবে শ্রম ॥ ৩
বচন ধরিয়া শিরে চরণে নোয়া'য়ে মাথা। রথে আরোহণ করি' চলিলেন দুই ভ্রাতা ॥
তমসার তটে করি' প্রথম দিবস বাস। করেন দ্বিতীয় দিনে গোমতী-তীরে নিবাস ॥ ৪

দো—দুগ্ধ-পান কেহ কেহ ফলাহার রাতে কেহ একাহার।
রাম-তরে করে ব্রত ও নিয়ম ভোগ করি পরিহার ॥ ১৮৮

গুহকের শঙ্কা ও সাবধানতা

চৌ—সঈ-নদী-তটদেশে যাপি' নিশি প্রত্যূষে। বাহিরিয়া পঁহুছেন শৃঙ্গবেরপুরী-পাশে ॥
সমুদয় সমাচার শ্রবণ করি' নিষাদ। বিচার হৃদয় মাঝে করিল সে সবিষাদ ॥ ১
কিসের কারণ-বশে ভরত চলেন বনে। কপটতা ভাব কিছু নিশ্চয় আছে মনে ॥
হৃদি মাঝে কপটতা যদি কিছু নাহি রয়। চতুরঙ্গ অনীকিনী কেন তবে সাথে রয় ॥ ২
ভাবে মনে ভ্রাতা সনে রামেরে করি' নিধন। অকণ্টকে সুখে ভোগ করিবে রাজত্ব ধন ॥
ভরত হৃদয়ে ঠাঁই নাহি দিল রাজনীতি। তখন কলঙ্ক শুধু এবে জীবনের ক্ষতি* ॥ ৩
সব দেবাসুরে মিলি' যদি করে মহারণ। তথাপি সমরে রামে পরাভবে কে এমন ॥
বিস্ময় কিবা এতে ভরত এমন করে। বিষের লতায় নাহি অমৃত-ফল ধরে ॥ ৪

দো—এ ভাবিয়া গুহ জ্ঞাতিগণে কয়·· সকলে সজাগ রহ।
ঘাট রোধ কর করি' অধিকার তরী ডুবাইয়া দেহ ॥ ১৮৯

চৌ—রোধ কর যত ঘাট পর' রণ-আভরণ। মরণের সাজে সবে সাজ ওহে বীরগণ ॥
ভেটিয়া করিব রণ সম্মুখে ভরতেরে। জীবনে না দিব গঙ্গা উত্তরণ করিবারে ॥ ১
একে ত মরণ রণে তাহে·সুরধুনী তীর। তদুপরি রাম-কাজ ক্ষণ-ভঙ্গু এ শরীর ॥
ভরত নৃপের ভাই আর আমি নীচজন। বড় ভাগ্যেতে তবে পাওয়া যায় এ মরণ ॥ ২

---

* রামের বন-গমনে এত দিন ভরতের অপযশ-কলঙ্কই ছিল ; এখন এ কপটতা আচরণের ফলে তাঁহার প্রাণনাশের সম্ভাবনা।

করিতে প্রভুর কাজ করিব রণ প্রবল। ফলে চারি-দশ লোক করিব যশে উজ্জল ॥
জীবন বিলা'য়ে দিব শ্রীরঘুনাথের তরে। আনন্দ-মোদক দুই পে'য়েছি ত' দুই করে* ॥ ৩
সাধুজন-মাঝে যেবা গণনায় নাহি আসে। যাহার নাহিক ঠাঁই শ্রীরাম-ভরত পাশে ॥
বৃথাই জীবন তা'র হইয়ে ধরার ভার। জননী-যৌবন-তরু ছেদনকারী কুঠার ॥ ৪

দো—বিগত-বিষাদ নিষাদ-অধীপ সবায় উৎসাহ দিল।
রামে স্মরি' ধনু তূণীর কবচ আনিবারে আদেশিল ॥ ১৯০

চৌ—ত্বরা আয়োজন কর সাজে সাজ ভাই সব। ভীরুতা এনো না প্রাণে শুনিয়া আদেশ-রব ॥
সকলে হরষ-ভরে ব'লে উঠে 'যে আদেশ' এ উহার উৎসাহ বাড়া'য়ে তুলে বিশেষ ॥ ১
নিষাদ-রাজের পদে প্রণাম করিয়া চলে। সবে রণ-সুনিপুণ বড় প্রীতি রণ হ'লে ॥
রামের কোমল-পদত্রাণেরে স্মরণ ক'রে। ছোট তূণ বাঁধি' জ্যা চড়ায় ধনুর 'পরে ॥ ২
বর্ম্ম পরি' শিরোপরে ধরে লৌহ-শিরস্ত্রাণ। পরশু শূলেতে সবে ভাল ক'রে দেয় শাণ ॥
কেহ কেহ অসি-ঘাত নিপুণ করিতে রোধ। উড়ে যেন নভে তা'রা এমন প্রাণেতে মোদ ॥ ৩
নিজ নিজ সাজ করি' দল করি' সজ্জিত। গুহ-রাজে সবে মিলি' করে অভিনন্দিত ॥
হেরি' বীরগণে গুহ রণ-শূর করি' জ্ঞান। নাম ধরি' ডাকি' ডাকি সম্মান করে দান ॥ ৪

দো—ভাই সব আজ বড় ভারি কাজ হৃদয়ে ধরিও ধীর।
শুনি' দর্পভরে বলে বীরগণ অধীর হ'য়ো না বীর ॥ ১৯১

চৌ—রামের প্রতাপে নাথ তোমার বলেতে আর। বাজিহীন বীরহীন করিব বাহিনী তা'র ॥
জীবন থাকিতে পিছে হটিব না কদাচন। করিব ধরণী-তল দেহে শিরে আবরণ ॥ ১

ভরত-গুহক মিলন

হেরিয়া নিষাদশ্রেষ্ঠ বাহিনীর সমাবেশ। বাজা'তে সমর-ঢোল প্রদান করে আদেশ ॥
হেন কালে বামদিক হ'তে আসে এক হাঁচি। জয় হ'বে বলি' উঠে শাকুনিকগণ নাচি' ॥ ২
বৃদ্ধ জনেক কহে শকুন-বিচার-পর। মিলহ ভরত-সনে হ'বে না কভু সমর ॥
ভরত চলেন এবে শ্রীরামেরে বুঝাইতে। শকুন জানায় এই যুদ্ধ নাহিক এতে ॥ ৩
শুনিয়া নিষাদরাজ কহে বুড়া ঠিক কয়। হঠতার আচরণে মূঢ় অনুতাপ সয়।
ভরত-স্বভাব শীল না করি' অনুধাবন। হিতের অতীব হানি হইবে করিলে রণ ॥ ৪

দো—রহ আগুলিয়া ঘাটি বীর সবে সাক্ষাতে বুঝি মর্ম্ম।
সখা অরাতি কি মধ্য-পথ চারী বুঝিয়া করিব কর্ম্ম ॥ ১৯২

* যদি রণে জয়লাভ করি ত রাম-সেবার যশ অর্জ্জন করিব, আর যদি মৃত্যু হয় তবে শ্রীরামচন্দ্রকে চিরতরে প্রাপ্ত হইব।

চৌ—করিব স্বভাব হ'তে স্নেহ-ভাব নিরূপণ। লুকা'লে বৈরতা প্রীতি না যায় করা গোপন ॥
এত কহি উপহার সাজায় মিলন তরে। কন্দ মূল ফল খগ মৃগ আহরণ করে ॥ ১
বড় বড় পোণা মাছ ভরি' ভরি' ভারে ভারে। নিমেষ ভিতরে আনি' ফেলিল যত কাহারে ॥
মিলনের উপহার সাজা'য়ে ভেটিতে যায়। মঙ্গল-মূল শুভ শকুন দেখিতে পায় ॥ ২
দর্শন করি' দূর হ'তে বলি' নিজ নাম। করিল দণ্ড-মত বশিষ্ঠদেবে প্রণাম ॥
শ্রীরামের প্রিয় জানি' আশীষ বচন ক'ন। ভরতেরে মুনিবর দেন তা'র বিবরণ ॥ ৩
শ্রীরামের সখা শুনি' স্যন্দন করি' ত্যাগ। নামিয়া আসেন প্রাণে উথলিত অনুরাগ ॥
গ্রাম জাতি নিজনাম কহিল গুহ সকল। প্রণাম করিল পরে রাখি' মাথা ভূমিতল ॥ ৪

দো—তাহারে প্রণাম করিতে দেখিয়া ভরত বুকেতে লন।
ধরে না হৃদয়ে প্রীতি যেন হ'ল লক্ষ্মণ সনে মিলন ॥ ১৯৩

চৌ—অতীব প্রণয় সনে ভরত মিলেন গুহে। হিংসি' বাখানে সবে যে প্রীতি পরাণে বহে ॥
ধন্য ধন্য ধ্বনি যোগে সব মঙ্গল-মূল। দেবতা বাখান করি' বৃষ্টি করেন ফুল ॥ ১
শাস্ত্রে সমাজে যা'রে করে অতি নীচ জ্ঞান। পরশিলে ছায়া যা'র করিবারে হয় স্নান ॥
হৃদয়ে জড়া'য়ে ধ'রে রামের অনুজ তা'রে। করিলেন সম্ভাষণ শিহরিত কলেবরে ॥ ২
রাম রাম মুখে কহি' যেবা করে জৃম্ভণ। নিকটেও পাপ তা'র নাহি করে আগমন ॥
ইহারে ত' বুকে ধরি' রঘুনাথ সুখমুল। জগত-পাবনকারী করিলেন সহ কুল ॥ ৩
কর্ম্মনাশা নদী-জল পড়িলে জাহ্নবী নীরে। কেবা হেন আছে কহ যে না তা'রে শিরে ধরে ॥
বিপরীত নাম জপি' জানে সারা জগজন। দস্যু হ'তে বাল্মীকি ব্রহ্ম-সমান হন ॥ ৪

দো—পামর যবন চণ্ডাল খস্ শবর কোল কিরাত।
রাম-নামে হয় পরম পাবন ত্রিভুবনে বিখ্যাত ॥ ১৯৪

চৌ—যুগ যুগ ধ'রে চলে নাহি এতে বিস্ময়। কা'রে মান নাহি দেন রঘুরাম কৃপাময় ॥
এই মত দেবগণ গা'ন রাম-গুণগান। শুনিয়া কোশলবাসী প্রাণে মহা সুখ পা'ন ॥ ১
ভরত মিলেন প্রেমে রাম-সখা গুহকেরে। কুশল কল্যাণ-কথা শুধা'ন প্রণয় ভরে ॥
নিরখিয়া ভরতের শীল স্নেহ বিমোহন। আপনার দেহ-বোধ হয় গুহ বিস্মরণ ॥ ২
সঙ্কোচ সুখ প্রেম-ধারা মনে এত বয়। অপলকে ভরতের পানে চে'য়ে খাড়া রয় ॥
ধৈর্য্য আনিয়া পরে চরণে প্রণাম ক'রে। মিনতি প্রণয় ভরে কহে তবে জোড়করে ॥ ৩
কুশল-নিলয় করি' ও চরণ দরশন। ত্রিকালে কুশল মম বুঝিয়া রেখেছে মন ॥
পরম করুণা পেয়ে এখন প্রভু তোমার। কোটি কুলের সনে কুশল হ'ল আমার ॥ ৪

দো—নিজ ক্রিয়া কুল প্রভু-দয়া আর হৃদয়ে বিচার ক'রে।
শ্রীরাম-চরণ যে না ভজে ভবে বিধি বঞ্চিলা তা'রে ॥ ১৯৫

চৌ—হীন জাতি ক্রূরমতি কপট গতি আমার। অধম সকল ভাবে সমাজ বেদের বা'র ॥
নিলেন নিজের ক'রে রঘুমণি যবে হ'তে। ভুবন-ভূষণ আমি হ'য়ে গেছি তবে হ'তে ॥ ১
মধুর বিনয় শুনি' প্রেম করি' দরশন। ভরত-অনুজ পুনঃ মিলেন মোদিত মন ॥
সুমধুরে নিজ নাম করি' মুখে উচ্চারণ। সাদরে রাণীর সব করে পদ-বন্দন ॥ ২
লক্ষ্মণ-সম ভাবি' সবে দেন আশীর্ব্বাদ। শত-লাখ বর্ষ ধরি' লহ ভবে সুখ-স্বাদ ॥
অযোধ্যার নরনারী গুহে করি' দরশন। পুলকিত পায় যেন সম্মুখে লক্ষ্মণ ॥ ৩
কহে জন্ম-পাওয়া-ফল গুহ শুধু লাভ করে। জড়াইয়া বাহুযুগে শ্রীরাম ভেটিলা এরে ॥
শুনিয়া নিষাদ নিজ ভাগ্যের বর্ণন। স্বাগত করিয়া চলে অতি পুলকিত মন ॥ ৪

দো—ইঙ্গিত তবে করিল স্বদলে প্রভুর আদেশে চলে।
নির্ম্মাণ করে আবাস কাননে উদ্যানে তরু-তলে ॥ ১৯৬

চৌ—ভরত দেখেন চ'খে শৃঙ্গবেরপুরী যবে। প্রেমবশে অবয়ব অবশ হইল তবে ॥
নিষাদের অঙ্গে ভর করি' হেন শোভাময়। শরীর ধরিল যেন অনুরাগ ও বিনয় ॥ ১
এ ভাবে ভরত সহ আপনার অনীকিনী। করিলেন দরশন দেবনদী সুরধূনী ॥
করিলেন প্রণিপাত স-ভকতি রামঘাটে। পুলক এমন যেন শ্রীরামে মিলন ঘটে ॥ ২
প্রণাম করিল সবে পুর-নরনারীগণ। প্রমোদিত ব্রহ্মময়ী-বারি করি' দরশন ॥
মজ্জন করি' নীরে করজোড়ে বর চায়। হয় যেন গাঢ় প্রেম শ্রীরাম কমল-পায় ॥ ৩
ভরত কহেন সুর-তরঙ্গিনি তব রেণু। সুখদ সকল ভাবে সেবকের কামধেনু ॥
জোড় করি' পাণি যুগ এই দেবি বর চাই। স্বাভাবিক প্রেম যেন সীতা-রাম পদে পাই ॥ ৪

দো—এ ভাবে ভরত মজ্জন করি' লভিয়া গুরু-আদেশ।
বলেন আবার জানি' জননীরা ক'রেছেন স্নান শেষ ॥ ১৯৭

চৌ—যথা তথা অবস্থান ক'রেছিল জনগণ। ভরত সবারি তত্ত্ব করিলেন নির্দ্ধারণ ॥
দেবপূজা শেষে দুই ভা'য়ে অনুমতি মত। শ্রীরাম-জননী পদে হইলেন উপনীত ॥ ১
পদ-সেবা করি' করি' মৃদুবাণী উচ্চারণ। সম্মান দান করি' তুষেন জননীগণ ॥
তখন তাঁ'দের সেবা অনুজেরে সমর্পিয়া। আপনি নিষাদরাজে লইলেন আনাইয়া ॥ ২
চলেন সখার করে রাখি' আপনার কর। অবশ বিপুল প্রেমে গুহকের কলেবর ॥
শুধান সখারে দাও সেই ঠাঁই দেখাইয়া। দাও মন নয়নের ভীম দাহ জুড়াইয়া ॥ ৩
যথায় যাপিলা নিশি সীতা রাম লক্ষ্মণ। বলিতে বলিতে জলে ভ'রে এল দু'নয়ন ॥
ভরত-বচন শুনি' ম্লান হ'ল অন্তর। নিষাদ লইয়া চলে সেইখানে ত্বরাপর ॥ ৪

দো—পূত অশোকের তলদেশে যথা রজনী যাপিলা রাম।
সাদরে ভরত দণ্ডের মত করেন তথা প্রণাম ॥ ১৯৮

চৌ—কুশের শয়ন যাহা তরুতলে দেখা যায়। পরিক্রম করি' শেষে প্রণাম করেন তা'য় ॥
পদ-চিহ্নের রেণু লাগা'লেন দু'নয়নে। ভকতি প্রবল কত নাহি আসে বরণনে ॥ ১
দু' চারি কণক-কণা আসিল আঁখি-গোচরে। সীতা-সম মনে করি' ধরিলেন শিরোপরে ॥
হৃদয় গ্লানিতে ভরা জলে ভরা দু'নয়ন। সখা গুহকের প্রতি এই বর-বাণী ক'ন ॥ ২
সীতার বিরহে এ-ও শ্রীহতা ও দ্যুতিহীনা। বিরহে কোশলনারী যেমতি দুখ-বিলীনা ॥
এ জগতে ভোগ যোগ দুই-ই করগত যাঁ'র। সেই নৃপ জনকের কি উপমা দিব আর ॥ ৩
দিবাকরকুল-ভানু শ্বশুর কোশলপতি। বাসব করেন যাঁ'রে ঈর্ষা সহিত প্রীতি ॥
যাঁ'র প্রিয়তম রাম এমন মহিমাময়। যে মহিমা লাভ করে সে তাঁ'রি কৃপায় হয় ॥ ৪

দো—পবিত্রতা-মণি সেই জানকীর কুশের শয়ন হেরি'।
অশনি-কঠোর ফাটে না হৃদয় ঘোর হাহাকার করি' ॥ ১৯৯

চৌ—লালনের যোগ্য প্রিয় লঘু-ভ্রাতা লক্ষ্মণ। নাহিক হয়নি হেন হ'বে না'ক কোন জন ॥
পুরজন-প্রিয় যেবা পিতামাতা-প্রাণসম। রঘুমণি জানকীর যেই জন প্রিয়তম ॥ ১
নেত্র-আনন্দরূপ সুস্বভাব অনাবিল। যে কম-কায়ায় তাপ বায়ু কভু না লাগিল ॥
গভীর বিপিন-মাঝে বিপদ সহে সে আজ। এ কঠোর হিয়া দেয় কোটি অশনিরে লাজ ॥ ২
রাম অবতরি' ধরা করিলেন উজ্জ্বল। রূপ শীল সুখ গুণ সাগর-সম অতল ॥
পুরজন পরিজন গুরু আর পিতামাতা। আপন স্বভাব-গুণে সকলেরি সুখদাতা ॥ ৩
অরাতিও করে তাঁ'র মহিমার কীর্ত্তন। বচন মিলন-ভঙ্গি বিনয় হরয়ে মন ॥
শত কোটি শেষ আর কোটি কোটি বীণাপাণি। সংখ্যা করিতে হারে প্রভুর গুণ-কাহিনী ॥ ৪

দো—সুখের আলয় রঘুকুল মণি মঙ্গল মোদ-নিধান।
কুশোপরি তাঁ'র ধরণী শয়ন বিধি-গতি বলবান্ ॥ ২০০

চৌ—দুঃখের নাম কভু রাম-কাণে না পশিল। জীবন-তরুর সম নৃপ তা'রে রক্ষিল ॥
পক্ষ্ম* নয়নে আর মণিরে ফণি যেমন। তেমনি রজনী দিন রাখিতেন মাতাগণ ॥ ১
সে রাম ফিরেন আজ বন-মাঝে পদ-চারে। যাপন করেন দিন কন্দ মূল ফলাহারে ॥
ধিক্ ধিক্ কৈকেয়ি সকল অশুভ-মূল। যে হ'ল আপন প্রাণ-প্রিয়তম প্রতিকূল ॥ ২
ধিক্ মোরে ভাগ্যহত পাতকের পারাবার। যে জন শুধুই সব উৎপাত-মূলাধার ॥
কুলের কালিমা করি' বিধাতা সৃজিল মোরে। প্রিয়তম প্রভু-দ্রোহী কুমাতার কীর্ত্তি তরে ॥ ৩
খেদ শুনি' প্রেম ভরে বুঝায় তবে নিষাদ। কি হেতু বৃথায় নাথ করি'ছ বল বিষাদ ॥
শ্রীরাম তোমার প্রিয় তুমি প্রিয় শ্রীরামের। সার এই দোষ যত প্রতিকূল দৈবের ॥ ৪

---

* চ'খের পাতা।

ছ—বাদী বিধাতার কঠোর আচার জ্ঞানহীনা যেবা মাতারে করে।
সে রাতে তোমায় প্রভু বার বার বাখানেন কত আদর ভরে॥
নাহি তোমা সম রামে প্রিয়তম এ শপথ মোর তুলসী ভণে।
শুভ পরিণামে বুঝি' এতে প্রাণে কর প্রভু এবে শান্ত মনে॥

সো—সব-হৃদিবাসী রাম প্রেম শীল কৃপার সদন।
চল' কর বিশ্রাম এ কথা বুঝিয়া নিজ মন॥ ২০১

চৌ—সখার বচন শুনি' হৃদয়ে ধরিয়া ধীর। আবাসে করেন গতি স্মরিয়া শ্রীরঘুবীর
রাম-বিশ্রামস্থান-কথা শুনি' নারীনর। দরশন তরে চলে সকাতর অন্তর॥ ১
প্রদক্ষিণ করি' তা'রে সকলে প্রণাম করে। আর কেকয়ীরে দোষ দেয় বহু নিন্দাভরে॥
সবারি নয়ন-কোণে ভ'রে আসে আঁখিজল। বিরূপ বিধির 'পরে দোষ দেয় অবিরল॥ ২
কোন জন করে প্রেম ভরতের কীর্ত্তন। কেহ বলে খুব স্নেহ নৃপ করে প্রদর্শন॥
সকলেই নিন্দি' নিজে নিষাদের গুণ গায়। যে বিষাদ প্রীতি বহে কে তাহা কহিবে হায়॥৩
এই ভাবে সারানিশি করে সবে জাগরণ। প্রভাত হ'তেই হয় খেয়া-পার আরম্ভন॥
গুরুদেবে উঠাইয়া মনোহর তরী'পরে। নূতন তরীতে যত উঠা'লেন জননীরে॥ ৪
চারি'দণ্ড কাল-মাঝে নদী-পরপারে যা'ন। উতরি' ভরত সবে সাহায্য করেন দান॥ ৫

দো—প্রাতঃক্রিয়া সারি' বন্দি' মাতারে গুরুরে নোয়া'য়ে শির।
অগ্রে রাখিয়া নিষাদ-সকলে বাহিনী চালা'ন বীর॥ ২০২

ভরতের প্রয়াগ গমন ও ভরত-ভরদ্বাজ সংবাদ

চৌ—তা'র পর গুহরাজে অগ্রে করি' স্থাপন। সাজান শিবিকা যাহে বসেন জননীগণ॥
অনুজে দিলেন সাথে আবাহন করি' তাঁ'রে। দ্বিজগণ সাথে যা'ন গুরুদেব তা'র পরে॥ ১
সুরনদী ভগবতী গঙ্গা-প্রণাম করি'। লক্ষ্মণ সীতা সহ রামেরে হৃদয়ে স্মরি'॥
ভরত সবার পরে চলিলেন পদব্রজে। ডোরে বাঁধা অনারূঢ় তুরগের সনে নিজে॥ ২
ভৃত্য-দলপতি করে অনুরোধ বার বার। হে নাথ করু'ন নিজ অশ্বেরে অধিকার॥
ভরত কহেন রাম পদচার যা'ন বন। মোর তরে হয় রথ-আয়োজন কি কারণ॥ ৩
ভূমিতে পরশি' শির গমন উচিত মোর। সেবক-ধরম সব হইতে ভবে কঠোর॥
ভরতের দশা হেরি' শুনি' এ কোমল বাণী। গলে সেবকের মন হৃদয়ে এতেই গ্লানি॥ ৪

দো—সে দিন ভরত তৃতীয় প্রহরে প্রাণে ধরি' অনুরাগ।
জপিতে জপিতে সীতারাম নাম আসেন তীর্থ প্রয়াগ॥ ২০৩

চৌ—পদব্রজে চলা-হেতু ভরতের পদতলে। স্ফোটিকা* চমকে যেন কমলে করকা জলে॥
আসিলেন পায়ে হেঁটে শুনি' এই বিবরণ। নরনারীগণ হয় ঘোর দুখে নিমগন॥ ১

* ফোড়া।

শুনিলেন যবে হ'ল স্নান সারা সবাকার। ত্রিবেণীতে আসি' নিজে' করিলেন নমস্কার।
বিধি মত শ্যাম-শ্বেত সলিলে করিয়া স্নান। সহ-মানে ব্রাহ্মণগণেরে দিলেন দান ॥ ২
শ্যাম-শ্বেত সলিলের নিরখি' লহরভঙ্গ। কহেন জুড়িয়া কর পুলকিত প্রেমে অঙ্গ॥
সকল কামনা-প্রদ হে প্রয়াগ তীর্থরাজ। বিদিত প্রভাব তব বেদও জগত-মাঝ ॥ ৩
আপন ধরম ত্যজি' * এই মম অকিঞ্চন। কি কুকাজ আর্ত্ত নর নাহি করে আচরণ ॥
এ কথা রাখিয়া' মনে দানশীল বিজ্ঞ জন। যাচক-কামনা ভবে করয়ে পরিপূরণ ॥ ৪

দো—ধন ধর্ম্ম কামে রুচি নাহি মম মোক্ষ নাহিক চাই।
রাম-পদে রতি জনম জনন এই বর যেন পাই ॥ ২০৪

চৌ—আমারে কুটিল রাম করিলেও জ্ঞান মনে। গুরু প্রভু-দ্রোহী মোরে বলিলেও সব জনে
তথাপিও রতি মম সীতারাম পদতলে। প্রতি দিন বাড়ে যেন তোমার কৃপার বলে ॥ ১
হউক চাতক-প্রতি নব ঘন অকরুণ। ঢালুক অশনি শিলা যাচিতে গেলে বরুণ ॥
তা'র আর্ত্ত ব্যবহারে প্রীতি হয় বিজ্ঞাপন। বিরহের বৃদ্ধি তা'র সব বিধি সুলক্ষণ ॥ ২
দহনে কনকে যথা লাগে পাবকের দ্যুতি। তেমনি সেবাতে প্রিয়-চরণ কমলে রতি ॥
ভরতের এ বচনে ত্রিবেণী-সলিল হ'তে। উঠিল মৃদুল বাণী মঙ্গল স্বননেতে ॥ ৩
হে তাত ভরত তব সর্ববিধি পূত চিত। রামের চরণে মতি তোমার অগাধ নিত ॥
অহেতুক গ্লানি মনে আনা নাহি ভাল হয়। রাম-পাশে তব সম প্রিয় আর কেহ নয় ॥ ৪

দো—পুলকিত তনু হরষ হিয়ায় শুনি' বাণী অনুকূল।
ধন্য ধন্য করি' ভরতে ফুল্ল দেবতা বরষে ফুল ॥ ২০৫

চৌ—অপার পুলকে ভাসে প্রয়াগের অধিবাসী। বানপ্রস্থী ব্রহ্মচারী কিবা গৃহী কি উদাসী ॥
ভরত স্বভাবে শীলে অকপট অতি পূত। এই কহে এ উহারে সবে হ'য়ে একত্রিত ॥ ১

ভরদ্বাজ-আশ্রমে ভরত

শুনিতে শুনিতে রাম রঘুমণি-গুণচয়। ভরদ্বাজ আশ্রমে উপনীত সবে হয় ॥
ভরতেরে দণ্ডবৎ নমিতে করি' লোকন। মূর্ত্তিমান্ ভাগ্য তাঁ'রে করেন মুনি গণন ॥ ২
ত্বরিতে ছুটিয়া গিয়া বুকেতে তুলিয়া লন। কৃতার্থ করেন দিয়া আশীষভরা বচন ॥
আসন করিতে দান বসেন আনত শিরে। পলাইতে যেন চান গৃহে সঙ্কোচ ভরে ॥ ৩
শুধা'বেন মুনি এবে প্রাণে এই বড় ডর। তাঁ'র সঙ্কোচ শীল হেরি' কন মুনিবর ॥
হে ভরত অবগত আমি সব সমাচার। ধাতা-অভিলাষ 'পরে কোন হাত নাহি কার ॥ ৪

* ক্ষত্রিয় ভিক্ষা চায় না।

দো—অনুশোচ প্রাণে নাহি কর তাত জননীর কাজ স্মরি।
তাঁ'র নাহি দোষ বাণী দেন তাঁ'র বুদ্ধি বিলোপ করি'॥ ২০৬

চৌ—তাহ'লেও হেন কাজ ভাল কেহ নাহি ক'বে। যেহেতু পণ্ডিত-মান্য লোক আর বেদ(ই) ভবে॥
হে তাত বিমল যশ তোমার করিয়া গান। লোক আর বেদ দুই-ই হ'বে গৌরববান্॥ ১
বেদে আর লোকে মান্য তা'ছাড়া সকলে কয়। জনক যাহারে দেন তাহারি রাজত্ব হয়॥
সত্য-ব্রতধারী রাজা তোমা আহ্বান করি'। রাজ্য দিলে ধর্ম্ম সুখ গরিমা উঠিত ভরি'॥ ২
রামের বনেই যাওয়া সব-উৎপাত মূল। যে বারতা শুনি' সারা ভবে যেন বিঁধে শূল॥
ললাটের বশে রাণী এমন মূঢ়তা করে। কু-আচার-ফলে যেবা শেষে অনুতাপে মরে॥ ৩
যদি কেহ এতে তব তিলেক-ও দোষ কয়। তবে সে অজ্ঞান ভণ্ড অধম নিরতিশয়॥
ল'তে যদি সিংহাসন তা'তেও ছিল না দোষ। এ কথা শ্রবণে রাম লভিতেন পরিতোষ॥ ৪

দো—এবে যা' ক'রিছ অতি উত্তম তোমারি হেন উচিত।
সব মঙ্গল- মূল এ জগতে শ্রীরাম-চরণে প্রীত॥ ২০৭

চৌ—সে প্রীতই জীবন তব তব ধন তব প্রাণ। এ ভবে তোমার সম কে এমন ভাগ্যবান্॥
তোমার এ আচরণ নহে কিছু চমৎকার। দশরথ-সুত তুমি রাম-প্রিয়ভ্রাতা আর॥ ১
হে ভরত কহি তোমা শ্রীরামের অন্তরে। কাহারো উপরে স্নেহ নাহি যথা তোমা'পরে॥
সীতারাম লক্ষ্মণ অতীব প্রীতির সনে। কাটা'লেন সে রজনী তব প্রেম কীর্ত্তনে॥ ২
প্রয়াগে যখন তাঁ'রা করেন অবগাহন। বুঝিলাম ভেদ তাঁ'রা সদা তোমাগত মন॥
বিষয়ে জড়িত জনে দেহে প্রীতি যেই মত শ্রীরামের প্রাণে স্নেহ তোমারো উপরে তত॥ ৩
ইহাতে রামের কিছু অধিক গরিমা নাই। প্রণত কুটুম্বে রাখা কাজ তাঁ'র এ সদাই॥
প্রকৃতই হে ভরত মোর মন এই কয়। শ্রীরাম-ভকতি যেন তোমাতে আকার লয়॥ ৪

দো—তুমি ভাব' মনে কালিমা তোমার আমা'-তরে উপদেশ॥
রাম-ভক্তি রস- সিদ্ধির তরে এ যুগে তুমি গণেশ॥ ২০৮

চৌ—হে তাত তোমার যশ নববিধু-সুবিমল। কুমুদ চকোর যত শ্রীরাম-ভকত দল॥
সমুদিত বিধু সদা অস্তে নাহিক যা'ন। ভব-নভেঃ নহে ক্ষয় দিনে দিনে বর্দ্ধমান॥ ১
ত্রিভুবন চক্রবাক্ রাখিবে আদর ভরে। প্রভুর প্রতাপ-রবি নারিবে হরিতে তা'রে॥
এ চাঁদ সুখদ সদা দিবানিশি সবাকায়। কেকয়ী-কুকাজ-রাহু গ্রাসিতে নারিবে তা'য়॥ ২
এই বিধু রাম-প্রেম-সুধারসে পরিপূর্ণ। গুরু-অপমান-দোষ সববিধি পরিশূন্য॥
সৃজিয়া করিলে এরে সুলভ বসুধা 'পরে। রাম-ভকতেরা এবে পিয়িবে পরাণ ভ'রে॥ ৩
করে রাজা ভগীরথ সুরধূনী আনয়ন। স্মরিলেই সব শুভ করে যাহা বিতরণ॥
দশরথ গুণগ্রাম কহিয়া না শেষ হয়। বেণী কি সমান তা'র নাহিক জগতময়॥ ৪

দো—ভকতি প্রণয় দীনতায় যাঁ'র রাম আসিলেন নামি'।
যা'য়ে হৃদি-আঁখি ভরি' হেরি ন'ন তৃপ্ত ভবানী-স্বামী ॥ ২০৯

চৌ—অনুপম কীর্ত্তি-বিধু করিলে তুমি প্রকাশ। রাম-প্রেম মৃগ হ'য়ে যাহাতে করে নিবাস
হে তাত হৃদয়ে গ্লানি নাহি আন কদাচন। স্পর্শমণি লভি' কর দীনতা-ভরে রোদন।
শুনহ ভরত মম অলীক নহেক ভাষ। উদাসীন তপ-পর কাননে করি নিবাস ॥
সব সাধনার এই লভিলাম শুভ ফল। লক্ষ্মণ সীতারাম দরশ পদ-কমল ॥ ২
সে ফলেরি ফল লাভ তব দরশন কম। তীর্থ প্রয়াগ সনে ভাগ্য শুভ অতি মম ॥
ধন্য ভরত নিজ যশেতে জিনিলে ভবে। হেন কহি' মুনিবর প্রেমেতে মগন তবে ॥ ৩
হরষিত সভাসদ্ মুনিবর-বাণী শুনি'। বরষে দেবতা ফুল সাধু সাধু করি' ধ্বনি ॥
ধন্য ধন্য ধ্বনি গগনে প্রয়াগময়। শুনিয়া প্রীতির ধারা ভরতের প্রাণে বয় ॥ ৪

দো—হৃদে সীতারাম শরীরে পুলক কমলাক্ষ জলে ভাসে।
প্রণতি করিয়া মুনি-সমাজেরে ক'ন গদ্‌গদ্ ভাষে ॥ ২১০

চৌ—মুনির সমাজ হেথা তা'য় পুনঃ তীর্থরাজ। শপথ আনিলে মুখে বিষম তাহে অকাজ ॥
নিজ কল্পিত কিছু যদি হেথা কহা যায়। কিছু নাহি তা'র সম পাপে কিম্বা নীচতায়
সকলি বিদিত তব হৃদে রাম হৃদি-যামী। অকপটে যথা কথা তব পদে কহি আমি ॥
পরাণে নাহিক শোক মাতা-আচরণ তরে। হৃদয়েও নাহি দুখ ধরা নীচ ক'বে মোরে ॥ ২
প্রাণ নাহি কাঁপে ডরে ক্ষতি হ'বে পরলোকে। জনকের তিরোধান ঘেরে না আমায় শোকে ॥
পরিপূর্ণ ত্রিভুবন সুকৃতি সুযশে কম। লভিলেন আত্মজ লক্ষ্মণ রাম সম ॥ ৩
ত্যজিলেন রাম-শোকে ক্ষণ-ভঙ্গু কলেবরে। শোকের কারণ কিবা এ হেন নৃপের তরে ॥
লক্ষ্মণ রাম সীতা বিহনে চরণ-ত্রাণ। ভ্রমেন কাননে করি' মুনিবেশ পরিধান ॥ ৪

দো—অজিন বসন ফলাহার ধরা- শয়ন কুশের পাতে।
তরুতলে বসি' সহেন সদাই শীতাতপ বারি বাতে ॥ ২১১

চৌ—ইহারি দহন-দাহে দহিত মম হৃদয়। দিবসে নাহিক ক্ষুধা ঘুম নাহি নিশিময় ॥
এই দুরাময় রোগে নাহি কোন প্রতিকার। বিশ্ব খুঁজি' মনে মনে দেখে'ছি করি' বিচার ॥ ১
মাতার কু-আচরণ সূত্রধর পাপ-মূল। আমার হিতেরে ক'রে কুঠারের সমতুল ॥
কুমন্ত্র রচনা করি' কলহ কু-কাঠ দিয়া। চারি-দশ বর্ষ-মন্ত্রে তাহারে দিলা প্রোথিয়া ॥ ২
আমারি কারণে এই কু-কাঠ হ'ল রচন। যাহার সহায়ে নাশ করিল এ ত্রিভুবন ॥
এ দুর্য্যোগ তবে মিটে শ্রীরাম আসিয়া ফিরে। শুধু এক অযোধ্যায় নিবাস করিলে পরে ॥ ৩

ভরদ্বাজ মুনির ভরতের আতিথ্য

ভরতের বাণী শুনি' ভরদ্বাজ আমোদিত। সকলেই নানা মতে বাখানেন যথোচিত ॥
মুনি ক'ন খেদ তাত কর পরিবর্জ্জন। যা'বে দুখ করিলেই রাম-পদ দর্শন ॥ ৪

দো—প্রবোধিয়া মুনি ক'ন হও মম প্রেম-প্রিয় অভ্যাগত।
করহ স্বীকার কন্দ ফুল ফল অকিঞ্চিৎকর যত ॥ ২১২

চৌ—শুনি' মহামুনি-বাণী ভরত ভাবিত-মন। বড় অসময়ে আসে সঙ্কোচ সুভীষণ ॥
পুনঃ গুরুজন-বাণী বুঝি' আদরের অতি। বন্দি' চরণ ক'ন করজোড়ে করি' স্তুতি ॥ ১
তোমার আদেশ প্রভু মাথায় করি' ধারণ। ধর্ম্ম পরম মম সতত করা পালন ॥
ভরত-বচন শুনি' পুলকিত মুনিবর। করেন আহ্বান প্রিয় শিষ্যেরে সত্বর ॥ ২
রঘুমণি ভরতের আদর করিতে হ'বে। কন্দ ফল মূল সব ত্বরা করি' আন' এবে ॥
যে আদেশ প্রভু বলি' চরণে করি' নমন। পুলকে আপন কাজে করিলা প্রতিগমন ॥ ৩
মান্য অতিথি বলি' ভাবনা মুনির মনে। দেবতার সম তাঁ'র পূজা চাহি সযতনে ॥
ভাবিতেই অণিমাদি সিদ্ধি ঋদ্ধি আসি' বলে কহ প্রভু কিবা পালিবে আদেশ দাসী ॥৪

দো—রামের বিরহে বিক'ল ভরত অনুজ সহ সমাজ।
অতিথিরে সেব' শ্রম কর দূর ক'ন প্রীত মুনিরাজ ॥ ২১৩

চৌ—ঋদ্ধি সিদ্ধি শিরে ধরি'মুনিরাজ-বরবাণী। মহা ভাগ্যবতী বলি' নিজেদের নিল মানি'
সিদ্ধিগণ এ উহার প্রতি এই কথা ক'ন। রামের অনুজ হেন অতিথি বিনা-তুলন ॥ ১
মুনির চরণে নমি' করা চাই হেন কাজ। প্রাণে যাহে সুখ পা'ন নৃপতি জন-সমাজ ॥
এত কহি' নিরমিল নানা গৃহ শোভাময়। যাহে হেরি' পুষ্পক অবনত শির হয় ॥ ২
বিলাস বিভব-ভোগ রাখে ভরি' সে ভবনে। ভোগ-সাধ উঠে যাহা নিরখিয়া দেব-মনে ॥
দ্রব্য লইয়া করে খাড়া রহে দাসী দাস। নিয়ত প্রয়াস করে পুরাইতে মন-আশ ॥ ৩
কল্পনা স্বরগেও স্বপনে না করে যাহা। সিদ্ধিরা পল মাঝে আয়োজন করে তাহা ॥
প্রথমেই সবজনে বিতরিল বাসস্থান। সুখপ্রদ মনোহর যথা যা'র চাহে প্রাণ ॥ ৪

দো—পরে পরিজন সহিত ভরতে আবাস-ভবন দিলা।
বিধি-বিস্ময়- দায়ক বিভব তপে মুনি বিরচিলা ॥ ২১৪

চৌ—ভরত হেরেন যবে মুনির প্রভাব হেন। লোকপাল-লোক তুচ্ছ হেন মনে হ'ল যেন ॥
বিভবের সমাবেশ নাহি হয় বর্ণন। বিরাগ ভুলিয়া যায় বিরাগাশ্রয়ী জন ॥ ১
আসন শয়ন বাস চন্দ্রাতপ মনোহর। কুঞ্জ বাটিকা খগ কতবিধ বনচর ॥
সুরভি কুসুম ফল সুধা-সম আস্বাদন। সুবিমল জলাশয় কত প্রাণ-বিমোহন ॥ ২
সুপবিত্র ভোজ্যপেয় সুধারো সুধার প্রায়। যাহা হেরি' ত্যাগী-সম লোভীও পিছা'য়ে যায় ॥
মন্দার কামধেনু সবারি ভবনে রহে। বাসব শচীর মন হেরি' যা' নিয়ত মোহে ॥ ৩
মধু-ঋতু বিরাজিত ত্রিবিধ মলয় বয়। ধর্ম্ম ধন কাম মোক্ষ কা'রো দুর্ল্লভ নয় ॥
কামিনী চন্দন মালা আদি ভোগ সুললিত। নেহারি' সবার প্রাণ বিস্মিত পুলকিত ॥ ৪

দো—ভোগ ও ভরত 'চকা-চকী' যেন বাজিকর যেন মুনি।
এ ভাবে ভবনে পোহা'য়ে রজনী সমুদিত দিনমণি ॥ ২১৫

চৌ—প্রাতে পুনঃ মহাতীর্থে করেন অবগাহন। প্রণমেন মুনিপদে সহ যত জনগণ ॥
শিরে ধরি' ঋষি-বাণী আর তাঁ'র আশীর্ব্বাদ। করিলেন নতি করি' তাঁ'র বহু স্তুতিবাদ
পথি-প্রদর্শক সাথে তখন করি' গ্রহণ। চিত্রকূট পানে যা'ন সবে হ'য়ে একমন ॥
রাম-সখা গুহ-করে রাখি' আপনার কর। সাক্ষাৎ প্রেম চলে যেন ধরি' কলেবর ॥ ২
পদে নাহি পদ-ত্রাণ শিরোপরে নাহি ছায়া ধর্ম্মব্রত-অনুরাগে নাহিক তিলেক মায়া ॥
লক্ষ্মণ সীতারাম-মার্গের কথা যত। সুধা'ন মধুর ভাষে গুহকেরে অবিরত ॥ ৩
হেরি' তরুতল যথা রহিলেন রঘুরায়। হৃদয়ের অনুরাগ চাপিলে না চাপা যায় ॥
ভরতের দশা হেরি' বরষেন দেব ফুল। কোমল হইল ধরা পথ মঙ্গলতা-মূল ॥ ৪

দো—ছায়া করি' সাথে যায় জলধর সুখদ সমীর বয়।
যে আরাম পথে মিলে ভরতের শ্রীরামের নাহি হয় ॥ ২১৬

ইন্দ্র-বৃহস্পতি সংবাদ

চৌ—চেতন ও জড় জীব পথে রহে অগণিত। যে হেরে অথবা প্রভু-আঁখিতে যে নিপতিত ॥
সবে যোগ্যতা পায় পরম পদ লাভের। ভরতে নেহারি' মিটে ভবরোগ সকলের ॥ ১
এ কথা ভরত তরে নহে কিছু অতুলন। মনেতে রাখেন যাঁ'রে রঘুমণি অনু'খণ ॥
একবার শুধু যেবা মুখে রাম-নাম লয়। তরিতে তরা'তে সেও ভবে অধিকারী হয় ॥ ২
ভরত ত রাম-প্রিয় তাহাতে অনুজ তাঁ'র। পথ মঙ্গল-প্রদ নাহি হবে কি প্রকার ॥
যতি সাধু মুনিগণ সকলেই এই ক'ন। ভরতেরে দরশন করি' প্রাণে সুখ ল'ন ॥ ৩
প্রণয়-প্রভাব হেরি' ভাবিত বাসব-মন। তা'র চ'খে তা'ই লাগে যাহার যেমন মন ॥
দেব-গুরু পাশে কহে কর হেন দয়াময়। রামেতে ভরতে যাহে সাক্ষাৎ নাহি হয় ॥ ৪

দো—রামে সঙ্কোচ ভরতের তরে ভরত ভকত-মণি।
পূর্ণ-প্রায় কাজ ব্যর্থ-প্রায় প্রভু .. দাও ছল উদ্ভাবনি' ॥ ২১৭

চৌ—ঈষৎ হাসেন গুরু শুনিয়া বচন হীন। দেখেন সহস্র-আঁখি একেবারে আঁখিহীন ॥
ছলিলে ভকতে তাঁ'র মায়া নিজে যাঁ'রে ডরে। উলটিয়া সেই মায়া পড়িবে বাসব 'পরে ॥ ১
রাম-ইচ্ছা ছিল তা'ই সফল হ'ল সে-বার। এমন কুচাল-দোষে অশুভ হ'বে তোমার ॥
রামের স্বভাব ইন্দ্র শুন এই মোর ঠাঁই। তাঁ'র প্রতি অপরাধে কভু তাঁ'র রোষ নাই ॥ ২
অহিত ভকতে তাঁ'র করে যদি কোন জন। তবে তা'রে দগ্ধ করে রাম-রোষ-হুতাশন ॥
এ কাহিনী বেদ-খ্যাত আর জানে লোক যত। দুর্ব্বাসা মুনি* এর ভেদ খুব অবগত ॥ ৩

* অম্বরীষ-দুর্ব্বাসা-কাহিনী ২৬৪ নং দোহার ২ নং চৌপাইয়ের পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

ভরত-সমান কেবা শ্রীরামের প্রিয় আর। জগ-মুখে রাম-নাম রাম-মুখে নাম যাঁ'র ॥ ৪

দো—রাম-ভকতের হানি-কথা কভু নাহি দিও ঠাঁই মনে।
অযশ হেথায় দুখ পরলোকে শোক বাড়ে দিনে দিনে ॥ ২১৮

চৌ—অবধান পুরন্দর এই উপদেশ মম। ভকত শ্রীরাম-পাশে চিরদিন প্রিয়তম ॥
সেবকে সেবিয়া তাঁ'র হরষ প্রাণে অপার। ভক্ত সনে বৈরতায় বিরোধ লভে প্রসার ॥ ১
যদিও সমান ভাব নাহি রাগ নাহি রোষ না ল'ন কাহারো পাপ কারো পুণ্য গুণ দোষ ॥
কর্ম্মে প্রধান করি' রেখেছেন এ জগতে। যা'র যথা আচরণ ফল পায় সেই মতে ॥ ২
তথাপি বি-সম সম ভিন্নভাবে ব্যবহার। ভক্তিহীন ভক্তিময় হৃদয়ের অনুসার ॥
গুণ মান লেপ হীন একরস পরায়ণ। সে-রাম ভকত-প্রেম-বশেতে সগুণ হ'ন ॥ ৩
সেবকের রুচি মত কাজ তাঁ'র নিরন্তর। এ কথার সাক্ষী বেদ পুরাণ সাধু অমর ॥
এ কথা বুঝিয়া মনে কুটিলতা পরিহর'। ভরত-চরণযুগে অবিরল প্রীতি ধর' ॥ ৪

দো—রামের ভকত পরহিতে রত পর-দুখে দুখী প্রাণ।
ভক্ত-শিরোমণি ভরতে বাসব ডর মনে নাহি আন' ॥ ২১৯

চৌ—সত্যব্রত জগ-প্রভু সদা দেব-হিতকারী। ভরত চলেন তাঁ'র উপদেশ সার করি' ॥
বিবশ বিকল হ'য়ে স্বার্থে এ তব দ্রোহ। ভরতের নাহি দোষ এ শুধু তোমার মোহ ॥ ১
শুনিয়া অমরপতি সুরগুরু-বরবাণী। হ'লেন মোদিত মন অপনীত হ'ল গ্লানি ॥
কুসুম-বরষা করি' বাসব পুলক-প্রাণ। করিলেন আরম্ভন ভরতের গুণগান ॥ ২

চিত্রকূটের পথে ভরত

ভরত এমনি ভাবে চলি'ছেন পথ দিয়া। দশা হেরি' ঈর্ষাযুত যত সিদ্ধ মুনি-হিয়া ॥
যখনি রামেরে স্মরি' লয়েন দীরঘ-শ্বাস। প্রণয় উতল হ'য়ে আসে যেন চারি পাশ ॥ ৩
কুলিশ পাষাণ তাঁ'র বাণী শুনি' গ'লে যায়। পরিজন-প্রেম কিছু নাহি আসে বর্ণনায় ॥
বিশ্রাম করি' মাঝে আসেন যমুনাতটে। নিরখি' যমুনা-জল চ'খে জল ভ'রে উঠে ॥ ৪

দো—হেরি' সে সলিল রামের বরণ সহিত নিজ সমাজ।
বিরহ-অতলে ডুবিতে লভেন বিবেক বর-জাহাজ ॥ ২২০

চৌ—সে দিবস করিলেন বাস তীরে যমুনার। আয়োজিত ভোজ্যপেয় হ'ল যথা সবাকার।
রজনীর মাঝে প্রতি ঘাট হ'তে তরী এত। আসিয়া জুটিল তাহা বিবরিয়া ক'ব কত ॥ ১
প্রভাতে সকলে মিলি' পার হ'ন একযোগে। রাম-সখা-সেবা প্রাণে ভরতের প্রিয় লাগে ॥
নিষাদ-নাথের সনে যা'ন ভাই দুইজন। নদীরে প্রণাম করি' করি' তাহে মজ্জন ॥ ২
আগে যা'ন মুনিরাজ আরোহি' বর-বাহন তা'র পরে চলি'ছেন সমবেত নৃপগণ ॥
তা'র পরে দুই ভাই ধরি' অতি সাধারণ। বেশভূষা পদ-চারে করেন পথে গমন ॥ ৩

সেবক সুহৃদ্ মন্ত্রী-তনয় লইয়া সাথ। চলেন স্মরিয়া সীতা লক্ষ্মণ রঘুনাথ॥
করিলেন যথা যথা বিশ্রাম বাস রাম। অতীব প্রেমের সনে করেন তথা প্রণাম॥ ৪

দো—শুনি' পথবাসী নরনারী দল গৃহকাজ ফেলি' ধায়।
নেহারি' মুরতি আর প্রেম ফল জনম-লাভের পায়॥ ২২১

চৌ—অতীব প্রণয় সনে একে কয় অন্যজন। সখি এই দুই নাকি সেই রাম-লক্ষ্মণ॥
বয়স বরণ বপু রূপ সব সে প্রকার। বিনয় প্রণয় সেই সেই প্রিয় ব্যবহার॥ ১
তবে বেশ এক নয় জানকীও নাহি সঙ্গে। অধিকন্তু চতুরঙ্গ সেনা আগে চলে রঙ্গে॥
প্রীত-ভাব নাহি মুখে মনেতে র'য়েছে খেদ। সংশয় আসে মনে শুধু হেরি' এই ভেদ॥ ২
এ হেন বচন ঠিক লাগে সকলের মনে। চতুরা তোমার সম নাহি বলে একজনে॥
প্রকৃত বচন অন্যের বলিয়া তা'রে বাখানি'। অপর ললনা তবে কহে সুমধুর বাণী॥ ৩
বিবরিয়া প্রেমভরে সকল কথা-প্রসঙ্গ। যেমনে ঘটিল রাম-অভিষেক রসভঙ্গ॥
তারপর বাখানিল বহুবিধি ভরতের। বিনয় প্রণয় ভাগ্য স্বভাব আদি গুণের॥ ৪

দো—করি' ফলাহার পায়ে হেঁটে যা'ন ত্যজি' পিতা-দেওয়া রাজ।
রামেরে তুষিতে চলেন ভরত তাঁ'র মত কেবা আজ॥ ২২২

চৌ—ভ্রাতা-প্রতি ভরতের ভক্তি আর আচরণ। কহিলে শুনিলে হয় দুখ দোষ বিমোচন॥
যত কর' গুণ গান যোগ্য নাহিক হ'বে। শ্রীরাম-অনুজ হেন কেনই বা নাহি হ'বে॥ ১
ভরতে অনুজ সনে দরশন করি' আজ। হইলাম গণ্য সবে ভাগ্যবতীগণ-মাঝ॥
গুণ শুনি' দশা হেরি' অনুতাপ করি' কয়। কেকয়ী-মাতার যোগ্য তনয় কখনো নয়॥ ২
রাণীরো নাহিক দোষ কহে বামা একজন। মো'সবে সদয় বিধি-লীলায় ঘটে এমন॥
কোথা মোরা লোকাচার আর বেদ-বিধি হীন লঘু নারীকুল-জাত কর্ম্মেতে বিমলিন॥ ৩
নীচ হ'তে নীচ বাস মন্দ দেশ মন্দ গ্রাম। কোথা এঁর দরশন সুকৃতির পরিণাম॥
হরষ বিস্ময় হেন প্রতি গ্রামে গ্রামে রাজে। কল্পতরু জনমিল যেন মরুভূমি-মাঝে॥ ৪

দো—ভরতে দর্শন করিতেই খুলে পথের লোকের ভাগ।
দৈবেতে যেন লঙ্কা-বাসীর সুলভ হ'ল প্রয়াগ॥ ২২৩

চৌ—আপন গুণের সনে রঘুনাথ-গুণগান। শুনি' শুনি' স্মরি' তাঁ'রে এ ভাবে ভরত যা'ন
ঋষিমুনি-আশ্রম তীর্থ দেবতা-ধাম। দরশন মজ্জন করেন সবে প্রণাম॥ ১
তা'র সনে মনে মনে মাগেন সদা এ বর। রহে প্রেম সীতারাম-চরণকমল 'পর॥
পথে চ'খে পড়ে যত ব্যাধ কোল বনবাসী। বাণপ্রস্থী বটু যত কিবা যতি কি উদাসী॥ ২
সকলেরে যা'রে-তা'রে শুধা'ন প্রণাম সনে। লক্ষ্মণ সীতারাম নিবসেন কোন্ বনে॥
তা'রা সবে দেয় তাঁ'রে শ্রীরামের সমাচার। ভরতেরে হেরি' করে জনম সফল আর॥ ৩

যে বলে কুশলে আমি করিয়াছি দর্শন। তা'রে প্রিয় লাগে তথা যথা রাম-লক্ষ্মণ॥
এমনি কোমল বাণী সহিত সবে শুধান। রাম-বনবাস কথা শুনিতে শুনিতে যা'ন॥ ৪

দো—যাপিয়া সে দিন চলেন প্রভাতে রামে স্মরি' মন-মাঝে।
সকলেরি প্রাণে ভরতের প্রায় দরশ-লালসা রাজে॥ ২২৪

চৌ—সকলেরি অনুভব হয় শুভ লক্ষণ। সুখ-প্রদ বাহু আঁখি হ'তে থাকে স্পন্দন॥
সকলেরি আগ্রহ ভরতের সম হয়। রামেরে পাইব দাহ ঘুচে যা'বে নিশ্চয়॥ ১
যেমন যাহার মন কামনা সে তা'ই করে। যায় মাতোয়ারা হ'য়ে প্রেমের মদিরা ভরে॥
অঙ্গ শিথিল পথে যে'তে পদ টলমল। মুখ হ'তে বাহিরায় বাণী প্রেম-বিহ্বল॥ ২
হেন কালে রাম-সখা করিলেন প্রদর্শন। পর্ব্বত-শিরোমণি স্বাভাবিক বিমোহন॥
যাহার সমীপ দেশে পয়স্বিনী নদী-তীরে। জনক-দুহিতা সনে নিবসেন দুই বীরে॥ ৩
হেরি' দণ্ডের মত করিল সবে প্রণাম। বলি' জয় জয় হো'ক জানকী-জীবন রাম॥
প্রেমে তন্ময় হেন নৃপগণ মনোমাঝে। অযোধ্যায় ফিরে ল'য়ে চলে যেন রঘুরাজে॥৪

দো—ভরতের প্রেম তখন যেমন বাসুকী কহিতে নারে।
মদ-বিমলিন জীবে ব্রহ্ম-সুখ- সম কবি-গতি হারে॥ ২২৫

সীতার স্বপ্নদর্শন; ভরতের আগমন-সংবাদ

চৌ—প্রেমেতে শিথিল এত সবাকার কলেবর। দুই ক্রোশ চলিতেই ঢলিলেন দিবাকর॥
স্থল জল দেখি' তথা যাপিলেন নিশীথিনী। প্রাতেই ভরত যা'ন রঘুনাথ-প্রেমী যিনি
ওদিকে জাগেন রাম যামিনী রহিতে বাকী। জাগিলেন বৈদেহী নিশীথে স্বপন দেখি'॥
ভরত আসেন যেন সহ যত জনগণ। প্রভুর বিরহ-দাহে দহিত হৃদয় মন॥ ২
সকলেই ম্লান-মন অতি দীন ক্ষীণ কায়। শ্বশ্রূগণেরে হেরি' চিনিতে না পারা যায়॥
স্বপন শুনিয়া ভরে রামের লোচনে বারি। দুঃখেতে সকাতর ভবদুখ-অপহারী॥ ৩
প্রভু ক'ন এ স্বপন শুভ নহে লক্ষণ। নিদারুণ সমাচার শুনাইবে কোনজন॥
ভ্রাতা-সনে স্নান করি' এতেক কহার পরে। করিলেন সাধু সেবা শিবপূজা-অন্তরে॥ ৪

ছ—দেবপূজা করি' মুনিগণে নমি' উত্তর মুখে হেরে'ন ব'সে।
আকাশেতে ধূলি খগ মৃগাবলি ব্যাকুলি' আশ্রম পানেতে আসে॥
কারণ জানিতে উঠেন হেরিতে সচকিত চিতে তুলসী বলে।
সব সমাচার কোল ব্যাধ আর করে নিবেদন এ হেন কালে॥

সো—শুনি' শুভ সমাচার প্রমোদিত মন প্রীত বয়ান।
প্রেম-আঁখিজল-ভার পূরিত শারদ-কম নয়ান॥ ২২৬

চৌ—আবার ভাবিত অতি পরাণে সীতারমণ। কি কারণে ভরতের সম্ভবে আগমন ॥
একজন হেনকালে আসি' দিল সমাচার। চতুরঙ্গ অনীকিনী সাথেতে আসে কাতার ॥ ১
রামের এ কথা শুনি' হৃদয়ে উপজে শোচ। পিতৃবাণী অন্য দিকে ভরতেরে সঙ্কোচ ॥
ভরত-স্বভাব-কথা মনে করি' আলোচনা। শান্তি প্রভুর প্রাণে কিছুতেই উপজে না ॥ ২
এ কথা পড়িতে মনে হ'ল সব সমাধান। আজ্ঞাকারী সাধুমতি ভরত সে জ্ঞানবান্ ॥
বুঝিলেন লক্ষ্মণ চিন্তিত প্রভু মনে। কাল-উপযোগী বাণী কহেন নীতির সনে ॥ ৩
নিজে হ'তে কহি প্রভু মনে নাহি কর রোষ। সময় বিশেষে দাস-ধৃষ্টতা নহে দোষ ॥
জান' সব সবাকার শিরোমণি তুমি স্বামি। নিজ মতি-মত শুধু কহে দাস অনুগামী ॥ ৪

দো—পরম সুহৃদ সরল হৃদয় হে নাথ স্নেহ-নিধান।
সব জনে প্রেম বিশ্বাসে ভাব' সবারে নিজ সমান ॥ ২২৭

চৌ—কিন্তু বিষয়ী জীব প্রভুতা যখন পায়। মূঢ় মোহে নিজরূপ প্রকাশ করি' জানায় ॥
ভরত চতুর সাধু আর নীতি-পরায়ণ। প্রভু-পদে প্রেম তা'র জানে সব জগজন ॥ ১
আজ সে তোমার পদ করি' দেব অধিকার। মর্য্যাদা ধরমের চলে করি' পরিহার ॥
কুটিলতা ভরা ভাই বুঝিয়া কু-অবকাশ। ভাবি' প্রভু অসহায় কাননে করহ বাস ॥ ২
যুক্তি করিয়া মনে সহ নিজ জনগণ। রাজ্য অকণ্টক করিতে করে মনন ॥
কোটিবিধি কল্পিত কুটিলতা-ভরা মনে। আসিতেছে দুইভা'য়ে সাথে ল'য়ে সেনাগণে ॥ ৩
হৃদয়-মাঝারে যদি না রহিবে কুটিলতা। এত রথ গজ বাজি এ সময় শোভে কোথা ॥
অথবা বৃথাই বলি কিবা দোষ ভরতের। রাজপদ লভি' মাতে মন সারা জগতের ॥ ৪

দো—গুরু-নারী গামী চন্দ্র* নহুষ চড়ে দ্বিজ-বাহী যান।
বেদ-লোক দ্রোহী কে হ'বে অধম নৃপতি বেণ-সমান† ॥ ২২৮

চৌ—ত্রিশঙ্কু‡ সহস্রবাহু আর ইন্দ্র দেবরাজ। রাজ-মদে কোন্‌জন না আচরে হীন কাজ ॥
সমুচিত সেকারণে ভরতের আচরণ। অরির ঋণের শেষ না রাখিবে কদাচন ॥ ১

---

* চন্দ্র: পুরাণে আছে, চন্দ্র দক্ষ প্রজাপতির কন্যাদের বিবাহ করেন। একবার চন্দ্র ত্রিভুবন জয় করেন ও রাজসূয় যজ্ঞ করেন। ধন, সম্পদ, মান প্রতিষ্ঠা, বল, পৌরুষ, যৌবন,—চন্দ্রের কিছুরই অভাব না থাকায়, মনে অহঙ্কার উপস্থিত হয়; ফলে ন্যায়ে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেন। তিনি গুরু-পত্নীর প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করেন ও অসুর সদৃশ স্বভাব প্রাপ্ত হন। ইহা উপলক্ষ করিয়া চন্দ্রের পক্ষে অসুর, এবং দেবতা গণের অনেক যুদ্ধ হয়। অবশেষে দক্ষ-প্রজাপতির অনুগ্রহে চন্দ্রের এই উষ্ণ-স্বভাব প্রশমিত হয়। তদবধি তিনি শীতল হইয়া আছেন।

† বেণ: (৪র্থ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

‡ ত্রিশঙ্কু: ইনি ইক্ষ্বাকু বংশের একজন রাজা। ইহার অপর নাম সত্যব্রত। যজ্ঞ করিয়া স্বর্গলাভ করাই ইহার কামনা ছিল। কিন্তু অসম্ভব এবং মর্য্যাদা বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার পুরোহিত বশিষ্ঠদেব ও তাঁহার পুত্রগণ এরূপ যজ্ঞ করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু ত্রিশঙ্কু তাঁহাদের কথায় নিরস্ত না হইয়া বলিলেন, "আপনাদের মঙ্গল হউক; আমি অপর কাহারও নিকট যাইতেছি।" বশিষ্ঠদেবের সন্তানেরা তাঁহার এই উপেক্ষা দেখিয়া, তাঁহাকে চণ্ডাল হইয়া যাওয়ার অভিসম্পাত দিলেন; ফলে ত্রিশঙ্কু প্রকৃতই চণ্ডাল হইয়া গেলেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, এমন কি প্রজারা

এক কাজ ভরতের শুধু অতি নিন্দাকর। অসহায় ভাবি' তোমা করিল যে নিরাদর ॥
বিশেষ করিয়া আজি সে করিবে অনুভব। সমরে হেরিবে যবে রোষারুণ মুখ তব ॥ ২
এ কথা আসিতে মুখে নীতি হ'ন বিস্মৃত। রোমাঞ্চন-ছলে বীররস হ'ল পুষ্পিত ॥
নমিয়া প্রভুর পদে পদধূলি ধরি' শিরে। সত্য সহজ ক'ন বীর-মদভরা স্বরে ॥ ৩
নাহি যেন লাগে প্রভু মন্দ কথা আমার। ভরত না করে দেব কিছু কম কু-ব্যাভার ॥
কত স'ব এর চেয়ে কত র'ব মনে ম'রে। রহিতে নিকটে তুমি শরাসন ধরি' করে ॥ ৪

দো—রঘুকুল-জাত ক্ষত্র জাতি রাম- অনুগ জানে ধরায়।
চরণ-প্রহারে উঠে শিরোপরে নীচ কে ধূলির প্রায় ॥ ২২৯

চৌ—যাচিলেন অনুমতি দাঁড়াইয়া জোড়করে। জাগে যেন বীররস গভীর ঘুমের পরে ॥
তূণীর কটিতে আঁটি' করি' জটা বন্ধন। ক'ন সজ্জিত করি' করে শর শরাসন ॥ ১
আজ শ্রীরামের দাস হওয়া-যশ ভাল পা'ব। সংগ্রামে ভরতেরে সমুচিত শিখাইব ॥
রাম-নিরাদর-প্রতিফল করি' অর্জ্জন। সমর-শয়ন 'পরে শো'বে ভাই দুইজন ॥ ২
হ'ল ভাল জুটিয়াছে সকলে সহ সমাজ। আগেকার সব ক্রোধ প্রকাশ করিব আজ ॥
মৃগরাজ যথা করে করী-যূথ বিদলন। বাজের ঝাপট মাঝে পড়ে যথা খগগণ ॥ ৩
সেই মত ভরতেরে সকল বাহিনী সনে। সানুজ করিয়া নিন্দা নিপাত করিব রণে ॥
মহেশ আসেন যদি সহায়তা করিবারে। রামের শপথ বধ করিব তবেও তাঁ'রে ॥ ৪

দো—হেরি' লক্ষ্মণ অতি রোষে ক'ন শুনিয়া শপথ-ভাষ।
ভীত লোক সব লোকপাল চাহে পলাইতে সহ ত্রাস ॥ ২৩০

চৌ—ত্রাসেতে ডুবিল বিশ্ব হইল আকাশ-বাণী। লক্ষ্মণ-বাহুযুগ-বিপুল বল বাখানি' ॥
হে তাত প্রতাপ তব প্রভাব তব কেমন। কে পারে কহিতে তাহা অবগত কোন্ জন ॥ ১
তথাপি যা' কিছু কাজ উচিত বা অনুচিত। সকলেই এই বলে বুঝিয়া করায় হিত ॥
হঠতায় করি' কাজ করে যে অনুশোচনা। বেদ জ্ঞানী বলে তা'র নাহিক পরিদেবনা ॥ ২
লক্ষ্মণ কুঞ্চিত নভঃ-বাণী শুনি' কাণে। শ্রীরাম-জানকী মান রাখেন আদর দানে ॥
কহেন কহিলে অতি সুন্দর নীতি তাত। সব হ'তে রাজ্য-মদ অতীব কঠিন ভ্রাতঃ ॥ ৩

পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। অতি দুঃখিত অন্তরে ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন, এবং নিজ পুত্রগণের দ্বারা মুনি ঋষিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। বশিষ্ঠদেবের পুত্র এবং অপর একজন ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞ কথা শুনিয়া এই বলিলেন যে, চণ্ডাল যজমান্ এবং অব্রাহ্মণ পুরোহিত; এমন যজ্ঞে দেবতারা আসিতে পারেন না। হইলও তাহাই; কোন দেবতা যজ্ঞে আসিলেন না। তখন নিজ তপোবলে বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে, স্বর্গে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহাকে স্বর্গে স্থান দিলেন না। ইহাতে বিশ্বামিত্র ক্রোধে অধীর হইয়া তপোবলে আকাশে অপর স্বর্গ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে অপর গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দেবগণ ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বিশ্বামিত্রের নিকট আসিলেন ও উভয় পক্ষের মধ্যে বহু তর্ক ও বিচার হইল। অবশেষে সাব্যস্ত হইল যে, বিশ্বামিত্র আর দ্বিতীয় স্বর্গ সৃষ্টি করিবেন না, এবং ত্রিশঙ্কুও যেমন শূন্যে আছেন, তেমনি থাকিবেন। অহঙ্কার বশে মর্য্যাদা বিরুদ্ধ, নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চেষ্টা করিলে পরিণামে ফল এই হয় যে, যে বস্তুর জন্য এই চেষ্টা, তাহা পাওয়া ত যায়-ই না, অধিকন্তু যাহাও বা নিজের অধিকারে থাকে, তাহাও অধিকারচ্যুত হইয়া যায়।

সাধুজন-সঙ্গ সেবা না করিল যেই জন। রাজ্য-মদ আসবে সেনৃপ মাতে অনু'খণ॥
লক্ষ্মণ নরোত্তম ভরত-সদৃশ ভাই। বিধি-প্রপঞ্চ-মাঝে দেখি নাই শুনি নাই॥ ৪

শ্রীরামের লক্ষ্মণকে বুঝান' ও ভরতের গুণ-কীর্ত্তন

দো—লভিলেও বিধি হরি হর-পদ মদ না আসিবে তা'র।
পারে কি নাশিতে অম্ল-কণিকা কভু ক্ষীর-পারাবার॥ ২৩১

চৌ—তিমির যদি বা গ্রাস তরুণ তপনে করে। গগন বিলোপ পায় যদি কভু জলধরে॥
অগস্ত্য গো-পদজলে যদি হন মজ্জিত। স্বাভাবিক সহগুণ বসুমতী বিস্মৃত॥ ১
মেরুগিরি উড়ে' যায় পক্ষ-বায়ে মশকের। তবু ভাই রাজ্য-মদ নাহি হ'বে ভরতের॥
তোমার ও জনকের শপথ এ লক্ষণ। ভরতের সম পূত সুভ্রাতা নাহি এমন॥ ২
গুণ-ক্ষীর সনে দোষ-সলিলে করি' মিলন। বিধাতা করেন তাত মায়ার জগ-স্বজন॥
রবিকুল-সরোবরে ভরত মরাল প্রায়। জনমি' পৃথক্ করে গুণ দোষ সমুদায়॥ ৩
দোষ-বারি ত্যজি' গুণ-ক্ষীরেরে করি' গ্রহণ। উজল করিল ধরা ভরত যশে আপন॥
ভরতের গুণ শীল স্বভাব করিতে গান। প্রেম-পয়োধির মাঝে মগ্ন শ্রীরাম-প্রাণ॥ ৪

দো—শুনি রঘুবর- বচন অমর ভরতে হেরিয়া স্নেহ।
বাখানে প্রভুরে কহে তাঁর সম কৃপাধার নাহি কেহ॥ ২৩২

ভরতের মন্দাকিনী-স্নান, মিলন ; শ্রীরামের পিতৃশোক ও শ্রাদ্ধ

চৌ—জগতে না হ'ত যদি আগমন ভরতের। তবে ধরা'পরে ধুর কে ধরিত ধরমের॥
কবিকুল-অগোচর ভরতের গুণগ্রাম। অবগত কেবা আর তুমি বিনা প্রভু রাম॥ ১
অমর-বচন শুনি' সীতা রাম-লক্ষ্মণ। বর্ণনা নাহি হয় এতই মোদিত-মন॥
এ দিকে ভরত সহ আপনার জনগণ। মন্দাকিনী-পূত নীরে করেন অবগাহন॥ ২
জনগণ সবাকারে রাখিয়া তটিনী-কূলে। আজ্ঞা ল'য়ে গুরু মন্ত্রী জননীর পদমূলে॥
চলেন ভরত যথা র'ন সীতা রঘুনাথ। নিষাদ-অধীপ আর অনুজে লইয়া সাথ॥ ৩
জননীর আচরণ স্মরি' মন কুণ্ঠিত। তর্ক অযথা কোটি উঠে মনে অবিরত॥
শুনিয়া আমার কথা সীতা রাম-লক্ষ্মণ। প্রয়াণ করেন যদি স্থান করি' বর্জ্জন॥ ৪

দো—মাতা-সম মোরে বিচারি' ব্যাভার যা' করেন দোষ নাহি।
ক্ষমি' অপরাধ ল'বেন আদরে আপনার পানে চাহি'॥ ২৩৩

চৌ—ঠেলুন চরণে জানি' মলিন আমার মন। অথবা সেবক বলি' করুন মোরে যতন॥
রামের পাদুকা শুধু শরণ মম আধার। সু-প্রভু অতীব রাম দোষ সেবকের তাঁ'র॥ ১
যশের ভাজন ভবে চাতক অথবা মীন*। নিপুণ নিয়ম প্রেম রাখিতে সদা নবীন॥
গমন করেন পথে ভাবিতে ভাবিতে মনে। শিথিল সকল কায়া সঙ্কোচ সনে প্রেমে॥ ২

* চাতক স্বাতী নক্ষত্রের জল ভিন্ন মরে তবু পান করে না ; আর মাছ জল ভিন্ন প্রাণ ধারণ করিতে পারে না।

মাতার কুকাজ যেন দেয় তাঁ'রে ফিরাইয়ে ধৈর্য্য মুরতি যা'ন ভকতির বলাশ্রয়ে ॥
শ্রীরাম-স্বভাব-গুণ মনে পড়ে যেইক্ষণ। অমনি ত্বরিত পথে পড়িতে থাকে চরণ ॥ ৩
গমনের অবসরে ভরতের দশা তথা। জলের প্রবাহ-মাঝে ঘূর্ণীর গতি যথা ॥
ভরতের ভাব আর প্রেম করি' দরশন। নিষাদ হইল নিজ দেহ-বোধ বিসরণ ॥ ৪

দো—শুভ-লক্ষণ- বিকাশ নিরখি' বিচারি' কহে নিষাদ।
ঘুচিবে ভাবনা সুখ হ'বে পুনঃ অন্তে আছে বিষাদ ॥ ২৩৪

চৌ—সত্য নিষাদ-বাণী ভরত বুঝেন মনে। আশ্রম-সাম্নুদেশে উপনীত তত'খণে ॥
ভরত নিরখি' বন শৈলের সমাবেশ। মোদিত ক্ষুধিত যেন পায় অন্ন-পরিবেশ ॥ ১
ঈতি *-ভীতি ভারে ভীত দুখিত ত্রিবিধ তাপে। কু-গ্রহের খর-দিঠি-পীড়িত কঠোর চাপে ॥
প্রজা যথা করি' গতি সু-দেশে পুলক হিয়া। সেই দশা ভরতের রাম-আশ্রমে গিয়া ॥ ২
রামের বাসেতে বন সম্পদে শোভে হেন। সুখ-যুত প্রজাকুল সু-রাজা লভিয়া যেন ॥
শোভাময় বনতল সেই সে পাবন দেশ। বিরাগ সচিব তা'র বিবেক যেন নরেশ ॥ ৩
যোদ্ধা নিয়ম † যম ‡ ধরাধর রাজধানী শান্তি সুমতি শুচি সুন্দরী দুই রাণী ॥
রাজ্যের বররাজা পরিপূর্ণ সব গুণে। রাম-পদ-আশ্রয়ে আগ্রহ ভরা প্রাণে ॥ ৪

দো—মোহ-নৃপ দল করিয়া দলন বিবেক বর ভূপাল।
প্রজা অবিরোধে পালে রাজে পুরে বিভব সুখ সু-কাল ॥ ২৩৫

চৌ—কানন-প্রদেশে মুনি নিবসেন অগণন। সহর নগর গ্রাম রাজ্যের সেই যেন ॥
বিবিধ বিহগ আর কত মৃগ-সমাবেশ। তাহারা প্রজা-সমাজ ব'লে কে করিবে শেষ ॥১
হরি করী-শার্দ্দুল ভীষণ বরাহগণে। নিরখি' মহিষে বৃষে পরাণে আবেশ আনে ॥
বৈর বরজি' করে প্রণয় সনে বিহার। চারিদল অনীকিনী তাহারা বন-রাজার ॥ ২
ঝর্ঝরে নির্ঝর গরজে মত্ত করী। ধ্বনিছে নাগাড়া যেন কানন ধ্বনিত করি' ॥
চাতক চকোর শুক চক্রবাক্ পিক্গণ। মধুর কূজন করে মরাল মোদিত মন ॥ ৩
অলিগণ তুলে তান নাচে ময়ূরের দল মঙ্গল রব তথা যেন হয় অবিরল ॥
পাদপ লতিকা তৃণ সাজে ফল ফুল ভারে। মোদ মঙ্গল মূল-সমাবেশ চারিধারে ॥ ৪

দো—রামগিরি-শোভা নিরখি' ভরত- হৃদয়ে প্রেমের বাণ।
তপ-শেষে ফল লভিয়া তাপস মোদিত যেমন প্রাণ ॥ ২৩৬

চৌ—তখন নিষাদ দ্রুত উপরে উঠিয়া গিয়া। কহে ভরতের প্রতি বাহু যুগ উঠাইয়া ॥
হে নাথ যে দেখা যায় মহীরুহ সুবিশাল। জম্বু পাকুড় ওই সহকার ও তমাল ॥ ১

* শস্যক্ষেত্রের ছয় প্রকার শত্রু।—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, পক্ষী, কীট ও শত্রু-আক্রমণ। † নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান। ‡ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা) ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ।

যাহাদের মাঝখানে মনোহর বট শোভে। বিশালতা শোভা হেরি' মুনিজন-মন লোভে ॥
পল্লব ঘন নীল ধরিয়াছে ফল লাল। অবিরল সুশীতল ছায়া দেয় চিরকাল ॥ ২
রচেন বিধাতা করি' সুষমা যেন চয়ন। অরুণের জ্যোতিঃ-রাশি তমোপাশে অতুলন ॥
তটিনীর সানুদেশে যে পাদপ উদ্‌গত। পর্ণ-কুটীর তথা শ্রীরামের বিরাজিত ॥ ৩
তুলসীর বর-তরু দেখা যায় অগণন। কা'রে লক্ষ্মণ কা'রে করেন সীতা রোপণ ॥
বটের ছায়ায় বেদী রহিয়াছে নির্ম্মিত। সীতার কমল-পাণি সহযোগে বিরচিত ॥ ৪

দো—মুনিগণ সনে নিত বসি' তথা জানকী রাম সুজান।
করেন শ্রবণ কথা ইতিহাস আগম বেদ পুরাণ ॥ ২৩৭

চৌ—সখার বচন শুনি' চাহিয়া বিটপী পানে। ভ'রে আসে আঁখিজল ভরতের দু'নয়নে ॥
চলেন প্রণাম করি' আগে ভাই দুইজন। সে প্রেম কহিতে বাণী কুণ্ঠা-জড়িত মন ॥১
রাম পদ-লেখা হেরি' হরষ প্রাণে অপার। রঙ্ক* লভিল যেন স্পর্শ-মণির ভার ॥
মাথায় ধরিয়া ধূলি লাগা'লেন দু'নয়নে। শ্রীরাম মিলন সম সুখ উপজিল মনে ॥ ২
অতীব অকথনীয় ভরতের দশা হেরি'। খগ মৃগ জড়জীব-প্রাণে প্রেম উঠে ভরি' ॥
গুহরাজ ভুলে পথ প্রেমবশে দেহ শ্লথ। বরষি' কুসুম তবে অমর দেখায় পথ ॥ ৩
তা' হেরি' সাধক সিদ্ধ-প্রাণ ভরে অনুরাগে। অনাবিল সে প্রণয় সবে বাখানিতে লাগে ॥
বলে ভরতের নাহি হ'লে ভবে আগমন। অচলে সচল চলে অচল করিত কোন্† ॥৪

দো—অমিয় প্রণয় বিরহ মন্দর ভরত নিধি গভীর।
সাধু সুর-হিতে মথি' প্রকাশেন কৃপা-নিধি রঘুবীর ॥ ২৩৮

চৌ—লক্ষ্মণ ঘন বন-আড়ালে থাকা-কারণ। স-সখা সে চারু-জুটি না করিলা দরশন ॥
ভরতের আঁখি-পথে প্রভুর কুটীর পূত। সকল সুমঙ্গল-মূল হ'ল আপতিত ॥ ১
যেমনি প্রবেশ মন-দুখ-দাহ মিটে' গেল। ক্লেশের শেষেতে যেন পরা-ধন যোগী পে'ল ॥
ভরত হেরেন খাড়া লক্ষ্মণ প্রভু-আগে। কথিত-বচনে দেন উত্তর অনুরাগে ॥ ২
মাথায় জটার ভার কটি আঁটা মুনি-বাস। তূণীর অংসে ধনু করে ধরা শর-রাশ ॥
বেদীর উপরে সাধু মুনিদল অধিষ্ঠিত। জানকী সহিত তথা রঘুরাজ বিরাজিত ॥ ৩
বল্কল-বাস পরা ধৃত-জটা তনু শ্যাম। ধারণ মুনির বেশ করে যেন রতিকাম ॥
সে কর-কমলে ধনু শায়ক করা ধারণ। প্রাণের জ্বলন হরে হাসি করি' দরশন ॥ ৪

দো—শোভেন সুন্দর মুনিগণ-মাঝে সীতা রঘুকুল-চন্দ।
জ্ঞান-সভামাঝে তনু ধরে যেন ভক্তি সচ্চিদানন্দ ॥ ২৩৯

---

* কাঙ্গাল। † জড় মনকে কে প্রেমে উদ্বুদ্ধ করিত, এবং নিত্য পরিবর্ত্তনশীল মনকেই বা কে সমাহিত করিত?

চৌ—অনুজ সখার সনে ভরত মগন মন। কি হরষ শোক সুখ দুখ সব বিসরণ॥
কহি' দেব রক্ষা কর রাখ' রাখ' প্রভু মোরে। দণ্ডের সম তিনি পড়েন ধরণী 'পরে॥ ১
লক্ষ্মণ চিনিলেন প্রেমভরা সে বচন। ভরত করেন নতি বুঝিলেন দিয়া মন॥
এক দিকে সুধারস ভ্রাতৃপ্রেম অনুজের। অন্য দিকে অধীনতা সেবা বশে শ্রীরামের॥ ২
ভেটিতে না ধরে মন ত্যজিতেও নাহি সরে। লক্ষ্মণ-মন কবি ভণিবারে নাহি পারে॥
'সেবার উপরে ভর করি' লক্ষ্মণ র'ন। ক্রীড়কে উড্ডান খগ-'পরে যথা দেয় মন॥ ৩
ভূমি-নত করি' শির লক্ষ্মণ ক'ন প্রেমে। রঘুনাথ হের ওই ভরত চরণে নমে॥
অধীর হইয়া প্রেমে শুনিয়া উঠেন রাম। কোথা বাস কোথা ধনু কোথায় বা পড়ে বাণ॥৪

দো—উঠা'য়ে ভরতে সবলে হৃদয়ে ধরেন কৃপা-নিধান।
শ্রীরামে ভরতে মিলন নিরখি' ভুলে সবে দেহ-জ্ঞান॥ ২৪০

চৌ—মিলনের প্রীতি কত বরণন কিসে হয়। কবি-কৃতি মন বাণী পরাভবে সে প্রণয়॥
বুদ্ধি মন আত্মজ্ঞান চিত্ত হ'য়ে বিস্মরণ। পূর্ণ-প্রেমের রসে মগ্ন ভাই দুইজন॥ ১
সে প্রেম প্রকাশ করি' কহিবে শকতি কা'র। কা'র ছায়া কবি-মন করিবে বা অনুসার॥
শব্দ আর অর্থ শুধু কবির প্রকৃত বল। তাল-গতি অনুসরি' নাচে নর্ত্তক দল॥ ২
অগম প্রণয় সেই রঘুবর-ভরতের। তথা না পহুঁছে মন বিধি হর মাধবের॥
কুমতি কেমনে আমি বর্ণি সে অনুরাগ। তৃণ-মূল-জাত তাঁতে কখনো কি বাজে রাগ॥ ৩
মিলন ভরতে রামে করিয়া অবলোকন। ভয়ে ভীত দেব যত প্রাণ মন উচাটন॥
বুঝাইতে দেবগুরু মূঢ়েরা চেতনা পায়। তখন বরষি' ফুল বন্দনা-গীত গায়॥ ৪

দো—শত্রুঘ্নের সনে মিলি' প্রেমে রাম গুহকে ভেটেন তবে।
অতীব প্রণয়ে ভরত লক্ষ্মণে মিলেন নমিলা যবে॥ ২৪১

চৌ—বড় উৎসাহ ভরা সোদর-দু'য়ে মিলন। তা'র পর গুহে বুকে ধরিলেন লক্ষ্মণ॥
অবশেষে মুনিগণে দু'জন করি' প্রণাম। অভিমত-শুভাশীষ লভি' হ'ন প্রীত প্রাণ॥ ১
অনুরাগে উদ্বেল ভরত ল'য়ে অনুজে। ধরিয়া মাথায় সীতা-চরণকমল-রজে॥
প্রণমেন বারবার তুলিয়া আদর ভরে। বসা'ন জানকী শির পরশি' আপন করে॥ ২
সে আশীষ জানকীর দেওয়া হ'ল মনে মন। দেহ-বোধ বিস্মৃত স্নেহে প্রাণ নিমগন॥
সববিধি অনুকূল সীতারে করি' নেহার। ভয় শঙ্কা হীন মন অপগত ডর তাঁ'র॥ ৩
কিছু কেহ না শুধায় কেহ কিছু নাহি বলে। প্রেমেতে পূরিত মন আপনার গতি ভুলে॥
হেন অবসরে গুহ হৃদয়ে ধীরতা ধরি'। জুড়ি' পাণি সবিনয়ে কহিল প্রণাম করি'॥ ৪

দো—প্রভু মুনিনাথ সহিত জননী সকল নগরী-বাসী।
মন্ত্রী দাস বীর বিরহে ব্যাকুল উপনীত সবে আসি'॥ ২৪২

চৌ—শীল-পারাবার শুনি' গুরুদেব-আগমন। অরি-নিসূদনে সীতা-পাশেতে রাখি' তখন ॥
ধরম-ধুরন্ধর পরম দীন-দয়াল। ধাবিত হ'লেন রাম ক্ষেপ নাহি করি' কাল ॥ ১
গুরু-দরশন করি' সপ্রেমে অনুজ সনে। করিলেন দণ্ডবৎ গুরুদেব-শ্রীচরণে ॥
বেগে ধে'য়ে মুনিরাজ তাঁহাদের বুকে ল'য়ে। প্রেমে উদ্বেল প্রাণ মিলিলেন দুই ভা(ই)য়ে ॥ ২
প্রেমে পুলকিত হৃদে গুহক কহিয়া নাম। দূর হ'তে দণ্ড সম করিল পদে প্রণাম ॥
শ্রীরাম-সখারে মুনি জোর করি' বুকে ল'ন। ধরা-নত প্রেমে যেন করা হ'ল উত্তোলন ॥ ৩
রঘুপতি-ভকতিই সব মঙ্গল-মূল। নভঃ হ'তে বাখানিয়া বরষেন দেব ফুল ॥
ক'ন এর প্রায় নীচ নাহিক কেহ এমন। বশিষ্ঠ-সমান বড় এ ধরায় কোন্ জন ॥ ৪

দো—যাহারে মিলিতে লক্ষ্মণাধিক পুলক মুনির হয়।
াম-ভজন প্রকট প্রভাব বিনা তাহা কিছু নয় ॥ ২৪৩

চৌ—আকুলিত রহে সবে বুঝিলেন প্রাণে রাম। সবার হৃদয়বাসী ভগবান্ কৃপাধাম ॥
যে ভাবে যে দেখা পে'তে রেখে'ছিল অভিলাষ। তা'র সেই রুচি মত মিটা'তে সবার আশ ॥ ১
মিলি' অনুজের সনে পল-মাঝে সবাকার। করিলেন অপগত নিদারুণ দুখ-ভার ॥
শ্রীরামের কাছে এই কথা কিছু বড় নয়। এক রবি-ছবি যথা কোটি কোটি ঘরে রয় ॥ ২
মিলিয়া গুহের সনে অতি অনুরাগ ভরে। পুরজন একযোগে সুকৃতি গান করে ॥
হেরিলেন রঘুমণি মাতাগণ দুখ-যুতা। তুষার-পাতেতে মরি সু-লতার পাঁতি যথা ॥ ৩
প্রথমেই মিলিলেন রাম কেকয়ীর সনে। সরল ভকতি-ভাবে দ্রবিলেন তাঁ'র মনে ॥
চরণে পতিত হ'য়ে প্রবোধেন কত মত। কাল ধর্ম্ম বিধি-শিরে দোষ করি' আরোপিত ॥৪

দো—মিলি' রঘুবর সব মাতাগণে ক'ন করি' পরিতোষ।
বিভুর-অধীন এ জগত মাতা না দিও কা'রেও দোষ ॥ ২৪৪

চৌ—মুনিবর-পত্নী-পদ পূজিলেন দুইজনে। সাথে আসিলেন যিনি দ্বিজ-নারীগণ সনে॥
জাহ্নবী উমাসম করিলেন সম্মান। প্রীত মৃদুভাষে দেন সকলে আশীষ দান ॥ ১
ধরি' সুমিত্রা-পদ কোলেতে জড়া'ন হেন। অতি-দীনজন মহা বিত্ত লভিল যেন ॥
কৌশল্যা-চরণযুগ 'পরে ভাই দুইজনে। হইলেন নিপতিত ব্যাকুলতা-ভরা প্রাণে ॥ ২
বড়ই স্নেহেতে বুকে করেন মাতা ধারণ। স্নেহের নয়ন-নীরে করা'ন অবগাহন ॥
যে হরষ যে বিষাদ উথলিত সে সময়। মূক যেন লভে স্বাদ কেমনে কবি তা' কয় ॥ ৩
ক'ন রাম মাতা সহ লক্ষ্মণে ল'য়ে সাথে। গুরুদেবে আশ্রম 'পরে পদধূলি দিতে ॥
মুনিবর-নির্দ্দেশ লাভ করি' পুরজন। স্থল জল বিচারিয়া করিল অবতরণ ॥ ৪

দো—দ্বিজ মন্ত্রী গুরু খ্যাত-পুরজনে মাতাগণে ল'য়ে সাথ।
যা'ন আশ্রমে সহিত ভরত লক্ষ্মণ রঘুনাথ ॥ ২৪৫

চৌ—সীতা আসি' মুনিবর-চরণে করিলা নতি। লভিলেন শুভাশীষ সমুচিত যথা মতি॥
মিলিলেন গুরুপত্নী সহ মুনিপত্নীগণ। সে মিলনে কত প্রেম নাহি হয় বরণন॥ ১
পৃথক্ পৃথক্ নমি' পদতলে সবাকার। লভেন আশীষ সীতা প্রিয় যা' হিয়ার তাঁ'র॥
শ্বশ্রূগণের পানে চাহিলেন যেইক্ষণ। করিলেন ভরে সীতা নিমীলিত দু'নয়ন॥ ২
মরালীরা নিপতিতা যেন কিরাতের জালে। হায় ক্রূর বিধি কিবা লিখিলা তাঁ'দের ভালে॥
জানকীর পানে চাহি' তাঁ'রাও ব্যথিত প্রাণে। দৈব সহা'ন যাহা না সহিবে কোন্ জনে॥ ৩
জনক-দুহিতা তবে ধীরতা করি' ধারণ। ল'য়ে আঁখিজল-ভরা নলিন-নীল নয়ন॥
করিলেন সম্ভাষণ সকল শাশুড়িগণে। করুণ রসেতে ভরা ধরা হ'ল সেই 'খণে॥ ৪

দো—মিলেন পরশি' পদ সবাকার সীতা সহ অনুরাগ।
পা'ন প্রেম-ভরা প্রাণের আশীষ থাকহ ভরা সোহাগ॥ ২৪৬

চৌ—স্নেহেতে বিকল সীতা সেইমত সব রাণী। বসিতে কহেন তবে গুরুদেব মহাজ্ঞানী॥
মায়িক জগত-গতি করি' হেন বরণন। ধর্ম্মের কথা কিছু করিলেন বিবরণ॥ ১
শুনা'লেন নৃপতির পরলোক-যাওয়া কথা। শুনি' লভিলেন রাম পরাণে দু-সহ ব্যথা॥
তাঁ'রি' স্নেহ মরণের কারণ করি' বিচার। বিকল হ'লেন অতি ধুরধারী ধীরতার॥ ২
কুলিশ-কঠোর শুনি' এই হিয়া-ভেদী বাণী। বিলাপি' উঠেন সীতা লক্ষ্মণ সব রাণী।
শোকেতে বিকল অতি তাবৎ জন-সমাজ। দেহ যেন রাখিলেন অদ্যই মহারাজ॥ ৩
তখন শ্রীরামে মুনি দেন সান্ত্বনা দান। করিলেন সবে মিলি' মন্দাকিনীতে স্নান॥
করিলেন উপবাস নিরম্বু সে দিন প্রভু। কহিলেও মুনি কেহ না নিলেন বারি কভু॥ ৪

দো—রজনী-প্রভাতে শ্রীরামেরে মুনি দিলেন যাহা আদেশ।
তা'ই করিলেন শ্রদ্ধা ভকতি আদর-ভরে অশেষ॥ ২৪৭

চৌ—বেদ-বিধি অনুসারে জনকের ক্রিয়া করি'। শুদ্ধ হ'লেন যিনি পাপ-তমঃ অপহারী॥
কলুষ-কাপাসে বহ্নি-সমান যাঁহার নাম। স্মরণেই হয় যাহা সকল শুভের ধাম॥ ১
হইলেন তিনি শুদ্ধ সাধুগণ এই ক'ন। শুদ্ধা সুরধুনী যথা করি' তীর্থ-আবাহন॥
দুই দিন হ'ল গত শুদ্ধ হওয়ার পরে। গুরু-প্রতি ক'ন রাম অতিশয় প্রীতি-ভরে॥ ২
করে ভোগ সবে প্রভু কতই দুখ অপার। শুধু বারি ফল আর কন্দ করি' আহার॥
সচিব জননীগণ ভরত শত্রুঘ্ন সনে। হেরি' মোর পল যেন যুগ বলি' হয় মনে॥ ৩
সবাকার সনে প্রভু ভবনেতে যা'ন ফিরে। হেথায় আপনি আর মহারাজ সুরপুরে॥
কহিলাম বহু এতে ধৃষ্টতা হ'ল অতি। করুন তাহাই দেব উচিত যা' সম্প্রতি॥ ৪

দো—ধর্ম্মের সেতু দয়াধার কেন হেন না কহিবে রাম।
দুখিত সকলে হেরিয়া দু'দিন লভুক প্রাণে বিরাম॥ ২৪৮

চৌ—রামের বচনে সবে ভয়েতে উঠিল ভরি'। মহাপারাবার-মাঝে যেমন বিকল তরী ॥
শুনি' গুরুদেব-বাণী সকল শুভের মূল। তরীতে লাগিল যেন সমীরণ অনুকূল ॥ ১
সব পাপ নাশ পায় যে নদী হেরিলে পরে। তিন বার স্নান করে সবে তা'র পূত নীরে ॥
মঙ্গল-রূপ রামে সকলে নয়ন ভরি'। দরশন করে প্রেমে বার বার নতি করি' ॥ ২
যথায় কেবলি সুখ নাহি কোন দুখ-লেশ। হেরিতে সকলে যায় রামগিরি বন দেশ ॥
ঝর্ঝরে ঝরে যথা সুধাময় প্রস্রবণ। বিনাশে ত্রিবিধ তাপ তিন বিধ সমীরণ ॥ ৩
কেবা গণে কত জাতি পাদপ লতিকা তৃণ। ফুল পল্লব ফল সংখ্যা নাহিক কোন ॥
সুখদ বিটপী-ছায়া সুন্দর শিলা রয়। সে বিশাল বন-শোভা বর্ণনা কিসে হয় ॥ ৪

দো—হ্রদেতে কমল জল-খগ দল কূজে গুঞ্জরে ভৃঙ্গ।
বৈর ভুলিয়া বিহরে বিপিনে খগ মৃগ বহু রঙ্গ ॥ ২৪৯

বনবাসীদের অতিথি-সৎকার ; কৈকেয়ীর অনুতাপ

চৌ—কোল ভীল ব্যাধ আদি কানন-নিবাসিগণ। পূত সুন্দর মধু আস্বাদ সুধাসম ॥
পর্ণ-পুট বিরচিয়া ভরি' মধু সে সকলে। সহ অঙ্কুর কন্দ নানাবিধ ফল মূলে ॥ ১
সকলেরে করে দান মিনতি করি' প্রণাম। তা'র সাথে বিবরণ করে গুণ স্বাদ নাম ॥
মূল্য বহু দেয় সবে অস্বীকার তা'রা করে। রামের দোহাই দেয় ফিরাইতে গেলে পরে ॥ ২
প্রণয়-পূরিত মৃদুভাষে করে উত্তর। করেন সাধুরা জানি ভকতির সমাদর ॥
তোমরা পাবন সবে মোরা ব্যাধ অভাজন। রামের প্রসাদ-বলে লভিলাম দরশন ॥ ৩
তোমাদের দরশন আমাদের ভাগ্যাতীত। মরুভূমি মাঝে যেন সুরধুনী-ধারা পূত ॥
ব্যাধে করিলেন কৃপা রঘুমণি কৃপাধার। যথা রাজা সেই মত তাঁ'র প্রজা পরিবার ॥ ৪

দো—এ বিচারি' ত্যজি' সঙ্কোচ প্রেম হেরিয়া সদয় হও।
ধন্য করিতে আমা সবাকারে ফল-অঙ্কুর লও ॥ ২৫০

চৌ—তোমরা অতিথি প্রিয় পদধূলি বনে পাই। সেবা করিবার মত ভাগ্য মোদের নাই ॥
আমরা কি দিব প্রভু তোমাদের তিরপিতে। কিরাত-মিতালি-সীমা ইন্ধনে আর পাতে ॥ ১
এই ত' মোদের সেবা জানি মোরা অতুলন। নাহি লই তৈজস বসন করি' হরণ ॥
জড় জীব আমা সবে হিংসা-পর জীব-ঘাতী। কুটিল কু-কাজে রত খল-মতি মন্দ জাতি ॥ ২
দিন যায় পাপ কাজে পাপেই রজনী কাটে। অপূর্ণ-উদর তবু নাহি বাস কটিতটে ॥
স্বপ্নেও শুভমতি কি আবার আমাদের। এ ত দরশন-ফল রঘুমণি শ্রীরামের ॥ ৩
হেরিলাম যবে হ'তে কমল প্রভু-চরণ। দুঃসহ দুখ-দোষ হইয়াছে নিবারণ ॥
অনুরাগে প্রাণ ভরে পুরবাসী সবাকার। তাহাদের ভাগ্যে দেয় ধন্যবাদ বারবার ॥ ৪

ছ—উহাদের ভাগ্য প্রশংসার যোগ্য অনুরাগ-বাণী সবে শুনায়।
বচনে মিলনে শ্রীরাম-চরণে প্রীতি হেরি' সুখ সকলে পায়॥
শত ধিক্কারে নিজ প্রণয়েরে শুনি' ভীল কোল-প্রেম-বাখান।
তুলসী এ গায় রামেরি কৃপায় তরী 'পরে ভাসে লৌহ খান॥

সো—চারিধারে কাননে বিহরে দিন দিন সবে প্রীত মন।
প্রথম বরষা-জলধারে ফুল্ল ভেক ময়ূর যেমন॥ ২৫১

চৌ—পুর-নরনারী যত পুলকে অতি মগন দিবস অতীত তথা যথা পল-সম ক্ষণ॥
সীতা ধরি' তত রূপ শ্বশ্রূ ছিলেন যত। আদর করিয়া সেবা করেন উচিত মত॥ ১
বিনা রাম সেই লীলা না পায় পরে আভাষ। যত মায়া মহামায়া সীতা হ'তে পরকাশ॥
সেবা-গুণে তাঁ'র বশে আসিলেন শ্বশ্রূগণ। করেন পাইয়া সুখ আশীর্ব্বাদ বরষণ॥ ২
সীতা সহ হেরি' দুই ভ্রাতারে অতি সরল। উঠে কেকয়ীর মনে অনুতাপ-দাবানল॥
বসুমতী আর যমে করেন সদা স্মরণ। না দেন মরণ বিধি ক্ষিতি নাহি দ্বিধা হ'ন॥ ৩
লোকে বেদে জানে আর কবিও এ কথা বলে। শ্রীরাম-বিমুখে ঠাঁই নরকেও নাহি মিলে॥
সকলেরি মনোমাঝে রহে এই সংশয়। রামের অযোধ্যা যাওয়া হয় কিম্বা নাহি হয়॥ ৪

দো—রাতে নাহি ঘুম ক্ষুধা নাহি দিনে চিন্তা ভরতে জরে।
নীচে পাঁকে ডুবে' মাছের যেমন ভাবনা জলের তরে॥ ২৫২

চৌ—মাতার কু-কাজ ধরি' বিধি করে কু-ব্যাভার। শস্য পাকার কালে ঈতি* ডর যে প্রকার॥
কি উপায়-যোগে হ'বে অভিষেক শ্রীরামের। নয়নে না আসে মোর কোন সদুপায় এর॥ ১
ফিরিবেন ঠিক রাম গুরুর বচন মানি'। ক'বেন তবু ত মুনি তাঁ'র অভিপ্রায় জানি'॥
মায়ের কথায় রাম ফিরিবেন মনে হয়। ল'বেন কি রাম-মাতা হঠতার আশ্রয়॥ ২
মোর সম সেবকের আছে বা কি আর কথা। তাহে এবে কুসময় মম 'পরে বাম ধাতা॥
আমি যদি হঠ করি অতীব কুকাজ তায়। সেবকের ধর্ম্ম গুরু কৈলাসগিরি-প্রায়॥ ৩
মন-মাঝে নাহি বসে কোন কিছু সদুপায়। চিন্তার ভারে নিশি অতীত হইয়া যায়॥
প্রভুরে প্রণাম করি' প্রভাতে করিয়া স্নান। বসেন ভরত মুনি ডাকা'য়ে তাঁরে পাঠান॥ ৪

বশিষ্ঠ মুনির অভিভাষণ

দো—নতি করি' গুরু- চরণ কমলে বসেন লভি' আদেশ।
দ্বিজ মহাজন সচিবগণের হ'ল তথা সমাবেশ॥ ২৫৩

চৌ—সময়-উচিত বাণী তখন মহর্ষি ক'ন। শুনহ ভরত প্রিয় আর সভাসদ্গণ॥
ধরমের ধুরন্ধর রবিকুল-দিবাকর। রাজা রাম ভগবান্ নিজ-বশ ঈশ্বর॥ ১

* অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, পক্ষী, কীট ও শত্রু আক্রমণ

বেদ-পরিরক্ষক সত্যের অবতার। জগ-মঙ্গল তরে নর-রূপ ধরা তাঁ'র ॥
পিতা মাতা গুরু-বাণী করেন অনুসরণ। দেবতার হিতকারী খল-দল বিদলন ॥ ২
নীতি কি প্রণয় ধর্ম্ম-তত্ত্ব স্বার্থ যত। কেহ না রামের সম যথা-ভাবে অবগত ॥
হরি কি চতুরানন দিবাকর দিক্‌পাল। শশী হর জীব মায়া কর্ম্ম যত আর কাল ॥ ৩
অহীশ মহীশ করে যে প্রভুতা-আচরণ। যোগ সিদ্ধি শ্রুতি স্মৃতি করে যাহা কীর্ত্তন ॥
বিচার করিয়া দেখ মনে লাগে কি না লাগে। সবে অবনত-শির শ্রীরাম-আদেশ-আগে ॥ ৪

দো—রামের প্রসাদে আদেশ-পালনে হিত আমাসবাকার।
জ্ঞানবান্ সবে কর' ভাল যাহা সকলে করি' বিচার ॥ ২৫৪

চৌ—সর্ব্বসুখ শুভপ্রদ অভিষেক শ্রীরামের। উপায় র'য়েছে শুধু মঙ্গলের পুলকের ॥
কি প্রকারে অযোধ্যায় রামেরে ফিরান' যায়। বিচার করিয়া কহ করা যা'বে সে উপায় ॥ ১
স্বার্থ ধরম-রসে সিক্ত মুনি-বচন। নীরবে আদর ভরে করিল সবে শ্রবণ ॥
বিহ্বল জনগণ নাহি আসে উত্তর। তখন ভরত ক'ন নতি করি' জোড়-কর ॥ ২
এই দিবাকর-কুলে শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠতর। আসিলেন বহু নৃপ-অমিত প্রতাপ-ধর ॥
সবারি জনম-হেতু নিজ নিজ পিতামাতা। শুভাশুভ করমের বিধাতাই ফলদাতা ॥ ৩
আশীষ তোমার শুধু এক নিধি এ ধরায়। সব দুখ বিদলিয়া যাহে শুভ পাওয়া যায় ॥
সেই তুমি বিধি-গতি করে যেবা বর্ত্তন। তোমার নিদেশ কা'র সাধ্য করে কর্ত্তন ॥ ৪

দো—এবে সেই তুমি শুধাও উপায় মন্দ আমার ভাগ।
প্রেমময় বাণী শ্রবণে জাগিল গুরু-হৃদে অনুরাগ ॥ ২৫৫

চৌ—সত্য কথা তাত তবে রামের কৃপায় হয়। সিদ্ধি রাম-বিমুখের স্বপ্নেও কভু নয়
এক কথা ল'তে মুখে কুণ্ঠিত হই প্রাণে। সর্ব্বনাশে অর্দ্ধ-ত্যাগ যুক্তি দেন জ্ঞানিগণে ॥ ১
তোমরা দু'জনে তবে কাননে কর গমন। ফিরাইয়া লওয়া যা'ক সীতা রাম-লক্ষ্মণ ॥
হেন সুবচন শুনি' দুই ভাই হরষিত। সারা অঙ্গ পরানন্দ-রসেতে পরিপূরিত ॥ ২
প্রসন্ন দোঁহার মন তেজোময় হ'ল কায়। যেন প্রাণ পা'ন নৃপ রাজা হ'ন রঘুরায় ॥
সবার প্রতীতি হ'ল লাভ বহু অল্প হানি। সম-দুখসুখ বুঝি' কাঁদেন সকল রাণী ॥ ৩
গুরুদেব-আজ্ঞা মত যদি কাজ করা হয়। জগ-জন অভিমত-ধন পা'বে নিশ্চয় ॥
কাননে করিয়া বাস করিব জনম ভোর। এ হ'তে অধিক সুখ কিছুতে না হ'বে মোর ॥ ৪

দো—সর্ব্বজ্ঞ সুজান সীতা-রঘুপতি জানেন হৃদয়-কথা।
কর আয়োজন প্রভু এই ক্ষণে যদি এ বচন যথা ॥ ২৫৬

শ্রীরাম-ভরতাদি সংবাদ

চৌ—ভরত-বচন শুনি' হেরি' প্রণয়ের ধারা। সভাসদ্-সনে মুনি হ'লেন আপন-হারা ॥
ভরত মহিমাময় অসীম জলধি যেন। মুনি-মতি তীর-গতা বিমূঢ়া অবলা হেন ॥ ১

সাগর তরিতে সাধ ভাবেন কত উপায়। তরী পোত ভেলা কিছু নিকটে না পাওয়া যায়॥
কে করিবে ভরতের মহিমার গুণগান। সরসীর শুক্তিতে জলধির কোথা স্থান॥ ২
মুনির এ মনোভাব ভরতে মধুর লাগে। জন-সমাজেরে ল'য়ে চলেন রামের আগে॥
মুনিরে প্রণমি' প্রভু দিলেন সুখ-আসন। মুনিবর আজ্ঞা লভি' বসিলেন সব জন॥ ৩
দেশ কাল অবসর বিচার করিয়া মনে। কহেন বশিষ্ঠদেব জানকীহৃদি-রমণে॥
শুন রাম সর্ব্বজ্ঞাত বিজ্ঞবর গুণাধার। ধর্ম্মনীতি-ধুরন্ধর অপার জ্ঞান-আধার॥ ৪

দো—সু-ভাব কু-ভাব বিদিত সবার হৃদয়েতে বাস কর।
পুরজন মাতা ভরতের হিত যাহে হয় তাহা কর॥ ২৫৭

চৌ—বিচারের সনে দুখী কখনো কহে না কথা। জুয়াড়ির দান 'পরে রহে মন সর্ব্বথা॥
মুনির বচন শুনি' কহিলেন রঘুনাথ। উপায় ত' সব প্রভু র'য়েছে তোমারি হাত॥ ১
তোমারি পানেতে চেয়ে থাকায় সবার হিত। সত্য মানি' আদেশ পালনে প্রীতি সহিত॥
দাসের উপরে তব হইবে যেবা আদেশ। প্রথমে ধরিয়া শিরে পালিব সে উপদেশ॥ ২
তা'র পর যা'র 'পরে আদেশ হ'বে যেমন। সকলে সকল মতে সেবিবে তোমা তেমন॥
বশিষ্ঠ কহেন রাম সত্য কথা তোমার। ভরতের স্নেহ-ফলে লুকা'য়ে ছিল বিচার॥ ৩
সত্য করিয়া কহি বার বার সে কারণে। ভরতের ভক্তি বশ ক'রেছিল মোর মনে॥
আমি বলি ভরতের রুচি করি' অনুসার। সাক্ষী হর যা' করিবে তাতেই শুভ অপার॥ ৪

দো—ভরত-মিনতি শুন সমাদরে বিচার করিও পরে।
সার নিষ্কাষি' লোক সাধু-মত নিগমের অনুসারে॥ ২৫৮

চৌ—গুরুদেব-অনুরাগ হেরি' ভরতের 'পরে। মজ্জিত রাম-মন হইল পুলক-সরে॥
ধরম-ধুরন্ধর ভরতেরে প্রাণে জানি'। বুঝিয়া সেবক নিজ কায় মন সহ বাণী॥ ১
কহিলেন রাম তবে গুরুবাণী-অনুকূল। বচন মধুর মৃদু সকল শুভের মূল॥
তোমার শপথ দেব জনক-পদে দোহাই। ভুবনে হয়নি কভু ভরতের সম ভাই॥ ২
যে জন গুরুর-পদ-সরোরুহে অনুরাগী। লোক-চো'খে বেদ-মতে সেই অতিবড় ভাগী॥
যাহার উপরে প্রভু তোমার স্নেহ এমন। সে ভরত-ভাগ্য কেবা করিতে পারে কথন॥ ৩
অনুজ ভাবিয়া মনে তা'র গুণ-কথা গান। করিতে তাহারি কাছে কুণ্ঠিত মোর প্রাণ॥
ভরত যা' কিছু বলে হিত তা'রি আচরণ। নীরব হ'লেন রাম এতেক কহি' বচন॥ ৪

দো—তখন ভরতে ক'ন মুনি করি' সঙ্কোচ বরজন।
কৃপানিধি প্রিয় অগ্রজ-পায়ে জানাও আপন মন॥ ২৫৯

চৌ—মুনির বচন শুনি' বুঝিয়া রামের মতি। প্রভু গুরু দু'য়ে জানি' অনুকূল এবে অতি॥
আপনার শিরে হেরি' পতিত সকল ভার। মুখে নাহি আসে বাণী করেন মনে বিচার॥ ১

উঠেন পুলক-কায় সভামাঝে দাঁড়াইয়া। প্রেমজল-বান বহে নলিন-নয়ন দিয়া॥
কহেন আছিল মোর যাহা কিছু বলিবার। কহিলেন মুনিনাথ অধিক কি ক'ব আর॥ ২
আমি ত' প্রভুর মোর রীতি জানি ভাল মতে। অপরাধী জন-প্রতি কভু রোষ নাহি চিতে॥
আমার উপরে স্নেহ করুণা প্রভুর অতি। ক্রীড়াতেও মুখ ভার দেখি নাই মোর প্রতি॥ ৩
শিশুকাল হ'তে সাথ কভু নাহি ত্যজিলাম। মোর প্রাণে কভু তিল ব্যথা না দিলেন রাম॥
ক্রীড়ায় হইলে হার দিয়াছেন মোরে জয়। হেরিয়াছি ভাল মতে আমার প্রভু-হৃদয়॥ ৪

দো—সঙ্কোচে প্রেমে সমুখে বচন বদন কভু না কহে।
প্রেম-পিপাসিত লোচন আজিও হেরি' তিরপিত নহে॥ ২৬০

চৌ—আমার আদর এত বিধাতার না সহিল। নীচ মাতা মাঝে আনি' দোঁহে ভেদ করাইল॥
এ কথাও মোর মুখে আজি নাহি শোভা পায়। নিজে সাধু মানিলেই সাধুই কি হওয়া যায়॥ ১
মন্দ জননী আর আমি সাধু সদাচার। এ কথা আনায় মনে হয় কোটি দুরাচার॥
ফলে কি তৃণের কোষে শালিধান সু-উত্তম। শামুক-জঠরে কভু মুক্তা লভে জনম॥ ২
স্বপনে না আরোপিব' কা'রো 'পরে অপরাধ। মন্দ ললাট মম বারিধি-সম অগাধ॥
না বুঝিয়া ভালমতে নিজ পাপ-পরিণাম। বৃথাই জননী-হৃদি কু-বচনে দহিলাম॥ ৩
হৃদয় আলোড়ি' হেরি সব দিকে পরাজয়। শুধু এক দিকে মোর শুভ রহে নিশ্চয়॥
জানি শুধু মোব গুরু ইষ্টদেব সীতারাম। ইহাতেই বুঝি মনে শুভ মোর পরিণাম॥ ৪

দো—সাধুর তীর্থে গুরু প্রভু-আগে কহি অকপট মনে।
প্রেম কি ছলনা সত্য অথবা না জানেন তাহা দু'জনে॥ ২৬১

চৌ—স্নেহ-পণ পূর্ণ করি' নৃপ-প্রাণ পরিহার। মাতার কুমতি ধরা সাক্ষী রহে ইহার॥
'শোকাকুলা মাতাগণে নয়নে না দেখা যায়। দু-সহ দহনে দহে পুর-নরনারী হায়॥ ১
এ সকল আপদের কেবল আমিই মূল। শুনিয়া বুঝিয়া ইহা সহি সব দুখ-শূল॥
মুনি-বল্কল ধরি' লক্ষ্মণ সীতা-সাথ। করিয়া শ্রবণ বনে গেলেন শ্রীরঘুনাথ॥ ২
বিনা যান পদ-চারে যা'ন পদত্রাণ বিনা। সাক্ষী হয় এ ঘাতেও এ পরাণ বাহিরে না॥
নিষাদ-রাজের স্নেহ তদুপরি নিরখিয়া। তাহাতেও নাহি ফাটে কুলিশ-কঠোর হিয়া॥ ৩
এখন আসিয়া সব আপনি হেরিনু হায়। জড় প্রাণ দেহে রহি' সহাইবে সমুদায়॥
যাঁ'দের হেরিয়া পথে বৃশ্চিক অহিগণ। হলাহল আর ক্রোধ করে পরিবর্জ্জন॥ ৪

দো—সেই রঘুমণি সীতা লক্ষ্মণ যাহার ভাল না লাগে।
সে কেকয়ী-সুতে ত্যজি' দৈব দুখ রাখিবে কাহার ভাগে॥ ২৬২

চৌ—শুনি' ভরতের সেই বাণী আকুলতা ভরা। আর্ত্তি প্রীতি দীনভাব নীতি-নীরে সিক্ত করা
মগ্ন সকলে শোকে খেদ ব্যাপে সভাময়। কমল-কাননে যেন তুষার-বরষা হয়॥ ১

উত্থাপন করি' কথা বহুবিধ পুরাতনী। ভরতে প্রবোধ দান করিলেন জ্ঞানী মুনি॥
পরে যথোচিত বাণী কহিলেন রঘুবর। রবিকুল-কুমুদিনী-কাননের শশধর॥ ২
হে তাত হৃদয়-গ্লানি কর' তুমি অকারণ। বুঝ' মনে ভালমতে বিভু-বশ জীবগণ॥
মোর মন এই বলে তিনকালে ত্রিভুবনে। তোমার নীচেতে স্থান লভে পুণ্য-শ্লোকগণে॥ ৩
তোমা 'পরে স্বপনেও কুটিলতা আরোপিলে। ইহ-পরলোক নাশ নিশ্চিত তা'র ফলে॥
গুরু আর সাধুগণে না করিল সেবা যেই। জঠর-ধারিণী 'পরে দোষ দেয় মূঢ় সেই॥ ৪

দো—ঘুচে' যা'বে সব অজ্ঞান পাপ অখিল অশুভ-ভার।
পা'বে যশ লোকে পরলোকে সুখ স্মরণে নাম তোমার॥ ২৬৩

চৌ—হে ভরত সত্য কহি সাক্ষী করি' উমাপতি। তোমারি' রক্ষিত তাই আজিও র'য়েছে ক্ষিতি॥
হিয়ে কুতর্ক যেন আশ্রয় নাহি পায়। প্রীতি আর বৈরভাব চাপিলে না চাপা যায়॥ ১
খগ মৃগ অনায়াসে যায় মুনিগণ-পাশে। হিংসা-পর ব্যাধগণে হেরিলে পলায় ত্রাসে॥
পক্ষী পশুও বুঝে কে অরি কে সখা তা'র। মানব দেহ ত গুণ জ্ঞানের চির-আধার॥ ২
হে তাত তোমারে মোরে ভাল মতে আছে জানা। কি করি দ্বিভাব প্রাণে বড় করে আনাগোনা॥
রাখিলেন মহারাজ সত্যেরে ত্যজি' মোরে। ত্যজিলেন নিজ কায় প্রেম-পণ পূরা'বারে॥ ৩
শঙ্কা পরাণে পাছে তাঁ'র অপমান হয়। সঙ্কোচ তব তরে তা' হ'তেও অতিশয়॥
তাহারো উপরে গুরু আদেশ দিলা যখন নিশ্চয় তব সাধ করিব পরিপূরণ॥ ৪

দো—সঙ্কোচ ত্যজি' কহ প্রীতমনে করিব তাহাই আজ।
চির সত্যবাদী রামের বচনে হর্ষে ভরে সমাজ॥ ২৬৪

চৌ—দেবগণ সহ অতি ভীত-মন দেবরাজ ভাবনা সবার মনে হইবে এতে অকাজ॥
যতন করিতে গেলে নাহিক কিছু উপায়। তখন শরণ মনে ল'ন শ্রীরামের পায়॥ ১
তখন বিচারি' মনে আপনার মাঝে ক'ন। রঘুমণি ভকতের ভক্তির বশে র'ন॥
স্মরি' ঋষি দুর্ব্বাসা (১) অম্বরীষ-ইতিহাস। সহ সুর সুরপতি হ'লেন অতি নিরাশ॥ ২
অতীতে সহিল দেব-সমাজ বহু বিষাদ। প্রভুরে নৃ-হরি রূপে প্রকাশেন প্রহ্লাদ॥
মাথা খুঁড়ি মহাখেদে কহে দেব পরস্পর। ভরতের 'পরে এবে সব করে নির্ভর॥ ৩

(১) সূর্য্যবংশে অম্বরীষ অতি ধার্ম্মিক ও হরিভক্ত রাজা ছিলেন। একবার দ্বাদশীর পারণ করিতে যাইবার সময় সশিষ্য দুর্ব্বাসা আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করেন ও স্নান করিতে যা'ন; এদিকে দ্বাদশী উত্তীর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া বিপন্ন হইয়া, ব্রাহ্মণগণের পরামর্শে ভগবানের চরণামৃত পানে পারণ সমাপণ করেন। স্নান-প্রত্যাগত দুর্ব্বাসা ইহা অবগত হইয়া ক্রোধে নিজ জটা উৎপাটিত করিলেন। তখন তাহা হইতে "কৃত্যা" নাম্নী এক রাক্ষসীর উৎপত্তি হইল, ও রাক্ষসী অম্বরীষকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। এমন সময় ভগবানের সুদর্শনচক্র আবির্ভূত হইয়া কৃত্যাকে বধ করে ও দুর্ব্বাসার প্রতি ধাবিত হয়। দুর্ব্বাসা ভয়ে সমস্ত দেবলোক, এমন কি বিষ্ণুলোকেও শরণাপন্ন হন; কিন্তু কোন দেবতাই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। বিষ্ণু বলিলেন "ভক্ত আমার হৃদয়; তাঁহার অনিষ্ট করিয়া আমি বাঁচিতে চাহি না; আমি ভক্তের দাস। তুমি সেই অম্বরীষ রাজার নিকটেই যাও; একমাত্র তিনিই তোমায় রক্ষা করিতে পারেন। তখন দুর্ব্বাসা পুনরায় অম্বরীষের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন, ও বিষ্ণু-রোষ হইতে মুক্ত হন।

অপর উপায় নাহি দেখা যায় দেবগণ। ভক্তের সেবা রাম করেন সদা গ্রহণ॥
ভরতে স্মরণ কর সবে মিলি' প্রেমভরে। বিনয় প্রণয়ে নিজ রামে বশ যেবা করে॥ ৪

দো—অভিমত শুনি' দেব-গুরু ক'ন সু-ললাট তোমাদের।
ভরত-চরণে অনুরাগ ভবে সকল মূল শুভের॥ ২৬৫

চৌ—সীতাপতি-ভকতের ভক্তি চরণ-'পর। শতকোটি কামধেনু-সম প্রাণ মনোহর॥
ভরত-ভকতি যবে এল প্রাণে সবাকার। ত্যজ' ডর সব কাজ এবে হ'বে উদ্ধার॥ ১
ভরত-প্রভাব কর' সুরপতি দরশন। রঘুপতি তাঁ'র প্রতি সহজ-লগন মন॥
নাহি ডর স্থির মন কর সুর সুরস্বামি। ভরতেরে জানি' রাম-ছায়া সম অনুগামী॥ ২
শুনি' সুর-গুরু আর দেব-মাঝে আলোচনা। অন্তরযামী-মনে উদিল আসি' ভাবনা॥
বুঝেন ভরত নিজ-শিরোপরে সব ভার। অন্তরে কোটিবিধি করেন তবে বিচার॥ ৩
বিচারের ফলে হৃদে উদিল এ দৃঢ় জ্ঞান। রাম-আদেশেই রহে আপনার কল্যাণ॥
নিজ পণ পরিহরি' রাখেন আমার পণ। এ আমারে নহে কম স্নেহ দয়া বিতরণ॥ ৪

দো—অপার করুণা সববিধি মোরে করিলেন রঘুনাথ।
প্রণাম করিয়া বলেন ভরত জুড়িয়া কমল হাত॥ ২৬৬

চৌ—কহিব কহা'ব আমি কি আর অধিক স্বামি। করুণার পারাবার তুমি অন্তরযামী॥
গুরু প্রসন্ন আর তুমি মোরে অনুকূল। জানিয়া মিটেছে মোর কল্পিত হৃদি-শূল॥ ১
বৃথা ডরে ভীত নাহি ছিল ভাবনার মূল। সূর্য্যের নাহি দোষ হয় যদি দিক্-ভুল॥
মন্দ ললাট মোর জননীর কুটিলতা। বিধাতার ক্রূর-গতি আর কাল-কঠিনতা॥ ২
সবে মিলি' একযোগে ক'রেছিল মোর নাশ। হে প্রণত-পাল মোরে রাখিয়া ঘুচা'লে ত্রাস॥
তোমার এ রীতি প্রভু আজিকে নূতন নয়। বেদে লোকে সবে জানে গোপন নাহিক রয়॥৩
এ জগৎ কু-তে ভরা তুমি শুধু শুভময়। কা'র শুভ-ইচ্ছায় ত্রিজগতে শুভ হয়॥
কল্প-পাদপ সম স্বভাব তব মহান্। নহ কা'রে অনুকূল না কা'রে বিরাগবান্॥ ৪

দো—চিনি' সে তরুরে যে যায় তলায় চিন্তা করে বিনাশ।
যাচিলেই পুরে শুভাশুভ রাজা রঙ্ক সবারি আশ॥ ২৬৭

চৌ—সববিধি গুরু আর তব প্রভু হেরি' স্নেহ। ঘুচে'ছে আমার ক্ষোভ নাহি মনে সন্দেহ॥
এবে পদে এ মিনতি কর তা'ই দয়াময়। যাহে এ দাসের তরে চিত্তে না ক্ষোভ রয়॥ ১
যে দাস নিজের তরে প্রভুরে দ্বিধায় ফেলে। নীচমতি বলি' তা'রে নিন্দে জগতীতলে॥
সেবকের হিত শুধু সেবায় প্রভু-চরণ। ত্যজি' সব সুখ সব লোভেরে করি' দলন॥ ২
স্বার্থ সবার রহে তব প্রতিবর্ত্তনে। কুশল অপার তব আদেশ নিত পালনে॥
ক্ষুদ্র ও পরা-স্বার্থে এই চুম্বক সার। সকল সুকৃতি-ফল সুগতির শৃঙ্গার॥ ৩

মিনতিতে মোর এক কর প্রভু শ্রুতিপাত। যেমন বুঝিবে ভাল তা'ই কর রঘুনাথ ॥
অভিষেক-আয়োজন আসিয়াছে সমুদায়। সফল করহ প্রভু যদি তব মন চায় ॥ ৪

দো—পাঠা'য়ে সানুজ আমারে কাননে সবারে কর সনাথ।
নহে ত ফিরাও শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণে প্রভু আমি যাই সাথ ॥ ২৬৮

চৌ—যদি তাহা নাহি হয় তিন ভাই যাই বন। করহ দেবীর সনে হে নাথ প্রতিগমন ॥
'যেইরূপে যে প্রকারে প্রীতি আসে মনোমাঝে। করুণার পারাবার তাহাই করহ কাজে ॥ ১
করিয়াছ অর্পণ সব ভার মোর 'পরে। নীতির কি ধর্ম্মের বিচার না আসে মোরে ॥
আমার যতেক বাণী সব স্বার্থের তরে। দুঃখের কালে চিতে বিবেক না বাস করে ॥ ২
প্রভুর আদেশে যেবা উত্তরে কথা কয়। সেই দাসে নিরখিয়া লজ্জারও লাজ হয় ॥
এইমত আমি পাপ-উদধি অপরিমাণ। তুমিই স্নেহেতে সাধু বলিয়া কর বাখান ॥ ৩
হে কৃপাল এবে মোর ভাল লাগে সেই কাজে। যাহাতে না আসে তব সঙ্কোচ মনোমাঝে ॥
শপথ করিয়া কহি অকপটে ধরি' পায়। জগতের মঙ্গলে এই আছে সদুপায় ॥ ৪

দো—সঙ্কোচ ত্যজি' প্রীতমনে প্রভু যে-কোন আদেশ দিবে।
নত শিরে তা'ই পালিব সকলে জঞ্জাল ঘু'চে যা'বে ॥ ২৬৯

জনক রাজার চিত্রকূটে আগমন ও মিলন

চৌ—ভরত-বচন শুনি' হরষিত সব সুর। সাধু সাধু রবে ফুল বৃষ্টি করে প্রচুর ॥
সন্দেহ-ভারে দুলে কোশলবাসীর মন। প্রমোদিত মন হ'ন কানন-নিবাসিগণ ॥ ১
কুঞ্চিত মনে রাম র'ন ধরি' মৌনভাব। প্রভু-গতি হেরি' চিন্তাযুত সভা-মনোভাব ॥
হেন অবসরে তথা জনকের দূত আসে। শুনিয়া ত্বরিতে মুনি ডাকান আদর-ভাষে ॥ ২
প্রণাম করিয়া দূত চাহিল শ্রীরাম পানে বেশ দরশন করি' অতি দুখ এল মনে ॥
সম্বোধি' দূত-বরে কহেন বশিষ্ঠ মুনি। বিদেহ-রাজের শুভ-সমাচার কহ শুনি ॥ ৩
শুনি' বাণী সঙ্কোচে ধরানত করি' শির জোড়করে মুনিবরে উত্তর করে বীর ॥
হে দেব আদর-ভরে প্রিয়ভাষে আবাহন। ইহাই কুশল-হেতু মোদের হ'ল এখন ॥ ৪

দো—নহে ত কুশল ক'রেছে প্রয়াণ কোশলনাথের সাথ।
সকল জগত বিশেষ মিথিলা কোশল হ'ল অনাথ ॥ ২৭০

চৌ—কোশলপতির গতি সকলে করি' শ্রবণ। হইল পাগল-প্রায় বিদেহ-নিবাসিগণ ॥
যে করিল বিদেহেরে দরশন সে সময়। নাম ঠিক নহে বলি' তা'রি হ'ল প্রত্যয় ॥ ১
রাণীর কুকাজ-কথা শ্রবণ করি' নৃমণি। তেমনি নয়ন-হারা মণি-হারা যেন ফণি ॥
ভরতের রাজাসন বনবাস শ্রীরামের। মিথিলেশ-প্রাণে হানে মহা শেল দুঃখের ॥ ২

জ্ঞানী আর মন্ত্রীরে শুধা'লেন নরপতি। কহিতে বিচার করি' কি উচিত সম্প্রতি ॥
অযোধ্যার দশা হেরি' মন অতি অস্থির। যাওয়া কি না-যাওয়া ঠিক করিতে না পারি' স্থির ॥৩
ধীরভাবে নৃপ তবে হৃদয়ে করি' বিচার। পাঠা'লেন অযোধ্যায় সুচতুর চর চা'র ॥
বুঝিবারে কিবা ভাব জাগে ভরতের মনে। আসিতে ত্বরিতে ফিরে' আবার অতি গোপনে ॥ ৪

দো—অযোধ্যার চর বুঝি' তাঁ'র মন আর আচরণ হেরি'।
চিত্রকূটে যবে চলেন ভরত ফিরিল মিথিলাপুরী ॥ ২৭১

চৌ—ভরতের ক্রিয়াবলী দূত আসি' বিস্তারে। যথা-মতি সভামাঝে আনিল নৃপ-গোচরে ॥
শুনি' গুরু পরিজন সচিবেরা মহীপতি। চিন্তা সবার মনে স্নেহেতে বিকল অতি ॥ ১
ধৈর্য্য ধরিয়া রাজা ভরতেরে বাখানিয়া। বীর সেনাপতিগণে আনিলেন ডাকাইয়া ॥
রাজ্য ভবন পুরী সঁপিয়া প্রহরী-করে। সাজা'লেন বহু যান হয় রথ গজবরে ॥ ২
শুভ'খণ স্থির করি' বাহিরেন সে সময়। পথিমাঝে বিশ্রাম করিতে না মন লয় ॥
অদ্যই প্রত্যুষে প্রয়াগে করিয়া স্নান। যমুনা হইতে পার অমনি সকলে যা'ন ॥ ৩
বার্ত্তা-গ্রহণ তরে প্রেরণ করিলা মোরে। এত কহি' দূত ধরা পরশি' প্রণাম করে ॥
ছয় সাত কিরাতেরে দিয়া সে দূতের সাথ। ত্বরিত বিদায় তবে করিলেন মুনিনাথ ॥ ৪

দো—বিদেহনাথের আগমন শুনি' ফুল্ল কোশলবাসী।
কুণ্ঠিত রাম দেবরাজে অতি চিন্তা ঘনায় আসি' ॥ ২৭২

চৌ—কেকয়ীর মন দহে অনুতাপ-হুতাশনে। কারেই বা কহিবেন দূষিবেন কোন্ জনে
এ কথা ভাবিয়া মনে প্রমোদিত নরনারী। এ সুযোগে থাকা হ'বে আরো দিন দুই চারি ॥ ১
সে দিবস এইভাবে অতীত হইয়া যায়। পরদিন প্রাতঃস্নান করে লোক সমুদায় ॥
করিয়া অবগাহন পুজে সবে নরনারী। গণপতি ত্রিপুরারি ভবানী ও ধ্বান্তারি ॥ ২
রমা-হৃদি-রঞ্জন-চরণ বন্দি' পরে। আঁচল প্রসারি' কর জুড়ি' এ মিনতি করে ॥
রাম যেন রাজা হ'ন জনক-দুহিতা রাণী। হর্ষের সীমা হ'ক কোশলের রাজধানী ॥ ৩
ফিরুন মনের সুখে সহিত প্রজা-সমাজ। ভরতে করুন রাম রাজ্যের যুবরাজ ॥
এ সুখ-সুধায় করি' সিঞ্চিত সব প্রাণ। ধরায় আসার ফল এই'দেব কর দান ॥ ৪

দো—গুরু জনগণ ভ্রাতাগণ সনে অযোধ্যায় যা'ন রাম।
রাম-অভিষেক হেরিয়াই যেন যায় আমাদের প্রাণ ॥ ২৭৩

চৌ—অযোধ্যাবাসীর এই প্রীতি ভরা বাণী শুনি'। আপন বিরাগ যোগে ধিক্ দেন জ্ঞানী মুনি
নিত্য করম হেন সারি' জন-সমুদায়। করেন প্রণাম রামে পুলক-পূরিত কায় ॥ ১
উত্তম মধ্যম নীচ-শ্রেণী নরনারী। করে রাম-দরশন নিজ ভাব অনুসরি' ॥
সবারে যতনে রাম করিলেন মান দান। সকলেই বলে জয় জয় হে কৃপানিধান ॥ ২

বালক-বয়স হ'তে শ্রীরামের এই রীতি। প্রেম-পরিমাণ বুঝি' পালন করেন নীতি॥
রঘুমণি বিনয়ের দীনতার পারাবার। সুবচন কৃপা-দিঠি সরল-স্বভাব আর॥ ৩
অনুরাগ-ভরে রাম-গুণকথা কীর্ত্তন-। সহিত বাখানে নিজ ভাগ্যেরে জনগণ॥
কহে সুকৃতি নাহি সম আমাসবাকার। নিরখেন যাহাদের রাম করি' আপনার॥ ৪

দো—প্রেমে লীন সবে শুনি' হেন কালে আসি'ছেন মিথিলেশ।
উঠেন সবার সহ সম্ভ্রমে রবিকুল-কমলেশ॥ ২৭৪

চৌ—ভ্রাতা গুরু পুর-জন সচিবে লইয়া সাথ। স্বাগত করিতে নিজে চলিলেন রঘুনাথ॥
পড়িতেই চিত্রকূট জনকের দরশনে। করিয়া প্রণাম রথ ত্যজিলেন সেইখানে॥ ১
রাম-দরশন আশে আকুলতাভরা প্রাণ। লেশ পথ-শ্রম কেহ নাহি করে অনুমান॥
সবারি তথায় মন যথা সীতা রঘুবর। মন বিনা দুখসুখ নাহি পায় কলেবর॥ ২
প্রেমরসে ভরা মন সহিত নিজ সমাজ। এ ভাবে আসেন চলি' মিথিলার মহারাজ॥
নিকটে আসিতে হেরি' মহা অনুরাগ ভরে দু'দল মিলিত হ'ল এ উহায় সমাদরে॥ ৩
আরম্ভিলা রাজ-ঋষি মুনিপদ বন্দন। করিলেন ঋষি-পদে নতি রঘুনন্দন॥
ভ্রাতাগণ সনে রাম মিলিয়া জনক সনে। চলিলেন আশ্রমে ল'য়ে সাথে জনগণে॥ ৪

দো—শান্তরস-জলে ভরা পারাবার- আশ্রমে নিজ সাথ।
দীনতার নদী- জনগণে যেন ল'য়ে যা'ন রঘুনাথ॥ ২৭৫

চৌ—এ নদী বিরাগ জ্ঞান-তটেরে করে প্লাবিত। খেদবাণী নদ নালা বহু এতে আপতিত॥
শোক ভরা হা-হুতাশ লহর-বিলাস তা'য়। তটের ধীরতা-তরু ভঙ্গ করয়ে যা'য়॥ ১
দারুণ বিষাদ যেন এ নদীর খর ধার। ভয় আর মোহ ভ্রম ঘূর্ণী তা'হে অপার॥
বিদ্যাই মহাপোত বিদ্বান্ কর্ণধার। শক্তিহীন কোনজনে করিতে এ-নদী পার*॥ ২
যাত্রী কাননবাসী যত কোল ব্যাধগণ। স্তব্ধ দাঁড়া'য়ে রয় কাতর হৃদয় মন॥
আশ্রম-পারাবারে যবে নদী মিলে গিয়া। অম্বুধি উঠে যেন সেইকালে আকুলিয়া॥ ৩
বিকল হইল শোকে উভয় নৃপ-সমাজ। ভুলিল ধীরতা-জ্ঞান পাশরিল লোক-লাজ॥
দশরথ-রূপ গুণ শীলতা করি' কীর্ত্তন। শোক-পারাবারে ডুবি' সকলে করে রোদন॥ ৪

ছ—শোকের সাগরে ডুবে নারী নরে ভাবে সবে অতি আকুলি' হিয়ে।
বিধিকেই দোষে সকলে সরোষে বলে বাম বিধি করিল কি এ॥
সিদ্ধ সুর যতি কাহারো শকতি বিরহের দশা করি' নেহার।
তিল নাহি হয় তুলসী এ কয় প্রেম-নদী পারে করিতে পার

* নিদারুণ বিষাদরূপী নদীতে ভয়, মোহ, ভ্রম,—এরা সব অপার ঘূর্ণী; বিদ্যা এ নদীতে মহাপোত, আর বিদ্বানরাই কর্ণধার; কিন্তু তাঁহারাও কাহাকেও এ নদী পার করিতে শক্তিহীন।

সো—দেন সবে বহু উপদেশ যথা তথা মুনি মানবগণ।
ধৈর্য্য ধরুন মিথিলেশ বশিষ্ঠ বিদেহে বুঝায়ে ক'ন ॥ ২৭৬

চৌ—যাঁহার জ্ঞানের রবি ভব-নিশি করে নাশ। বচন-কিরণে মুনি-কমলে করে বিকাশ ॥
মায়া মোহ জনকের কাছে কি আসিতে পারে। শুধু সীতারাম-প্রেম-মহিমা ঘোষণা করে ॥ ১
বিষয়ী সাধক আর জ্ঞানবান্ সিদ্ধজন। ত্রিবিধ জীবের কথা বেদ করে বরণন ॥
শ্রীরাম-ভকতি রসে সরস মানস যাঁ'র। সাধুজন-সঙ্গেতে বড়ই আদর তাঁ'র ॥ ২
রাম-পদে প্রেম বিনা শোভা নাহি পায় জ্ঞান। যেই মত কর্ণধার ব্যতিরেকে জলযান ॥
বশিষ্ঠ অনেক ভাবে বুঝা'লেন বিদেহেরে। তা'র পর রাম-ঘাটে সব লোক স্নান করে ॥ ৩
শোক-ভারে ভরা-হৃদি সমবেত নরনারী। সে দিবস কেটে' যায় গ্রহণ না করি' বারি ॥
খগ পশু মৃগাবধি কিছু না করে আহার। প্রিয়-পরিজনগণ-বিচার কি কথা আর ॥ ৪

দো—বিদেহ কোশল উভয় সমাজ সমাপিলা প্রাতঃস্নান।
বসিলা বিটপ বটের তলায় কৃশকায় ম্লান ॥ ২৭৭

চৌ—যত ব্রাহ্মণগণ দশরথ-পুরবাসী। আর যত বিদেহের অধীপ-পুরী নিবাসী ॥
তপন-কুলের গুরু পুরোহিত মিথিলার। কি সংসার কি সাধন দুই অধিকারে যাঁ'র ॥ ১
করিলেন আরম্ভন বহুবিধ উপদেশ। ধর্ম্ম বিবেক সহ বিরাগ নীতি অশেষ ॥
কৌশিকী কহি' কহি' উপকথা পুরাতন। সুললিতে জন-মাঝে করিলেন বরণন ॥ ২
মুনি কৌশিকী-প্রতি রঘুমণি তবে ক'ন। হে প্রভু যাপিলা কালি বারি বিনা সব জন ॥
মুনি ক'ন যথা কথা কহিয়াছ রঘুবর। আজিও অতীত হ'ল অর্দ্ধসহ দু' প্রহর ॥ ৩
কৌশিকী-মতি বুঝি' কহেন বিদেহপতি। অন্ন-ভোজন হেথা নীতি-গর্হিত অতি ॥
ভূপতি-বচন লাগে অতি প্রিয় সবাকার। স্নান করিবারে যায় আদেশ লভি' রাজার ॥ ৪

দো—সেই অবসরে ফল ফুল দল কন্দ বহু প্রকার।
ল'য়ে আসে বন- বাসীরা বিপুল ভরিয়া ভরিয়া ভার ॥ ২৭৮

চৌ—কাম-প্রদ হ'ল গিরি জানকীনাথ-প্রসাদ। করিতেই আঁখিপাত হরিল সব বিষাদ ॥
সরিৎ ও সরোবর কানন ভূমি-বিভাগ। উদ্বেগ হ'ল যেন সহ সুখ অনুরাগ ॥ ১
পাদপ লতিকা হ'ল ফলে আর ফুলে ভরা। খগ মৃগ অলিকুল গুঞ্জে মানস হরা ॥
উৎসাহ সমধিক কাননে সে অবসরে। তিনবিধ সমীরণ দেয় সুখ সবাকারে ॥ ২
সে সুষমা মধুরতা শত-বর্ণমা-বা'র। ক্ষিতি যেন করে প্রিয়-অতিথির সৎকার ॥
সকল মানবগণ স্নান করি' প্রাণ ভরি'। আদেশ জনক মুনি শ্রীরামের লাভ করি' ॥৩
হেরিতে হেরিতে শোভা পাদপের বিমোহন। যথা তথা পুরজন করিল অবতরণ ॥
দল ফল অঙ্কুর কন্দ নানা প্রকার। সুপাবন মনোহর সুধার সমান আর ॥ ৪

দো—মুনিবর সবে অতীব আদরে পাঠা'ন ভরিয়া ভার।
পিতা স্বর গুরু অতিথি পূজিয়া আরম্ভিল ফলাহার ॥ ২৭৯

কৌশল্যা-সুনয়না সংবাদ

চৌ—এই ভাবে চারি দিন অতীত হইয়া যায়। রাম-দরশনে প্রাণে নরনারী সুখ পায় ॥
উভয় সমাজ-মাঝে এই ভাব মনে মনে। সীতারাম-বিনা ঠিক নহে প্রতিবর্ত্তনে ॥ ১
রাম-জানকীর সনে কানন মাঝারে বাস। কোটি কোটি সুরপুরী-সমান সুখের রাশ ॥
পরিহরি' লক্ষ্মণ বৈদেহী আর রাম। গৃহ যা'রে লাগে ভাল তা'র প্রতি বিধি বাম ॥ ২
দৈব সদয় যবে হয়েন সবার 'পরে। তবেই রামের সাথে বনে বাস হ'তে পারে ॥
মন্দাকিনীতে স্নান দিবসেতে তিনবার। রাম-দরশন সুখ মঙ্গল-প্রদ আর ॥ ৩
পরিক্রমা রামগিরি বন আর তপোবন। কন্দ ফল মূল আদি অমিয়-সম ভোজন ॥
চারি-দশ বর্ষ কাল অতীব সুখের সনে। পল সম চলে যা'বে না আসিবে অনুমানে ॥ ৪

দো—এ সুখ ললাটে আছে কি মোদের যোগ্য নহিক মোরা।
দু' দলেরি রাম- চরণ কমলে অনুরাগ রহে ভরা ॥ ২৮০

চৌ—এই ভাবে মনে মনে করে সবে আলোচন। শুনি' ভাষা প্রেম-ভরা বশে নাহি রহে মন ॥
দেখি' শুভ অবসর দাসী আসি' উপনীতা। বিদেহ-মহিষী সীতা-জননীর প্রেরিতা ॥ ১
আছে সীতা-শ্বশ্রূর সময় করি' শ্রবণ। আসেন জনক-অন্তঃপুর নিবাসিনিগণ ॥
নন্দিয়া রাম-মাতা আদর ও মান সনে। দিলেন সময় মত আসন উপবেশনে ॥ ২
বিনয় প্রণয় শীল দুই দিকে সবাকার। কঠোর কুলিশ(ও) গলে দেখিলে শুনিলে আর ॥
পুলক-শিথিল কায় বারি ভরা দু'নয়ন। নখরে খুঁটেন ধরা চিন্তা-কাতর মন ॥ ৩
সকলেই সীতারাম-প্রণয় মুরতি যেন। করুণাই বহুবেশে যেন খেদ পরায়ণ ॥
বিধাতার মতি ক্রূর সীতার জননী ক'ন। দুগ্ধ-ফেনে বাজ হানি' এবে যে করে ছেদন ॥ ৪

দো—শুনা-কথা সুধা বিষ চ'খে পড়ে বিধির ক্রিয়া করাল।
পেচক বায়স বক যথা তথা মানসে শুধু মরাল ॥ ২৮১

চৌ—শুনি' লক্ষ্মণ-মাতা এই ক'ন খেদ ভরে। বড়ই বিচিত্র গতি বিপরীত বিধি ধরে ॥
সৃজন পালন করি' আবার করে হরণ। বিবেক-বিহীন মতি বালকে ধরে যেমন ॥ ১
রাম-মাতা ক'ন এতে অপরাধ কা'রো নাই। কর্ম্মাধীন হানি লাভ দুখ সুখ সর্ব্বদাই ॥
অজ্ঞেয় কর্ম্ম-গতি কেবলি জানেন ধাতা। যিনি শুধু শুভাশুভ কর্ম্মের ফল-দাতা ॥ ২
সবারি মাথার 'পরে বিভুর আদেশ রয়। মেনে লয় সুধা বিষ উদ্ভব স্থিতি লয়।
মোহ-বশে শোক দেবি না করিও অকারণ। এমনি অচল আদি-বিহীন বিধি-রচন ॥ ৩

নৃপতির বাঁচা মরা হৃদয়ে স্মরণ করি'। যে ভাবনা তাহা শুধু আপনার স্বার্থ ধরি'॥
সীতার জননী ক'ন প্রকৃত সুন্দর বাণী। পুণ্যের সীমা দেবি কোশলপতির রাণি॥ ৪

দো—যা'ক সীতা রাম লক্ষ্মণ বনে ভালই হইবে ফল।
ক'ন খেদ ভরে ভাবনা ত' মোর ভরত-তরে কেবল॥ ২৮২

চৌ—বিভুর কৃপায় আর শুভাশীষে আপনার। সুত আর সুত-বধূ পূত সম গঙ্গার॥
রামের শপথ সখি করি নাই কোনদিন। সে শপথ করি' কহি হ'য়ে কপটতাহীন॥ ১
ভরত কি গুণবান্ বিনয়ী উদার-মন। জ্যেষ্ঠ-গত বিশ্বাসী পূত ভক্তি-পরায়ণ॥
করিতে তাহার গান ভারতীও মানে হার। শুক্তিতে কখনো কি সেচা যায় পারাবার॥ ২
কুলের প্রদীপ-সম হেরি আমি ভরতেরে। মহারাজ কতবার ব'লেছেন এ আমারে॥
কষ্টি কনক আর মণিকার মণি চিনে। পুরুষের পরিচয় সময়ে স্বভাব-গুণে॥ ৩
কিন্তু এ সব কথা অনুচিত আজি মোর। বিবেক ফেলে'ছে ঢেকে' স্নেহ আর শোক ঘোর॥
সুরনদী জাহ্নবী সম শুনি' পূতবাণী। বিকল স্নেহের বশে হইলেন যত রাণী॥ ৪

দো—ধীর ধরি' ক'ন রাম-মাতা পুনঃ দেবি মিথিলেশ্বরি।
জ্ঞাননিধি-প্রিয়া আপনারে কেবা ক'বে উপদেশ করি'॥ ২৮৩

চৌ—অবসর মত ভূপে কহিবেন দয়া করি'। আপনার দিক হ'তে বুঝা'য়ে বিশেষ করি'
লক্ষ্মণ থাক্ ঘরে ভরত যাউক বনে। যদ্যপি এ কথা ভাল লাগে ভূপতির মনে॥ ১
যতন করেন যেন করিয়া বহু বিচার। ভরতের তরে মনে ভাবনা অতি আমার॥
গভীর গোপন প্রেম ভরতের মনে রয়। মোর মন বলে তা'রে ঘরে রাখা ভাল নয়॥ ২
কৌশল্যা-স্বভাব হেরি' শুনিয়া সরল বাণী। করুণ রসেতে ভরা হইলেন যত রাণী॥
কুসুমের ধারা ঝরে নভঃ হ'তে ঝরঝরে। অলস অবশ-প্রাণ যোগী মুনি স্নেহভরে॥ ৩
স্তব্ধ ললনাদল নীরবে চাহিয়া রয়। সুমিত্রা কহেন তবে ধৈর্য্যে বাঁধি' হৃদয়॥
দুইদণ্ড নিশা দেবি হ'য়েছে অতিবাহিত। কৌশল্যা উঠেন শুনি' প্রণয়-পূরিত চিত্ত॥ ৪

দো—স্নেহময় ভাষে ক'ন ফিরে যাও আবাসে ত্বরিত গতি।
বিভুই এখন গতি আমাদের সহায় বিদেহপতি॥ ২৮৪

চৌ—হেরি' প্রেম শুনি' কাণে নম্র বর-বচন। ধরেন জনক-প্রিয়া পুণিত যুগ চরণ॥
ক'ন দেবি তোমারেই শোভে সুবিনয় এই। দশরথ-জায়া রামে জঠরে ধরিলা যেই॥ ১
প্রভু আপনার নীচ দাসেও আদর করে। ধূমেরে অনল আর তৃণে গিরি শিরে ধরে॥
কায় মনে কাজে দেবি দাস ত' রাজা তোমার। কেবল সহায় সদা ভবানী মহেশ আর॥ ২
তোমার সহায় হ'তে উপযোগী কেবা ভবে। ভানু-সাহায্যে গেলে প্রদীপ কি শোভা পা'বে॥
কাননে যাইয়া রাম সাধি' দেবতার কাজ। করিবেন কোশলেতে আবার অচল রাজ॥ ৩

অমর মানব নাগ রামের বাহুর বলে। আপন আপন লোকে করে বাস কুতূহলে॥
যাজ্ঞবল্ক্য সমুদয় ক'রেছেন কীর্ত্তন। বৃথা নাহি হয় দেবি ক'ন যাহা মুনিগণ॥ ৪

দো—এত কহি' পড়ি' চরণে প্রণয়ে সীতা-তরে করি' স্তুতি।
জানকীর সনে জননী ফিরেন লভি' শুভ সম্মতি॥ ২৮৫

চৌ—মিলিলেন বৈদেহী প্রিয় পরিজনগণে। যেমন যেমন যিনি তেমনি তাঁহার সনে॥
তাপস-ভামিনী বেশ করি' তাঁ'র দরশন। সকলেই হ'ন দুখ-পারাবারে নিমগন॥ ১
বশিষ্ঠের অনুমতি লভিয়া বিদেহপতি। হেরিলেন জানকীরে আবাসে করিয়া গতি॥
জনক জড়া'য়ে বুকে লইলেন জানকীরে। প্রাণের পরম প্রিয় পাবনী সে অতিথিরে॥ ২
উদ্বেল হ'য়ে এল অম্বুধি-অনুরাগ। হইল ভূপের মন তীর্থ যেন প্রয়াগ॥
সীতার বাৎসল্য-বট দেখেন বাড়ি'ছে তা'য়। তদুপরে রাম-প্রেম শিশু-সম শোভা পায়॥ ৩
মার্কণ্ড * বিদেহ-জ্ঞান হইয়া বিফল-প্রায়। ডুবিতে বাঁচিল যেন বালকে পেয়ে সহায়॥
মোহ-নিমগন মন জনক রাজের নয়। এ'ত রামজানকীর প্রেম-মহিমায় হয়॥ ৪

দো—জননী পিতার আদরে সীতার ধৈর্য্য রহে না আর।
ধরণী-তনয়া ধীর র'ন কাল- ধর্ম্ম করি' বিচার॥ ২৮৬

চৌ—তাঁর যোগিনীর বেশ করি' পিতা দরশন। বিশেষ মোদিত আর হইলেন তুষ্ট-মন॥
দু'কুল পাবন বৎসে হ'ল আচরণে তব। সবে বলে তব যশে উজ্জ্বল হ'ল ভব॥ ১
তব পূত আচরণ পরাভবি' গঙ্গায়। কোটি ব্রহ্ম-কৃত অণ্ডে ভাসা'য়ে চলিয়া যায়॥
করেন মহিমাময় জাহ্নবী তিনস্থান। সন্ত-সমাজ বহু করিল এ নির্ম্মাণ॥ ২
স্নেহভরে কহিলেন পিতা সত্য চারুবাণী। মনোমাঝে কুণ্ঠিতা জানকী সে কথা শুনি'॥
আবার জননী পিতা লইলেন বুকে তুলি'। হিত-ভাষে শিক্ষা দেন শুভাশীষ বাণী বলি'॥ ৩
সীতা'না কহেন কিছু মনে মনে কুণ্ঠিত। রজনী-যাপন হেথা হ'বে অতি গর্হিত॥
জনকে কহেন রাণী মন বুঝি' দুহিতার। বাখানেন মনে মনে স্বভাবের শীলতার॥ ৪

জনক-সুনয়না-সংবাদ ; ভরতের গুণ কীর্ত্তন

দো—বারবার কাঁদে আদরে জড়া'য়ে সীতারে ফিরে' পাঠা'ন।
সুচতুরা রাণী পাইয়া সময় ভরত-দশা জানান॥ ২৮৭

চৌ—ভূপাল শ্রবণ করি' ভরতের ব্যবহার। স্বর্ণে সুরভি যেন সুধায় চাঁদিনী-সার॥
মুদেন সজল-আঁখি পুলক জাগে বয়ানে। ধন্য ধন্য ক'ন তাঁ'র সুযশে মোদিত মনে॥ ১

---

* মার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যায় প্রীত নারায়ণ তাঁহাকে বর-প্রার্থনা করিতে বলায় তিনি নারায়ণকে নিজ সৃষ্টির কিছু লীলা দেখাইতে বলেন। তখন ভগবান্ তাঁহাকে প্রলয়ের লীলা দেখান। সমস্ত সৃষ্টি জলে মগ্ন, শুধু এক বট পত্রের উপর ভগবান্ শায়িত। সেই মনোহর বালক-মূর্ত্তি দেখিয়া মার্কণ্ডেয় মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলে পর, ভগবানের শ্বাস-বেগে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার উদর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ও তথায় সমস্ত সৃষ্টির দর্শন হইল।

ক'ন মন দিয়া শুন হে সুমুখি সুলোচনি। ভরতের কথা ভব-বন্ধন বিমোচনী ॥
ধর্ম্ম রাজনীতি আর অপর ব্রহ্ম-বিচার। এই তিনে আছে মম যথা-মতি অধিকার ॥ ২
সেই জ্ঞান-বুদ্ধি মোর ভরতের মহানতা। কহিতে কি ছলে ছায়া ছুঁইতে নাহি ক্ষমতা ॥
বিধাতা গণেশ শেষ মহাদেব বীণাপাণি। পণ্ডিত কবি আর মতি-বিশারদ জ্ঞানী ॥ ৩
ভরতের আচরণ চরিত কীর্ত্তিচয়। বিমল বিভব গুণ ধর্ম্ম কম-বিনয় ॥
শুনিতে বুঝিতে লাগে সুখপ্রদ সবাকার। শুদ্ধিতে গঙ্গায় নিন্দে স্বাদেতে অমিয়ে আর ॥ ৪

দো—সীমাহীন গুণ অনুপ পুরুষ ভরত তুলনাহীন।
সুমেরু লোষ্ট্রে তুলনা ভাবিয়া তাই কবি-মতি দীন ॥ ২৮৮

চৌ—ভরত মহিমা শুভে বাক্যের অগোচর। জলহীন মীন-গতি যেমন ধরার 'পর ॥
শুন রাণি ভরতের সীমাহীন মহিমারে। জানেন কেবল রাম না পারেন কহিবারে ॥ ১
এ ভাবে প্রভাব করি' ভরতের বর্ণন। দয়িতার মন বুঝি' বিদেহ-রাজন্ ক'ন ॥
লক্ষ্মণ গৃহে আর বনে যাওয়া ভরতের। এই ভাল আর এই ভাল লাগে সকলের ॥ ২
কিন্তু দেবি যেই প্রেম ভরতের রাম সনে। যে প্রতীত তা'র পাশে সব যুক্তি হার মানে ॥
রামে যদি বলা যায় চরম হৃদি-সমতা। ভরত তা' হ'লে স্থির পরম স্নেহ-মমতা ॥ ৩
রামে ত্যজি' ধর্ম্ম কিবা স্বার্থ-সুখ যত আছে। স্বপনেও নাহি উঠে মনেতে ভরত-কাছে ॥
রামের চরণে প্রেম সিদ্ধি সাধনা তা'র। এই সার ভরতের চ'খে পড়ে যা' আমার ॥ ৪

দো—ভ্রমেও মানসে রামাদেশ হেলা ভরতে নহে কখন।
স্নেহবশে শোচ করিও না নৃপ গদগদ ভাষে ক'ন ॥ ২৮৯

জনক-বশিষ্ঠাদি সংবাদ

চৌ—প্রীতিভরে ভরত ও রাম-গুণ গণনায়। নিমেষ-সমান সারা রজনী পোহা'য়ে যায় ॥
প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গি' দুই নৃপ-পরিজন। স্নান-শেষে দেবপূজা করে সবে আরম্ভন ॥ ১
স্নান সমাপনে গুরু-সকাশে গমন করি'। বন্দি' চরণ রাম ক'ন মতি অনুসরি' ॥
হে নাথ ভরত যত পুরবাসী মাতাগণ। বিকল শোকেতে আর বনবাসে খিন্ন-মন ॥ ২
বহু দিন হ'য়ে গেল প্রজাসহ মিথিলেশ। কানন-মাঝারে নানা সহ্য করেন ক্লেশ ॥
উচিত যেমন হয় কর এবে তা'ই নাথ। সবাকার হিত-ভার ন্যস্ত তোমারি হাত ॥ ৩
কথা-সনে ফুটে মুখে কুণ্ঠিত ভাব তাঁ'র। পুলকিত মুনি হেরি' বিনয় স্বভাব আর ॥
মুনি ক'ন তোমা বিনা রাম সব সুখ-সাজ। নরক সমান হেরে দু' রাজ-জন সমাজ ॥ ৪

দো—প্রাণের পরাণ জীবের জীবন সুখে সুখ তুমি রাম।
তোমা ত্যজি' যা'র গৃহে বশে মন বিধাতা তাহারে বাম ॥ ২৯০

চৌ—হো'ক্ থাক্ সেই সুখ করম ধরম আর। যথা প্রেম নাহি রাম-চরণকমলে সার ॥
সে যোগ কু-যোগ আর অ-জ্ঞান জ্ঞান সেই। যাহে রাম-ভকতির মুখ্যতা-বোধ নেই ॥ ১
তোমা বিনা দুখী সবে যে সুখী সে তোমা পে'য়ে। যা'র প্রাণে যাহা আছে কে জানে তোমার চেয়ে॥
তোমার আদেশবাণী মস্তকে সবাকার। বিদিত কৃপাল ভাল কেমন গতি কাহার ॥ ২
নিজ আশ্রমে এবে করহ প্রতিগমন। এত বলি' মুনিরাজ প্রেমেতে শিথিল মন ॥
প্রণাম করিয়া তবে যা'ন রাম নিজ বাসে। ধৈর্য্য ধরিয়া মুনি গেলেন বিদেহ-পাশে ॥ ৩
রামের বচন গুরু করেন নৃপ-গোচর। বরণি' বিনয় প্রেম সে স্বভাব মনোহর ॥
ক'ন মহারাজ এবে কর তা'ই আয়োজন। ধর্ম্ম সহিত হিত লভে যাহে সবজন ॥ ৪

দো—জ্ঞানের নিধান পাবন সুজান ধর্ম্মব্রত মহারাজ।
তুমি বিনা এই অনিশ্চয় দূর কোন্ জন করে আজ ॥ ২৯১

চৌ—বশিষ্ঠ-বচনে আসে বিদেহের অনুরাগ। বিরতি ও জ্ঞান(ও) হ'ল দশা হেরি' হৃত-রাগ ॥
স্নেহ-বশে শ্লথ দেহে করেন মনে বিচার। অনুচিত আগমন হেথায় হ'ল আমার ॥ ১
রামে নৃপ দশরথ কাননে যাইতে ক'ন। নিজে প্রিয়-প্রেমব্রত করিলেন উদ্‌যাপন ॥
এবে মোরা বন হ'তে পাঠা'য়ে গহন বনে। বিবেক বড়াই ল'য়ে ফিরিব মোদিত মনে ॥ ২
তাপস ব্রাহ্মণ মুনি দেখি' শুনি' এ সকল। শ্রীরাম-প্রেমের বশে হ'লেন অতি বিকল ॥
সময় বিচার করি' স্থির হ'য়ে মহারাজ। ভরতের কাছে যা'ন সহিত জনসমাজ ॥ ৩
ভরত মিলেন নৃপ সনে হ'য়ে আগুয়ান্। সময়ের উপযোগী আসন করেন দান ॥
হে তাত ভরত ক'ন মিথিলার অধিপতি। শ্রীরাম-স্বভাব কিবা আছে তব অবগতি ॥ ৪

দো—সত্যব্রত রাম ধর্ম্ম-পরায়ণ শীল স্নেহ সবাকায়।
সঙ্কট স'ন সঙ্কটে তব কি আদেশ কহা যায় ॥ ২৯২

চৌ—শুনি' রোমাঞ্চিত তনু জল ভরে দু' নয়নে। ভরত কহেন বাণী অতিশয় ধীর মনে ॥
আপনি পিতার সম পূজিত প্রভু আমার। গুরু সম হিতকারী নহে মাতাপিতা আর ॥ ১
কৌশিকী-আদি মুনি সচিবগণ-সমাজ। বিরাজিত জ্ঞাননিধি-সমান আপনি আজ ॥
সন্তান দাস চির আদেশের অনুগামী। এই বুঝি' উপদেশ প্রদান করুন স্বামি ॥ ২
এই সভা এই স্থান হেথা কি জিজ্ঞাসা তবে। মৌনে মলিন-মতি কহিলে পাগল ক'বে ॥
তথাপি এ ছোটমুখে বড় কথা উচ্চারিব। বিধাতা বিমুখ ব'লে আশা তব ক্ষমা পা'ব ॥ ৩
আগম নিগম আর পুরাণে এ হেন কয়। সেবা-ধর্ম্ম সুকঠিন জানে তা' জগতময় ॥
স্বামী-ধর্ম্মে স্বার্থে আর সতত রহে বিরোধ। বৈরতার নাহি আঁখি প্রেমে নাহি জ্ঞান-বোধ ॥৪

দো—চাহি' রাম-মুখ ধর্ম্ম পালিয়া মোরে জানি' পরাধীন।
সব-সম্মত সর্ব্ব-হিত যাহে প্রেম বুঝি' ক'রে দিন ॥ ২৯৩

ইন্দ্রের দুর্ভাবনা

চৌ—ভরতের বাণী শুনি' হেরিয়া স্বভাব তাঁ'র। সমাজ সহিত রাজা বাখানেন বারবার ॥
সরল জটিল বাণী কঠোর মৃদু আবার। সংক্ষেপ বাণী তবে অর্থ অতি অপার ॥ ১
যেমন মুকুরে মুখ সে মুকুর করে রয়। তথাপি না যায় ধরা ভাষা হেন মোহময় ॥
নৃপতি ভরত মুনি সহিত জনসমাজ। যা'ন তথা যথা দেব-কুমুদের দ্বিজরাজ * ॥ ২
শুনিয়া এ সমাচার ব্যথিত প্রজারা যত। নব বরষার-বারি পে'য়ে মীন যেইমত ॥
অগ্রে বশিষ্ঠ-দশা হেরিলেন দেবগণ। পরে জনকের প্রেম করিলেন দরশন ॥ ৩
রাম-ভকতিতে ভরা হেরিলেন ভরতেরে। স্বার্থপর দেবগণ ক্ষুব্ধ নিরাশা ভরে ॥
হেরিলেন সকলেই শ্রীরাম-প্রেমে বিভোর। অমরগণের আর ভাবনার নাহি ওর ॥ ৪

দো—স্নেহ সঙ্কোচ- পূরিত শ্রীরাম বাসব স-শোচে ক'ন।
হইবে অকাজ যদি প্রপঞ্চ নাহি সৃজ' দেবগণ ॥ ২৯৪

চৌ—দেবগণ স্মরিলেন বাগ্দেবী বীণাপাণি। দেবতা শরণে তব রাখ' পায়ে বরাননি ॥
ফিরাও ভরত মন সৃজিয়া আপন মায়া। রাখহ অমরকুলে বিস্তারি' ছল-ছায়া ॥ ১
দেবের মিনতি শুনি' চতুরা ভারতী ক'ন। জানি' স্বার্থপরায়ণ মূর্খ অমরগণ ॥
চাহ করিবারে যাহে ভরতের মন নড়ে। সহস্র চ'খেও তবু সুমেরু না চ'খে পড়ে ॥ ২
বিধাতা ও হরিহর-মায়া অতি বলবতী। সেও বলহীন চাহি' ভরতের মতি-প্রতি ॥
কহ মোরে সেই মতি ভ্রান্ত করার তরে। চাঁদিনী কি রুদ্র-কর তপনে হরিতে পারে। ৩
ভরত-হৃদয়তল জানকীরাম-নিবাস। তিমির কি তথা যায় যথা রবি সুপ্রকাশ ॥
এত বলি' ব্রহ্মলোকে শারদা করেন গতি। রাতে চক্রবাক্ প্রায় দেবদল ম্লানমতি ॥ ৪

দো—স্বার্থপর হীন- মতি দেবগণ সবে কুমন্ত্র করি'।
রচিল প্রবল মায়ার ছলনা ভয় ভ্রম দুখ ভরি' ॥ ২৯৫

শ্রীরাম-ভরত-সংবাদ

চৌ—হেন অপকর্ম্ম করি' ভাবে মনে দেবরাজ। সাধন নাশনক্ষম ভরত-ই সব কাজ ॥
এদিকে জনক যা'ন শ্রীরামের সন্নিধানে। দিলেন উচিত মান রঘুমণি সবজনে ॥ ১
দেশ কাল জন ধর্ম্ম-উপযোগী বর-বাণী। বলেন তখন মুনি বশিষ্ঠ পরম জ্ঞানী ॥
জনক-ভরত কথা করিলেন বর্ণন। পরে ভরতের সেই মনোহর সুবচন ॥ ২
অবশেষে ক'ন রাম মোর মন বলে এই। পালন করুক সবে তোমার আদেশ যেই ॥
একথা শ্রবণে রাম জোড় করি' দুই পাণি। কহেন সরল সত্য মৃদু সুন্দর বাণী ॥ ৩

* চন্দ্র।

প্রভু আপনার আর মিথিলেশ-সম্মুখে। প্রাণে অনুচিত গণি বচন আনিতে মুখে ॥
মিথিলাপতির আর যে আদেশ আপনার। আপনার দিব্য নাহি অন্যথা হ'বে তা'র ॥ ৪

দো—রামের শপথে সহিত সমাজ রাজা মুনি ম্লান দুখে।
সবে চেয়ে' রয় ভরতের পানে কথা নাহি আসে মুখে ॥ ২৯৬

চৌ—ভরত হেরিয়া সভা নীরব কুণ্ঠা-ভরে। রহেন হৃদয় মাঝে অকহ-ধীরতা ধ'রে ॥
কু-সময় বুঝি' প্রেম করিলেন সম্বরণ। বর্দ্ধমান বিন্ধ্যাচলে বারিলা মুনি যেমন * ॥ ১
সুবিমল বুদ্ধিরূপা জগ-প্রসবিনী ধরা। যেন শোক-হিরণ্যাক্ষ-কবলিতা শোকাতুরা ॥
ভরত-বিবেক ধরি' বিশাল বরাহ-কায়। মুক্ত করিলা যেন তাহারে অবলীলায় ॥ ২
সবারে প্রণতি করি' সবে করি' জোড় কর। মিনতি করিলা রাম নৃপ গুরু সাধু 'পর ॥
ক'ন সবে ক্ষমিবেন অবিনয় আজ মোর। সুকোমল মুখে কহি বচন অতি কঠোর ॥ ৩
করিতেই মনোময়ী বাণীরে মনে স্মরণ। হৃদি হ'তে তাঁ'র মুখ-পঙ্কজে আগমন ॥
বিমল বিবেক ধর্ম্ম নীতি-ভরা সুরসাল। ভরত-ভারতী তাঁ'র মঞ্জু যেন মরাল ॥ ৪

দো—বিবেক-আঁখিতে করি' দরশন প্রণয়-শ্লথ সমাজ।
প্রণতি করিয়া কহেন ভরত স্মরি' সীতা-রঘুরাজ ॥ ২৯৭

চৌ—হে নাথ তুমিই পিতা মাতা সখা গুরু স্বামী। তুমিই পরম পূজ্য হিতকারী হৃদি-যামী ॥
পরম পুরুষ তুমি সরল শীল-নিধান। প্রণত প্রতিপালক সকলি-জ্ঞাত সুজান ॥ ১
শক্তিমান্ কর' হিত শরণে আসে যেজন। গুণ শুধু লও দোষ কলুষ কর' হরণ ॥
তুমিই উপমা তব হে গোঁসাই মোর স্বামি। আর গুরুজন-দ্রোহী আমার তুলনা আমি ॥ ২
পিতা ও তব আদেশ মোহবশে ঠেলি' আজ। এসেছি হেথায় ল'য়ে আপন জনসমাজ ॥
এজগতে উচ্চ নীচ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট। অমিয় অমর-পদ বিষ মৃত্যু যত সৃষ্ট ॥ ৩
কাহারেও নাহি হেরি নাহি শুনি কোনজন। মনেও আদেশ তব করে যে অবহেলন ॥
মোর হেন আচরণ সববিধ অ-বিনয়। ইহারেও সেবা স্নেহ মেনে নে'ছ দয়াময় ॥ ৪

* একবার পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্যের মনে এই ঈর্ষা হয় যে, সূর্য্য চন্দ্র আদি শুধু সুমেরুকেই প্রদক্ষিণ করেন তাঁহাকেই বা তাঁহারা প্রদক্ষিণ না করিবেন কেন! মনে অহঙ্কার হইল,—যদি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করা না হয়, তবে তিনি তাঁহাদের গমনাগমন-পথ বন্ধ করিয়া দিবেন। এই বলিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত উত্তরোত্তর নিজ কলেবর বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। সূর্য্যের প্রদক্ষিণ-পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। সূর্য্য এবং দেবতারা ভাবিলেন, সূর্য্যের পথ অবরুদ্ধ হইলে জগতে আলোক-বিস্তার কিরূপে হইবে? উপায় চিন্তা করিয়া সকলে মহর্ষি অগস্ত্যের নিকটে গমন করিলেন। পরহিতব্রত মহর্ষি অগস্ত্য, উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া, পত্নী লোপামুদ্রাকে সঙ্গে লইয়া বিন্ধ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিন্ধ্য মহর্ষির চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার উপযুক্ত সেবা প্রার্থনা করিলেন। উত্তরে অগস্ত্য বলিলেন,—"যতদিন আমি প্রত্যাবর্ত্তন না করি, ততদিন তুমি এই ভাবে অবনত থাক।" এই কথা বলিয়া মহর্ষি প্রস্থান করিলেন, ও উজ্জয়িনীতে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদবধি বিন্ধ্য পর্ব্বত অবনতই রহিলেন, তাঁহার আর সূর্য্য-চন্দ্রের পথ রোধ করা হইল না। এ দিকে অগস্ত্যও আর ফিরিলেন না।

দো—আপন কৃপায় সু-স্বভাবগুণে করিলে শুভ আমার।
দূষণে ভূষণ করিলে সুযশ ছে'য়ে গেল চারিধার ॥ ২৯৮

চৌ—হে প্রভু তোমার রীতি সু-বাণী মহিমা যত। খ্যাত ত্রিজগতী তলে বেদাগমে কীর্ত্তিত ॥
কুটিল যে ক্রুর খল কুমতি কালিমা-লীন। নীচ শীল-বিরহিত নিরীশ্বর ত্রাসহীন ॥ ১
সেও আসি' সম্মুখে বারেক নমিলে পায়। শরণে আগত শুনি' আপনার কর তা'য় ॥
দেখেও তাহার দোষ হৃদে ঠাঁই নাহি দিয়া। তা'র শুনা-গুণ দাও সাধু-মাঝে প্রচারিয়া ॥ ২
কোন্ প্রভু সেবকেরে হেন কৃপা-পরায়ণ। সকল অভাব তা'র করে যে পরিপূরণ ॥
তা'র প্রতি নিজ দয়া স্বপনে না আনি' মনে। ভক্তের দুখে শোচ রাখে হৃদে প্রতি'খণে ॥ ৩
তুমিই সে স্বামী প্রভু অপর নহে সে আর। উঠাইয়ে দুই কর ক'ব করি' চীৎকার ॥
পশু নাচে হয় শুক ক্রমে পাঠ-সুপ্রবীণ। নৃত্য-গতি গুণ রহে শিক্ষক-জনাধীন ॥ ৪

দো—এরূপে নিবাহি' সম্মানি' দাসে কর তা'রে সাধূত্তম।
তুমি কৃপাময় বিনা কেবা আর রাখে হেন নিজ পণ ॥ ২৯৯

চৌ—বাল-মতিবশে কিম্বা শোক-ঘোরে স্নেহভরে। আসিলাম এ কাননে আদেশ দলিত ক'রে ॥
তথাপি কৃপাল তুমি চে'য়ে আপনার পানে। মোর সব(ই) ভাল বলি' গ্রহণ করিলে প্রাণে ॥১
হেরিনু চরণ তব সকল শুভের মূল। বুঝিনু দাসেরে প্রভু স্বভাবতঃ অনুকূল ॥
এ বিপুল সভামাঝে হেরিনু আপন ভাগ। এমন প্রমাদ তবু এত তব অনুরাগ ॥ ২
কৃপা অনুগ্রহ মোরে ওহে কৃপা-পারাবার। যা' করিলে সব-রূপে নাহি সীমা নাহি পার
আপন স্বভাব শীল আর মহানতা-বলে। অপার আমার 'পরে ভালবাসা দেখাইলে ৩
করি' হেলা প্রভু আর সমাজের লাজ ভয়। যথা-রুচি বাণীযোগে বিনয় বা অবিনয় ॥
যত বাচালতা মোর হইল করা প্রকাশ। ক্ষমা কর দেব সব জানিয়া আতুর দাস

দো—সুহৃদ্ সুজান প্রভু সম্মুখে অধিক কহায় দোষ।
আদেশ এখন চাহে দাস হ'ল অতি মোর পরিতোষ ॥ ৩০০

চৌ—সত্য সুকৃতি সুখ-সীমারেখা যা' আমার। সে পদ সরোজ-রজে কহি'আমি করি' সার ॥
জাগ্রত স্বপ্ন কিম্বা সুপ্তিতে রুচি যাহা। তোমার সকাশে প্রভু উদ্‌ঘাটি এবে তাহা ॥ ১
স্বার্থ কপট ছল চারিবর্গ পরিহরি'। অকপট প্রেমে প্রভু তব পদ সেবা করি।
আদেশ-পালন সম প্রভু-সেবা কিছু নাই। সে সেবা-প্রসাদ দেব যেন দাস আমি পাই ॥ ২
এতেক কহিয়া প্রেমে বশ-হারা অতিশয়। শরীরেতে পুলকন দু'নয়নে বারি বয় ॥
প্রভু-পদ সরসিজ ধরেন ব্যাকুল মতি। কি সে কাল কি সে প্রেম কহিতে নাহি শকতি ॥৩
কৃপানিধি প্রিয়ভাষে ভরতেরে সম্মানি'। বসা'লেন নিজ-পাশে ধারণ করিয়া পাণি ॥
হেরিয়া স্বভাব শুনি' সে মিনতি ভরতের। প্রেমেতে বিভল সভা শ্লথ মন শ্রীরামের ॥ ৪

ছ—স্নেহেতে বিমন রঘুপতি-মন মুনি সাধুগণ মিথিলাপতি।
সবে মনেমনে তাঁহার বাখানে ভাইপণা আর পরা-ভকতি॥
মলিন মানসে দেবতা বরষে কুসুম ভরতে কহিয়া জয়।
শুনি' জনগণ কুঞ্চিত যেন নিশীথে নলিনী তুলসী কয়॥

সো—নিরখি' দুঃখিত দীন দুই সমাজের পুরুষনারী।
ইন্দ্র মহামলিন মঙ্গল চাহে মৃতেরে মারি॥ ৩০১

চৌ—কপটতা কু-চালের একশেষ দেবরাজ। পরের অকাজ প্রিয় আর আপনার কাজ॥
বায়স-সমান যেন সুরেশ বাসব-রীতি। ছল মলিনতাভরা কা'রেও নাহি প্রতীতি॥ ১
প্রথমে কুমতি করি' কপটতা বিরচিল। তার পর উচাটন সব-শিরে চাপাইল॥
দেব-মায়া সহযোগে মোহিল সকল জনে। অতি বিক্ষোভ নাহি হ'ল রাম-প্রেমগুণে॥ ২
কা'রো মন স্থির নহে শঙ্কা ও উচাটনে। ক্ষণে সাধ বনে থাকে ক্ষণে গৃহ পড়ে মনে॥
বিপরীত মনোভাবে পীড়িত প্রজারা ভারি। সাগরের সঙ্গমে যেমন নদীর বারি॥ ৩
পরিতোষ নাহি আসে মনের দ্বিধার ফলে। আপন প্রাণের কথা এ উহারে নাহি বলে॥
তা' হেরি' মনেতে হাসি' কহেন কৃপানিধান। নবযুবা সারমেয় বাসব তিনে সমান॥ ৪

দো—ভরত জনক মন্ত্রী মুনিগণ সাধু সন্ত পরিহরি'।
দেবতার মায়া যে যেমন তা'রে ব্যাপিল সর্ব্বোপরি॥ ৩০২

চৌ—তাঁর প্রতি প্রেম আর সুরপতি-ছলভারে। প্রপীড়িত হেরিলেন রঘুমণি সবাকারে॥
সভা মিথিলেশ গুরু বিপ্র সচিবগণ। ভরতের ভক্তিতে বদ্ধ লগ্ন-মন॥ ১
রাম-পানে চে'য়ে রয় চিত্র-পুতলী মত। পড়া-পাখী মত কথা বলে হ'য়ে কুণ্ঠিত॥
ভরতের প্রীতি নতি সে মহিমা বিনয়ের। কহিতে কঠিন অতি সুখপ্রদ শ্রবণের॥ ২
করি' দরশন যাঁ'র ভকতির এককণা। মুনিগণ মিথিলেশ প্রেমেতে অনন্যমনা॥
মহিমা সে ভরতের তুলসী কি-ভাবে কয়। সে ভকতি-ভাবে হৃদে পুলকের বান বয়॥ ৩
আপনারে ছোট আর বড় বুঝি' মহিমারে। করি মর্য্যাদা-লাজে তা'রে নাহি বিস্তারে॥
গুণেতে ত' রুচি অতি ভাষা নাই কহিবারে। বালকের মতি-গতি যেমন কহিতে হারে॥ ৪

দো—ভরত-সুযশ বিধু সুবিমল চকোরী কবির চিত্ত।
বিভোরে চাহিয়া রহে ভক্ত হৃদি- নভেঃ হেরি' সমুদিত॥ ৩০৩

চৌ—ভরত-স্বভাব কহা নিগমের(ও) পারা ভার। ক্ষমা ক'রো কবিগণ চপলতা এ আমার॥
কহিতে শুনিতে ভাব সাত্ত্বিক ভরতের। কা'র নাহি জাগে রতি পদে সীতা-শ্রীরামের॥ ১
ভরতে স্মরিলে মনে শ্রীরাম-ভকতি যা'র। সুলভ নাহিক হয় কে বেশী অভাগা আর॥
বুঝিয়া করুণাময় হৃদি-ভাব সকলের। জানি' রাম গুণধাম প্রাণাবেগ ভরতের॥ ২

ধর্ম্মের ধুরন্ধর সুধীর নীতি-নাগর। সত্য প্রণয় শীল সকল সুখ-সাগর॥
বুঝি' দেশ বুঝি' কাল অবসর ও সমাজ। নীতি প্রীতি-প্রতিপাল দীননাথ রঘুরাজ॥ ৩
কহিলেন হেন ভাষা বাণীর সর্ব্বস্ব যেন। হিতকারী পরিণামে শ্রুতি-অমৃত হেন॥
হে তাত ভরত তুমি সব-ধর্ম্ম ধুরন্ধর॥ বেদ-বিদ্ লোক-বিদ্ প্রণয়াভিজ্ঞবর॥ ৪

দো—কর্ম্মে বচনে মনেতে বিমল তুমিই উপমা তব।
গুরু-সভা আর কু-সময়ে কিবা অনুজের গুণ ক'ব॥ ৩০৪

চৌ—জান ভাই সবিশেষ তপন-কুলের রীতি। সত্যব্রত জনকের কীর্ত্তিচয় আর প্রীতি॥
সময় সমাজ আর মর্য্যাদা গুরুজনে। কি ভাব নিহিত মিত্র অরি উদাসীন-মনে॥ ১
কি কাজ উচিত কা'র অজানা নহে তোমার। জান কিসে ধর্ম্ম তব পরা-হিত কি আমার॥
সকল ভরসা মোর ন্যস্ত তোমার 'পরে। তবু তোমা দু'টি কথা কহি কাল-অনুসারে॥ ২
পিতারে হারা'য়ে ভাই মম কল্যাণ যত। গুরুকুল-কৃপাভরে রহে শুধু যথাযথ॥
নহে মম প্রজাগণ পরিজন পরিবার। অধঃপাতে সকলেই যাইত সাথে আমার॥ ৩
প্রদোষের আগে যদি অস্ত যা'ন দিনকর। কহ' তবে কা'র ক্লেশ নাহি হয় ধরাপর॥
সেইমত বিধাতার কৃত এই উৎপাত। বাঁচা'লেন গুরুদেব মিথিলেশ সেই ঘাত॥ ৪

দো—নৃপতি-করম লজ্জা-বারণ ধর্ম্ম ধরণী ধাম।
গুরুর প্রভাবে করিলে পালন হ'বে শুভ-পরিণাম॥ ৩০৫

চৌ—গৃহে আর বন-মাঝে কি তোমার কি আমার। গুরুদেব-প্রসন্নতা রক্ষক সবাকার॥
জনক জননী গুরু স্বামীর যাহা আদেশ। ধরিতে ধরম-ধরা যেন ধরা-ধর শেষ॥ ১
হে তাত করহ তাহা মো'দিয়ে করাও তা'ই। দিনকর-বংশের রক্ষক হও ভাই॥
সাধকের সেই এক সব-সিদ্ধি প্রদায়িনী। কীর্ত্তি সুগতি আর বিভূতিময়ী ত্রিবেণী॥ ২
একথা বিচারি' মনে সহিয়াও অতি দুখ। প্রিয় প্রজা পরিবারগণেরে প্রদান' সুখ॥
আমার বিপদে ভাগ করিল সবে গ্রহণ। তব দুঃখ চারি-দশ বরষ অতি ভীষণ॥ ৩
জেনে'ও কোমল তোমা কহি বাণী সুকঠোর কু-সময় কালে তাত অনুচিত নহে মোর॥
শ্রেষ্ঠ ভ্রাতাই হয় কু-দিনে শুধু সহায়। হাতে নিবারণ করে দারুণ অশনি-ঘায়॥ ৪

দো—সেবক নয়ন কর পদ যেন আর প্রভু মুখ হ'বে।
তুলসি এ কম প্রীতি-রীতি শুনি' সলাজে বাখানে সবে॥ ৩০৬

ভরতের চিত্রকূট ভ্রমণ

চৌ—সমবেত জনগণ শুনি' বাণী শ্রীরামের। সিক্ত অমিয় রসে যেন প্রেম-সাগরের॥
শিথিল সকলে প্রেম-সমাধিতে নিমগন। হেরি' দশা করিলেন তূষ্ণী বাণী ধারণ॥ ১

ভরত-পরাণে পূরে পূত পরা-পরিতোষ। প্রভু অনুকূল হেরি' অপগত দুখ-দোষ ॥
মোদিত আনন মন মুক্ত যত বিষাদ। মূক 'পরে বরষিল বাণী'র যেন প্রসাদ ॥ ২
আরবার নমিলেন চরণে ভকতিভরে। কহিলেন সরোরুহ-করযুগ জোড় ক'রে ॥
হে দেব হ'য়েছে সুখ তোমার সাথে যাওয়ার। পে'য়েছি চরম লাভ জনম ভবে পাওয়ার ॥ ৩
এখন আমার 'পরে যে আদেশ তব হয় আদরে ধরিয়া শিরে পালিব তা' কৃপাময় ॥
এবে দেব দেহ মোরে সেই অবলম্বন। যে সেবা করিয়া গণা দিবস করি যাপন ॥ ৪

দো—গুরুর আদেশ ধরিয়া হে দেব তব অভিষেক তরে।
আনিয়াছি সব তীর্থ-সলিল কি আদেশ তাহে মোরে ॥ ৩০৭

চৌ—রহে এক অভিলাষ মনোমাঝে অতিশয়। ভয়ে সঙ্কোচে মুখ হইতে না বা'র হয় ॥
রাম ক'ন কহ তাত প্রভুর লভি' আদেশ। ক'ন বাণী সিঞ্চিত স্নেহরসে সবিশেষ ॥ ১
চিত্রকূট পূতস্থান তীর্থ-প্রদেশ বন। গিরি নির্ঝ'র নদী সব খগ মৃগগণ ॥
বিশেষ যে সব ঠাঁই প্রভু-পদচিহ্নিত। আদেশিলে দেখে' আসি জুড়াই তৃষিত চিত ॥২
রাম ক'ন মহাঋষি অত্রি-আদেশ শিরে। ধরি' নির্ভয় প্রাণে বিচর কানন 'পরে ॥
মুনির প্রসাদে ভাই মঙ্গলদাতা বন। মানস মোহনকারী মঞ্জু অতি পাবন ॥ ৩
আদেশ তোমায় মুনি-নায়ক দিবেন যথা। আহরিত পূত-জল স্থাপন করিও তথা ॥
প্রভুর বচন শুনি' ভরত সুখে অধীর। অত্রি-কমলপদে পুলকে নোয়া'ন শির ॥ ৪

দো—শুনিয়া শ্রীরাম- ভরত বারতা সব মঙ্গল-মূল।
স্বার্থী দেবতা কুলেরে বাখানি' ফেলে মন্দার ফুল ॥ ৩০৮

চৌ—ধন্য ভরত ধন্য জয় রাম রঘুনাথ। বলে সব দেবদল অতীব পুলক সাথ ॥
মুনিগণ মিথিলেশ সভামাঝে সবাকার। ভরত-বচন শুনি' উপজে সুখ অপার ॥ ১
রাম আর ভরতের প্রণয় ও গুণগ্রাম। বাখানেন পুলকিত মিথিলেশ অবিরাম ॥
প্রভু আর সেবকের প্রকৃতি হরয়ে মন। রীতি আর প্রেম তা'র পাবনে করে পাবন
সচিবেরা সভাসদ্ সবে অতি অনুরাগে। নিজনিজ মতি-মত গুণকীর্ত্তনে লাগে ॥
শুনি' শুনি' সংবাদ শ্রীরাম ও ভরতের। হরষে বিষাদে মন ডুবে দুই সমাজের ॥ ৩
শ্রীরাম-জননী জানি' দুখসুখ সম মনে। করেন প্রবোধ দান অপর মহিষীগণে ॥
করেন রামের কেহ গুণকথা কীর্ত্তন। ভরতের সু-স্বভাব বাখানেন অন্য জন ॥ ৪

দো—অত্রি ভরতে তবে ক'ন আছে গিরি-সানুদেশে কূপ।
তীর্থ বারি তা'য় করহ স্থাপন অমিয় পূত অনুপ ॥ ৩০৯

চৌ—ভরত করিয়া লাভ মুনির অনুশাসন। তীর্থ-সলিল পাত্র করিলা সব প্রেরণ ॥
অনুজের সনে নিজে অত্রি ও সাধুগণ। যথা সে অতল কূপ করেন তথা গমন ॥ ১

স্থাপেন পাবন বারি সে পরম পূত স্থানে। অত্রি তখন ক'ন প্রেমেতে মোদিত প্রাণে॥
আদিহীন কাল হ'তে তাত সিদ্ধ এইস্থল। কালবশে অবিদিত লুপ্ত ছিল কেবল॥ ২
তীর্থ-জলযুক্ত স্থল হেরিল সেবকগণ। পাইতে সে জল করে অন্য কূপ বিরচন॥
দৈবেতে জগতের হ'য়ে গেল উপকার। সুগম হইল অতি অগম ধর্ম্ম-বিচার॥ ৩
এখন ভরত-কূপ ক'বে এবে সবজনে। অতীব পাবন হ'ল তীর্থ-বারি মিলনে॥
সভক্তি যথাবিধি করিলে অবগাহন॥ শুদ্ধ কায়-বাক্যে-মনে হইবে মানবগণ॥ ৪

দো—গাহিতে গাহিতে কূপের মহিমা এল' সবে যথা রাম।
অত্রি শুনান রাম রঘুবরে তীর্থ-মহিমাগ্রাম॥ ৩১০

চৌ—কহিয়া প্রণয়ভরে ধর্ম্মের ইতিহাস। সুখে নিশা গত হ'ল হ'ল দিবা সুপ্রকাশ॥
নিত্যকরম-শেষে ভরতেরা দুইজন। অত্রি গুরু শ্রীরামের আদেশ করি' গ্রহণ॥ ১
আড়ম্বরহীন সাজে ল'য়ে নিজ দলবলে। রাম-বন প্রদক্ষিণ করিবারে হেঁটে' চলে॥
কোমল চরণতল নাহি তাহে পদত্রাণ। হেরিয়া কাতরা ধরা কোমল করে বয়ান॥ ২
লুকা'য়ে কীলক কুশ কাঁকর কু-পথ যত। কঠোর কু-বস্তু সব করি' আঁখি-অন্তরিত॥
বিরচিল বসুমতী মঞ্জুল পথচয়। প্রদানি' ত্রিবিধ সুখ মন্দ মলয় বয়॥ ৩
কুসুম বরষি' সুর জলধর ছায়া করি'। তৃণ নিজ মৃদুতায় তরু ফলে ফুলে ভরি'॥
মৃগ হেরি' সুনয়নে পাখী তুলি' মধু তান। সবে রাম-প্রিয় জানি' তুষিল ভরত-প্রাণ॥ ৪

দো—হেলাতেও রাম- নাম নিলে সব সিদ্ধি সুলভ হয়।
রাম-প্রাণ সম ভরতের তরে বড় কথা ইহা নয়॥ ৩১১

চৌ—এইভাবে পরিক্রম ভরত করেন বন। নিয়ম ও প্রেম হেরি' লজ্জিত মুনি-মন॥
সুপাবন জলাশয় পুণিত ধরণীভাগ। বিহগ পাদপ তৃণ পশু গিরি বন বাগ॥ ১
সকলি পুণিত অতি সুন্দর মনোহর। দিব্য দরশ করি' শুধান' রাঘববর॥
প্রশ্ন শ্রবণে মুনি অতি পুলকিত মন। সবার কারণ নাম গুণের প্রভাব ক'ন॥ ২
প্রণাম করেন কোথা কোথা বা অবগাহন। কোথাও হেরেন শোভা প্রাণ মন-বিমোহন॥
মুনি-উপদেশে কোন স্থানে হ'য়ে সমাসীন। লক্ষ্মণ-সীতারাম-চিন্তনে হ'ন লীন॥ ৩
হেরিয়া স্বভাব তাঁ'র সেই সেবা সে প্রণয়। প্রমোদিত বনদেব-আননে আশীষ বয়॥
ফিরেন অতীত যবে সহ-অর্দ্ধ দ্বিপ্রহর। করেন প্রভুর পদ দরশন তা'রপর॥ ৪

দো—তীর্থ সকল করিতে ভ্রমণ পঞ্চ দিবস যায়।
শ্রবণে কথনে হরিহর-গুণে সন্ধ্যা আসি' ঘনায়॥ ৩১২

শ্রীরাম-ভরত সংবাদ; ভরতের বিদায় গ্রহণ

চৌ—প্রভাতে স্নানের শেষে মিলিল সব সমাজ। ভরত ব্রাহ্মণগণ মিথিলার মহারাজ॥
সেইদিন শুভদিন বুঝিয়াও নিজ মনে। বিরত কুণ্ঠা-ভরে রাম মুখে আনয়নে॥ ১

শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা-পূজা

হেরেন ভরতে গুরু মিথিলেশে জনগণে। সঙ্কোচ-ভারে পুনঃ চাহেন ধরণী পানে॥
ভাবে মনে জনগণ বাখানি' বিনয় তাঁ'র। সঙ্কোচ-ভরা প্রভু রাম-সম নাহি আর॥ ২
বন্ধু ভরত তবে নিরখি' রামের পানে। দাঁড়ান আসন ছাড়ি' ধীরতা বাঁধিয়া প্রাণে॥
দণ্ডবৎ নতি করি' জোড় করি' দুই কর। ক'ন মোর সব সাধ পুরাইলে রঘুবর॥ ৩
মোর তরে সকলেই কত ক্লেশ ভোগ করে॥ তুমিও কতই দুখ সহিলে আমার তরে॥
এখন আমারে প্রভু দেহ তবে এ আদেশ। অযোধ্যায় গিয়া সেবা করি' দিন করি শেষ॥৪

দো—যে উপায়ে দাস পায় পুনরায় দরশ দীনদয়াল।
গণা-দিন তরে তাহাই শিখাও কোশল-পাল কৃপাল॥ ৩১৩

চৌ—হে প্রভু তোমারি প্রেমে প্রজা পুর-পরিজন। সবাই হরষে রহে পূত রসে নিমগন॥
ভবদুখ-দাবদাহ সুখদ তব কারণে। ব্যর্থ পরমপদ হে প্রভু তোমা বিহনে॥ ১
সকলি বিদিত প্রভু বুঝি' মন সবাকার। কি লালসা মতিগতি ধরে দাস এ তোমার॥
প্রণত-প্রতিপালক পালিও সকলজনে ইহ-পর দুই দিক রাখিও আপন গুণে॥ ২
প্রচুর ভরসা এত সববিধি তব 'পরে। ভাবি যদি তিলসম তবু প্রাণ নাহি ডরে॥
আর্ত্তি আমার আর নাথ তব ভালবাসা। দু'য়ে মিলি' হৃদি-মাঝে প্রোথিল এ দৃঢ় আশা॥৩
এই মোর মহাদোষ করিয়া অপনোদন। শুনাও দাসেরে প্রভু কুণ্ঠা করি' মোচন॥
এ মিনতি ক্ষীর-নীর-ভেদকারী হংসী-প্রায়। ভরতের গুণগান-মুখর করে সভায়॥ ৪

দো—দীননাথ শুনি' অনুজ-বচন অতি দীন ছলহীন।
দেশ কাল আব অবসর বুঝি' ক'ন রাম সুপ্রবীণ॥ ৩১৪

চৌ—তোমার আমার কিম্বা আত্মীয়ের চিন্তা যত। বনে কিম্বা গৃহে গুরু নৃপ 'পরে রহে তাত॥
মাথার উপরে যবে গুরু মুনি মিথিলেশ। কি তোমার কি আমার স্বপনেও নাহি ক্লেশ॥
তোমার আমার ভাই পরম পুরুষকার। স্বার্থ সুযশ ধর্ম্মলাভ পরমার্থ আর॥
শুধু এক জনকের আদেশ পরিপালনে। লোকতঃ ধর্ম্মতঃ শুভ জনকের কল্যাণে॥ ২
জনক জননী গুরু পালিয়া প্রভু-আদেশ। গেলেও কুপথে নাহি পতনের ভয়-লেশ॥
এ কথা রাখিয়া মনে হ'যে অচিন্ত্য মন। গণা-দিন পুরা করি' কোশল কর' পালন॥
রাজ্য অথবা ধন পরিজন পরিবার। গুরু-পদরজ 'পরে সবার রক্ষণ-ভার॥
তুমি শুধু গুরু মাতা সচিবের কথা মত। ধরা প্রজা রাজধানী পালনে র'হিবে রত॥ ৪

দো—মুখের-সমান হ'বে যে প্রধান পানাহার শুধু তা'র।
পালিবে পুষিবে সারা অবয়বে বিবেকে করি' বিচার॥ ৩১৫

চৌ—নৃপতি-ধরম যাহা। এই সার কথা। মন-মাঝে মনোরথ লুকাইয়া রহে যথা॥
করিলেন নানাভাবে অনুজে প্রবোধ দান। তথাপি আধার বিনা শান্ত নহেক প্রাণ॥ ১
ভরত-প্রণয় গুরু মন্ত্রী জনসমাজ-। আগে স্নেহে বশহীন কুণ্ঠিত রঘুরাজ॥
দিলেন চরণ-ত্রাণ কৃপা করি' অবশেষে। ভরত আদরে শিরে ধরিলেন পরিতোষে॥ ২
করুণার আয়তন প্রভুর চরণ-ত্রাণ। যেন দুই দৌবারিক রক্ষিতে প্রজা-প্রাণ॥
ভরতের প্রেম-মণি রাখিতে যেন আধার। দ্বি-অক্ষর নাম যেন সাধন-তরে সবার॥ ৩
কপাট রাখিতে কুলে কর যেন সু-করমে। বিমল নয়ন যেন সেবা-ধর্ম্ম দর্শনে॥
প্রাণাধার লাভ করি' ভরত মোদিত মন। প্রাণে সেই সুখ যেন সীতারাম সাথে র'ন॥ ৪

দো—নমিয়া বিদায় যাচেন শ্রীরাম হৃদয়ে জড়া'য়ে লন।
কুট ইন্দ্র বুঝি' অবসর তুলে লোক-প্রাণে উচাটন॥ ৩১৬

চৌ—সবাকার হিতকর তবু হ'ল উচাটন। গণা-দিন পুরা'বার আশা-সম-হৃদিধন॥ *
নহে লক্ষ্মণ সীতারামের বিরহ-শোকে। হাহাকার করি' সব জীবন ত্যজিত লোকে॥ ১
করিল রামের কৃপা ইহা হ'তে নিস্তার। অপকারী দেব মায়া ক'রে দিল উপকার॥
করেন ভরতে ভুজ-বন্ধনে আলিঙ্গন। রাম-প্রেমরস নাহি করা যায় বরণন॥ ২
দেহে মনে বচনেতে উথলিত অনুরাগ। ধীরতা-ধুরন্ধর করেন ধীরতা ত্যাগ॥
বারিজ-লোচন হ'তে বারি ঝরে ঝরঝরে। হেরি' দশা সুরগণ সবজন খেদে' মরে॥ ৩
মহাধীর মুনি গুরু বশিষ্ঠ বিদেহ-রায়। জ্ঞানাগুনে মনে যাঁ'রা করিলেন হেম-প্রায়॥
বিরচিলা অ-বিকার চারিমুখ যাঁহাদের। কমলের পাতা যেন জলে ভব-সাগরের॥ ৪

দো—তাঁহারাও হেরি' ভরত-রামের অনুপ প্রীতি অপার।
কায়-মন-বাক্ মগ্ন-মন হ'ন বিরাগ সহ বিচার॥ ৩১৭

ভরতের অযোধ্যা প্রতিগমন ও নন্দীগ্রামে অবস্থান

চৌ—বশিষ্ঠ-জনক-মতি যথায় বিভল হয়। সাধারণ প্রেম নাম দিলে দোষ অতিশয়॥
শুনি' করি'ছেন রাম-বিয়োগের বরণন। কঠোর-পরাণ কবি ভাবিবেন সবজন॥ ১
সে মহা-সঙ্কোচ রস নিতান্ত কথনাতীত। কাল আর প্রেম স্মরি' কবি হ'ন কুণ্ঠিত॥
ভরতে মিলিয়া রাম করেন প্রবোধ দান। পরে অরি-নিসূদনে হরষে বুকে জড়ান॥ ২

* নির্দ্দিষ্ট চৌদ্দ বৎসর অতীত হইলে রামসীতা লক্ষ্মণকে আবার পাইবার আশা যেমন সকলের জীবনধারণের এক কারণ ছিল, সেইরূপ ইন্দ্র-রচিত উচাটনও তাহাদের জীবনধারণের অপর কারণ হইয়াছিল: নহিলে রামসীতা লক্ষ্মণের বিয়োগের বিরহে সকলের জীবনান্ত হইত।

ভৃত্য সচিবগণ ভরত-অনুশাসনে। নিয়োজিত হ'ল নিজ নিজ কাজে [illegible]

প্রবন্ধে দারুণ দুখ প্রাণে পায় দু' সমাজ। সুরু করে গমনের যত আয়োজন-সাজ ॥

প্রভু-পদসরসিজ পূজি' ভাই দুইজন। শিরে ধরি' শুভাশীষ করিল [illegible] ॥

মুনিগণ তপাচারী বনদেব বারবার। করিলেন সম্মানে আপ্যায়ন সৎকার ॥

দো—লক্ষ্মণে মিলি' নমিয়া ধরিয়া শিরে সীতা-পদধূলি।
যা'ন প্রেমভরে আশীর্ব্বাদ শুনি' সব মঙ্গল-মূল ॥ ৩১৮

চৌ—অনুজ সহিত রাম নমিয়া বিদেহ-পদে। করেন মিনতি গা'ন মহিমা অনেক ছাঁদে ॥

ক'ন প্রভু দয়াবশে পাইলে বড়ই ক্লেশ। আপন সমাজ সনে কাননে আসিলে শেষ ॥ ১

যাও দেব ফিরে' এবে মোদের দিয়া আশীষ। ধৈর্য্য ধারণ করি' ফিরেন তবে মহীশ ॥

তা'র পর মুনি সাধু দ্বিজগণে সম্মানি'। বিদায় করেন সবে হরিহর সম জানি' ॥ ২

শ্বশ্রূ সমীপদেশে গিয়া ভাই দুইজন। ফিরেন নমিয়া পদে আশীষ করি' গ্রহণ ॥

কৌশিকী বামদেব জাবালী ও পুরজনে। পরিজন মন্ত্রী যাঁ'রা রত শুভ-আচরণে ॥ ৩

প্রাপ্য যেমন যাঁ'র মিনতি করি' প্রণাম। সবারে বিদায় দান করে সানুজ রাম ॥

উচ্চ কি মধ্য নীচ কি রমণী কিবা নর। সম্মান দান রিক' ফিরা'লেন রঘুবর ॥ ৪

দো—কেকয়ী-চরণে নমি' প্রভু মিলি' অনাবিল প্রেম সনে।
দিলেন বিদায় পাল্‌কী সাজা'য়ে লাজ দুখহীন মনে ॥ ৩১৯

চৌ—পরিজন পিতামাতা সনে দেখা করি' সীতা। ফিরিলেন প্রিয়তম দয়িতা-প্রেম-পুলকিতা ॥

মিলিলেন নতি করি' সব শ্বশ্রূর সনে। কহিতে সে প্রেম-গাথা সুখ নাহি কবি-মনে ॥ ১

লভি উপদেশ লভি' মনোমত আশীর্ব্বাদ। দু'-কুলের প্রতি প্রেম সীতার প্রাণে অগাধ ॥

রঘুপতি আনাইয়া বর-যান মনোহর। প্রবোধি' জননীগণে বসা'লেন তদুপর ॥ ২

সমান প্রীতির ভরে রাম লক্ষ্মণ-সনে। বারবার মিলি' দেন বিদায় জননীগণে ॥

সাজাইয়া বাজি গজ অপর নানা বাহন। ভরত ও নৃপদল করেন প্রতিগমন ॥ ৩

হৃদয় ফেলিয়া সীতা লক্ষ্মণ রাম 'পরে। ফিরে' যায় সবজন আকুলতা হৃদে ধ'রে ॥

বৃষভ বারণ হয় তাহারাও ম্লান-হিয়া। পরবশ হ'য়ে চলে মন-সুখ হারাইয়া ॥ ৪

দো—গুরু-পত্নী গুরু-পদে নমি' প্রভু সীতা লক্ষ্মণ সনে।
হরষ বিষাদ লইয়া ফিরেন পত্রের নিকেতনে ॥ ৩২

চৌ—অতি সম্মানে দেন নিষাদরাজে বিদায়। বিষাদে ভরিয়া প্রাণ গুহ গৃহে ফিরে' যায় ॥

কোল ভীল ব্যাধ আদি যত বনচরগণ। ফিরিতে লাগিল করি' রাম-পদ বন্দন ॥ ১

বসি' প্রভু বটতলে সীতা লক্ষ্মণ-সনে। প্রিয়জন-বিরহের বিষাদে কাতর মনে॥
ভরত-স্বভাব প্রেম সহ নিজ বর-বাণী। দয়িতা অনুজ পাশে কহিলেন বিবরণি'॥
প্রেমেতে বিভোর হ'য়ে কহেন শ্রীমুখে রাম। তাঁ'র প্রেম ক্রিয়া-মন-বাণী-গত গুণগ্রাম॥
সেইকালে খগ মৃগ কিবা জলমাঝে মীন। চিত্রকূটবাসী চর-অচর সবে মলিন॥ ৩
শ্রীরামের দশা হেরি' যতেক অমরগণ। কুসুম বরষি' করে নিজ দুখ-নিবেদন॥
প্রণাম করিয়া প্রভু আশ্বাস দেন সবে। নির্ভয়ে প্রীতমনে সুরগণ ফিরে স্তবে॥ ৪

দো—অনুজ জানকী সঙ্গেতে প্রভু পর্ণকুটীরে র'ন।
তনু ধরি' জ্ঞান ভকতি বিরাগ যেন শোভে বিমোহন॥ ৩২১

চৌ—ভরত বশিষ্ঠদেব দ্বিজ মুনি মহীপতি। জনগণ শ্রীরামের বিরহে কাতর অতি॥
করিতে করিতে মনে প্রভুর গুণে স্মরণ। ভাষা-হীন দীন মনে করেন পথে গমন॥ ১
যমুনা সকলে মিলি' হইলেন উত্তরিত। সে দিবস অনাহারে হইল অতিবাহিত॥
সুরধুনী-পরপারে আবাস দ্বিতীয় দিনে। করিলা নিষাদ সব আয়োজন সযতনে॥ ২
সঈ নদী হ'য়ে পার গোমতীতে স্নান করি'। আসিলেন চারিদিনে কোশল-নগরে ফিরি'॥
চারি দিন অযোধ্যায় বিদেহ করি' যাপন। রাজ-কাজ সমাধানে করি' সব আয়োজন॥ ৩
মন্ত্রী বশিষ্ঠ আর ভরতেরে সঁপি' রাজ। মিথিলায় যা'ন ফিরে' করিয়া সকল সাজ॥
শ্রীরামের রাজধানী অযোধ্যার নরনারী। সুখে বাস করে গুরু-উপদেশ শিরে ধরি'॥ ৪

দো—রাম-দরশন কারণে সকলে করে ব্রত উপবাস।
ত্যজি' ভোগ-সুখ জীয়ে শুধু গণা- দিন পুরা'বার আশ॥ ৩২২

চৌ—সচিব সু-ভৃত্যগণে ভরত প্রবোধ দানে। নিজ নিজ কাজে পুনঃ নিয়োজেন সবজনে॥
অনুজে ডাকিয়া দেন উপদেশ তা'র পর। জননীগণের-সেবা সঁপেন তাঁহার 'পর॥ ১
দ্বিজগণে আহ্বানি' পাণিযুগ জোড় করি'। অবস্থার অনুযায়ী মিনতি প্রণতি করি'॥
ক'ন সবে কার্য্য তব উচ্চ-নীচ অবিচারে। দিবেন আদেশ দেব পালন তা' করিবারে॥ ২
আহ্বান করি' প্রজা পুর-পরিজনগণ। প্রতিষ্ঠিত করিলেন সমস্যা করি' পূরণ॥
পরে অনুজের সনে গিয়া গুরু-গৃহ 'পর। দণ্ডবৎ করি' ক'ন জোড় করি' দুই কর॥ ৩
আদেশ যত্তপি হয় নিয়ম করি পালন। শুনি' বশিষ্ঠদেব পুলকি' সপ্রেমে ক'ন॥
হে ভরত তুমি যাহা বুঝিবে করিবে ক'বে। তাহাই জগতীতলে ধর্ম্মের সার হ'বে॥ ৪

দো—শুনি' উপদেশ লভিয়া আশীষ গণকে দেখা'য়ে দিন।
রাজাসন 'পরে প্রভুর পাদুকা স্থাপেন বিঘনহীন॥ ৩২৩

চৌ—শ্রীরাম-জননী গুরু-চরণ করি' পূজন। প্রভুর চরণ-পীঠে আদেশ করি' [illegible] ॥
ধর্ম্ম-নিরত হ'য়ে পাতার রচি' কুটীর। নন্দীগ্রামে গিয়া বাস করেন ভরত ধীর ॥ ১
[illegible] কটি 'পরে শিরে শোভে জটাভার। ধরণী খোদিয়া কুশ-আসন করি' প্রসার ॥
অশন বসন ব্রত তৈজস ও নিয়ম। সহ প্রেম সুকঠোর ঋষি-সম আচরণ ॥ ২
নানাবিধ ভোগ-সুখ কি বসনে কি ভূষণে। ত্যজিলেন পণ করি' কায় মন বাণী সনে ॥
যে কোশল রাজ্য হেরি' সুরপতি ঈর্ষাযুত। দশরথ-বিত্ত শুনি' ধনপতি লজ্জা পে'ত ॥ ৩
হেন ভরত তথা ভোগে অ-বিকার মনে। শিলীমুখ রহে যথা স্ফুট চম্পক বনে ॥
রমার বিলাস-ভোগ রাম-অনুরাগী জন। হেলায় করেন ত্যাগ ঘৃণিত যেন বমন ॥ ৪

দো—শ্রীরামের স্নেহ- ভাজন ভরতে বড় কথা কিছু নয়।
পণেতে চাতকে ক্ষমতায় হাঁসে সাধুবাদ দিতে হয়* ॥ ৩২৪

চৌ—দিন দিন বর-বপু ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ হয়। মন্দ মেদ কিন্তু বল মুখ-ছবি শোভাময় ॥
নিতনিত নবভাবে শ্রীরাম-ভকতি পীন। বাড়ি'ছে ধরম-দল মন রহে অমলিন ॥ ১
সলিলের হ্রাস যথা শরতের আগমনে। বেতস বিলাস করে হাসি খেলে পদ্মবনে ॥
শম দম সংযম সুনিয়ম উপবাস। শোভা করে তারা-সম ভরতের হৃদাকাশ ॥ ২
বিশ্বাস ধ্রুবতারা রাকা গণা-দিন ধ্যান। শ্রীরামের স্মৃতি তাহে সুরবীথি শোভমান ॥
রামের ভকতি-বিধু অচল কালিমাহীন। তারাগণ সনে শোভা করে হৃদে অনু-দিন ॥ ৩
ভরতের রীতি মতি আর ক্রিয়া অবিচর। ভকতি বিরাগ গুণ কি বিভূতি সুবিমল ॥
বর্ণনা করিবারে সু-কবিও মানে হার। তথা গতি নাহি শেষ বাণী গণ-দেবতার ॥ ৪

দো—প্রভু-পদপীঠ পূজেন নিত্য হৃদে প্রেম উথলিত।
যাচিয়া যাচিয়া আদেশ সাধেন রাজ্যের কাজে যত ॥ ৩২৫

ভরত-চরিত্র-শ্রবণের মাহাত্ম্য

চৌ—কলেবরে পুলকন হৃদে সীতা-রঘুবীর। রসনায় রাম-নাম লোচনেতে প্রেম-নীর ॥
বনে নিবসেন সীতা লক্ষ্মণ রঘুরায়। ভরত ভবনে রহি' কর্ষেণ নিজ কায় ॥ ১
দুইদিক বিচারিয়া কহে জনগণ সবে। সাধুবাদ-উপযোগী ভরত সকল ভাবে ॥
ব্রত-নিয়মের কথা শুনি' সাধু কুণ্ঠিত। গতি করি' দরশন মহামুনি লজ্জিত ॥ ২
পাবন নিরতিশয় আচরণ ভরতের। মধুর সুন্দর আর ধারা সুখ ও শুভের ॥
হরণ কঠিন সব দোষ পাপ কলি-ক্লেশ। মহা মোহ-শর্ব্বরী দলনকারী দিনেশ ॥ ৩

* চাতকের প্রতিজ্ঞা, সে পৃথিবীর উপরের জলপান করিবে না, আর জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধ পৃথক্ করিবার শক্তিতে হাঁসকে প্রশংসা করিতে হয়।

[illegible]পাতি সংহারে । সব-সুন্তাপদল বিদূরণ করিবারে ॥
জনমন-রঞ্জন ভঞ্জন ভব-ভার । শ্রীরাম-ভকতিরূপী চাঁদের ছানিত সারা ॥

ছ—সীতারাম-প্রেম- পীযূষ পূরিত না আসিলে পরে ভরত ভবে।
মুনি-মনাগম শমাদি নিয়ম কঠোর ব্রত কে করিত তবে।
দম্ভ দুখ দাহ দৈন্য দূষণ যশ ছলে অপহরিত কে।
কলিতে তুলসী- সমান শঠেরে হঠে রাম-মুখী করিত কে ॥

সো—ভরত-কাহিনী করি' নেম* শুনিবে যে জন আদর-বশে ॥
জানকী-শ্রীরামপদে প্রেম হ'বে স্থির পা'বে বিরাগ-রসে ॥ ৩২৬

কলিযুগের সমস্ত পাপ ধ্বংসকারা শ্রীরামচরিত-মানসের
এই দ্বিতীয় সোপান সমাপ্ত হইল ।

(অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত)

---

* নিয়ম ।